আল-ফায়যুল কাসীর

শরহে বাংলা

আল-ফাওযুল কাবীর

ও

প্রশ্নোত্তরে

আল-ফাওযুল কাবীর

মূল

মাওলানা সালেহ আহমদ সালিক

অনুবাদ

হাফিজ মাওলানা আব্দুল খালিক

মাওলানা শিব্বির আহমদ

লেখক

মাওলানা সালেহ্ আহমদ সালিক

প্রকাশক

মাওলানা সিদ্দিক আহমদ

প্রকাশকাল

আষাঢ় ১৪১৯

শা'বান ১৪৩৪

জুলাই ২০১৩

মূল্য ঃ ২৫০/- (টাকা মাত্র)

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রশ্নোত্তরে

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَاجَةُ اِلَى التَّرْجُمَةِ الْجَدِيْدَةِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، أَمَّابَعْدُ :

اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ فِيْ اُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ : صَنَّفَهُ الاِمَامُ وَلِيُّ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ لِطَلَبَةِ الْعُلُوْمِ الاِسْلَامِيَّةِ بِلُغَةٍ فَارْسِيَّةٍ مَحَلِّيَّةٍ حِيْنَذَاكَ، وَكَانَ الْكِتَابُ مُوْجَزًا مُخْتَصَرًا، فَكَانَ يُدَرِّسُ بِدَوْرِهِ طُوْلَ حَيَاتِهِ، ثُمَّ بَعْدَهُ رَحِمَهُ اللهُ لَايَزَالُ يُدَرِّسُ فِيْ الْمَدَارِسِ الاِسْلَامِيَّةِ، لِاَنَّ الْكِتَابَ وَاِنْ كَانَ صَغِيْرًا الْحَجْمِ، وَلٰكِنَّهُ اَجْدٰى مِنْ تَفَارِيْقِ الْعَصَا،

অনুবাদ ঃ

নতুন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা

('আল-ফাওযুল কাবীর'র আরবী অনুবাদক আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দামাত বারাকাতুহুম বলেন ঃ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের, কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রশংসার ন্যায় এবং সালাত ও সালাম রাসূলদের সরদারের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের উপর। (হামদ ও সালাতের) পর কথা ঃ

'আল-ফাওযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর' কিতাবখানা রচনা করেছেন ইমাম ওলী উল্লাহ– আল্লাহ তাঁকে দয়া করুন– ইসলামী জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের জন্য, তৎকালীন স্থানীয় ফার্সী ভাষায়। কিতাবটি একেবারেই সংক্ষিপ্ত। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নিজেই তা পাঠদান করতেন। অতঃপর তাঁর পরে তা সর্বদা ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহে পঠিত হয়ে আসছে। কেননা, কিতাবটি যদিও কলেবরে ছোট, কিন্তু তা (একান্তই প্রয়োজনীয়) লাঠির অংশ থেকেও অধিকতর উপকারী

শব্দার্থ ঃ محلية ঃ স্থানীয়। حينئذاك ঃ তৎকালীন, ঐসময়, তখনকার। حين ঃ সময়। ذاك ঃ (ঐ বা উহা)-র সমন্বয়ে গঠিত। موجزا ঃ সংক্ষিপ্ত, اسم مفعول, মাসদার الايجاز সংক্ষেপ করা। دور ঃ ভূমিকা, বহুবচন ادوار। بدوره ঃ নিজ ভূমিকায় মানে নিজেই। طول حياته ঃ তাঁর জীবদ্দশায়। حجم ঃ সাইজ, কলেবর। اجدى ঃ অধিকতর উপকারী বা ফলপ্রদ। تفاريق ঃ আলাদা আলাদা অংশসমূহ। العصا ঃ লাঠি। اجدى من تفاريق العصا ঃ মানে লাঠি থেকেও বেশী ফলপ্রদ।

وَأَنْفَعَ مِنَ الْغَيْثِ فِيْ أَوَانِهِ.

وَمَضَى عَلَى تَصْنِيْفِه زَمَنٌ طَوِيْلٌ، وَالطُّلَّابُ يَقْرَؤُوْنَهُ بِرُغْبَة تَامَّة وَاهْتِمَامٍ بَالِغٍ فِيْ أَرْجَاءِ الْهِنْدِ، لِأَنَّ اللُّغَةَ الْفَارِسِيَّةَ كَانَتْ رَائِجَةً فِيْ الْهِنْدِ، فَلَمَّا انْقَضَى عَصْرُهَا بِالْهِنْدِ أَحَسَّ عَالِمٌ هِنْدِيٌّ بِحَاجَةِ الْبِلَادِ، فَتَرْجَمَهُ إِلَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَخْفَى اسْمَهُ، وَنَسَبَ ذَلِكَ التَّرْجَمَةَ إِلَى الشَّيْخِ مُحَمَّد مُنِيْرِ الدِّمَشْقِيِّ، صَاحِبِ الْمَطْبَعَةِ الْمُنِيْرِيَّةِ الشَّهِيْرَةِ بِدِمَشْقَ، كَمَا حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ الْأَدِيْبُ الْأَرِيْبُ الشَّيْخُ سَلْمَانُ الْحُسَيْنِيُّ النَّدْوِيُّ، عَنْ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ الْمُؤَرِّخِ الشَّيْخِ أَبِيْ الْحَسَنِ عَلِيٍّ النَّدْوِيِّ حَفِظَهُ اللهُ فِيْ تَرْجَمَتِه لِلْفَوْزِ الْكَبِيْرِ.

وَلَكِنْ كَانَ فِيْ التَّرْجَمَةِ هُجْنَةٌ وَسَقَةٌ وَغُمُوْضٌ وَتَسَامُحٌ فِيْ مَوَاضِعَ عَدِيْدَةٍ، وَكَانَتِ الْحَاجَةُ مَاسَّةً إِلَى التَّرْجَمَةِ الصَّحِيْحَةِ الدَّقِيْقَةِ،

অনুবাদ ঃ ও সময়ের (প্রয়োজনীয়) বৃষ্টি থেকেও বেশী ফলপ্রদ।

তাঁর রচনা দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়। তৎকালীন ছাত্ররাও ভারতের বিভিন্ন স্থানে পূর্ণ আগ্রহ ও অতি গুরুত্ব সহকারে তা পড়ছিল। কেননা তখন নিখিল ভারতে ফার্সী ভাষার প্রচলন ছিল। যখন ভারতে ফার্সীর যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তখন কোনো এক ভারতীয় আলিম দেশের প্রয়োজন উপলব্ধি করে তা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং নিজের নামকে গোপন রেখে উক্ত অনুবাদকে (তৎকালীন) দামেশকের প্রসিদ্ধ 'মাত্বাআয়ে মুনীরিয়া'র মালিক শায়েখ মুহাম্মদ দামেশকীর নামে চালিয়ে দেন। একথা ঐতিহাসিক হযরত শায়েখ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) থেকে বর্ণনা করেছেন সুদক্ষ সাহিত্যিক উস্তাদ শায়েখ সালমান হুসাইনী নদভী তাঁর 'আল-ফাওযুল কাবীরের' অনুবাদে।

কিন্তু (উক্ত) অনুবাদ কার্য্যের বিভিন্ন স্থানে ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি, অস্পষ্টতা ও শৈতিল্য থেকে যায়। এবং বিশুদ্ধ নিখুঁত অনুবাদের প্রয়োজন পড়ে।

শব্দার্থ ঃ انفع ঃ অধিক উপকারী। اوان ঃ একবচন آن ঃ সময়। **اهتمام بالغ** ঃ পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে। في ارجاء الهند ঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে। **هجنة** ঃ ত্রুটি। **سقة** ঃ বেকার জিনিষ, পরিত্যক্ত বস্তু। ভুল। **غموض** ঃ অস্পষ্টতা। **تسامح** ঃ শৈতিল্য। **عديدة** ঃ অনেক, বিভিন্ন।

وَلَكِنِ الْمُدَرِّسِيْنَ لَهُ كَانُوْا عَارِفِيْنَ بِاللُّغَةِ الْفَارِسِيَّةِ فَكَانُوْا يَرْجِعُوْنَ اِلَى الْاَصْلِ الْفَارْسِيِّ حِيْنَمَا يَشْعُرُوْنَ بِصَعُوْبَةٍ فِيْ حَلِّ الْكِتَابِ.

وَقَبْلَ رُبْعِ قَرْنٍ خَدَمْتُ الْكِتَابَ بِشَرْحِيْ "الْعَوْنِ الْكَبِيْرِ" فَأَحْسَسْتُ حِيْنَذَاكَ بِالْخَلَلِ، وَشَعَرْتُ بِحَاجَةِ اِلَى مُقَابَلَةِ التَّرْجَمَةِ بِالْاَصْلِ الْفَارْسِيِّ، فَقُمْتُ بِهٰذَا الْوَاجِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتُ الْغُمُوْضَ فِي التَّعْبِيْرِ، أَوِ الْخَلَلَ فِي الْعِبَارَةِ، أَوِ التَّسَامُحِ فِي اَدَاءِ الْغَرَضِ، وَنَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِيْ الشَّرْحِ، وَوَضَعْتُ التَّرْجَمَةَ الصَّحِيْحَةَ فِي الشَّرْحِ، وَلَمْ أُغَيِّرْأَصْلَ الْكِتَابِ.

وَلَا يَزَالُ "الْعَوْنُ الْكَبِيْرُ" يَطْبَعُ مِنْ سَبَائِكَ حَدِيْدِيَّةٍ، حَتَّى ذَهَبَ رُوَائُهَا وَبَهَائُهَا،

অনুবাদ ঃ আর যেহেতু উক্ত কিতাবের শিক্ষকরা ফার্সী ভাষা জানতেন। তাই যখনই তারা কিতাব বুঝতে কঠিনতা অনুভব করতেন তখন তারা মূল ফার্সী কিতাব অধ্যয়ন করতেন। পাঁচ বৎসর পূর্বে আমি কিতাবটির খিদমত করি আমার ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল-আওনুল কবীরের' মাধ্যমে। তখন আমি ত্রুটির অনুভব করি এবং অনুবাদকে মূল ফার্সী কিতাবের সাথে মিলিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। অতঃপর আমি যেখানে উপস্থাপনায় অস্পষ্টতা অথবা এবারতে ত্রুটি নতুবা উদ্দেশ্য প্রকাশে শৈতিল্য পেয়েছি সেখানেই আমি এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে তা শরহ গ্রন্থে অবহিত করেছি এবং শরহে সঠিক অনুবাদ লিখে দিয়েছি আর মূল কিতাব পরিবর্তন করি নাই।

'আল-আওনুল কাবীর' সর্বদাই লৌহ নির্মিত ছাঁচে ছাপানো হয়। অবশেষে তার সৌন্দর্য শোভা আকর্ষনীয়তা লোপ পায়।

শব্দার্থ ঃ الدقيقة নিখুঁত। يرجعون মানে يراجعون ঃ পুননিরীক্ষণ করেন, সমালোচনা ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করলেন। صعوبة সকষ্ট, কঠিন হওয়া। يشعرون ঃ (الشعور) অনুভব করতেন। الخلل খুঁত, ত্রুটি। الواجب ঃ দায়িত্ব, করনীয়, কর্তব্য। قمت بهذا الواجب ঃ আমি এ করনীয় সম্পাদন করি, এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেই। قيام এর صله তে ب আসলে 'সম্পাদন করার' বা আঞ্জাম দেয়ার অর্থ হয়। التعبير ঃ প্রকাশ ভংগি, অভিব্যক্তি। মানে ভাবাদি উপস্থাপন করা। نبهت ঃ (تنبيه) অবহিত করা। يطبع من سبائك حديدية ঃ লৌহ নির্মিত ছাঁচে ছাপানো হয়। মানে হাতে লিখে তা ছাপানো হয়। رُوَائُهَا ঃ তার সৌন্দর্য-শোভ, নয়নাভিরামতা। بهائها ঃ তার আকর্ষণীয়তা।

فَأَرَدْتُ طَبْعَ الْكِتَاب بِالْكَمْبِيُوْتَرْ، فَنَظَرْتُ فِي الْكِتَاب مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ يُعْجِبْنِيْ الأُسْلُوْبُ، وَوَقَفْتُ فِي اثْنَاءِ ذَلِكَ عَلَى اَخْطَاءِ كَثِيْرَةٍ جَدِيْدَة، فَمَسَّت الْحَاجَةُ الى الْمُرَاجَعَةِ مَرَّةً اُخْرَى.

وَكَذَلِكَ الْقَائِمُوْنَ بِتَدْرِيْسِ الْكِتَاب فِيْ دَارُ الْعُلُوْمِ دِيْوْبَنْد، وَكَذَا فِيْ الدُّوْرِ الأُخْرَى فِي الْبِلَاد، أَصَرُّوْا عَلَى مَرَّات وَكَرَّات أَنَّ اَقُوْمَ بِتَرْجَمَةِ الْكِتَاب مِنْ جَدِيْد، لَاسِيَّمَا شَقِيْقِيْ وَحَبِيْبِي الأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ امِيْنٌ البَالَنْبُوْرِيُّ حَفِظَهُ اللهُ مُدَرِّسُ الأُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ بِدَارِ الْعُلُوْمِ دِيْوْبَنْد، فَانَّهُ شَجَّعَنِيْ كَثِيْرًا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ. فَقُمْتُ بِوَاجِبِيْ بِتَوْفِيْقِ الْمَلِكِ الْوَهَّاب نَحْوَ الْكِتَاب.

وَأَفْرَغْتُ الْجُهْدَ فِيْ تَحْرِيْرِ التَّرْجَمَة، وَجَعَلْتُ التَّرْجَمَةَ الْقَدِيْمَةَ أَصْلًا،

অনুবাদ ঃ তাই আমি কম্পিউটার দিয়ে কিতাব ছাপনোর ইচ্ছা করি এবং কিতাবে দ্বিতীয় দৃষ্টি দেই। কিতাবের উপস্থাপনা পদ্ধতি আমার পছন্দনীয় হয়নি। ইতিমধ্যে আমার অনেক ভুল-ভ্রান্তি জানা হয়ে যায়। তাই কিতাবটিকে পুনরায় সমালোচনামূলক অধ্যয়নের প্রয়োজন পড়ে। এমনিভাবে দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠদানে নিয়োজিত শিক্ষকমণ্ডলী ও দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণ আমার কাছে বারবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যে, আমি যেন নতুন করে কিতাবটির অনুবাদ আঞ্জাম দেই। বিশেষতঃ আমার ভাই স্নেহাস্পদ উস্তাদ দারুল উলূম দেওবেন্দে তাফসীর ও হাদীসের মূলনীতি বিষয়ক শিক্ষক মুহাম্মদ আমীন পালনপুরী। আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন। তাই আমি দানশীল অধিপতি আল্লাহর তাওফীকে কিতাবের প্রতি আমার দায়িত্বে সচেষ্ট হই।

এবং অনুবাদকে সুন্দর করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি এবং পুরাতন অনুবাদকে মূল হিসাবে ধরে নেই।

শব্দার্থ ঃ لم يعجبنى ঃ (الاعجاب) আমাকে মুগ্ধ করেনি। আমার পছন্দনীয় হয়নি। اثناء ذلك ইতিমধ্যে। الدور الاخرى অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে। في البلاد দেশে। شقيق আমার ভ্রাতৃপ্রতিম, আমার ভাই। شجعني كثيرا ঃ (شجيع) অধিক উৎসাহিত করেছেন। واجبي আমার কর্তব্য। المليك অধিপতি। الوهاب দানশীল। الكمبيوتر কম্পিউটার। أفرغت الجهد ঃ আমি যথাসাধ্য চেষ্ট করি। সবটুকু চেষ্টা ঢেলে দেই। تحرير ঃ লেখাকে পরিমার্জিত করা, সুন্দর করা।

وَغَيَّرْتُ الْعِبَارَةَ فِيْ مَوَاضِعِ الضَّرُوْرَةِ، وَاسْتَفَدْتُ مِنْ تَعْبِيْرَاتِ الأُسْتَاذِ النَّدْوِيِّ الرَّائِعَةِ، وَعَلَّقْتُ فِيْ مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ بِالْاخْتِصَارِ، فَمَنْ يُرِيْدُ التَّفْصِيْلَ فَلْيَرْجِعْ اِلَى شَرْحِيْ، "اَلْعَوْنُ الْكَبِيْرُ" وَرَقَّمْتُ الْكِتَابَ وَعَنْوَنْتُهُ مِنْ جَدِيْد، ثُمَّ قَارَنَ التَّرْجَمَةَ بِالأَصْلِ الْفَارْسِيِّ بِدقَّةٍ تَامَّةٍ أَخِيْ الْمَذْكُوْرُ فَانَّهُ يُدَرِّسُ الْكِتَابَ فِيْ دَارِ الْعُلُوْمِ دِيْوبَنْد مِنْ زَمَنٍ، وَهُوَ عَرِيْفٌ بِخَبَايَاهُ وَزَوَايَاهُ، فَجَزَاهُ اللهُ تَعَالَى اَحْسَنَ الْجَزَاءِ.

অনুবাদ ঃ প্রয়োজনীয় স্থানে এবারতকেও পরিবর্তন করি এবং উস্তাদ নদভীর চমৎকার উপস্থাপনা ভংগি থেকেও উপকৃত হই। প্রয়োজনীয় স্থানে সংক্ষিপ্তাকারে টীকা লিখি। যাদের বিস্তারিত দেখার ইচ্ছা তারা যেন আমার ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল-আউনুল কবীর' অধ্যয়ন করে। আমি কিতাবে বিরাম চিহ্ন লাগিয়েছি। নতুন করে শিরোনাম বসিয়েছি। অতঃপর আমার উক্ত ভাই অনুবাদকে মূল ফার্সীর সাথে একেবারে নিখুঁতভাবে মিলিয়েছেন। কেননা, তিনি এ কিতাব দীর্ঘকাল থেকে 'দারুল উলূম দেওবন্দে' পাঠদান করেছেন। তিনি এ কিতাবের সব ভাল মন্দ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

শব্দার্থ ঃ استفدتُ ঃ আমি উপকৃত হই। الرَّائعةُ ঃ চমৎকার, সেরা সাহিত্য কর্ম। علَّقْتُ ঃ (تعليق) আমি টীকা লিখি। بالاختصار ঃ সংক্ষিপ্তাকারে। رقَّمتُ الكتابُ ঃ আমি কিতাবকে বিরাম চিহ্ন দিয়ে সাজিয়েছি। ترقيْمٌ ঃ একটি বিশেষ فَنّ (বিষয়)। আরবী ভাষায় علَامَةُ التَّرقيْم বা বিরাম চিহ্ন ১৩টি যথা- النقطة ঃ দাড়ি (.), الفاصلة ঃ কমা (,) ইত্যাদি। عَنْوَنْتُه ঃ (عنونة) ইহাতে শিরোনাম বসিয়েছি। قَارَنَ التَّرْجَمَةَ ঃ (مقارنة) অনুবাদকে মিলালেন। بدقَّة تامَّة ঃ একেবারে নিখুঁতভাবে। من زمن ঃ দীর্ঘকাল থেকে। عَرِيْفٌ ঃ বিশেষজ্ঞ। خبايا ঃ خبيئة এর বহুবচন, গোপন করে রাখা বস্তু। زوايا ঃ زاوية এর বহুবচন, কোণ। خباياه وزواياه ঃ মানে কিতাবের ভাল মন্দ। احسن الجزاء ঃ উত্তম প্রতিদান।

وَأَخِيْرًا أَعْتَذِرُ اِلَى الأَسَاتِذَةِ الْبَارِعِيْنَ الشَّارِحِيْنَ لِلْكِتَابِ بِاللُّغَةِ الأُرْدُوِيَّةِ، وَأَلْتَمِسُ مِنْهُمْ اَنْ يُغَيِّرُوْا شُرُوْحَهُمْ طَبْقَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ الْجَدِيْدَةِ، كَذَا اِلَى قُرَّاءِ الْعَرَبِيَّةِ مَنْ خَلَطَ الأُرْدُوْ بِالْعَرَبِيِّ فِيْ بَعْضِ التَّعْلِيقَاتِ، لأَنَّ ذَلِكَ لِتَزْوِيْدِ النَّاشِئِيْنَ. تَقَبَّلَ اللهُ مَسَاعِيْنَا لِصَالِحِ دِيْنِهِ الْقَوِيْمِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

وَكَتَبَهُ

سَعِيْدٌ اَحْمَدُ الْبَالَنْ بُوْرِيُّ

١٤١٨/٣/١٧هـ

অনুবাদ ঃ পরিশেষে উর্দু ভাষায় এ কিতাবের ব্যাখ্যা করে দক্ষ শিক্ষকদের কাছে আমি ওজর পেশ করে অনুরোধ করছি যে, তারা যেন নিজের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহকে এ নতুন অনুবাদ অনুযায়ী করে ফেলেন। অনুরূপ আমি আরবী ভাষার ঐ সব পাঠকদের কাছে আবেদন করছি, যারা কোন কোন টীকার মধ্যে উর্দুর সাথে আরবী মিলিয়েছেন, তারাও যেন তাদের টীকাসমূহকে এ নতুন অনুবাদ অনুযায়ী করে ফেলেন। কেননা, উহা নবীনদের জন্য সাজানো হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের প্রচেষ্টাসমূহকে যেন তাঁর সত্য দ্বীনের জন্য কবুল করেন এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের।

লিখেছেন

সাঈদ আহমাদ পালনপুরী

১৭/০৩/১৪১৮হিজরী

শব্দার্থ ঃ اعتذرلي (اعتذار) ঃ আমি ওজর পেশ করছি। অনুরোধ করছি। التمس منهم (التماس) ঃ দরখাস্ত করছি, অনুরোধ করছি, আবেদন করছি। قراء العربية ঃ আরবী ভাষার পাঠকবর্গ। قراء ঃ قارى এর বহুবচন। পাঠক। طبق ঃ অনুযায়ী, মুতাবিক। تزويد ঃ সরবরাহ করণ। مساعينا ঃ আমাদের প্রচেষ্টসমূহ। القويم ঃ সত্য, সুদৃঢ়, মজবুত।

تَرْجَمَةُ الإمَامُ الْمُصَنِّفُ
فِيْ سُطُوْرٍ

هُوَ أَبُوْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قُطْبُ الدِّيْنِ وَلِيُّ اللهِ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْفَارُوْقِىُّ الدِّهْلَوِىُّ الْهِنْدِىُّ، وُلِدَ فِيْ عَهْدِ عَالَمْغِيْرَ سَنَةَ ١١١٤هـ، وَتُوُفِّيَ اِلَى رَحْمَةِ اللهِ فِيْ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١١٧٦هـ بِمَدِيْنَةِ دِهْلِيْ.

كَانَ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ عَبَاقِرَةِ الْهِنْدِ، وَمِمَّنْ يُشَارُ اِلَيْهِمْ بِالْبَنَانِ :

اَلْعَالِمُ الْفَاضِلُ النَّحْرِيْرُ اَفْضَلُ مَنْ ◊ بَثَّ الْعُلُوْمَ فَأَرْوَى كُلَّ ظَمْآنَ

أَحْيَا اللهُ بِهِ وَبِأَوْلَادِهِ وَبِتَلَامِيْذِهِ، ثُمَّ بِتَلَامِيْذِهِمْ، الْحَدِيْثَ وَالسُّنَّةَ بِالْهِنْدِ، وَعَلَى كُتُبِهِ وَأَسَانِيْدِهِ الْمَدَارُ فِي الدِّيَارِ الْهِنْدِيَّةِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةِ طُوْبَى،

এক নজরে লেখকের জীবনী

অনুবাদ ঃ (হযরত ইমাম ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহঃ) লেখক আবু আব্দুল আযীয কুতবুদ্দীন ওয়ালী উল্লাহ আহমদ ইবনে আব্দুর রহীম ফারুকী দেহলভী ভারতী বাদশাহ আলমগীরের শাসনামলে ১১১৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১১৭৬হিজরীতে মুহাররম মাসে দিল্লী শহরে তাঁর ওফাত হয়।

তিনি (রাহঃ) ভারতের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একজন ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। 'দক্ষ শ্রেষ্ঠ আলিম যিনি ইলম প্রচার করে প্রত্যেক পিপাসুকে তৃপ্তিভরে পান করালেন' তিনি, তাঁর সন্তানাদি ও তাঁর ছাত্ররা, অতঃপর তাদের ছাত্রদের দ্বারা আল্লাহ পাক ভারতীয় উপ-মহাদেশের হাদীস-সুন্নাহর ইলমকে সজীবতা দান করেছেন। ভারতীয় অঞ্চলে তাঁর কিতাবাদিও সনদের উপরই নির্ভর। তাই তাঁর দৃষ্টান্ত ঐ 'তুবা' বৃক্ষের ন্যায়,

শব্দার্থ ঃ عباقرة ঃ عبقري এর বহুবচন, প্রতিভাবান ব্যক্তি, মেধাবী। البنان ঃ আঙ্গুলির অগ্রভাগ। ممن يشار اليه بالبنان ঃ বিখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম। الفاضل ঃ শ্রেষ্ঠ, গুণী, মর্যদাবান, বিশিষ্ট। النحرير ঃ দক্ষ, আলিম, পারদর্শী। ظمان ঃ তৃষ্ণার্থ, পিপাসু। ازوى (ازواء) ঃ তৃপ্তিভরে পান করলেন। احيا (احياء) ঃ জীবন দান করেছেন। اسانيد ঃ সনদ এর বহুবচন, সনদ, বর্ণনা সূত্র। المدار ঃ নির্ভর। في الديار الهند ঃ ভারতীয় অঞ্চলে। طوبى ঃ জান্নাতের এক বৃক্ষ বিশেষ। شجرة طوبى ঃ তুবা বৃক্ষ।

أَصْلُهَا فِيْ بَيْتِه وَفَرْعُهَا فِيْ كُلِّ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ الْمُسْلِمِيْنَ.

وَقَدْ صَنَّفَ الإِمَامُ وَلِيُّ اللهِ فِيْ الْعُلُوْمِ كُلِّهَا، لاَسِيَّمَا فِيْ الْحَدِيْثِ وَالتَّفْسِيْرِ وَأُصُوْلِهِمَا، وَتَصَانِيْفُهُ تَشْهَدُ بِعُلُوِّ كَعْبِه وَتَبَحُّرِه وَغَزَارَةِ عِلْمِه وَوَسَعَةِ نَظْرِه فِيْ الْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ آخِرِهَا، وَلْنَذْكُرْ هُنَا بَعْضَهَا :

(١) تَرْجَمَ الْفُرْقَانَ الْحَمِيْدَ اِلَى اللُّغَةِ الْفَارْسِيَّةِ عَلَى شَاكِلَةِ النَّظْمِ الْعَرَبِيِّ فِيْ قَدْرِ الْكَلاَمِ، وَخُصُوْصِ اللَّفْظِ وَعُمُوْمِه، أَسْمَاهَا بِفَتْحِ الـرَّحْمَنِ.

(٢) اَلْفَوْزُ الْكَبِيْرِ فِيْ أُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ بِالْفَارْسِيَّةِ، وَهَذَا الْكِتَابُ تَعْرِيْبُهُ.

(٣) اَلْمُسَوَّى شَرْحُ الْمُؤَطَّأَ (بِالْعَرَبِيَّةِ).

অনুবাদ ঃ যার শিকড় তাঁর ঘরে ও শাখা-প্রশাখা প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে।

ইমাম ওয়ালী উল্লাহ্ সব বিষয়ে লিখেছেন বিশেষতঃ হাদীস, তাফসীর, উসূলে হাদীস ইসূলে তাফসীর রচনা করেছেন। তাঁর রচনাগুলোই সমস্ত ইসলামী জ্ঞানে তাঁর উঁচু অবস্থান, অগাধ পাণ্ডিত্য অধিক জ্ঞান ও প্রশস্ত দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে। এখানে আমি তার কিছুটা উল্লেখ করছি ঃ

১. কুরআনে কারীমকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন, যা পরিমাণে ও শব্দে عام ও خاص হওয়ার ক্ষেত্রে আরবীর অনুরূপ। এ অনুবাদের নাম রাখেন 'ফতহুর রাহমান।'

২. ফার্সী ভাষায় 'আল-ফাউযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর'। এ কিতাব তার অনুবাদ।

৩. 'আল-মুসাওওয়া' মুআত্তা ইমাম মালিকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ (আরবী)।

শব্দার্থ ঃ أصلها ঃ যার শিকড়। فرعها ঃ যার শাখা-প্রশাখা। لاسيما ঃ বিশেষতঃ। تشهد (شهادة) ঃ সাক্ষি দেয়া। كعب ঃ গিঠ, পায়ের গোছা। علو كعبه ঃ উঁচু অবস্থান। تبحره ঃ তার অগাদ পাণ্ডিত্য। غزارة ঃ আধিক্যতা وسعة نظره ঃ তাঁর প্রশস্ত দৃষ্টি। عن أخرها ঃ সমস্ত। ترجم (ترجمة) ঃ অনুবাদ করেন। شاكلة ঃ আকৃতি, ধরন। النظم العربي ঃ আরবী শব্দ। في قدر الكلام ঃ কথার পরিমাণে।

(٤) اَلْمُصَفّٰى شَرْحُ الْمُؤَطَّأ (بالْعَرَبِيَّة).

(٥) اَلارْشَادُ اِلَى مُهِمَّات عِلْمِ الإِسْنَاد.

(٦) حُجَّةُ الله الْبَالِغَة فِيْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ وَعِلْمِ اَسْرَارِ الشَّرِيْعَة، وَهُوَ كِتَابٌ فَرِيْدٌ فِيْ بَابِه، لَمْ يَسْبُقْهُ مِثْلُهُ، وَلَمْ يُنْسَجْ عَلَى منْوَاله بَعْدَهُ.

(٧) عِقْدُ الْجِيْد فِيْ أَحْكَامِ الاجْتِهَاد وَالتَّقْلِيْد.

(٨) اَلانْصَافُ فِيْ بَيَان سَبَبِ الاخْتِلاَف.

(٩) اَلْمُقَدِّمَةُ السَّنِّيَةُ فِيْ انْتِصَارِ الْفِرْقَة السُّنِّيَّة.

(١٠) ازَالَةُ الْخَفَاء عَنْ خِلاَفَة الْخُلَفَاء، وَهُوَ كِتَابٌ مَاتِعٌ عَدِيْمُ النَّظِيْرِ فِي بَابه.

(١١) قُرَّةُ الْعَيْنَيْنِ فِيْ تَفْضِيْلِ الشَّيْخَيْنِ.

অনুবাদ ঃ ৪. 'আল-মুসাফ্ফা' মুআত্তাম ইমাম মালিকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ (উর্দু)।

৫. 'আল-ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতে ইলমিল ইসনাদ।'

৬. 'হুজ্জাতুল্লাহি বালিগাহ্' ঃ দ্বীনের মূলনীতি ও শরীয়তের নিগূঢ় রহস্য বিষয়ে লিখিত। এ বিষয়ে এটি একক কিতাব, ইতিপূর্বে এর দৃষ্টান্ত মিলেনি এবং তারপর এ পদ্ধতিতে এর রচনা করা হয়নি।

৭. ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়ত তাকলীদ।

৮. আল-ইনসাফ ফী বয়ানে সবাবিল ইখতিলাফ।

৯. আল-মুকাদ্দিমাতুছ্ছানিয়্যাহ্ ফী ইনতিছারিল ফিরকাতুছ্ছুন্নিয়্যাহ্।

১০. এযালাতুল খাফা আনিল-খিলাফাতিল খুলাফা ঃ কিতাবটি তার বিষয়ের উপর খুবই উত্তম তুলনাহীন।

১১. কুররাতুল আইনাইন ফী তাফসীলিশ শায়খাইন।

শব্দার্থ ঃ فريد ঃ একক। لم ينسج (نسج) ঃ বোনা, রচনা করা। منوال ঃ ধরন, পদ্ধতি। لم ينسج على منواله ঃ এ পদ্ধতিতে আর রচনা করা হয়নি। مانع ঃ اسم فاعل (المنوع) খুবই উত্তম। عديم النظير ঃ তুলনাহীন, দৃষ্টান্তহীন।

(١٢) اَلتَّفْهِيمَاتُ الإِلَهِيَّةُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْكُتُبِ الْمُفِيْدَةِ الَّتِيْ بَلَغَ عَدَدُهَا خَمْسِيْنَ كِتَابًا.

وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى مَذْهَبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، لاَيَخْرُجُ فِيْ الْعَمَلِ عَنْهُ قَيْدَ شِبْرٍ، وَأَمَّا فِيْ الدَّرْسِ وَالتَّصْنِيْفِ فَكَانَ طَلَقًا حُرًّا الْبَحْثِ، كَمَا كَتَبَ هُوَ بِنَفْسِهِ فِيْ آخِرِ نُسْخَةِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، اَلْمَحْفُوْظَةِ بِمَكْتَبَةِ خُدَابَخْش بِعَظِيْمِ آبَادْ (پٹنہ) وَنَصُّهُ : "كَتَبَهُ بِيَدِهِ الْفَقِيْرِ اِلَى رَحْمَةِ اللهِ الْكَرِيْمِ الْوَدُوْدِ وَلِيُّ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ وَجِيْهِ الدِّيْنِ بْنِ مُعَظَّمِ بْنِ مَنْصُوْرِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوْدٍ عَفَا اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ، وَأَلْحَقَهُ وَاِيَّاهُمْ بِأَسْلاَفِهِمِ الصَّالِحِيْنَ.

অনুবাদ ঃ ১২. আত-তাফহীমাতুল এলাহিয়্যাহ্, ইত্যাদি উপকারী কিতাবাদি যার সংখ্যা ৫০ পর্যন্ত পৌঁছে।

তিনি হযরত আবু হানীফা (রাহঃ) এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এর থেকে একটু বিচ্যুত হন নাই। তিনি পাঠে ও রচনায় বন্ধন মুক্ত স্বাধীন গবেষণাকারী। একথাটি তিনি নিজেই সহীহ্ বুখারী শরীফের ঐ কপির শেষে লিখেছেন, যা আযীমাবাদ 'খুদাবখশ' কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। তাঁর উদ্ধৃতি নিম্নরূপ ঃ

'কথাগুলো নিজ হাতে লিখেছেন করুণাময় স্নেহপরায়ন আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী ওয়ালী উল্লাহ আহমদ ইবনে আব্দুর রহীম ইবনে ওয়াজীহুদ্দীন ইবনে মুআয্‌যাম ইবনে মানসূর ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ। আল্লাহ্ তাঁকে ও তাঁদেরকে মাফ করুন। এবং তাঁকে ও তাঁদেরকে তাঁদের পূর্বসূরীদের সাথে যুক্ত করে দিন।

শব্দার্থ ঃ قيد شبر ঃ আদ হাত পরিমাণ। মানে একটুকুও। طلقا ঃ বন্ধন মুক্ত। حر البحث ঃ স্বাধীন গবেষণাকারী। نسخة ঃ কপি। المحفوظة ঃ সংরক্ষিত نصه ঃ তাঁর উদ্ধৃতি। بيده ঃ নিজ হাতে। الفقير ঃ মুখাপেক্ষী। الكريم ঃ মহান, দানশীল, করুণাময়। الودود ঃ স্নেহপরায়ন।

اَلْعُمَرِيُّ نَسَبًا، اَلدَّهْلَوِيُّ وَطَنًا، اَلأَشْعَرِيُّ عَقِيْدَةً، اَلصُّوفِيُّ طَرِيْقَةً، اَلْحَنَفِيُّ عَمَلاً، وَالْحَنَفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ تَدْرِيْسًا، خَادِمُ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَالْكَلَامِ، وَلَهُ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ تَصَانِيْفُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلاً وَآخِرًا، وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا، ذِىْ الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ لِثَالِثٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَة ١١٥٩هـ.

وَكَذَا لِكَوْنِهِ حَنَفِيًّا قَرَائِنُ عَدِيْدَةٌ مُصَرَّحَةٌ وَمُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ كُتُبِهِ، لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ بَيَانِهَا.

অনুবাদ ঃ (লিখক) উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর, দিল্লির অধিবাসী, আশআরী আকীদায় বিশ্বাসী, সুফী তরীকার অনুসারী, হানাফী মাযহাবে আমলকারী, পাঠদানে হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণকারী, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আরবী ভাষা ও ইলমে কালামের সেবক। উক্ত প্রতিটি বিষয়ে তাঁর (আমার) রচনা রয়েছে। তাই প্রকাশ্যে-গোপনে সব সময়ে প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহিমাময়, সম্মানী। উক্ত কথাগুলো (লিখি) ১১৫৯হিজরীর ২৩ শে শাওয়াল মঙ্গলবারে।

তাঁর হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার আরো কতিপয় ইঙ্গিত রয়েছে স্পষ্ট ও তাঁর কিতাবাদি থেকে প্রাপ্ত। এখানে তা বর্ণনার স্থান নয়।

শব্দার্থ ঃ الحقه ঃ তাঁকে যুক্ত করে দেন। اسلافهم ঃ তাঁদের পূর্বসূরীরা। اسلافটি سلف -এর বহুবচন। اولاً ঃ সর্বাগ্রে। آخرا ঃ সর্বশেষে। اولاًوآخرا ঃ অর্থ সব সময়ে, সর্বদা। الاكرام ঃ সম্মান, মর্যাদা। الجلال ঃ মহিমা, মহত্ত্ব। ذو الجلال والاكرام ঃ মহিমাময় সম্মানী। قرائن ঃ قرينة এর বহুবচন, ইঙ্গিত, লক্ষণ। عديدة ঃ কতিপয়, কয়েক, অনেক, বিভিন্ন। مصرحة ঃ সুস্পষ্ট। مستنبطة ঃ গবেষণালব্ধ, প্রাপ্ত, আবিষ্কৃত।

عِلْمُ التَّفْسِيْرِ

اَلتَّفْسِيْرُ لُغَةً : اَلإِيْضَاحُ وَالتَّبْيِيْنُ، وَاصْطِلاَحًا : عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ، مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِه عَلَى مُرَادِ اللهِ تَعَالَى ، بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ.

فَخَرَجَ عِلْمُ الْقِرَءَاتِ، فَاِنَّهُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ اَحْوَالِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ، مِنْ حَيْثُ ضَبْطِ أَلْفَاظِه، وَكَيْفِيَةِ اَدَائِهَا، وَقَوْلُنَا : "بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ" لِبَيَانِ اَنَّهُ لاَيَقْدَحُ فِيْ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيْرِ عَدَمُ الْعِلْمِ بِمَعَانِي الْمُتَشَابِهَاتِ، وَلاَ عَدَمَ الْعِلْمِ بِمُرَادِ اللهِ تَعَالَى فِيْ الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الأَمْرِ.

وَمَوْضُوْعُهُ : كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِه عَلَى مُرَادِ اللهِ تَعَالَى.

অনুবাদ ঃ

তাফসীর শাস্ত্র

তাফসীরের আভিধানিক অর্থ ঃ স্পষ্ট করা, ব্যাখ্যা করা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ

পরিভাষায় 'তাফসীর' ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে মানুষের সামর্থ্য অনুপাতে কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তাই 'ইলমে তাফসীর' থেকে 'কিরাত শাস্ত্র' বের হয়ে গেছে। কেননা, কিরাত শাস্ত্রে কুরআন কারীমের শাব্দিক বিন্যাস ও উচ্চারণ পদ্ধতির অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। بقدر الطاقة البشرية কথাটি এজন্য লাগানো হয়েছে যে, তাফসীর শাস্ত্রে مشتبهات এর জ্ঞান না থাকা কোন দোষ নয়। তেমনি আল্লাহর বাস্তবিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জানাও কোন দোষ নয়।

موضوعه ঃ তাফসীরের আলোচ্য বিষয় ঃ

কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কথায় কিভাবে তাঁর উদ্দেশ্য বিকশিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা।

শব্দার্থ ঃ بقدر الطاقة البشرية ঃ মানুষের সাধ্য অনুপাতে। ضبط ঃ বিন্যাস, حركات سكنات ইত্যাদি। لايقدح ঃ দোষ নয়। متشابهات ঃ কুরআন-হাদীসের ঐসব শব্দ যার আভিধানিক অর্থ থাকলেও তার উদ্দিষ্ট অর্থ অস্পষ্ট। বিস্তারিত বিবরণ সামনে। الواقع ঃ বাস্তব। نفس الأمر ঃ বাস্তব।

وَغَرَضُهُ : اَلاهْتِدَاءُ بِهِدَايَةِ اللهِ تَعَالَى، وَالتَّمَسُّكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَالْوُصُوْلُ اِلَى السَّعَادَةِ الاَبَدِيَّةِ.

وَفَضَائِلُهُ : كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا :

(١) تَكَفَّلَ اللهُ تَعَالَى بِنَفْسِه بِبَيَانِ كَلاَمِه الشَّرِيْفِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، (القيامة : ١٩) فَاللهُ تَعَالَى هُوَ الْمُفَسِّرُ الأَوَّلُ لِكَلاَمِهِ الْقَدِيْمِ، وَكَفَى بِه فَضِيْلَةً.

(٢) جُعِلَ تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَظِيْفَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تَعَالَى : وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل : ٤٤)

অনুবাদ ঃ তাফসীরের উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ, মজবুত রশী (শরীয়ত) দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করা।

তাফসীরের মর্যাদা বা গুরুত্ব ঃ (১) আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

অতঃপর আমার উপরই তার ব্যাখ্যার দায়িত্ব। (সূরা কিয়ামাহ্ ঃ ১৯)

তাই আল্লাহ তা'আলা নিজ সনাতন কালামের প্রথম মুফাসসির (ব্যাখ্যাকার)। আর এটুকুই তাফসীরের মর্যাদার জন্য যথেষ্ট।

(২) কুরআন শরীফের তাফসীর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আপনার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।' (নাহাল ঃ ৪৪)

শব্দার্থ ঃ اقتداء ঃ অনুসরণ, সঠিক পথ অবলম্বন করা। التمسك ঃ দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা। العروى ঃ রশী। الوثقى মজবুত। العروة الوثقى ঃ দিয়ে শরীয়ত বুঝানো হয়েছে। الوصول ঃ লাভ করা, অর্জন করা, পৌঁছা। السعادة الابدية ঃ চিরস্থায়ী সফলতা। تكفل بنفسه (تكفل) ঃ নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন। بيان ঃ ব্যাখ্যা। جُعل ঃ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সাব্যস্ত করা হয়েছে। وظيفة ঃ কর্তব্য, দায়িত্ব।

فَبَيَّنَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، فَهُوَ الْمُفَسِّرُ الثَّانِى لِكِتَابِ اللهِ الْمَثَانِى، وَكَفَى بِهِ قُدْوَةً.

(٣) دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ : "اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ" (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ) وَفِيْ رِوَايَةٍ : "اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ" (رَوَاهُ الْحَاكِمُ). وَشَهِدَ بِلِيَاقَتِهِ وَعَبْقَرِيَّتِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، حَيْثُ قَالَ :"نِعْمَ تَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ!" (رَوَاهُ الْحَاكِمُ). فَهَلْ فَوْقَ ذٰلِكَ مِنْ فَخْرٍ.

(٤) وَجُعِلَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ النَّاسَ،

অনুবাদ ঃ তাফসীর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং তিনি কুরআনের দ্বিতীয় মুফাসসির এবং অনুসরণের জন্য তিনিই যথেষ্ট।

(৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচাত ভাই আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও!' (হাকিম)

তাঁর দক্ষতা ও প্রতিভার সাক্ষ্য দেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। কেননা, তিনি বলেন, 'কুরআনের উত্তম ব্যাখ্যাকার ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু।' (কথাটি হাকিম বর্ণনা করেন।) তাই এর উপর কি কোন গৌরব হতে পারে।

(৪) যারা কুরআন শিক্ষা করে বা লোকজনকে শিক্ষা দেয় তাদেরকে সর্বোত্তম লোক বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ المثانى ঃ যা বারবার পড়া হয়ে থাকে। قدوة ঃ অনুসরণীয় হওয়া, অনকরণযোগ্য হওয়া। شهد (شهادة) ঃ সাক্ষ্য দান করেন। لياقته ঃ তার দক্ষতা। عبقريته ঃ তার প্রতিভা বা মেধা। ترجمان القرآن ঃ কুরআনের ব্যাখ্যাকার। من فخر ঃ কোন গৌরব। من(زائدة) ঃ অতিরিক্ত। ناهيك ঃ মানে كافيك তোমার জন্য যথেষ্ট। علياء ঃ মর্যাদা। ناهي ঃ اسم الفاعل (من نهي الشيء) نهي মাসদার থেকে নির্গত, মানে এ জিনিষ থেকে যা গ্রহণ করেছে, তাই যথেষ্ট। اكتفى بما اخذه منه (المعجم الوسيط) তাই ناهيك به من علياء এর অর্থ হবে, তুমার জন্য এ মর্যাদা যথেষ্ট।

وَهَذَا عَامٌّ لِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَمَعَانِيْهِ، بَلْ هُوَ اَوْلَى، وَنَاهِيْكَ بِهِ مِنْ عُلْيَاءَ!

اَلتَّفْسِيْرُ وَالتَّأْوِيْلُ : هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ، وَأَمَّا عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ، فَقَالَ الاِمَامُ اَبُوْمَنْصُوْرٍ الْمَاتُرِيْدِيُّ : اَلتَّفْسِيْرُ: اَلْقَطْعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّفْظِ هَذَا، وَالشَّهَادَةُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ عَنَى بِاللَّفْظِ هَذَا، فَاِنْ قَامَ دَلِيْلٌ مَقْطُوْعٌ بِهِ فَصَحِيْحٌ، وَاِلَّا فَتَفْسِيْرٌ بَالرَّأْيِ، وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، وَالتَّأْوِيْلُ تَرْجِيْحُ اَحَدِ الْمُحْتَمَلاَتِ بِدُوْنِ الْقَطْعِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى اللهِ. (رَاجِعِ الاِتْقَانَ، اَلنَّوْعُ : ٧٧)

অনুবাদ ঃ একথাটি কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং অর্থের দিকটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শামিল। আর তোমার জন্য সে মর্যদাই যথেষ্ট।

تفسير ও تأويل এর মধ্যে পার্থক্য

মুতাকাদ্দিমীন উলামাদের মতে تفسير ও تأويل একই অর্থে। মুতাআখখিরীন উলামাদের মধ্য থেকে ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদী বলেন, 'তাফসীর' মানে নিশ্চিতভাবে বলা যে, শব্দের অর্থ এটিই এবং আল্লাহর উপর সাক্ষ্য দিয়ে বলা যে, তিনি শব্দ দিয়ে একথাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যদি একথার উপর কোন অকাট্য প্রমাণ থাকে তাহলে কথা সঠিক। নতুবা ইহা মনগড়া তাফসীর আর এ তাফসীর নিষিদ্ধ। আর تأويل মানে কয়েক সম্ভবনার মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেয়া। কোন নিশ্চয়তা ও আল্লাহর উপর সাক্ষি দিয়ে বলা ছাড়া। (দেখুন, আল-ইতকান, পরিচ্ছেদ ৭৭)

শব্দার্থ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ المتقدمين ঃ পূর্ববর্তী উলামা, আগেকার আলিম সমাজ। الامام ابو منصور الماتريدي ঃ তিনি আবূ মানসূর মুহাম্মাদ সমরকন্দী। ৩৩২হিঃ/৯৪৪খৃঃ মৃত্যুবরণ করেন। হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইলমে কালামের প্রবক্তাদের অন্যতম। তিনি আবুল হাসান আশআরী কর্তৃক প্রবর্তিত কালাম শাস্ত্রে পুরাতন দর্শন শাস্ত্রের যে সব অতিরিক্ত বিষয়াবলী অংশে পরিণত হয়েছিল তা সংস্কার করে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের কালাম শাস্ত্রকে যুগোপযোগী, ব্যাপক ও মধ্যপন্থীতে রূপান্তরিত করেন। القطع ঃ নিশ্চিতভাবে বলা। عني (عنَىٰ) ঃ উদ্দেশ্য করা। دليل مقطوع ঃ অকাট্য প্রমাণ। المنهي عنه ঃ নিষিদ্ধ। المحتملات ঃ কয়েকটি সম্ভাবনার একটি। ترجيح ঃ প্রাধান্য দেয়া।

وَالتَّفْسِيْرُ بِالرَّأْيِ : هُوَ التَّفْسِيْرُ بِالْهَوَى، وَالتَّفْسِيْرُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، بِحَيْثُ يُوْجِبُ تَغْيِيْرًا لِمَسْئَلَةِ اجْمَاعِيَّةٍ قَطْعِيَّةٍ، أَوْ تَبْدِيْلاً فِيْ عَقِيْدَةِ السَّلْفِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا، وَأَمَّا التَّفْسِيْرُ بِالدَّلِيْلِ وَالْقَرِيْنَةِ فَهُوَ تَفْسِيْرٌ صَحِيْحٌ مُعْتَبَرٌ فِيْ الشَّرْعِ، وَمَنْ يُطَالِعْ كُتُبَ التَّفْسِيْرِ يَجِدْهَا مَشْحُوْنَةً بِمِثْلِ هٰذِهِ التَّفَاسِيْرِ، فَلاَ ضَيْرَ فِيْهَا.

অনুবাদ ঃ **التفسير بالرأى ঃ মনগড়া তাফসীর**

التفسير بالرأى মানে ইচ্ছা মত তাফসীর, নিজের পক্ষ থেকে (মনগড়া) তাফসীর, যার মাধ্যমে কোন অকাট্য ঐক্যমত্য বিষয় পরিবর্তন করে ফেলা, বা পূর্বসূরীদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আকীদা-বিশ্বাসকে পরিবর্তন করা।

কিন্তু কোন লক্ষণ (قرينه) ও প্রমাণের মাধ্যমে যদি তাফসীর হয় তাহলে উহা শুদ্ধ। শরীয়তের কাছে গ্রহণযোগ্য। আর যে ব্যক্তি তাফসীরের কিতাবাদি অধ্যয়ন করবে সে এজাতীয় তাফসীর দ্বারা পরিপূর্ণ পাবে। এ ধরনের তাফসীরে কোন অসুবিধা নেই।

শব্দার্থ ঃ تَغْيِيْرًا وَتَبْدِيْلاً ঃ পরিবর্তন করা, রূপান্তর। تَبْدِيْل ও تَغْيِيْر শব্দ দু'টি সমার্থক। يُطَالِعُ (مطالعة) ঃ অধ্যয়ন করবে। مَشْحُوْنَةٌ ঃ পরিপূর্ণ, ভরপূর। لاَضَيْرَ ঃ কোন অসুবিধা নেই।

مُقَدِّمَةُ الْكِتَاب

آلاَءُ اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الضَّعِيْفِ لاَ تُعَدُّ وَلاَتُحْصَى، وَأَجَلُّهَا : اَلتَّوْفِيْقُ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَمِنَنُ صَاحِبِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحْقَرِ الأُمَّةِ كَثِيْرَةٌ، وَأَعْظَمُهَا تَبْلِيْغه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرْقَانَ الْكَرِيْمِ، لَقَّنَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُرْآنَ الْجِيْلَ الأَوَّلَ، وَهُمْ اَبْلَغُوْهُ لِلْجِيْلِ الثَّانِي، وَهَلُمَّ جَرًّا، حَتَّى بَلَغَ هَذَا الضَّعِيْفَ اَيْضًا حَظٌّ مِّن رِوَايَتِه وَدِرَايَتِه.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا وَشَفِيْعِنَا أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَأَيْمَنَ بَرَكَاتِكَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَعُلَمَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

أَمَّا بَعْدُ : فَيَقُوْلُ الْفَقِيْرُ وَلِيُّ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ – عَامَلَهُمَا اللهُ تَعَالَى بِلُطْفِهِ الْعَظِيْمِ – لَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ بَابًا مِّنْ فَهْمِ كِتَابِهِ الْمَجِيْدِ،

অনুবাদ ঃ

কিতাবের ভূমিকা

এ অধমের উপর আল্লাহ তায়ালার অগণিত করুণা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ করুণা হল, মহাগ্রন্থ কুরআন বুঝার তাওফীক। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহও এ অধমের উপর প্রচুর। সর্বাপেক্ষা বড় অনুগ্রহ হল, কুরআনে কারীম উম্মতের নিকট পৌঁছে দেয়া। তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন প্রথম যুগের লোক সাহাবায়ে কিরামকে। তাঁরা তা পৌঁছিয়েছেন দ্বিতীয় যুগের লোক তাবিঈনকে। এধারার আবর্তে এ নগণ্যের নিকট তার বর্ণনা ও প্রজ্ঞার একাংশ পৌঁছেছে।

হে আল্লাহ! এ সম্মানিত নবীর উপর, যিনি আমাদের সরদার, আমাদের জন্য সুপারিশকারী আপনার সর্বোত্তম রহমত ও সর্বোত্তম বরকত নাযিল করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সহচর ও তাঁর উম্মতের সকল উলামার উপর।

অধম ওয়ালী উল্লাহ ইবনে আব্দুর রাহীম বলছে যে, (আল্লাহ তাঁদের সাথে অনুগ্রহের আচরণ করুন) যখন আল্লহ তা'আলা আমার জন্য কুরআন বুঝার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন,

শব্দার্থ ঃ آلاء ঃ اَلِيٌّ এর বহুবচন। অর্থ অনুগ্রহ, দান। لقّن (تلقين) ঃ শিক্ষা দেয়া, আদেশ করা। الجيل ঃ প্রজন্ম, জাতি, যুগ। نكات ঃ ইহা نكتة এর বহুবচন, সূক্ষ্ম বিষয়।

خَطَرَ بِبَالِيْ أَنْ أَجْمَعَ وَأُقَيِّدَ بَعْضَ النُّكَاتِ النَّافِعَةِ الَّتِيْ تَنْفَعُ الأَصْحَابَ فِيْ رِسَالَةٍ مُخْتَصَرَةٍ.

وَالْمَرْجُوُّ مِنْ لُطْفِ اللهِ ـــ الَّذِيْ لاَانْتِهَاءَ لَهُ ـــ أَنْ يَّفْتَحَ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ ـــ بِمُجَرَّدِ فَهْمِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ ـــ شَارِعًا وَاسِعًا فِيْ فَهْمِ الْمَعَانِي كِتَابِ اللهِ، بِحَيْثُ لَوْ صَرَفُوْا عُمُرَهُمْ فِيْ مُطَالَعَةِ التَّفَاسِيْرِ، وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْمُفَسِّرِيْنَ ـــ عَلَى أَنَّهُمْ أَقَلُّ قَلِيْلٍ فِيْ هَذَا الزَّمَانِ ـــ لَمْ تَنْحَصَّلْ لَهُمْ هَذِهِ الْفَوَائِدُ بِهَذَا الضَّبْطِ وَالرَّبْطِ، وَسَمَّيْتُهَا بِـــ"الْفَوْزِ الْكَبِيْرِ فِيْ أُصُوْلِ التَّفْسِيْرِ" وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ.

وَمَقَاصِدُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ مُنْحَصِرَةٌ فِيْ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ

اَلْبَابُ الأَوَّلُ : فِيْ بَيَانِ الْعُلُوْمِ الْخَمْسَةِ الَّتِيْ يَدُلُّ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ نَصًّا، وَكَأَنَّ نُزُوْلَ الْقُرْآنِ بِالْإِصَالَةِ كَانَ لِهَذَا الْغَرَضِ.

অনুবাদ ঃ তখন থেকেই আমার অন্তরে কুরআনের কতিপয় উপকারী সূক্ষ্ম বিষয়কে একটি ছোট পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করার অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়।

আল্লাহর অফুরন্ত রহমত সকাশে আশা রাখি যে, তিনি এ নীতিমালা উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন বুঝার এমন সুপ্রশস্ত রাস্তা খুলে দেবে যে, সমগ্র জীবনও যদি কেউ তাফসীরের কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে থাকে বা মুফাসসিরের নিকট পড়তে থাকে থতাপি তাদের জন্য এ ধরনের সুবিন্যস্ত ও সমন্বিত উপকারী নীতিমালা একত্রে পাওয়া সম্ভব হবে না। যদিও এমত লোকের সংখ্যা অতি কম। আমি এ গ্রন্থের নাম রেখেছি الفوز الكبير في اصول التفسير। এ গ্রন্থ লিখার তাউফীক আল্লাহই দিয়েছেন।তাঁর উপর ভরসা করছি। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্মসম্পাদনকারী।

এ গ্রন্থের উদ্দিষ্ট বিষয়াদি পাঁচটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ

□ **প্রথম অধ্যায় ঃ** পঞ্চ ইলমের বর্ণনা সম্পর্কে, যেগুলোর উপর কুরআনে আজীম সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ বহন করে। যেন কুরআন শরীফ মূলত এ পঞ্চ ইলমের বর্ণনার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ شارع ঃ পথ। الضبط ঃ সুবিন্যস্ত করা।

اَلْبَابُ الثَّانِيْ : فِيْ بَيَانِ وُجُوْهِ الْخَفَاءِ فِيْ مَعَانِي نَظْمِ الْقُرْآنِ بِالنِّسْبَةِ إِلى أَهْلِ هٰذَا الْعَصْرِ، وَإِزَالَةِ ذٰلِكَ الْخَفَاءِ بِأَوْضَحِ بَيَانٍ.

اَلْبَابُ الثَّالِثُ : فِيْ بَيَانِ لَطَائِفِ نَظْمِ الْقُرْآنِ، وَشَرْحِ أُسْلُوْبِهِ الْبَدِيْعِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ وَالامْكَانِ.

اَلْبَابُ الرَّابِعُ : فِيْ بَيَانِ مَنَاهِجِ التَّفْسِيْرِ، وَتَوْضِيْحِ الاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ فِيْ تَفَاسِيْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ.

اَلْبَابُ الْخَامِسُ : فِيْ ذِكْرِ جُمْلَةٍ صَالِحَةٍ مِّنْ شَرْحِ غَرِيْبِ الْقُرْآنِ، وَأَسْبَابِ النُّزُوْلِ الَّتِيْ يَجِبُ حِفْظُهَا عَلَى الْمُفَسِّرِ، وَيَمْتَنِعُ وَيَحْرُمُ الْخَوْضُ فِيْ كِتَابِ اللهِ بِدُوْنِهَا.

□ **দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ** বর্তমান যুগের মানুষের কাছে কুরআনের ইবারতের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে যে অস্পষ্টতা রয়েছে, তা বর্ণনা করে সে অস্পষ্টতাকে অতি সুস্পষ্টভাবে দূর করা প্রসঙ্গে।

□ **তৃতীয় অধ্যায় ঃ** কুরআনের ইবারতের সূক্ষ্ম বিষয়াদির বর্ণনা এবং কুরআনের অনুপম রচনা ভঙ্গির যথাসাধ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

□ **চতুর্থ অধ্যায় ঃ** তাফসীরের নীতিমালার বর্ণনা এবং সাহাবা, তাবীঈনের তাফসীরে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে এগুলোর নিরসন সম্পর্কে।

□ **পঞ্চম অধ্যায় ঃ** কুরআনের দুর্বোধ্য বিষয়াদির এক উল্লেখযোগ্য অংশের আলোচনা সম্পর্কে এবং মুফাসসিরের জন্য যে সমস্ত শানে নুযূল জানা অত্যাবশ্যক, যেগুলো ছাড়া কুরআনের তাফসীরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ হয় না সে সকল শানে নুযূলের আলোচনা সম্পর্কে।

শব্দার্থ ঃ نظم القرآن কুরআনের ইবারত। خوض নিমগ্ন হওয়া। قوله : الباب الخامس উল্লেখ্য, আমাদের সামনে যে ফাউযুল কাবীর রয়েছে, ইহাতে পঞ্চম অধ্যায় নেই। পঞ্চম অধ্যায়টি فتح الخبير بما لابد من حفظه في علم التفسير নামে অভিহিত যা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে ছাপানো হয়। উক্ত باب সম্পর্কে শাহ সাহেব الفوز الكبير এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেন,

وارى من المناسب ان اجمع في الباب الخامس من الرسالة جملة صالحة من شرح غريب القرآن مع اسباب النزول واجعلها رسالة مستقلة فمن شاء ادخلها في هذه الرسالة ومن شاء افردها على حدة وللناس فيما يعشقون مذاهب.

اَلْبَابُ الأَوَّلُ
فِيْ
بَيَانِ الْعُلُوْمِ الْخَمْسَةِ الَّتِيْ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ نَصًّا

لِيُعْلَمَ اَنَّ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْمَنْصُوْصَةَ لاَ تَخْرُجُ عَنْ خَمْسَةِ عُلُوْمٍ :

١– عِلْمُ الأَحْكَامِ : وَهِيَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوْبُ وَالْمُبَاحُ وَالْمَكْرُوْهُ وَالْحَرَامُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِسْمِ الْعِبَادَاتِ أَوْ قِسْمِ الْمُعَامَلاَتِ، أَوْ مِنْ تَدْبِيْرِ الْمُنَــزِّلِ أَوْ مِنَ السِّيَاسَةِ الْمَدَنِيَّةِ، وَتَفْصِيْلُ هَذَا الْعِلْمِ مَنُوْطٌ، بِذِمَّةِ الْفَقِيْهِ.

প্রথম অধ্যায় ঃ কুরআনে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত পঞ্চ ইলমের বর্ণনা

অনুবাদ ঃ জ্ঞাতব্য, স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত কুরআনের বিষয়াদি পাঁচ প্রকারাধিক নয়।

এক. ইলমুল আহকাম বা সাংবিধানিক জ্ঞান। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী, লেনদের, ঘর-সংসার, রাষ্ট্র বা সমাজনীতি সহ যে কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম জ্ঞানই হল সাংবিধানিক জ্ঞান। এবিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ফকিহগণের দায়িত্ব।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ العلوم الخمسة ঃ উল্লেখ্য, কুরআনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল বর্ণনা রয়েছে। খোদ কুরআনের ঘুষণা হল, مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ
'এমন কিছু নেই যার উল্লেখ আমি কুরআনে করিনি।'

তবে কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে মৌলিক বিষয় কয়টি এব্যাপারে উলামাদের বিভিন্ন মত রয়েছে। মুছান্নিফের মতে পাঁচটি। ইবনুল আরবীর মতে তিনটি ঃ (১) توحيد (২) تذكير (৩) احكام। ইবনে জারীরের মতে তিনটি ঃ (১) توحيد (২) أخبار (৩) مذاهب । কেউ কেউ ত্রিশটি বলেছেন।

المعاملات ঃ ইহা **معامله** এর বহুবচন। **معامله** এর আভিধানিক অর্থ পারস্পরিক লেনদেন বা সম্পর্ক। সামাজিক জীবনের পারস্পরিক লেনদেন, সাহায্য-সহযোগিতা ও উপার্জন বিধিকে **حكمة** শাস্ত্রের পরিভাষায় **معاملات** বলা হয়। **تدبير المنزل** ঃ গৃহস্থালী আচরণ বিধি। **السياسة المدنية** ঃ সমাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি। **منوط** ঃ ঝুলন্ত। **ناط به نوطا** ঃ ঝুলানো। **الجدل** ঃ তর্ক, ঝগড়া। **محاجة** ঃ পরস্পর ঝগড়া করা, তর্ক বিতর্ক করা। **الهام** ঃ গাইবী অনুপ্রেরণা। **وقائع** ঃ ইহা **وقيعة** এর বহুবচন। অর্থ ঘটনা।

٢– عِلْمُ الْجَدْلِ : وَهِيَ الْمُحَاجَّةُ مَعَ الْفِرَقِ الأَرْبَعِ الضَّالَّةِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

وَتِبْيَانُ هَذَا الْعِلْمُ مَنُوْطٌ بِذِمَّةِ الْمُتَكَلِّمِ.

٣– عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِآلاَءِ اللهِ : وَهُوَ بَيَانُ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَإِلْهَامِ الْعِبَادِ مَا يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ، وَبَيَانُ صِفَاتِ اللهِ الْكَامِلَةِ.

٤– عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِأَيَّامِ اللهِ : وَهُوَ بَيَانُ الْوَقَائِعِ الَّتِيْ اَحْدَثَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى مِنْ قَبِيْلِ تَنْعِيْمِ الْمُطِيْعِيْنَ وَتَعْذِيْبِ الْمُجْرِمِيْنَ.

٥_ عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ : مِنَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

وَتَفْصِيْلُ هَذِهِ الْعُلُوْمِ الثَّلاَثَةِ وَذِكْرُ الأَحَادِيْثِ وَالآثَارِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا يَرْجِعُ إِلَى الْوَاعِظِ وَالْمُذَكِّرِ.

অনুবাদ ঃ দুই. ইলমুল জাদাল বা তর্কজ্ঞান। অর্থাৎ ইয়াহুদী, নাসারা, মুশরিক, মুনাফিক এ চার ভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্ক সম্পর্কিয় জ্ঞান। এ ইলমের বর্ণনা আকাইদবিদদের জিম্মায় ন্যাস্ত।

তিন. ইলমুত তাযকীর বে-আলা ইল্লাহ বা আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ দেওয়ানো সম্পর্কিত জ্ঞান। অর্থাৎ আসমান-যমীন সৃষ্টির বর্ণনা, বান্দাগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়, সে সমস্ত বিষয়ের প্রতি তাদের অনুপ্রেরণা দানের বর্ণনা এবং আল্লাহর সিফাতে কামেলার বর্ণনা হল ইলমুত তাযকির বে- আলা ইল্লাহ।

চার. ইলমুত তাযকীর বে-আইয়ামুল্লাহ বা আল্লাহর সৃজিত ঘটনাবলীর জ্ঞান। আর তা হল, আল্লাহ কর্তৃক স্বীয় অনুগত বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং পাপিষ্ঠ বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা।

পাঁচ. ইলমুত তাযকীর বিল মাউত ওমা বা'দাহু বা মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী বিষয়াদি। হাশর, নশর, হিসাব, মীজান, জান্নাত ও নারকে স্মরণ করানো সংক্রন্ত জ্ঞান।

এ তিন প্রকার ইলমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করা ওয়াইজ ও নসীহতকারীদের দায়িত্ব।

أُسْلُوْبُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ فِيْ عَرْضِ الْعُلُوْمِ الْخَمْسَةِ

وَإِنَّمَا وَقَعَ بَيَانُ هَذِهِ الْعُلُوْمِ عَلَى أُسْلُوْبِ الْعَرَبِ الْأَوَّلِيْنَ، لاَ عَلَى مِنْهَاجِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ، فَلَمْ يَلْتَزِمْ ـــ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـــ فِيْ آيَاتِ الْأَحْكَامِ إِخْتِصَاراً، يَخْتَارُهُ أَهْلُ الْمُتُوْنِ، وَلاَ تُنْقِيْحَ الْقَوَاعِدِ مِنْ قُيُوْدٍ غَيْرِ ضَرُوْرِيَّةٍ، كَمَا هُوَ صِنَاعَةُ الْأُصُوْلِيِّيْنَ، وَاخْتَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيْ أَيَاتِ الْمُخَاصَمَةِ إِلْزَامَ الْخَصْمِ بِالْمَشْهُوْرَاتِ الْمُسَلَّمَةِ وَالْخَطَابِيَاتِ النَّافِعَةِ، لاَتَنْقِيْحَ الْبَرَاهِيْنَ، عَلَى طَرِيْقَةِ الْمَنْطِقِيِّيْنَ،

অনুবাদ ঃ কুরআনে কারীমে পঞ্চ ইলমের বর্ণনা ভঙ্গি

কুরআনে কারীমে পঞ্চ ইলমের বর্ণনায় কুরআন অবতীর্ণ হওয়া কালীন আরবদের রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। পরবর্তী আলিমগণের রীতি অবলম্বন করা হয়নি। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা আহকাম সংক্রান্ত আয়াত গ্রন্থকারদের ন্যায় ইবারত সংক্ষেপ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। উসূলবিদগণের অনুসরণে অপ্রয়োজনীয় শর্ত দ্বারা কায়দা-কানুনকে পরিমার্জনাও করেননি। মুখাসামার আয়াতসমূহ আল্লাহ তা'আলা সর্বস্বীকৃত প্রসিদ্ধ প্রমাণাদি এবং বিশেষ উপকারী সাধারণ আস্থাযোগ্য কথা দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করাকে পছন্দ করেছেন। তর্ক শাস্ত্রবিদদের মত দলীল-প্রমাণকে পরিমার্জিতরূপে পেশ করেননি।

শব্দার্থ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ اسلوب ঃ রীতি, ভঙ্গি। نقح تنقيحا ঃ পরিষ্কার করা, সুস্পষ্ট করা। متون ঃ ইহা متن এর বহুবচন। কিতাবের মূল ইবারত। المشهورات ঃ দ্বারা القياسات الجدلية উদ্দেশ্য। قياس جدلى ঃ ঐ কিয়াসকে বলে যা সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকা দ্বারা কিংবা প্রতিপক্ষের নিকট স্বীকৃত ভূমিকা দ্বারা গঠিত। চাই ভূমিকাগুলো বাস্তবে সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, চাই তা সাধারণ লোকের নিকট প্রসিদ্ধ হোক বা বিশেষ শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় প্রসিদ্ধ হোক। যেমন- الامر للوجوب، المفعول منصوب، الفاعل مرفوع، الاحسان حسن، الظلم قبيح। المسلمة ঃ স্বীকৃত। الخطابيات ঃ ইহা خطابى এর বহুবচন। قياس خطابى ঃ ঐ কিয়াসকে বলে যা কোন আস্থাভাজন ব্যক্তির পক্ষ হতে গ্রহণযোগ্য বা সন্দেহজনক ভূমিকার সাহায্যে গঠিত হয়। البراهين ঃ ইহা برهان এর বহুবচন। برهان বলা হয় ঐ কিয়াসকে যা ইয়াকীন বা নিশ্চিত ভূমিকা দ্বারা গঠিত। চাই তা স্বতঃস্ফূর্ত ইয়াকীনী ভূমিকা দ্বারা গঠিত হোক বা গবেষণা প্রসূত ইয়াকীনী ভূমিকা দ্বারা গঠিত হোক।

وَلَمْ يُرَاعِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ــ الْمُنَاسَبَةَ فِي الانْتِقَالِ مِنْ مَوْضُوْعٍ إِلَى مَوْضُوْعٍ، كَمَا يُرَاعِيْهَا الأُدَبَاءُ الْمُتَأَخِّرُوْنَ، بَلْ نَشَرَ كُلَّ مَا أَهَمَّ الْقَاؤُهُ عَلَى الْعِبَادِ، سَوَاءٌ كَانَ مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا.

لاَ يَحْتَاجُ كُلُّ آيَةٍ اِلَى سَبَبِ النُّزُوْلِ

وَقَدْ رَبَطَ عَامَّةُ الْمُفَسِّرِيْنَ كُلَّ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ الْجَدْلِ وَالأَحْكَامِ بِقِصَّةٍ، وَيَظُنُّوْنَ أَنَّ تِلْكَ الْقِصَّةَ هِيَ سَبَبُ نُزُوْلِهَا.

وَالْحَقُّ : أَنَّ الْقَصْدَ الأَصْلِيَّ مِنْ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ هُوَ تَهْذِيْبُ النُّفُوْسِ الْبَشَرِيَّةِ، وَدَمْغُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ، وَنَفْيُ الأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ،

অনুবাদ ঃ পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের ন্যায় এক বিষয়ের আলোচনা থেকে অপর বিষয়ের আলোচনায় যেতে উভয় বিষয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্য বিধানের তোয়াক্কা করেননি। বরং বান্দাদের জন্যে যখন যা প্রয়োজন মনে করেছেন তখন তা বলে দিয়েছেন। চাই তা আগে হোক বা পরে হোক। (অর্থাৎ তা সুবিন্যস্তরূপে হোক বা না-ই হোক।)

প্রত্যেক আয়াতের জন্য শানে নুযূল জরুরী নয়

অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ তর্কশাস্ত্রীয় ও বিধান শাস্ত্রীয় প্রতিটি আয়াতকে একটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। তাদের ধারনা এই ঘটনা উক্ত আয়াতের শানে নুযূল। (কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং)

সত্য কথা হল এই যে, কুরআন অবতীর্ণ করার মুখ্য উদ্দেশ্য হল মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা, খারাপ কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله : لم يراع المناسبة في الانتقال الخ **ঃ** উল্লেখ্য, কুরআনের দুই আয়াত বা দুই বিষয়বস্তুর পরস্পর সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্য করা হয়েছে, না কোন সামঞ্জস্য ছাড়াই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। এক দলের মতে সামঞ্জস্য বিধান ছাড়াই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আর মুছান্নিফের মত এটাই। ইবনুল আরাবী, ইমাম রাজী, ইমাম সুয়ূতী ও অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে কুরআনের আয়াত ও বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যকার সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্য করা হয়েছে।

فَوُجُوْدُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ فِيْ خَوَاطِرِ الْمُكَلَّفِيْنَ سَبَبٌ لِنُزُوْلِ آيَاتِ الْجَدْلِ، وَوُجُوْدُ الأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ وَشُيُوْعُ الْمَظَالِمِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ سَبَبٌ لِنُزُوْلِ آيَاتِ الأَحْكَامِ، عَدَمُ تَيَقُّظِهِمْ وَتَنَبُّهِهِمْ بِغَيْرِ ذِكْرِ آلاَءِ اللهِ وَأَيَّامِ اللهِ، وَوَقَائِعِ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ سَبَبٌ لِنُزُوْلِ آيَاتِ التَّذْكِيْرِ.

وَأَمَّا الأَسْبَابُ الْخَاصَّةُ وَالْقَصَصُ الْجُزْئِيَّةُ الَّتِيْ تَجَشَّمَ الْمُفَسِّرُوْنَ بَيَانَهَا فَلَيْسَ لَهَا مَدْخَلٌ فِيْ ذَلِكَ، يُعْتَدُّ بِهِ، الاَّ فِيْ بَعْضِ الآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ، حَيْثُ وَقَعْتِ الاشَارَةُ فِيْهَا الَى حَادِثَةٍ مِّنَ الْحَوَادِثِ الَّتِيْ وَقَعَتْ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَبْلَهُ، وَلاَ يَزُوْلُ مَا يَعْرِضُ لِلسَّامِعِ مِنَ التَّرَقُّبِ وَالانْتِظَارِ، عِنْدَ سَمَاعِ ذَلِكَ التَّعْرِيْضِ الاَّ بِبَسْطِ الْقِصَّةِ، فَلَزِمَ أَنْ نَّشْرَحَ هَذِهِ الْعُلُوْمَ بِوَجْهٍ، لاَ نَحْتَاجُ إِلَى إِيْرَادِ الْقَصَصِ الْجُزْئِيَّةِ.

অনুবাদ ঃ তাই বান্দাদের অন্তরে ভ্রান্ত আকীদা-শ্বিাসের অস্তিত্বই তর্ক শাস্ত্রীয় আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, গর্হিত কাজের অস্তিত্ব এবং বান্দাদের মধ্যে জুলুম-অত্যাচারের প্রসার বিধান শাস্ত্রীয় আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, আর আল্লাহর নিয়ামতসমূহের বর্ণনা, অতীতের শিক্ষনীয় ঘটনাবহুল দিনগুলোর আলোচনা, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ভয়ংকর অবস্থাবলীর আলোচনা ছাড়া তাদের সতর্ক না হওয়াই হল তাযকীর সংক্রান্ত আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য।

তবে বিশেষ কোন শানে নুযূল এবং বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করার ব্যাপারে মুফাসসিরগণ যে কষ্ট স্বীকার করে থাকেন, বস্তুত আয়াত নাযিলের ব্যাপারে বিশেষ কিছু আয়াত ছাড়া এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে কিছু আয়াতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের বা পূর্বকালের সংঘটিত কোন ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এ ইঙ্গিত পূর্ণ ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া সে ইঙ্গিত শুনার সময় শ্রোতার মনে অস্থিরতা ও প্রতীক্ষা থেকেই যায়। তাই আমার জন্য জরুরী হয়ে গেল উক্ত পঞ্চ ইলমের এমনভাবে ব্যাখ্যা পেশ করা, যাতে এরপরে বিশেষ ঘটনাবলী বর্ণনার প্রয়োজন না থাকে। (الفصل الأول থেকে এ পঞ্চ ইলমের ব্যাখ্যা পেশ হচ্ছে।)

শব্দার্থ ঃ تهذيب ঃ শুদ্ধ করা। دمغ ঃ মূলোৎপাটন করা। شيوع ঃ প্রসার লাভ করা। تجشم ঃ কষ্ট করা। الترقب ঃ অপেক্ষা করা।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
فِيْ
عِلْمِ الْجَدْلِ

وَقَدْ وَقَعَتِ الْمُخَاصَمَةُ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ مَعَ الْفِرَقِ الْأَرْبَعِ الْبَاطِلَةِ : اَلْمُشْرِكِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمُنَافِقِيْنَ، وَهٰذِهِ الْمُخَاصَمَةُ عَلٰى طَرِيْقَيْنِ :

اَلْأَوَّلُ : أَنْ يُذْكَرَ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى ـ الْعَقِيْدَةَ الْبَاطِلَةَ مَعَ التَّنْصِيْصِ عَلٰى شَنَاعَتِهَا وَيَذْكُرُ اسْتِنْكَارَهَا، فَحَسْبُ .

وَالثَّانِيْ : أَنْ يُبَيِّنَ شُبُهَاتِهِمِ الْوَاهِيَةَ، وَيَذْكُرَ حَلَّهَا بِالْأَدِلَّةِ الْبُرْهَانِيَّةِ أَوِ الْخِطَابِيَّةِ.

ذِكْرُ الْمُشْرِكِيْنَ

وَقَدْ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يُسَمُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ "حُنَفَاءَ" وَيَدَّعُوْنَ التَّدَيُّنَ بِمِلَّةِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّمَا يَقُوْلُ "الْحَنِيْفُ" لِمَنْ تَدَيَّنَ بِالْمِلَّةِ الْاِبْرَاهِيْمِيَّةِ، وَالْتَزَمَ شِعَارَهَا.

شَعَائِرُ الْمِلَّةِ الْاِبْرَاهِيْمِيَّةِ

وَشَعَائِرُهَا : حَجُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَاسْتِقْبَالُهُ فِيْ الصَّلَوَاتِ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْاِخْتِتَانِ، وَسَائِرَ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، وَتَحْرِيْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَتَعْظِيْمُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَتَحْرِيْمُ الْمُحَرَّمَاتِ النَّسَبِيَّةِ وَالرَّضَاعِيَّةِ، وَالذَّبْحِ فِيْ الْحَلْقِ، وَالنَّحْرِ فِيْ اللَّبَةِ، وَالتَّقَرُّبُ بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى لَاسِيَّمَا فِيْ أَيَّامِ الْحَجِّ.

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনুবাদ ঃ **ইলমুল জাদাল বা তর্ক শাস্ত্রের আলোচনা**

কুরআন কারীমে চার ভ্রষ্ট দল পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃষ্টান ও মুনাফিকদের সাথে তর্কযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে দুটি পদ্ধতিতে।

এক. আল্লাহ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত আকীদা উল্লেখ করতঃ শুধু ইহার ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি তুলে ধরেন। (ইহার খণ্ডনে কোন দলীল-প্রমাণ তুলে ধরেন না। যেমন- قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا، مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ।)

দুই. তাদের ভ্রান্ত মতবাদ উল্লেখ করত তা খণ্ডন করেন অকাট্য যৌক্তিক প্রমাণাদি বা গ্রহণযোগ্য ধারণা প্রসূত যৌক্তিক প্রমাণাদি দ্বারা। (যেমন- وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ।)

পৌত্তলিকদের আলোচনা

পৌত্তলিকগণ নিজেদেরকে حنيف তথা সত্য ধর্মের খাঁটি অনুসারী অভিহিত করত এবং তারা হযরত আব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মাবলম্বী বলে দাবি করত। অথচ حنيف বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ইব্রাহীমের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর ধর্মের প্রতীকগুলো আঁকড়ে ধরেছে।

ইব্রাহীমী ধর্মের প্রতীকসমূহ্

দ্বীনে ইব্রাহীমের প্রতীক হল ঃ (১) বায়তুল্লাহর হজ্জ, (২) নামাযে কিবলামুখী হওয়া, (৩) জানাবতের গোসল করা, (৪) খতনা করা এবং বাকি ফিতরত তথা প্রকৃতিগত কার্যাবলী পালন করা, (৫) হারাম মাসগুলো (জিলহজ্জ, মহররম, সফর ও রজব) কে হারাম মনে করা, (৬) মসজিদে হারামকে সম্মান করা, (৭) বংশগত সূত্রে এবং দুগ্ধ পান সূত্রে যাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ হয়েছে, তাদেরকে হারাম জ্ঞান করা, (৮) গরু, বকরী ইত্যাদিকে গলায় জবাই করা, (৯) উটের বক্ষ চূড়ায় নহর করা, (১০) জবাই ও নহর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা বিশেষতঃ হজ্জ মৌসুমে।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ حنفاء ঃ حنيف এর বহুবচন, অর্থ নত। حنف الشيئ (ض) ঃ ঝুঁকা, নত হওয়া থেকে উদ্ভূত। কুরআনের পরিভাষায় حنيف বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে বাতিল ধর্ম পরিত্যাগ করে সত্য ধর্মের অনুসারী হয়ে যায়। দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারীকেও حنيف বলা হত বাতিল ধর্ম ছেড়ে সত্য ধর্ম অনুসরণ করার কারণে। شعائر ঃ ইহা شعار এর বহুবচন, অর্থ প্রতীক। خصال ঃ হল خصلة এর বহুবচন, অর্থ অভ্যাস। الفطرة ঃ প্রকৃতি। خصال الفطرة ঃ প্রকৃতিগত অভ্যাস। নবীদের দশটি সুন্নতকে প্রকৃতিগত অভ্যাস এজন্য বলা হয় যে, যে ব্যক্তি সুস্থ প্রকৃতিসম্পন্ন হবে, সে এ দশটি কাজ না করে পারবে না। সে দশটি সুন্নাত হল ঃ ১. মোচ কাটা, ২. দাঁড়ি লম্বা করা, ৩. মিসওয়াক করা, ৪. নাকে পানি দেওয়া, ৫. নখ কাটা, ৬. শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, ৭. বগলের লোম উপড়ে ফেলা, ৮. নাভীর নীচের লোম কামানো, ৯.পানি দিয়ে মল-পস্রাব পরিষ্কার করা, ১০. কুল্লী করা। اللبة ঃ বুকের হার পড়ার স্থান বা বক্ষ চূড়া।

شَعَائِرُهَا

وَقَدْ كَانَ الْوُضُوْءُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ، وَالإِعَانَةُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَصِلَةُ الأَرْحَامِ، مَشْرُوْعَةً فِيْ أَصْلِ الْمِلَّةِ، وَكَانَ التَّمَدُّحُ بِهَذِهِ الأَعْمَالِ شَائِعًا فِيْمَا بَيْنَهُمْ، إِلاَّ أَنَّ جُمْهُوْرَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ تَرَكُوْهَا حَتَّى صَارَتْ هَذِهِ الأَعْمَالِ فِيْ حَيَاتِهِمِ الْعَمَلِيَّةِ كَأَنْ لَّمْ تَكُنْ شَيْئًا.

وَقَدْ كَانَ تَحْرِيْمُ الْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالرِّبَا وَالْغَصَبِ أَيْضًا ثَابِتاً مَعْلُوْمًا فِيْ أَصْلِ الْمِلَّةِ، وَكَانَ اسْتِنْكَارُ هَذِهِ الاَفْعَالُ بَاقِيًا عِنْدَهُمْ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَكِنْ جُمْهُوْرَ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا يَرْتَكِبُوْنَهَا، وَيَتَّبِعُوْنَ النَّفْسَ الأَمَّارَةَ فِيْهَا.

عَقَائِدُهَا

وَقَدْ كَانَتْ عَقِيْدَةُ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ ــ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ــ وَأَنَّهُ هُوَ خَالِقُ الأَرْضِ وَالسَّمٰوَاتِ الْعُلَى، وَأَنَّهُ مُدَبِّرُ الْحَوَادِثُ الْعِظَامِ،

অনুবাদ ঃ

দ্বীনে ইব্রাহীমের কতিপয় বিধান

১. ওযু করা, ২. নামায পড়া, ৩. ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখা, ৪. ইয়াতীম, মিসকিনদেরকে সদকা করা, ৫. সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কারণে কারো উপর বিপদ এলে তার সাহায্য করা, ৬. আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ মূল ধর্মে স্বীকৃত ছিল এবং এসকল আমল তাদের নিকট প্রশংসনীয় ছিল; কিন্তু অধিকাংশ পৌত্তলিক তা বর্জন করে দিয়েছিল। এমনকি তাদের বাস্তব জীবনে এগুলোর অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

তাদের মূল ধর্মে হত্যা, চুরী ব্যভিচার, সুদ ও রাহাজানী হারাম বিবেচিত ছিল এবং এসকল কাজ তাদের নিকট মোটামোটিভাবে নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু অধিকাংশ পৌত্তলিক এসকল গর্হিত কাজ করত এবং এসকল বিষয়ে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করত।

দ্বীনে ইব্রাহীমের আকীদা

তাদের ধর্মে আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস ছিল এবং এ বিশ্বাসও ছিল যে, তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, বড় বড় ঘটনাবলীর উদ্ভাবক,

وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِرْسَالِ الرُّسُلِ، وَجَزَاءِ الْعِبَادِ بِمَا يَعْمَلُوْنَ، وَأَنَّهُ مُقَدِّرٌ لِلْحَوَادِثِ الْعَظِيْمَةِ قَبْلَ وُقُوْعِهَا، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عِبَادُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ، وَأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّوْنَ التَّعْظِيْمَ، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ ثَابِتاً عِنْدَهُمْ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَشْعَارُهُمْ، وَلَكِنْ جُمْهُوْرَ الْمُشْرِكِيْنَ، قَدْ وَقَعُوْا فِيْ شُبُهَاتٍ كَثِيْرَةٍ تُجَاهَ هَذِهِ الْمُعْتَقَدَاتِ لِاسْتِبْعَادِهَا، وَعَدَمِ أُلْفَتِهِمْ بِإِدْرَاكِهَا.

ضَلَالُ الْمُشْرِكِيْنَ

وَكَانَ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ : اَلشِّرْكُ وَالتَّشْبِيْهُ وَالتَّحْرِيْفُ، وَجُحُوْدُ الْآخِرَةِ، وَاسْتِبْعَادُ رِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشُيُوْعُ الْأَعْمَالِ الْقَبِيْحَةِ وَالْمُظَالِمِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ، وَابْتِدَاعُ التَّقَالِيْدِ الْبَاطِلَةِ، وَانْدِرَاسُ الْعِبَادَاتِ.

অনুবাদ ঃ তিনি নবী প্রেরণ করতে এবং বান্দার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দান করতে সক্ষম, সকল ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তিনি অবহিত। ফিরিশতাগণ তাঁর নৈকট্যশীল বান্দা এবং তাঁরা সম্মানের পাত্র।

এসকল আকীদা-বিশ্বাস ইব্রাহীমের মূল অনুসারীদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু অধিকাংশ পৌত্তলিক এসব ব্যাপারে অনেক সন্দেহে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এসব বিষয়কে অসম্ভব মনে করার কারণে এবং এগুলো জানার সাথে তাদের কোন সংস্রব না থাকার কারণে।

পৌত্তলিকদের ভ্রান্তি

তাদের কতিপয় ভ্রান্তি হল ঃ

১. শিরক,
২. আল্লাহকে মানুষের মত মনে করা,
৩. ধর্ম বিকৃতি,
৪. আখেরাতকে অস্বীকার,
৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালতকে অসম্ভব মনে করা,
৬. তাদের ধর্মে গর্হিত কাজ ও জুলুম-নির্যাতনের প্রসার,
৭. অন্ধ অনুকরণের আবিষ্কার,
৮. ইবাদত-বন্দেগীর বিলুপ্তি।

শব্দার্থ ঃ اندراس ঃ লূপ পাওয়া। شيوع ঃ প্রসার লাভ করা।

بَيَانُ الشِّرْكِ

وَالشِّرْكُ : أَنْ يُثْبِتَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى شَيْئًا مِنَ الصِّفَاتِ الْمُخْتَصَّةِ به تعالى كَالتَّصَرُّفِ فِيْ الْعَالَمِ بِالإِرَادَةِ الَّتِيْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِـ"كُنْ فَيَكُوْنُ" أَوِ الْعِلْمِ الذَّاتِيْ الَّذِيْ لاَ يَحْصُلُ بِالاكْتِسَابِ عَنْ طَرِيْقِ الْحَوَاسِّ وَدَلِيْلِ الْعَقْلِ وَالْمَنَامِ وَالإِلْهَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوِ الإِيْجَادِ لِشِفَاءِ الْمَرِيْضِ، أَوِ اللَّعْنِ عَلَى شَخْصٍ أَوِ السَّخَطِ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْدَرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ أَوْ يَمْرَضَ، اَوْ يَشْقَى بِسَبَبِ ذَلِكَ السَّخَطِ، أَوِ الرَّحْمَةِ لِشَخْصٍ حَتَّى يُبْسَطَ لَهُ الرِّزْقُ، وَيَصِحَّ بَدَنُهُ، وَيَسْعَدَ بِسَبَبِ هَذِهِ الرَّحْمَةِ.

وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلاَءِ الْمُشْرِكُوْنَ يُشْرِكُوْنَ اَحَدًا فِيْ خَلْقِ الْجَوَاهِرِ، وَتَدْبِيْرِ الأُمُوْرِ الْعِظَامِ،

শিরকের বর্ণনা

অনুবাদ ঃ শিরক বলা হয়, আল্লাহর কোন বিশেষ গুণকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সাব্যস্ত করা। যেমন- কোন গাইরুল্লাহ সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা যে, ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে যাকে كُنْ فَيَكُوْن (তুমি হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, মহাবিশ্বে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন, অথবা এ বিশ্বাস রাখা যে, তার এমন ইলম রয়েছে যা কারো ব্যক্তিগত চেষ্টায় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা বিবেক বুদ্ধি দ্বারা কিংবা স্বপ্নের মাধ্যমে অথবা ইলহাম (গাইবী অনুপ্রেরণা) বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে অর্জিত হয় না। অথবা তিনি কোন ব্যক্তিকে শিফা দান করতে পারেন বা কোন ব্যক্তিকে অভিশপ্ত করতে পারেন এবং তার উপর নারাজ হয়ে তার রিজিকের মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করতে পারেন কিংবা তাকে অসুস্থ করতে পারেন, অথবা তার অসন্তুষ্টির ফলে সে ব্যক্তি হতভাগা হয়ে যাবে, অথবা তিনি কোন ব্যক্তির উপর দয়াবান হয়ে তার রিযিক প্রশস্ত করে দিবেন, তাকে সুস্থ করে দিবেন এবং সে দয়ার কারণে সে ভাগ্যবান হয়ে যাবে। (গাইরুল্লাহর ব্যাপারে এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ হল শিরক।)

সেকালের পৌত্তলিকগণ কোন বস্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং বড় বড় বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করত না

শব্দার্থ ঃ حواسّ ঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয়। حاسة এর বহুবচন। سخط ঃ অসন্তুষ্টি। جواهر ঃ ইহা جوهر এর বহুবচন, বস্তু।

وَلاَيُثْبِتُوْنَ لِأَحَدٍ قُدْرَةَ الْمُمَانَعَةِ، إِذَا أَبْرَمَ اللهُ تَعَالَى أَمْرًا، وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِيْ أُمُوْرٍ خَاصَّةٍ بِبَعْضِ الْعِبَادِ، وَيَظُنُّوْنَ أَنَّ سُلْطَانًا عَظِيْمًا مِنَ السَّلَاطِيْنِ كَمَا يُرْسِلُ عَبِيْدَهُ الْمَخْصُوْصِيْنَ اِلَى نَوَاحِيْ مَمْلَكَتِهِ، وَيَجْعَلُهُمْ مُخْتَارِيْنَ مُتَصَرِّفِيْنَ فِيْ أُمُوْرٍ جُزْئِيَّةٍ، إِلَى أَن يَّصْدُرَ عَنْهُ حُكْمٌ صَرِيْحٌ فِيْ أَمْرٍ خَاصٍّ، وَلاَ يَقُوْمُ بِشُئُوْنِ الرَّعِيَّةِ وَأُمُوْرِهِمِ الْجُزْئِيَّةِ بِنَفْسِهِ، بَلْ يَكِلُ الرَّعِيَّةَ إِلَى الْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ، وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُمْ فِيْ حَقِّ الَّذِيْنَ يَخْدِمُوْنَهُمْ، وَيَتَوَسَّلُوْنَ بِهِمْ، كَذَلِكَ قَدْ خَلَعَ الْمَلِكُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى بَعْضِ عِبَادِهِ خِلْعَةَ الْأُلُوْهِيَّةِ، وَجَعَلَ سَخَطَهُمْ وَرِضَاهُمْ مُؤَثِّرًا فِيْ عِبَادِهِ الْأَخَرِيْنَ

অনুবাদ ঃ এবং আল্লাহ্ কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এর মুকাবেলা করার শক্তি কারো আছে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল না। বরং তারা কোন কোন বান্দার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিরকের আকীদা পোষণ করত। তাদের ধারনা ছিল যে, রাজাধিরাজ যেভাবে তার বিশেষ প্রজাদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সে অঞ্চলের প্রশাসক বানিয়ে পাঠিয়ে তাদেরকে ছোটখাট বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিয়েছেন। সে আঞ্চলিক প্রশাসক রাজাধিরাজের পক্ষ থেকে কোন স্পষ্ট নির্দেশ না আসা পর্যন্ত খুটিনাটি বিষয়ে তারাই সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। রাজাধিরাজ সরাসরি প্রজাদের খুটিনাটি বিষয়ে মাথা ঘামান না; বরং তারা প্রজাদের বিষয়কে প্রাদেশিক (বা রাজ্য) সরকার ও প্রশাসকদের হাতে অর্পণ করে থাকেন। আর যে সকল প্রজা আঞ্চলিক সরকার বা প্রশাসকের সেবা করে বা তাদের শরণাপন্ন হয়, আঞ্চলিক সরকার রাজাধিরাজের নিকট তাদের জন্য যে সুপারিশ করেন রাজাধিরাজ তা গ্রহণ করেন। ঠিক তদ্রূপ সৃষ্টিকুলের রাজা (আল্লাহ তা'আলা) তার কিছু বান্দাকে প্রভুত্বের পোষাক পরিয়েছেন (অর্থাৎ প্রভুত্ব দান করেছেন) এবং অন্যান্য বান্দাদের বেলায় তাদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে ক্রিয়াশীল বানিয়েছেন। (অর্থাৎ তারা অন্যান্য বান্দাদের উপর রাজি হলে আল্লহও রাজি হন; আর তারা নারাজ হলে আল্লাহও নারাজ হন।)

শব্দার্থ ঃ ممانعة ঃ প্রতিরোধ, বিরোধিতা। ابرم فلانٌ الأمر ঃ কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। خلعت ঃ সম্মানার্থে কাউকে যে পোষাক দেওয়া হয়। ولاة ঃ ইহা ولى এর বহুবচন। প্রাদেশিক সরকার বা রাজ্য সরকার। توسل به ঃ শরণাপন্ন হওয়া। التزلف ঃ নৈকট্য। مجارى الامور ঃ বিভিন্ন বিষয়।

فَيَرَوْنَ التَّزَلُّفَ إِلَى أُولٰئِكَ الْعِبَادِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَاجِبًا لِيَتَيَسَّرَلَهُمْ حُسْنُ الْقُبُوْلِ فِيْ حَضْرَةِ الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ وَتُقْبَلُ شَفَاعَتُهُمْ لِلْمُقَرَّبِيْنَ بِهِمْ فِيْ مَجَارِىْ الأُمُوْرِ.

وَكَانُوْا يُجَوِّزُوْنَ نَظْرًا الى هٰذِهِ الأُمُوْرِ : أَنْ يُسْجَدَلَهُمْ، وَيُذْبَحَ لَهُمْ، وَيُحْلَفَ بِهِمْ، وَيُسْتَعَانَ بِقُدْرَتِهِم الْمُطْلَقَةِ فِي الأُمُوْرِ الْمُهِمَّةِ، وَنَحَتُوْا صُوَرًا كَصُوَرِهِمْ مِّنَ الْحَجَرِ وَالصُّفْرِ، وَجَعَلُوْهَا قِبْلَةً لِلتَّوَجُّهِ الَى تِلْكَ الأَرْوَاحِ، حَتَّى أعْتَقَدَ الْجُهَّالُ شَيْئًا فَشَيْئًا تِلْكَ الصُّوَرَ مَعْبُوْدَةً بِذَوَاتِهَا، فَتَطَرَّقَ الْفَسَادُ الْعَظِيْمُ اِلَى الْمُعْتَقَدَاتِ.

بَيَانُ التَّشْبِيْه

وَالتَّشْبِيْهُ : عِبَارَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الملائكةَ بَنَاتُ اللهِ، وَأَنَّه تعالى يَقْبَلُ شَفَاعةَ عِبَادِه، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا، كما يَفْعَلُ الْمُلوكُ أحيانًا مِثْلَ ذلك معَ الأُمراءِ الكِبارِ،

অনুবাদ ঃ এ বিশ্বাসেরই ভিত্তিতে পৌত্তলিকরা সে বিশেষ বান্দাদের নৈকট্য লাভকে জরুরী মনে করত, যাতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর নিকট তারা সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে যেন তাদের নৈকট্য লাভকারীদের বেলায় তাদের সুপারিশ গৃহীত হয়ে যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা আল্লাহর এ বিশেষ বান্দাদেরকে সেজদা করা, তাদের জন্যে জবাই করা, তাদের নামে কসম করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তাদের অসীম কুদরতের সহায়তা চাওয়াকে তারা বৈধ মনে করত। তারা পাথর ও পিতল দ্বারা ঐ বিশেষ বান্দাদের মূর্তি নির্মাণ করতঃ এ মূর্তিগুলোকে ঐ মহাত্মাদের দিকে মনোযোগ ফিরানোর লক্ষ্যে কিবলাস্বরূপ ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। কালক্রমে মূর্খরা ঐ মূর্তিগুলোকেই স্বয়ং উপাস্য মনে করতে লাগল। ফলে আকীদা-বিশ্বাসে বিরাট ভ্রান্তি সৃষ্টি হল।

তাশবীহের আলোচনা

তাশবীহ বল হয় মানবীয় গুণাবলী আল্লাহর সাথে সাব্যস্ত করা। আরবের পৌত্তলিকরা বলত, ফিরিশতাগণ আল্লাহর কন্যা। যেভাবে বাদশাহগণ অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভাবশালী নেতাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন, ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ বান্দদের সুপারিশ গ্রহণ করেন।

শব্দার্থ ঃ التزلف ঃ নৈকট্য। مجارى الامور ঃ বিভিন্ন বিষয়। النحت ঃ (ضرب) কেটে সাইজ করা, মূর্তি বানানো।

ولما لم يستطيعوا إدراكَ علمِه تعالى وسمْعه وبَصرِه، كما يَليقُ بشأن الألوهيَّة، قاسُوْها على علمِهم وسمْعِهِم وبصرِهِم، فَوَقَعُوْا في عقيدة التَّجْسِيم، ونَسبُوْ التَّحَيُّز إلى الله شأنه.

بيان التَّحْرِيْف

وأمَّا التحريفُ فإنَّ قصَّتَهُ : أن أولادَ سيدَنا إسماعيل عليه السلام كانوا على شريعة جدِّهِم الكريمِ سيدنا إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عصرُ "عَمرِو بن لُحَيْ - لعنه الله - فوضع لهم الأصنامَ، وشرع لهم عِبَادَتَهَا، واخْتَرَعَ لهم تحريرَ البحائرِ والسوائب والْحَامِيْ،

অনুবাদ ঃ যখন পৌত্তলিকরা আল্লাহর ইলম, শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির মাহাত্ম্য তাঁর শান মাফিক উপলব্ধি করতে পারেনি, তখন তারা এগুলোকে নিজেদের ইলম, শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির উপর অনুমান করল। ফলে তিনি দেহবিশিষ্ট হওয়ার বিশ্বাস তাদের হয়ে গেল এবং তিনি এক স্থানে স্থিতিশীল হওয়ার দাবী তারা করল।

ধর্ম বিকৃতির আলোচনা

ধর্ম বিকৃতির ঘটনা হল এই যে, ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধররা তাদের দাদা হযরত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মাবলম্বী ছিল। যখন আমর ইবনে লুহাই এর যুগ এল, তখন সে তাদের জন্য মূর্তি স্থাপন করতঃ এগুলোর এবাদতের প্রচলন ঘটাল এবং তাদের জন্য বহিরা, ছায়বা, হামকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়ার প্রচলন

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ ادراك ঃ উপলব্ধি। قياس ঃ অনুমান। التجسم ঃ কায়াবিশিষ্ট হওয়া। التحيز ঃ কোন স্থানে স্থিতিশীল হওয়া। عمرو بن لحي ঃ সে কা'বা গৃহের দারোওয়ান ছিল। সে একবার সিরিয়া সফরে গিয়ে তাদেরকে মূর্তিপূজা করতে দেখে তাদের থেকে একটি মূর্তি এনে কা'বা গৃহে স্থাপন করে মক্কাবসীকে ইহার পূজার নির্দেশ করে। وضع ঃ স্থাপন করা। صنم ঃ মূর্তি, বহুবচনে اصنام। الاختراع ঃ আবিষ্কার করা। تحرير ঃ স্বাধীন করা, বা স্বধীনভাবে ছেড়ে দেয়া। بحيرة ঃ অন্ধকার যুগে পাঁচ বাচ্চা প্রসবকারিনী উটনীকে কান ছিদ্র করতঃ দেবতার নামে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত। তা থেকে কোন কাজ নেয়া হত না। সে উটনীকে بحيرة বলা হয়। বহুবচন بحائر। سائبة ঃ ঐ উটনী যাকে মান্নত পূরণার্থে দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হত। তা থেকে কোন কাজ-কর্ম ও উপকার নেয়া হত না। বহুবচন سوائب। حام ঃ নর উট যাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মিলনের পর দেবতার নামে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত। তা থেকে কোন উপকার গ্রহণ করা হত না।

والاستقسامَ بالأزلام، وأمثالَ هذه من الطُّقُوْسِ، وقد كان هذا الحادثُ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقَرَابَةِ ثلاثمَائةِ سنةٍ، وكانوا يَتَمَسَّكُوْنَ في هذا الباب بآثارِ آبائِهم، وَيَرَوْنَهَا من الْحُجَجِ القَاطِعَةِ.

جحود الآخرة

وقد بَيَّنَ الأنبياءُ السَّالفون الحشرَ والنَّشْرَ، ولكن لم يكنْ ذلك البيانُ بشرْحٍ وبسْطٍ مثلَ ما تَضَمَّنه القرآنُ العظيمُ، ولذلك كان جمهورُ المشركين قليلِيْ الاطلاعِ عليه، وكانوا يَسْتَبْعَدُوْنَ وُقُوْعَهُ.

অনুবাদ ঃ এবং তীরের সাহায্যে লটারীর প্রথা ইত্যাদি নানা রকম রুসম ও রেওয়াজ আবিষ্কার করল। এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবূওয়াত প্রাপ্তির প্রায় তিনশত বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। তারা এ ব্যাপারে তাদের বাপ-দাদাদের প্রথা দ্বারা প্রমাণ পেশ করত এবং ইহাকে তারা অকাট্য প্রমাণ হিসাবে গণ্য করত।

আখেরাত অস্বীকার

পূর্ববর্তী নবীগণ হাশর-নশরের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু কুরআন যেভাবে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে পূর্ববতী নবীগণের বর্ণনা সেভাবে বিস্তারিত ছিল না। এ জন্য অধিকাংশ পৌত্তলিক আখেরাত সম্পর্কে অল্প জ্ঞান রাখত এবং তারা আখেরাত সংগটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ استسقام بالازلام ঃ তীরের মাধ্যমে মঙ্গল-অমঙ্গল নিরূপণ করা।

ازلام ঃ ইহা زَلَمٌ এর বহুবচন। ঐ তীর যার মাধ্যমে মঙ্গল-অমঙ্গল যাচাই করা হয়। কা'বা গৃহের হুবল দেবতার নিকট কতিপয় তীর রক্ষিত ছিল। কোনটায় امرنى ربى লিখা ছিল আর কোনটায় نهانى ربى লিখা ছিল। তীর বের করে তার লেখা অনুযায়ী তারা আমল করত। استسقام بالازلام এর উক্ত ব্যাখ্যা ভিন্ন আরেকটি ব্যাখ্যা নাফহাতুল আরবে বর্ণিত আছে।

طُقوس ঃ ইহা طَقْسٌ এর বহুবচন। ধর্মীয় রুসম ও রেওয়াজ।

اِسْتِبْعَادُ رِسَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وهؤلاء الجماعةُ وان كانوا مُعترفين بنبوةِ سيدِنا إبراهيمَ وسيدنا إسماعيلَ عليهما السلام، بل بنبوة سيدنا موسى عليه السلام أيضا، ولكن كانت الصفاتُ البشريَّةُ ـــ التي هي حجابٌ لجمال الأنبياء الكامل، ـــ تَشَوُّشُهُمْ تشويشا، وكذلك لما لم يَعْرِفوا حقيقةَ تدبير الله الذي هو مقتضى بعثة الأنبياء استَبْعَدُوْا الرسالةَ لاعتقادهم أن الرسول ينبغي أن يكون مثلَ المرسِل، فكانوا يُوْرِدُوْنَ لأجل ذلك شبهاتٍ واهيَةٍ، غيرُ مسموعةٍ، فيقولون مثلا : كيف يكون النبيُّ محتاجا إلى الطعام والشراب؟

ولماذا لم يُرْسِلِ الله ملكاً رسولا؟ ولماذا لا يُوْحِيَ إلى كل أحدٍ على حِدَةٍ، وعلى هذا الباب.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালতকে অসম্ভব মনে করা

অনুবাদ ঃ পৌত্তলিকের সে দলটি যদিও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর নবূওয়াতকে স্বীকার করত; এমনকি হযরত মূসা (আঃ) এর নবূওয়াতকেও তারা স্বীকার করত; কিন্তু নবীদের মানবীয় গুণাবলী যা তাঁদের পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যকে আবৃত করে ফেলেছিল, তাদেরকে চরম সন্দেহে নিপতিত করছিল। (তাদের ধারনা ছিল, তিনি যদি নবী হন, তাহলে আমাদের মত পানাহার, পেশাব-পায়খানা ও বিয়ে-শাদী করেন কেন? তারা বলত ঃ مَالِهٰذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاق ।) ঠিক তদ্রূপ তারা আল্লাহ তা'আলার পরিচালনা বিধানের গূঢ় রহস্যটি, যা নবী প্রেরণকে অবশ্যম্ভাবী করেছে, বুঝতে না পারায় তারা রিসালতকে অসম্ভব মনে করেছে। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রেরিত নবীর গুণাবলী প্রেরক আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। এ জন্য তারা এমন সব দুর্বল সংশয় পেশ করত যা শ্রবণযোগ্য নয়। যেমন তারা বলত, নবী পানাহারের মুখাপেক্ষী হবেন কিভাবে? আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাকে রাসূল বানিয়ে কেন পাঠালেন না? কেনই বা তিনি প্রত্যেকের নিকট পৃথক পৃথকভাবে ওহী প্রেরণ করলেন না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

শব্দার্থ ঃ تشويش ঃ পেরেশান করা, সংশয়াপন্ন করা, সংমিশ্রিত করা। تدبير ঃ পরিচালনা। الاقتضاء ঃ চাওয়া, আবশ্যক করা। واهية ঃ দুর্বল।

نموذج المشركين

وإن كنت غيرُ مُهْتَدٍ في تصدير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم، فانظر إلى حال المحترفين من أهل عصرنا، لاسيما للذين يقطنون منهم بأطراف دار الإسلام، ما هي تصوراتهم عن "الولاية"؟ فمع أنهم يعترفون بولاية الأولياء المتقدمين، يرون وجود الأولياء في هذا العصر من قبيل المستحيلات، ويذهبون إلى القبور والعتبات، ويرتكبون أنواعا من الشرك، وكيف تَطَرَّقَ اليهم التشبيه والتحريف؟ ونرى طِبْقَ الصحيح الصحيح "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم " انه ما من بلية من البلايا إلا وطائفة من من أهل عصرنا يرتكبونها، ويعتقدون مثلها، عافانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك.

অনুবাদ ঃ **পৌত্তলিকদের নমুনা**

পৌত্তলিকদের অবস্থা, তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও তাদের কর্ম-কাণ্ডের পূর্ণ চিত্র যদি তোমার সামনে পূর্ণ উদ্ভাসিত না হয়, তাহলে তুমি বর্তমান যুগের পেশাজীবীদের অবস্থা বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে তাদের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর, তারা বেলায়ত সম্পর্কে কি ধারনা রাখে? তারা পূর্ববর্তী ওলীদের বেলায়ত স্বীকার করা সত্ত্বেও বর্তমানে ওলীদের অস্তিত্বকে অসম্ভব মনে করে এবং মাযার ও দরগাহসমূহে যেয়ে নানা ধরনের শিরকে লিপ্ত হয়। দেখ তাদের মধ্যে কিভাবে তাশবীহ বিকৃতি বিরাজ করছে। আমরা তাদের অবস্থার পূর্ণ মিল দেখছি ঐ সহীহ্ হাদীসের সাথে যে, 'অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি অনুসরণ করবে।' সেকালের পৌত্তলিকদের এমন কোন গর্হিত কাজ নেই, যা বর্তমান কালের কিছু লোকেরা করছে না এবং তাদের ন্যায় আকীদা-বিশ্বাস রাখছে না। আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।

শব্দার্থ ঃ تصوير ঃ চিত্র। محترف পেশাজীবী। يقطنون ঃ ইহা قطن بالمكان বাস করা থেকে উদ্ভূত। العتبات ঃ ইহা عتبة এর বহুবচন। চৌকাঠের নিম্নাংশ, এখানে দরগাহ উদ্দেশ্য। تطرّق اليه ঃ পৌঁছা। بلية ঃ বিপদ, এখানে গর্হিত কাজ বা ভ্রান্তি উদ্দেশ্য।

وبالجملة فإن الله تعالى بعث سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم ــ بفضله ورحمته ــ في العرب، وأمره بإقامة الملة الحنيفية، وخاصمهم القرآن العظيم، واستدل في المخاصمة بمسلماتهم التي هي بقايا الملة الحنيفية، ليَتَحَقَّقَ الإلزامُ.

فرد الإشراك

أولا: بمطالبتهم بالدليل على ما يزعمون، ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم.

وثانياً: بإثبات عدم التساوي بين هؤلاء العباد وبين الرب تبارك وتعالى، وبيان اختصاصه تعالى باستحقاق أقصى غاية التعظيم، بخلاف هؤلاء العباد.

অনুবাদ ঃ ফলকথা, আল্লাহ তা'আলা আরবে তাঁর অনুগ্রহে ও দয়া গুণে সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করতঃ হানীফী ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ কুরআনে আরবের পৌত্তলিকদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে দ্বীনে হানীফের অবশিষ্ট সর্বস্বীকৃত প্রমাণাদি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন, যাতে প্রমাণ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়।

শিরকের খণ্ডন

শিরকের খণ্ডন করা হয় প্রথমতঃ তাদের চিন্তাধারার সমর্থনে তাদের নিকট দলীল তলব করার এবং তাদের বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণকে বাতিল সাব্যস্ত করার মাধ্যমে।

(যেমন ঃ قوله تعالى : أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ)

দ্বিতীয়তঃ যে সকল বান্দাহকে তারা তাদের মা'বূদ বানিয়েছে তাদের এবং আল্লাহর মধ্যে ব্যবধান তুলে ধরার মাধ্যমে এবং অসীম সম্মানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ, তাদের মনগড়া মা'বূদগণ নয়, একথা তুলে ধরার মাধ্যমে।

(যেমন ঃ قوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وقوله تعالى: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ)

শব্দার্থ ঃ مسلّم ঃ স্বীকৃত। الزام ঃ চাপিয়ে দেয়া। نقض ঃ খণ্ডন। تمسك ঃ আঁকড়ে ধরা বা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা। اقصى ঃ শেষ প্রান্ত।

وثالثاً: ببيان إجماع الأنبياء على هذه المسئلة، كما قال تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}.

ورابعاً: ببيان شناعة عبادة الأصنام، وأن الاحجار ساقطة عن مرتبة الكمال الإنساني فكيف ينالون مرتبة الألوهية، ـــ وهذا الرد مسوق لقوم يعتقدون الأصنام معبودة لذواها.

ورد التشبيه

أولا : بمطالبتهم بالدليل على دعواهم، ونقض تمسكهم بتقليد آبائهم.

অনুবাদ ঃ তৃতীয়তঃ এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, মাসআলায়ে তাওহীদের উপর সকল নবী একমত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার পূর্বে আমি যে নবীই প্রেরণ করেছি আমি তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করছিলাম যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাই তোমরা আমার উপাসনা কর।

চতুর্থতঃ মূর্তিপূজার অসারতা বর্ণনার মাধ্যমে এবং এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, মানুষের মর্যাদা পাথরের মার্যাদার নীচে। কাজেই তা কিভাবে প্রভুত্বের মার্যাদা লাভ করতে পারে? ঐ খণ্ডনটি ঐ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয় যারা মূর্তিকেই প্রকৃত উপাস্য বিশ্বাস করে। (আর যারা মূর্তিকে মাহাত্মাদের দিকে তাওয়াজ্জুহ করার জন্য কিবলাস্বরূপ ব্যবহার করে তাদের জন্য সে জবাব প্রযোজ্য হবে না। এ চতুর্থ প্রকার খণ্ডনের উদাহরণ হল ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

তাশবীহের খণ্ডন

তাশবীহের খণ্ডন করা হয় প্রথমতঃ দলীল তলবের মাধ্যমে এবং বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণকে বাতিল সাব্যস্ত করার মাধ্যমে।

(كما قال الله تعالى : أَلا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ، وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، أَفَلا تَذَكَّرُونَ، أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.)

শব্দার্থ ঃ شناعة ঃ কদর্যতা। مسوق ঃ বর্ণিত। ساق الحديث ঃ বর্ণনা করা।

وثانياً : ببيان ضرورة التجانس بين الوالد والولد، وهو مفقود بالبداهة.

وثالثاً : ببيان شناعة ما هو مكروه ومذموم لديهم إلى الله تعالى، كما قال تعالى {أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ}، وهذا الرد مسوق لقوم اعتادوا المقدمات المشهورة، والمتوهمات الشعرية، وكان أكثرهم من هذا القبيل

وردّ التحريف

أولا : ببيان أنه لم يؤثر عن أئمة الملة الحنيفية

وثانيا : ببيان ان ذلك كله اختراعات وابتداعات ممن ليسوا بمعصومين.

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয়তঃ এ কথা বলার মাধ্যমে যে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সমজাতিত্ব থাকা জরুরী; অথচ তা আল্লাহ্ এবং যাদেরকে তার সন্তান বলা হচ্ছে, এ উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত।

(كما قال الله تعالى : لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.)

তৃতীয়তঃ নিজের নিকট যা পছন্দনীয় ও নিন্দনীয় ইহা আল্লাহর সাথে সাব্যস্ত করার অসারতা বর্ণনা করার মাধ্যমে।

(كما قال الله تعالى : أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ.)

এ খণ্ডনটি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করা হয় যারা সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকাসম্পন্ন বা প্রতিপক্ষের নিকট স্বীকৃত ভূমিকাসম্পন্ন যুক্তির এবং কল্পনা প্রসূত অলীক যুক্তির অভ্যস্ত। অধিকাংশ মুশরিক এ প্রকারেরই ছিল।

ধর্ম বিকৃতির খণ্ডন

ধর্ম বিকৃতির খণ্ডন করা হয়েছে প্রথমতঃ এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, হানীফী ধর্মের ইমামগণ থেকে তা বর্ণিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, এ সমস্ত বিষয় ঐ সকল লোকের মনগড়া ও নব্য উদ্ভাবিত যারা নিষ্পাপ নয়।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ تجانس ঃ সমজাতিত্ব। البداهة ঃ স্বতঃস্ফূর্ত।

المقدمات المشهورة ঃ সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকাসম্পন্ন বা প্রতিপক্ষের নিকট স্বীকৃত ভূমিকাসম্পন্ন যুক্তিকে কিয়াসে জদলী বলে। চাই ভূমিকাগুলো সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, জনসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ হোক বা বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট প্রসিদ্ধ হোক। এই কিয়াসে জদলীকে মুকাদ্দিমায়ে মাশহুরা বলে।

المتوهمات الشعرية ঃ কল্পনা প্রসূত অলীক যুক্তি।

وردّ استبعاد الحشر والنشر

أولا : بالقياس على إحياء الأرض بعد موها، وما أشبه ذلك، وتنقيح المناط الذي هو شمول القدرة، وإمكان الإعادة.

وثانياً : ببيان موافقة أهل الكتب السماوية كلهم في الإخبار به.

والرد على منكري الرسالة

أولا : ببيان وجودها في الامم المتقدمة، كما قال الله تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ} . قال الله تعالى : {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}

অনুবাদ ঃ **হাশর-নশরকে অসম্ভব মনে করার খণ্ডন**

প্রথমতঃ মরার পর জীবিত হওয়াকে প্রমাণিত করা হয়েছে মৃত জমীনকে জীবিত করার উপর বা এমন অন্যান্য বিষয়ের উপর কিয়াসের মাধ্যমে এবং হাশর-নশর সম্ভব হওয়ার ভিত্তি যে বিষয়ের উপর ইহাকে পরিষ্কার করার মাধ্যমে। আর তা হল আল্লাহর কুদরত অসীম। তাই তাঁর পক্ষে পুনরুত্থিত করা সম্ভব।

(যেমন- إنَّهُ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وقال ايضا : أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)

দ্বিতীয়তঃ এই কথা বর্ণনা করার মাধ্যমে যে, হাশর-নশরের সংবাদ আসমানী কিতাবধারী সকল ধর্মাবলম্বী দিয়ে থাকেন এবং ইহার সমর্থন করেন। (শুধু কুরআন এর সংবাদ দেয়নি।)

রিসালত অস্বীকারকারীদের খণ্ডন

তাদের রিসালত অস্বীকারের খণ্ডন করা হয়েছে প্রথমতঃ এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, রিসালতের অস্তিত্ব শুধু এ উম্মতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তোমার পূর্বে বস্তিবাসীর মধ্য থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছি তারা পুরুষ ছিল। তাদের নিকট আমি ওহী প্রেরণ করতাম।' অন্যত্র বলেন, 'কাফিররা বলে, তুমি প্রেরিত নয়। আপনি বলুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং ঐ সকল লোক যাদের মধ্যে কিতাবের ইলম রয়েছে।

وثانياً : بدفع الاستبعاد ببيان ان الرسالة هنا عبارة عن الوحي قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} ثم يفسر الوحي بما لا يكون من المستحيلات، كما قال الله تعالى : {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ}

وثالثاً : ببيان أن عدم ظهور المعجزات التي يقترحوها وعدم موافقة الله على يتوخون رسالته، وعدم إرساله تعالى الملائكة رسلا، وعدم إيحائه تعالى إلى كل شخص، كل ذلك لمصلحة كلية، يقصر علمهم عن إدراكها.

ولما كان أكثر الناس الذين بعث الله إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مشركين، ذكر هذه المعاني في القرآن الكريم وفي سور كثيرة بأساليب متعددة، وتأكيدات بليغة، ولم يتحاش عن ترددها وتكرارها، نعم هكذا ينبغي أن تكون مخاطبة الحكيم المطلق مع هؤلاء الجهلة، والكلام في مقابلة هؤلاء السفهاء جدير بهذا التأكيد البليغ {ذلك تقدير العزيز العليم}.

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয়তঃ ঐ বক্তব্য দ্বারা রিসালতের অসম্ভবতাকের দৃঢ় করার মাধ্যমে যে, এখানে রিসালত দ্বারা ওহী উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ' আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়।' অতঃপর ওহীর এমন ব্যাখ্য প্রদান করা যা দ্বারা ইহা আর অসম্ভব থাকে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

'আর কোন মানুষের সাধ্য নেই যে, আল্লাহর সাথে কথোপকথন করবে ওহী বা পর্দার আড়াল ব্যতীত। অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন। অতঃপর সেই দূত তার অনুমতি বা ইচ্চানুক্রমে ওহী নিয়ে অবতরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সুমহান ও প্রজ্ঞাময়।'

তৃতীয়তঃ ঐ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, পৌত্তলিকগণ যে সকল মু'জিজা প্রকাশের আবেদন নবীর নিকট করে, তা নবী থেকে প্রকাশ না হওয়া, তারা যাকে নবী বানানোর প্রস্তাব করে তাদের সে প্রস্তাবের সমর্থনে আল্লাহ কর্তৃক তাকে নবী না বানানো, আল্লাহ কর্তৃক ফিরিশতাকে রাসূল না বানানো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ওহী প্রেরণ না করা, এ প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্যে মৌলিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যা উপলব্ধি করা তাদের জ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়।

(উপরোক্ত বিষয়গুলোকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে আনার রহস্য)

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সম্প্রদায়ের দিকে প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশ যেহেতু পৌত্তলিক ছিল, এজন্য এসকল বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন করীমের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোরালোভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এগুলোর পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকেননি। বস্তুত এসকল মুর্খদের প্রতি সর্বময় প্রজ্ঞার অধিকারী সত্তার সম্বোধন এবং এসকল বোকাদের সাথে কথা এরূপ জোরালোভাবেই হওয়া উচিৎ। এটাই হল মহাপ্রতাপশালী সর্বজ্ঞ সত্তার বিধি।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ بيان ان عدم ظهور المعجزات الخ ঃ মক্কাবাসী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের নিকট কতিপয় অলৌকিক ঘটনা প্রকাশের প্রস্তাব দিল। এর জবাবে বলা হল ঃ

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا

যার সারমর্ম হল, পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবীর নিকট অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর প্রস্তাব করেছিল ঐ শর্তে যে, অলৌকিক ঘটনা নবী কর্তৃক প্রকাশ হলে তারা ঈমান আনবে। তাদের ফরমাইশ অনুযায়ী নিদর্শন প্রকাশের পর তারা ঈমান না আনার ফলে তাদের উপর আযাব এসেছে। ঠিক তদ্রূপ তোমাদের ফমাইশী নিদর্শন বা মু'জিজাগুলো প্রকাশ করার ফলে যদি তোমরা ঈমান না আন তাহলে আমার চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী তোমদেরকেও ধ্বংস করা হবে। অথচ তোমাদেরকে ধ্বংস করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এজন্য তোমাদের ফমাইশী নিদর্শন বা মু'জিজা আমি সংগঠিত করব না। মক্কাবসীর এও প্রস্তাব ছিল যে, কুরআন কেন মক্কা বা তায়েফের কোন বড় নেতার উপর নাযিল হল না। যেমন, সূরায়ে যুখরুফে বর্ণিত ঃ

وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

তাদের এও প্রস্তাব ছিল যে, কুরআন ফিরিশতাদের উপর নাযিল হল না কেন? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ شَاء اللَّهُ لأَنزَلَ مَلائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ

তাদের এও প্রস্তাব ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর কেন কুরআন অবতীর্ণ হল না? এসব প্রস্তাবের জবাব দেয়া হল যে, তোমাদের প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের উপর কুরআন নাযিল করাতে কল্যাণ নিহিত নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ

অর্থাৎ যদি ফিরিশতা অবতীর্ণ করতাম তাহলে তোমরা ঈমান না আনলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তোমাদেরকে সময় দেয়া হত না; অথচ তোমাদের ধ্বংস করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এজন্য ফিরিশতাকে রাসূল বানালাম না।

اقتراح ঃ প্রস্তাব দেয়া, আবেদন করা। يتوخون ঃ সংকল্প করা, তলব করা। اسلوب ঃ রীতি, ভঙ্গি। বহুবচন اساليب। لم يتحاش ঃ ইহা التحاشي বিরত থাকা, দূর থাকা থেকে উদ্ভূত। قدر له وعليه تقديرا ঃ সিদ্ধান্ত করা।

ذكر اليهود

وقد كان اليهود آمنو بالتوراة، وكان من ضلالهم:

١– تَحْرِيْفُ أَحكامِ التَّوراةِ، سواء كان تحريفا لفظياً أو تحريفاً معنوياً،

٢– وكتمان آيات التوراة،

٣– وإلحاق ما ليس منها بها، وافتراء منهم.

٤– والتقصير في تنفيذ أحكامها،

٥– والعصبية الشديدة لديانتهم،

٦– واستنكار رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وسوء الأدب والطعن عليه صلى الله عليه وسلم بل بالنسبة الى الرب تبارك وتعالى ايضا.

٧– وابتلائهم بالبخل والحرص، ونحو ذلك من الرذائل.

ইহুদীদের আলোচনা

অনুবাদ ঃ ইহুদী ছিল তাওরাতের বিশ্বাসী। তাদের কতিপয় ভ্রান্তি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১. তাওরাতের বিধানের বিকৃতি। তারা শব্দগত বিকৃতিও ঘটিয়েছে এবং অর্থগত বিকৃতিও ঘটিয়েছে।

২. তাওরাতের আয়াতসমূহ গোপন করা।

৩. নিজের মনগড়া অনেক বিধান তাওরাতে সংযোজন করা।

৪. তাওরাতের বিধান বাস্তবায়নে ক্রটি করা।

৫. নিজেদের ধর্ম রক্ষার্থে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেয়া।

৬. আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালতকে অস্বীকার করা, তাঁর সাথে বেআদবী করা এবং তাঁর প্রতি এমনকি স্বয়ং আল্লাহর প্রতি কটাক্ষ করা।

৭. কৃপণতা, লোভ-লালসা ইত্যাদি কদর্য কাজে লিপ্ত হওয়া।

بيان التحريف

وقد تحقق لدى الفقير أن تحريفهم اللفظي قد كان في ترجمة التوراة وامثالها، لا في أصل التوراة وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما.

التحريف المعنوي : هو تأويل فاسد بحمل الآية على غير معناها، بتعسف وانحراف عن سواء السبيل.

امثلة التحريف المعنوي

١- فمن جملة ذلك : ان الله تعالى قد بين الفرق بين المتدين الفاسق والكافر الجاحد في كل ملة،

অনুবাদ ঃ

তাহরীফের বর্ণনা

অধমের মতে সঠিক কথা এই যে, তাদের শাব্দিক বিকৃতি ছিল তাওরাতের অনুবাদ ও এজাতীয় ক্ষেত্রে; মূল তাওরাতে নয়। এটাই হল ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার অভিমত।

আর অর্থগত বিকৃতি হল, আয়াতের প্রকৃত অর্থ না নিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করার মাধ্যমে বিকল্প ভ্রান্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা বিপথগামী হওয়ার কারণে এবং সঠিক রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার কারণে।

অর্থগত বিকৃতির কতিপয় উদাহরণ

১. অর্থগত বিকৃতির একটি উদাহরণ হল, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধর্মে ধার্মিক, ফাসিক ও অস্বীকারকারী কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ تحريفا لفظيا ঃ উল্লেখ্য, বিকৃতি দুই প্রকার- ১, শব্দগত বিকৃতি ২. অর্থগত বিকৃতি। শব্দগত বিকৃতি আবার তিন প্রকার- (ক) শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে, (খ) শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে, (গ) শব্দ বিয়োজনের মাধ্যমে। এ সব ধরনের বিকৃতি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে ঘটেছে। এটাই অধিকাংশ উলামাদের অভিমত। বিশুদ্ধ মতানুসারে শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের ধর্মগ্রন্থে বিকৃতি ঘটেছে। মাওলানা রাহমাতুল্লাহ সাহেব শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতির একশটি উদাহরণ তাঁর ইজহারে হক গ্রন্থে পেশ করেছেন। মুছান্নিফ (রাহ.) এর মতে শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতি ঘটেনি। **افتراء** ঃ অপবাদ তুলা, মিথ্যা রটানো। **تنفيذ** ঃ বাস্তবায়ন। **الطعن** ঃ কটাক্ষ করা। **تأويل** ঃ বিকল্প ব্যাখ্যা। **التعسف** ঃ বিপথগামী হওয়া। **انحراف** ঃ বিপথে যাওয়া।

وتوعد الكافر بالخلود في النار والعذاب الأليم، وجوز خروج الفاسق من النار بشفاعة الأنبياء ، وصرح بذلك في كل ديانة بذلك باسم المتدين بتلك الديانة، فأثبت ذلك في التوراة لليهود والعبريِّيْ للنصرانيّين، وفي القرآن العظيم للمسلمين، ومناط الحكم : هو الإيمان بالله وباليوم الآخر، والإيمان بالنبي الذي بعث اليهم، والانقياد له، والعمل بشرائع ملته، والاجتناب عن نواهيها، لا تخصيص الحكم بفرقة من الفرق لذاتها.

ولكن اليهود زعموا أن كل من كان يهودياً أو عبريا، فهو من أهل الجنة، وتخلصه شفاعة الأنبياء من العذاب، ولا يمكث في النار إلا أياماً معدودات، وان لم يتحقق ذلك المناط ، ولم يكن إيمانه بالله تعالى على الوجه الصحيح ولم يدرك حظا من الايمان بالآخرة، ورسالة النبي المبعوث اليهم.

অনুবাদ ঃ কাফিরকে চিরকাল দোযখে থাকার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন এবং ফাসিকের জন্য নবীদের সুপারিশে দোযখ থেকে মুক্তি লাভের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তি লাভকারীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রত্যেক ধর্মে তাদেরকে সে ধর্মবলম্বীদের নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন তাউরাতে সে মর্যাদাটি সাব্যস্ত করা হয়েছে ইহুদী ও ইবরীদের জন্য, ইঞ্জিলে খৃষ্টানদের জন্য, কুরআনে মুসলমানদের জন্য। অথচ সে মুক্তি বিধানটি আল্লাহ ও আখেরাত-দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, যে নবী তাদের প্রতি প্রেরিত তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর আনীত ধর্মের বিধি-বিধানের প্রতি আমল করা ও তাঁর ধর্মের নিষিদ্ধ বিষয়াদিকে বর্জন করার উপর নির্ভরশীল। সে মুক্তি বিধানটি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সাথে খাস করা হয়নি।

কিন্তু ইহুদীরা মনে করল যে, যারা ইহুদী বা ইবরী হবে শুধু তারাই জান্নাতবাসী হবে, নবীদের সুপারিশ শুধু তাদেরকে ই মুক্তি দেবে এবং জাহান্নামে তারা মুষ্টিমেয় কয়েক দিনই অবস্থান করবে; যদিও তাদের মধ্যে মুক্তির সে মানদণ্ডটি নাও পাওয়া যায়, সহীহ্ তরীকায় আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস নাও থাকে, আখেরাতের প্রতি এবং তাদের দিকে প্রেরিত রাসূলের রিসালতের প্রতি তাদের কোন প্রকার বিশ্বাস নাও থাকে।

وهذا خطأ صرف وجهل محض، وقد كشف القرآن العظيم هذه الشبهة على اتم وجه، لما انه كان مهيمنا على الكتب السابقة، مبينا لمواضع الإشكال فيها، فقال تعالى : {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.

٢ – ومن جملة ذلك : أنه تعالى قد بين في كل ملة أحكاما، تناسب مصالح هذا العصر، وروعيت في التشريع عادات القوم الصالحة، وأكد الأمر بالأخذ بها، وأدامة العمل عليها، والاعتقاد بها، وحصر الحقية فيها،

অনুবাদ ঃ ইহা তাদের মারাত্মক ভুল ধারণা এবং চরম মুর্খতা। যেহেতু কুরআনে কারীম পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের রক্ষক এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যে সমস্ত সংশয় সৃষ্টি হয় সে সমস্ত সংশয়ের নিরসনকারী, সেই জন্য কুরআন কারীম ইহুদীদের সে সংশয়ের নিরসন পূর্ণভাবে করেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون

যারা মন্দ কাজ করে এবং পাপরাশি তাদেরকে ঘিরে ফেলে, তারা হল জাহান্নামী। তারা ইহাতে সর্বদা থাকবে। (ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝালেন যে, যাকে পাপরাশি ঘিরে ফেলবে অর্থাৎ সে বেঈমান হবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে; চাই সে ইহুদী হোক বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী হোক।)

২. অর্থগত বিকৃতির আরেকটি উদাহরণ হল, যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধর্মে এমন সব বিধান বর্ণনা করেছেন যা সে কালের জন্য কল্যাণকর এবং বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সে কালের মানুষের ভাল অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আর জোরালোভাবে সে বিধানগুলোকে আঁকড়ে ধরার, এগুলোর প্রতি সর্বদা আমল করার এবং এগুলোর প্রতি সদা বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ করতঃ সত্যকে উক্ত ধর্মের উপর সীমাবদ্ধ করেছেন। সত্যকে উক্ত ধর্মের উপর সীমবদ্ধ করার মর্ম ছিল যে, সেকালে সত্য ঐ ধর্মের উপরই সীমাবদ্ধ (সর্বকালে নয়)।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ ديانة ঃ ধর্ম। العبريين ঃ ইহুদীদের ভাষা ছিল ইবরানী। এজন্য তাদেরকে উক্ত ভাষার দিকে নিসবত করে ইবরানী বলা হয়েছে। مناط ঃ ভিত্তি। مهيمن ঃ রক্ষক। اشكال ঃ সংশয়, জটিলতা।

والمراد : أن الحق منحصر فيها في ذلك العصر، وأن المداومة عليها إضافية لا حقيقة، اي ما لم يأتي نبي آخر، وما لم يكشف الستار عن وجه رسالته.

ولكن اليهود حملوا ذلك على استحالة نسخ اليهودية، وكان معنى وصية التمسك بها هو الوصاية بالإيمان بالله والتمسك بالأعمال، لم تكن خصوصية تلك الملة معتبرة لذاتها، ولكن اليهود اعتبروا الخصوصية، فظنوا أن يعقوب عليه السلام وَصَّى بَنِيْهِ بالتمسك باليهودية ابدا.

٣- ومن جملة ذلك : أن الله تعالى شرَّف الأنبياء والتابعين لهم بإحسان في كل ملة بوصف المقرَّب والمحبوب، وَوَصَفَ الذين يُنْكِرُوْنَ الْمِلة بالمغضوب، وأطلق في هذا الباب لفظا شائعا في كل قوم،

অনুবাদ ঃ আর সর্বদা সে ধর্মের উপর অটল থাকার মর্ম ছিল, অন্য নবীর আগমন ও তাঁর রিসালত প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সে ধর্মের উপর অটল থাকবে। তাই সদা অটল থাকার বিষয়টি ছিল আপেক্ষিক, প্রকৃত নয়।

কিন্তু ইহুদীরা ইহুদী ধর্মের উপর সদা অটল থাকার মর্ম নিয়েছে, (কিয়ামত পর্যন্ত) ইহুদী ধর্ম (অনুসরনীয় থাকবে। ইহা) রহিত হবে না। তদ্রূপ ইয়া'কূব (আঃ) ইহুদী ধর্ম আঁকড়ে ধরার যে ওয়সীয়ত করে গিয়েছিলেন এর প্রকৃত মর্ম ছিল, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন ও সৎ কাজকে আঁকড়ে ধরার ওসীয়ত করা। ইহা দ্বারা ইহুদী ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু ইহুদীরা ইহা দ্বারা ইহুদী ধর্মের বৈশিষ্ট্য বুঝে নিয়েছে। তাদের ধারণা হল যে, ইয়া'কূব (আঃ) তাঁর ছেলেদেরকে সর্বকালে-সর্বযুগে ইহুদী ধর্মকে আঁকড়ে ধরার ওসীয়ত করে গেছেন। (এটা হল তাদের অর্থগত বিকৃতি।)

৩. অর্থগত বিকৃতির আরেকটি উদাহরণ হল, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধর্মে নবীদেরকে এবং তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারীদেরকে ঘনিষ্ট বন্ধু বা প্রিয়জন আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন এবং ধর্মদ্রোহীদেরকে অভিশপ্ত আখ্যা দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন এবং এক্ষেত্রে (অর্থাৎ প্রিয়জন বা অভিশপ্ত আখ্যা দ্বারা আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে) যে জাতির নিকট যে শব্দটি প্রচলিত সে শব্দই প্রয়োগ করেছেন।

শব্দার্থ ঃ حملوا ঃ অর্থ নিয়েছে। التمسك ঃ আঁকড়ে ধরা। شرَّف تشريفا ঃ মর্যদা দেওয়া, ভূষিত করা। شائع ঃ প্রচলিত।

فلاَ عَجَبَ لَوِ اسْتَعْمَلَ كلمةَ "الأبناءِ" مقامَ الْمَحْبُوْبِيْنَ، ولكن ظَنَّ اليهودُ أن هذا التشريفَ دائرٌ معَ اسْمِ اليهودِيِّ والعِبْرِيِّ والإسلرائيلِيِّ، ولم يَعْرِفُوا أَنَّه دائرٌ مع صِفَةِ الانقيادِ والْخُــضُوْعِ، وَالسَّيْرِ عَلَى الْحَقِّ الذى اَنْزَلَهُ اللهُ على الأنبياء لاَغَيْرُ.

وقد ارتكز في خَوَاطِرِهم كثير من التأويلات الفاسدة من هذا القبيل، وتَلَقَّوْهَا وتوارثوها عن آبائهم واجدادهم فَدَحَضَ القرآن الكريم هذه الشبهات على أتم وجه.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ সুতরাং (যে জাতির মধ্যে প্রিয়জনকে ছেলে বলার প্রচলন রয়েছে, সে জাতির ধর্মগ্রন্থে) প্রিয়জনকে ছেলে বলা বিচিত্র নয়। (এরই ভিত্তিতে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে নবী বা তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহ তাঁর ছেলে বলেছেন।) কিন্তু ইহুদীরা মনে করে যে, সে (প্রিয়জন গুণ দ্বারা গুণান্বিত হওয়ার) মর্যাদাটি শুধু তথাকথিত ইবরী ও ইস্রাঈলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। (যদিও তাদের মধ্যে আনুগত্য ও সত্যের অনুসরণ নাও থাকে।) অথচ সে মর্যাদাটি আনুগত্যও খোদা কর্তৃক নবীদের উপর যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, ইহার অনুসরণের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ অন্য কিছুর মধ্যে নয়, তা তারা বুঝতে পারেনি।

এ জাতীয় অসংখ্য অপব্যাখ্যা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, যা তাদের বাপ-দাদা থেকে তারা বংশানুক্রমে পেয়ে ছিল। কুরআনে কারীম তাদের সে ভ্রান্তিগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়েছে।

(যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ।)

শব্দার্থ ঃ دائر ঃ আবর্তিত। এখানে সীমাবদ্ধ অর্থে। الانقياد ঃ আনুগত্য। الخضوع ঃ আনুগত্য, বিনয়। এখানে প্রথম অর্থে। আর عطف হল তাফসীরী। السير ঃ চলা। এখানে অনুসরণ অর্থে। ارتكز ঃ বদ্ধমূল হয়েছে। خواطر ঃ خاطر এর বহুবচন। অন্তর। التلقى ঃ পাওয়া। دحض ঃ বাতিল করেছে। الشبهه ঃ সংশয়। এখানে ভ্রান্তি অর্থে।

كتمان الآيات

أما كتمان الايات : فهو انهم كانوا يُخفون بعض الأحكام والآيات للمحافظة على جاهٍ شريفٍ أو لطلب منصب عزيز، لئلا يَتلاشى اعتقادُ العامَّة فيهم، ولايُلاموا على ترك العمل بتلك الآيات.

أمثلته :

١ – فمن جملة ذلك : أن حكم رجم الزاني، الذي مُصَرَّحٌ في التوراة، ولكنهم أهملوه لإجماع أحبارهم على اهماله، واقامة الجلد وتسحيم الوجه مقامه، وكانوا يخفون تلك الآيات خَشْيَةَ الْفَضِيْحَة.

অনুবাদ ঃ **আয়াত গোপন করার আলোচনা**

আয়াত গোপনের বিবরণ হল, তারা কোন সম্মানী ব্যক্তির সম্মান রক্ষার্থে অথবা কোন উচ্চ পদ লাভের উদ্দেশ্যে তাওরাতের কোন কোন বিধান বা আয়াত গোপন করত, যাতে তাদের ব্যাপারে জনসাধারণের আস্তা নষ্ট না হয় এবং আয়াতসমূহের উপর আমল না করার কারণে তারা তিরস্কৃত না হয়।

এর কতিপয় উদাহরণ ঃ

১. আয়াত গোপনের একটি উদাহরণ হল, তাউরাতে জিনাকারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার বিধান স্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান; কিন্তু তাদের আলিমগণের ঐক্যমতে তারা সে বিধানকে উপেক্ষা করে তদস্থলে জ্বিনার শাস্তি নির্ধারণ করল বেত্রাঘাত এবং ছাই বা কালি দিয়ে চেহারা কালো করে দেয়া। তারা এসকল আয়াত গোপন রাখতো অপমান থেকে বাচার জন্য।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ محافظة ঃ রক্ষা, সংরক্ষণ। جاه ঃ সম্মান। حكم رجم الزاني مصرح في التوراة ঃ রজমের বিবরণ এখনও বাইবেলের كتاب الاستثناء বা দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ২২ঃ২২-২৪ স্তোত্রে বিদ্যমান রয়েছে। بشارة ببعثة نبيٍّ ঃ ইসমাঈল (আঃ) এর বংশে আগমনকারী নবীর ভবিষদ্বণী রয়েছে সিফরে তাকবীন বা বাইবেল আদি পুস্তক এর ১৭ ঃ (অধ্যায়ের) ২০ স্তোত্রে।

٢– ومن جملة ذلك : أن الآيات التي فيها بشارة ببعثة نبي في اولاد هاجر وإسماعيل عليهما السلام، والتي فيها اشارة الى وجود ملة، يَتمُّ ظهورُها وشهرتُها في ارضِ الحجازِ وتمتلِئُ بها جبالُ عَرَفَةَ من التلبية، ويؤم الناس ذلك الموضع من الأقطار والأمصار، وهي ثابتة في التوراة حتى اليوم، فكان اليهود يتأولونها بأن ذلك اخبَار بوجود تلك الملة، وليس فيها أمر باتباعها، وكانوا يرددون هذه الكلمة "مَلْحَمَةٌ كُتِبَتْ عَلَيْنَا".

ولما ان هذه التأويل الركيك لايسمعه احد، ولايصح عند احد، كانوا يتواصون فيما بينهم باخفائها، ولا يسامحون باظهارها على كل عام وخاص، كما حكى الله تعالى عنه: {أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ به عِنْدَ رَبِّكُمْ}.

অনুবাদ ঃ ২. আয়াত গোপনের আরেকটি উদাহরণ হল, যে সমস্ত আয়াতে হাজেরা এবং ইসমাঈল (আঃ) এর বংশে এক নবীর আগমনে সুসংবাদ রয়েছে এবং যে সমস্ত আয়াতে এমন এক ধর্মমত অস্তিত্ব লাভ করবে বলে ইঙ্গিত রয়েছে যার সুখ্যাতি সারা হেজাজ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। এবং সে ধর্মের অনুসারীদের তালবিয়ার আওয়াজে আরাফার পর্বতমালা মুখরিত হবে; আর মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে এসে সমবেত হবে, সে সমস্ত আয়াত তাউরাতে এখনও বিদ্যমান। কিন্তু ইহুদীরা এসকল আয়াতের অপব্যাখ্যায় বলত যে, ইহা দ্বারা এমত একটি ধর্ম অস্তিত্ব লাভ করবে বলে সংবাদ দেয়া হয়েছে, সে ধর্মের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়নি। আর তারা এ কথাটিও বারবার বলত যে, এ ধর্মের আগমন আমাদের জন্য একটি যুদ্ধ যা আমাদের ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে।

যেহেতু তাদের সে ব্যাখ্যা অতি দুর্বল, যা শ্রবণযোগ্য নয় এবং কারো নিকট তা শুদ্ধ বিবেচিত হবে না, এজন্য তারা তাদের পরস্পর এসকল আয়াতকে গোপন রাখার নির্দেশ করত এবং ভুলেও ইহা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করত না এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকটও না। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم به عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা জানিয়ে দিয়েছেন, তা কি তোমরা তাদেরকে বলে দিচ্ছ? তারা ইহা দ্বারা (আল্লাহর দরবারে) তোমার বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করবে।'

শব্দার্থ ঃ اقطار ঃ قُطْرٌ এর বহুবচন। অর্থ অঞ্চল। ملحمة ঃ যুদ্ধ। الركيك ঃ দুর্বল। المسامحة ঃ শিথিল হওয়া।

ما اجهلهم! هل يمكن ان تُحْمل مِنَّةُ الله تعالى على هَاجَرَ وَإِسْمَاعِيْلَ – عليهما السلام – بهذه المبالغة، وذكر هذه الأمة بهذه الفضيلة، بوجود تلك الملة، ولايكون فيه حث وتحريض على إتباع هذا الدين؟! "سُبْحَانَكَ هَذَا إِفْكٌ عَظِيْمٌ"!

بيان الافتراء

أما الافتراء فاسبابه :

١– دخول التعمُّق والتشدُّد على احبارهم ورهبانهم.

٢– والاستحسان أي استنباط بعض الأحكام بناءً على إدراك المصالح فيها بدون نص من الشارع،

٣– وترويج الإستنباطات الواهية.

অনুবাদ ঃ কত যে মূর্খ তারা! এত গুরুত্ব সহকারে হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল (আঃ) এর উপর আল্লাহর এহসানের বর্ণনা এবং এত মর্যদার সাথে এ উম্মতের বর্ণনার এ অর্থ নেয়া অসম্ভব যে, ইহা দ্বারা এমত একটি ধর্মমত অস্তিত্ব লাভ করবে বলে সংবাদ দেয়া হয়েছে, এ ধর্ম অনুসরণের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়নি। আশ্চর্যের বিষয়, ইহা তো বিরাট একটি অপবাদ।

মনগড়া বিধান সংযোজনের বর্ণনা

তাদের মনগড়া বিধান সংযোজনের কারণসমূহ ঃ

১. তাদের আলিম ও সন্যাসীদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামীর অনুপ্রবেশ, ২. বিধানদাতা আল্লাহর নির্দেশনা ব্যতীত মানুষের কল্যাণার্থে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিধান প্রনয়ণ, ৩. মনগড়া গবেষণার প্রসারণ।

শব্দার্থ ঃ منة ঃ অনুগ্রহ করা, অনুগ্রহ প্রকাশ করা। المبالغة ঃ গুরুত্বারোপ করা, অতিরিঞ্জন। الحث ঃ উৎসাহ দান। التعمق ঃ গভীরে পৌঁছা। التشدد ঃ কঠোরতা করা। এখানে تعمق ও تشدد দ্বারা ধর্মীয় গোঁড়ামী উদ্দেশ্য। استنباط ঃ গবেষণা করা, বের করা। ادراك ঃ পাওয়া। مصالح ঃ مصلحة এর বহুবচন। কল্যাণ। ترويج ঃ প্রসারণ। واهية ঃ দুর্বল। استنباطات الواهية ঃ দ্বারা এখানে মনগড়া গবেষণা প্রসূত বিধান উদ্দেশ্য। কারণ, মনগড়া বিষয় দুর্বল বা ভিত্তিহীন হয়ে থাকে।

فأتباعهم ألحقوها بالاصل زعما منهم أن اتفاق سلفهم على شيء من الحجج القاطعة، فلم يكن عندهم مستند في إنكار نبوة عيسى عليه السلام إلا أقوال سلفهم، وكذلك كان حالهم في كثير من الأحكام.

سبب التساهل وارتكاب المناهى

وأما التساهل في تنفيذ أحكام الشريعة وارتكاب البخل والحرص، فظاهر أنه من مُقْتَضيات النفس الإمارة، وهي تغلب الناس جميعا إلا من شاء الله، قال تعالى: { إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي}

ولكن هذه الرزيلة قد تلونت في أهل الكتاب بلون آخر، وهو أنهم كانوا يتكلفون تصحيحَها بتأويل فاسد، وكانوا يُبرزونها في صبغة الدين.

অনুবাদ ঃ অতঃপর তাদের অনুসারীরা তাদের মনগড়া গবেষণা প্রসূত বিধানগুলোর অনুসরণকে মূল কিতাবের অনুসরণের মত জরুরী মনে করল। তাদের বিশ্বাস ছিল কোন বিষয়ের উপর তাদের পূর্বসূরীদের ঐক্যমত একটি অকাট্য প্রমাণ। এ জন্য হযরত ঈসা (আঃ) এর নবুওয়াত অস্বীকারের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বসূরীদের কথা ছাড়া অন্য কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছিল না। আর অনেক বিধানের বেলায় তাদের অবস্থা ইহাই ছিল।

তাদের উদাসীনতা ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণ

শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের উদাসীনতা এবং তাদের কৃপণতা ও লোভ-লালসায় লিপ্ত হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট। আর তা হল কুপ্রবৃত্তির চাহিদা, যা আল্লাহ যাদেরকে হেফাজত করার ইচ্ছা তারা ছাড়া সকল লোকের উপর বিজয়ী হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ

'নিঃসন্দেহে প্রবৃত্তি খারাপ কাজের দিকে অতিশয় আকর্ষণকারী; তবে যখন আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন।'

তবে সে কু-অভ্যাসটি আহলে কিতাবের মধ্যে অন্য রং ধারণ করেছিল। তারা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের সে কু-অভ্যাসকে সুদ্ধ দেখাবার চেষ্টা করত এবং এটাকে ধর্মীয় রঙ্গে প্রকাশ করত। (অর্থাৎ তারা দেখাত যে, তাদের সে কাজটি শরীয়ত সম্মত।)

শব্দার্থ ঃ الحقوا ঃ الحاق অর্থ সংযোজন করা। এখানে মূল কিতাবের অনুসরণের মত ইহার অনুসরণ জরুরী মনে করা উদ্দেশ্য। الحجج القاطعة অকাট্য প্রমাণ। التساهل উদাসীনতা। التلون রঙ্গীন হওয়া। تكلف الامر কঠিন কাজ আঞ্জাম দেয়ার ক্লেশ-কষ্ট সহ্য করা। ابراز প্রকাশ করা। صبغة রঙ্গ।

اسباب استبعاد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وأما استبعاد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاسبابه :

١- اختلاف عادات الأنبياء وأحوالهم في إكثار التزوج والاقلال منه، وما اشبه ذلك،

٢- واختلاف شرائعهم

٣- واختلاف سنة الله تعالى في معاملة الانبياء.

٤- وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بنى إسماعيل، بعد ما كان جمهور الأنبياء من بني إسرائيل.

٥- وأمثال هذه الأسباب

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালতকে অসম্ভব মনে করার কারণসমূহ

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালতকে অসম্ভব মনে করার কারণ হল ঃ

১. প্রচুর বিবাহ ও কম বিবাহ বা এমত বিষয়ের ক্ষেত্রে নবীদের অভ্যাস ও অবস্থা বিভিন্ন হওয়া। (যেমন- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ অনেক নবী প্রচুর বিবাহ করেছেন। আবার অনেক নবী কম বিবাহ করেছেন। তাই ইহুদীদের অভিযোগ ছিল, তিনি যদি নবী হন তাহলে এত বিবাহ করলেন কেন?)

২. নবীদের ধর্মীয় বিধান ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। (শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মে এমন কিছু বিধান রয়েছে, যা পূর্ববর্তী নবীদের ধর্মে নেই। এজন্য ইহুদীরা তাঁকে নবী মানত না।)

৩. নবীদের সাথে আল্লাহর আচরণ বিধি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। (যেমন- হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ তাআলার যে আচরণ ছিল, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আচরণ এতদ্ভিন্ন ছিল। বিধায় তাঁর রিসালতকে তারা অসম্ভব মনে করত।)

৪. অধিকাংশ নবী বনী ইসরাঈল থেকে প্রেরণ করার পর ইসমাঈল বংশ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা। (ইহুদীদের অভিযোগ ছিল, যেহেতু সকল নবী এসেছেন বনী ইসরাঈল থেকে, তাই শেষনবীও তাদের বংশ থেকে আসার কথা, ইসমাঈল বংশ থেকে নয়। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হতে পারেন না।)

৫. এমত আরো কিছু কারণ রয়েছে।

النبوة ومنهجها في اصلاح الناس

والأصل في هذه المسالة : أن النبوة كائنة لإصلاح نفوس الناس، وتهذيب عباداتهم، وتعديل عاداتهم، لا لإنشاء أصول البر والإثم، ولكل قوم عادات في العبادات، وتدبير المنزل والسياسة المدنية، فإذا ظهرت فيهم النبوة، فلا تستأصل هذه العادات بالمرة، ولا تضع لهم عادات جديدةً، بل تُمَيِّزُ فيما بين العادات، فما كان منها صالحا مطابقاً لرضا الله تعالى تبقّيه وتحفظه، وما كان منها مخالفاً للأصل، منافيا لرضا الله تعالى تُغَيِّره حسب الضرورة وتعدّله.

كذلك يكون التذكير بآلاء الله، وبايام الله على الأسلوب الذي هو معروف عندهم، وشائع لديهم، فهذا هو السبب في اختلاف شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

অনুবাদ ঃ মানব সংশোধনে নবূওয়াতের রীতি

নবূওয়াতের বিষয়ে মূল কথা হল এই যে, নবূওয়াত মানবাত্মার পরিশুদ্ধি এবং তাদের ইবাদত ও অভ্যাসের সংশোধনের জন্য, পাপ-পুণ্যের রীতি নির্ধারণের জন্য নয়। প্রত্যেক জাতির ইবাদত-উপাসনা, সংসার পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু পদ্ধতি থাকে। সে জাতির মধ্যে যখন নবূওয়াতের অবির্ভাব ঘটে তখন নবূওয়াত সে পদ্ধতিগুলোকে সমূলে বাতিল করতঃ নতুন রীতি প্রণয়ন করে না; বরং নবূওয়াত সে রীতি-নীতির বেলায় ভাল-মন্দ বিবেচনা করে। যা কল্যাণকর ও আল্লাহর সন্তুষ্টি মুতাবিক হয় তা বহাল রেখে দেয় এবং যা ধর্মীয় মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস পরিপন্থী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিরোধী হয়, নবূওয়াত প্রয়োজনানুসারে তার মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন আনে।

তদ্রূপ আল্লাহর নিয়ামতরাজির আলোচনা ও তার বিশেষ দিবসসমূহের আলোচনা ঐ পদ্ধতি মতে হয়, যা তাদের নিকট প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। নবীদের ধর্মসমূহে ভিন্নতা সৃষ্টির এটাই কারণ।

শব্দার্থ ঃ منهج ঃ পদ্ধতি। تهذيب ঃ সংশোধন । تعديل ঃ ঠিক করা বা সংশোধন করা। تدبير المنزل ঃ সংসার পরিচালনা। সংজ্ঞা পূর্বে চলে গেছে। السياسة المدنية ঃ সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনা। সংজ্ঞা পূর্বে চলে গেছে।

اختلاف الشرائع كاختلاف وصفات الطبيب

وهذا الاختلاف في الشرائع كالاختلاف في وصفات الطبيب، فإنه اذا دبر أمر المريضين يصف لأحدهما دواءً وغذاءً بارداً، ويأمر لآخر بدواء وغذاء حار، وغرض الطبيب من معالجتهما واحد، وهو إصلاح مزاجهما، وإزالة المواد الفاسدة منهما، لاغير، ويمكن أن يصف الطبيب في كل منطقة أدوية وأغذية مختلفة، تلائم أهلها، وكذلك يختار في كل فصل من فصول علاجاً مختلفاً يناسب ذلك الفصل.

كذلك لما أراد الطبيب الحقيقي – جل مجده – معالجة من ابتلى بالمرض النفساني، وتقوية القوة الملكية، وإزالة الفساد الطارئ عليهم، اختلف المعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداتهم، ومشهوراتهم، ومسلماتهم.

অনুবাদ ঃ বিভিন্ন শীয়তের মধ্যে পার্থক্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের পার্থক্যের ন্যায়

বিভিন্ন শরীয়তের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের পার্থক্যের মত। কারণ, ডাক্তার অনেক্ষন (একই রোগে আক্রান্ত) দুই রোগীর বেলায় চিন্তা-ভাবনা করতঃ একজনের জন্য ঠান্ডা ঔষধ ও ঠান্ডা খাবার প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকে এবং অপরজনের জন্য গরম ঔষধ ও গরম খাবার নির্দেশ করে থাকে। উভয়ের চিকিৎসায় ডাক্তারের উদ্দেশ্য একই। আর তা হল উভয়ের শরীরকে রোগমুক্ত করা এবং তাদের শরীরে (রোগ সৃষ্টিকারী) যে সমস্ত নষ্ট পদার্থ রয়েছে তা দূর করা। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়। অনেক সময় ডাক্তার যে এলাকাবাসীর জন্য যে ঔষধ যে খাদ্য উপযোগী সে এলাকার রোগীকে সে ঔষধ ও সে খাদ্য খাওয়ার নির্দেশ দেন। প্রত্যেক মৌসুমে সে ডাক্তর সে মৌসুমের উপযোগী ঔষধ চয়ন করে থাকেন।

ঠিক তদ্রূপ আসল চিকিৎসক আল্লাহ তা'আলা যখন আত্মীক রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা, তাদের মলকী শক্তি তথা ফিরিশতাসূলভ গুলাবলীর প্রবৃদ্ধি এবং তাদের উপর আপতিত ভ্রান্তিকে দূর করতে চান, তখন বিভিন্ন যুগের জাতি-গোষ্টি, তাদের রীতি-নীতি, তাদের নিকট প্রসিদ্ধ বিষয়াদি এবং তাদের নিকট স্বীকৃত বিষয়াদির মধ্যে প্রভেদ থাকার কারণে তাদের (আত্মার) চিকিৎসায়ও প্রভেদ দেখা দেয়। (এ থেকেই বিভিন্ন শরীয়তের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।)

শব্দার্থ ঃ وَصَفَةٌ ঃ প্রেসক্রিপশন। منطقة ঃ অঞ্চল। اختيار ঃ চয়ণ করা। فصلٌ ঃ মৌসুম। عادات ঃ রীতি-নীতি, অভ্যাস। مشهورات ঃ প্রসিদ্ধ বিষয়াদি। مسلمات ঃ সর্বজন স্বীকৃত বিষয়াদি।

أنموذج اليهود

وعلى كل، فإن اردت أن ترى انموذج اليهود، فانظر إلى علماء السوء، الذين يطلبون الدنيا، ويولعون بتقليد السلف، ويعرضون من نصوص الكتاب والسنة، ويستندون الى تعمق عالم وتشدده، أو الى استحسانه، فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم، وجعلوا الأحاديث الموضوعة. والتأويلات الفاسدة قدوة، فانظر كأنهم هم!

ذكر النصارى

أما النصارى فكانوا مؤمنين بسيدنا عيسى عليه السلام، وكان ضلالهم انهم يزعمون ان لله تبارك وتعالى ثلاث أجزاء متغايرة بوجه، ومتحدة بآخر، وكانوا يسمونها" الأقانيم الثلاثة"

أحدها: الأب، وهو بازاء "مبدأ العالم"،

والثاني: الإبن، وهو بازاء "الصادر الأول" الذي هو عام شامل لجميع الموجودات،

والثالث: روح القدس، وهو بازاء "العقول المجردة".

وكانوا يعتقدون أن أقنوم "الإبن" تدرع بروح عيسى عليه الصلام أي كما أن جبريل عليه السلام قد يظهر في صورة الإنسان، كذلك ظهر "الإبن" في صورة روح عيسى علسه السلام، فعيسى "إله" و "ابن اله" كذلك، وبشر أيضاً، في وقت واحد، وتجرى عليه الأحكام البشرية والإلهية معا،

অনুবাদ ঃ **ইহুদীদের নমুনা**

এতদসব বিষয়ে তুমি যদি ইহুদীদের নমুনা দেখতে চাও, তাহলে বর্তমান অসৎ উলামাদের দিকে তাকাও, যারা দুনিয়ালোভী, তাদের পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত। এবং কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্টোক্তি ছেড়ে তারা কোন আলিমের গোঁড়ামী ও একগুঁয়েমী অথবা তার অসার কিয়াসের দিকে ঝুকে পড়ে। ফলে তারা নিস্পাপ বিধান প্রবর্তকের (নবীর) বক্তব্য

ছেড়ে ভিত্তিহীন হাদীস ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে অনুসরণীয় বানিয়ে নিয়েছে। তারাই হল ঐ ইহুদীদের হুবহু নমুনা।

খৃষ্টানদের আলোচনা

ত্রিত্ববাদ এবং এর খণ্ডন

(নবী যুগের) খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) এর বিশ্বাসী ছিল। তাদের ভ্রান্তি ছিল যে, তারা বিশ্বাস করত, আল্লাহ তা'আলার তিনটি সত্তা রয়েছে, যা এক হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন এবং অন্য হিসাবে অভিন্ন। তারা এগুলোকে 'আকানীমে-ছালাছা' বা ত্রি সত্তা নামে আখ্যায়িত করত। তন্মধ্যে প্রথম সত্তার নাম পিতা, যা গ্রীক দার্শনিকরা যাকে মুবদিয়ে আলম বা জগৎস্রষ্টা বলে এরই স্থলে ব্যবহৃত। দ্বিতীয় সত্তার নাম পুত্র, যা গ্রীক দার্শনিকরা যাকে ছাদিরে আওয়াল বা প্রথম সূচিত সত্তা বলে, এরই স্থলে ব্যবহৃত। গ্রীক দার্শনিকদের মতে প্রথম সূচিত বস্তু এমন একটি ব্যাপক অর্থ যা কুল কায়েনাতকে তার আওতাভুক্ত করে ফেলে। তৃতীয় সত্তার নাম পবিত্র আত্মা, যা গ্রীক দার্শনিকরা যাদেরকে উকূলে মুযার্‌রাদাহ্ বা দেহ বিহীন সত্তা বলে, এরই স্থলে ব্যবহৃত।

তাদের বিশ্বাস ছিল যে পুত্র সত্তাটি হযরত ঈসা (আঃ) এর রূপ ধারণ করেছে; অর্থাৎ যেভাবে জিবরাঈল (আঃ) কোন কোন সময় মানবীয় রূপ ধারণ করেন, ঠিক তদ্রূপ পুত্রও হযরত ঈসা (আঃ) এর আত্মার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাই ঈসা (আঃ) একই সময় ঈশ্বর পুত্র ও মানুষ। তার উপর একই সঙ্গে মানবীয় ও ঐশ্বরিক বিধান চালু হয়।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ اولع ايلاعا ঃ আসক্ত করা, ইহা থেকে يولعون হল مضارع مجهول এর সীগাহ্। تقليد ঃ অন্ধ অনুকরণ। استناد ঃ নির্ভর করা। تعمق ঃ গোঁড়ামী। قُدوة ঃ অনুসরণীয় আদর্শ।

قوله : وانهم يزعمون ان الله تعالى ثلاثة اجزاء ঃ উল্লেখ্য, হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদেরকে নাসারা বা খৃষ্টান বলে। মূল খৃষ্ট ধর্মে তিন খোদার বিশ্বাস ছিল না; বরং তারা এক খোদার বিশ্বসী ছিল এবং তাদের ধর্মে খতনা প্রচলন ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে চলে যাওয়ার পর সেন্টপল যে ঈসার চরম শত্রু ছিল, ঈসায়ী ধর্ম বিকৃতির লক্ষ্যে হঠাৎ খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতঃ মূল খৃষ্ট ধর্মে আমূল পরিবর্তন সাধন করে এবং বিভিন্ন হারাম বস্তুকে হালাল করে। হাওয়ারীগণ তার এ কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেও তার সে মিশনের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারেননি। ফলে কিছু দিনের ভিতরেই পলের (পুলসের) অনুসারীরা মূল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের উপর বিজয়ী হয়ে গেল। ইসলামের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব পর্যন্ত মূল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের আস্তিত্ব আফ্রিকা ও আরবে ছিল। সূরায়ে বুরূজে যে খৃষ্টানদের আলোচনা কর

হয়েছে তারা মূল ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু ইসলামের পূর্বেই সে ফিরকা বিলীন হয়ে গেল। বর্তমান খ্রীষ্ট জগৎ পলেরই অনুসারী। সেন্টপলই প্রথম খ্রীষ্টানদেরকে ত্রিত্ববাদের শিক্ষা দেয়। সে বলে যে, আল্লাহ তিন সত্তার সমষ্টির নাম। ১. বিশ্বস্রষ্টা যাকে পিতা বলা হয়। ২. খোদার সিফাতে কালাম বা বাণী, যাকে পুত্র বলা হয়। সে সিফাতে কালামটি মানব রূপ ধারণ করে মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বে এসেছে। আর সে মানবরূপটি হল হযরত ঈসা (আঃ)। ৩. খোদার সিফাতে হায়াত ও মুহাব্বাত; যাকে রূহুল কুদুস বলা হয়। এই তিনজনের প্রত্যেকেই একজন খোদা। কিন্তু এই তিনজন মিলিত হয়ে তিন খোদা নয়; বরং এক খোদা। এমর্মটাকেই মুছান্নিফ (রাহ.) ব্যক্ত করেছেন ان لله تعالى ثلاث ذوات متغائرة بوجه ومتحدة بآخر দ্বারা।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রচিত 'ইজহারে হক', মাওলানা তক্বী উসমানী প্রণীত 'বাইবেল ছে কুরআন তক' ও 'ঈসায়ীয়াত কিয়া হ্যায়' এবং دائرة المعارف لقرن العشرين দশম খণ্ড।

উল্লেখযোগ্য যে, একদল খ্রীষ্টানগণ তিন সত্তার তৃতীয় সত্তাকে পবিত্র আত্মা না বলে মরিয়মকে তৃতীয় সত্তা বলে। আল্লাহ তা'আলার বাণী ءَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّه-এর মধ্যে এরই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

الاقانيم ঃ ইহা اقنوم এর বহুবচন। اقنوم শব্দটি সুরয়ানী বা সিরিয়ান ভাষার শব্দ। যার অর্থ ব্যক্তি, মূল। بإزاء ঃ বিপরীতে, মুকাবেলায়। مُبدأ العالم ঃ জগৎস্রষ্টা। গ্রীক দার্শনিকরা الله এর সত্তাকে مُبدأ العالم বা জগৎস্রষ্ট বলে। তারা বলে জগৎস্রষ্টা শুধু আকলে আওয়াল (প্রথম ফিরিশতা) কে সৃষ্টি করেছেন। আকলে আওয়াল (প্রথম ফিরিশতা) আকলে ছানী (দ্বিতীয় ফিরিশতা) ও নবম আকাশ (অর্থাৎ আরশ) সৃষ্টি করেছেন। আকলে ছানী সৃষ্টি করেছেন আকলে ছালিছ (তৃতীয় ফিরিশতা) ও অষ্টম আকাশ (কুরসী) কে। আকলে ছালিছ সৃষ্টি করেছেন আকলে রাবে' (চতুর্থ ফিরিশতা) ও সপ্তম আকাশকে। আকলে রাবে' সৃষ্টি করেছেন আকলে খামিছ (পঞ্চম ফিরিশতা) ও ষষ্ঠ আকাশকে। আকলে খামিছ সৃষ্টি করেছেন আকলে ছাদিছ (ষষ্ট ফিরিশতা) ও পঞ্চম আকাশকে। আকলে ছাদিছ সৃষ্টি করেছেন আকলে ছাবে' (ষষ্ট ফিরিশতা) ও চতুর্থ আকাশকে। আকলে ছাবে' সৃষ্টি করেছেন আকলে ছামিন (অষ্টম ফিরিশতা) ও তৃতীয় আকাশকে। আকলে ছামিন সৃষ্টি করেছেন আকলে তাছে' (নবম ফিরিশতা) ও দ্বিতীয় আকাশকে। আকলে তাছে' সৃষ্টি করেছেন আকলে আশির (দশম ফিরিশতা) ও প্রথম আকাশকে। এই দশম ফিরিশতাকে ইসলামের পরিভাষায় জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বলে। পৃথীবির সকল শৃঙ্খলা তারই হাতে। গ্রীক দার্শনিকরা

আকলে আওয়ালকে ছাদিরে আওয়াল বলে। (দেখুন, ময়বুজী ও হেদায়াতুল হিকমত।)

খ্রীষ্টানরা তাদের আকানীমে ছালাছা বা ত্রিসত্তার মধ্যে যে স্তর বিন্যাস করে সে স্তরগুলোকে পরিষ্কারভাবে বুঝাবার জন্য মুছান্নিফ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই স্তরগুলোকে দার্শনিকদের তিন স্তরের সাথে তাশবীহ দিয়েছেন। মুসান্নিফের কথার মর্ম হল এই যে, খৃষ্টানরা ত্রিসত্তার মধ্যে পিতা সত্তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর দিয়ে থাকে, যেভাবে গ্রীক দার্শিনিকরা মুবাদিয়ে আলম বা জগৎ স্রষ্টাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর দিয়ে থাকে। দার্শনিকরা যেভাবে ছাদিরে আওয়াল বা প্রথম সূচিত সত্তাকে দ্বিতীয় স্তর দিয়ে থাকে, ঠিক তদ্রূপ খৃষ্টনরা পুত্রকে দ্বিতীয় স্তর দিয়ে থাকে। দার্শনিকরা যেভাবে বাকি আকলগুলোকে তৃতীয় স্তরে রাখে, ঠিক তদ্রূপ খৃষ্টনরা পবিত্র আত্মাকে তৃতীয় স্তরে রাখে।

قوله : الذى هو معنى عام شامل للموجودات ঃ অর্থাৎ ছাদিরে আওয়াল বা প্রথম সূচিত সত্তাই হলেন বাকি সকল সৃষ্টিকুলের উদ্ভাবক।

قوله : روح القدس ঃ খ্রীষ্টনদের পরিভাষায় পিতা হলেন আল্লাহর সত্তা, পুত্র হলেন ঈসা (আলাইহিস সালাম)। পবিত্র আত্মা সম্পর্কে তাদের দ্বিমত রয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ মতানুসারে পবিত্র আত্মা হলেন এক স্বতন্ত্র সত্তা যিনি পুত্র সত্তার চেয়ে নিম্ন মানের এবং পুত্র সত্তা থেকে সৃষ্ট। পিতার স্তর সবচে উর্ধ্বে। সকল সৃষ্টির উপর তার কর্তৃত্ব চলে। পবিত্র আত্মার স্তর এর চেয়েও নীচে। পুত্রের স্তর এর চেয়ে নিচে। তার কর্তৃত্ব শুধু বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের উপর চলে। পবিত্র আত্মার স্তর এর চেয়েও নীচে। তার কর্তৃত্ব শুধু পুণ্যবানদের উপর চলে। (দেখুন, دائرة المعارف لقرن العشرين দশম খণ্ড।)

قوله : العقول المجردة ঃ দেহবিহীন ফিরিশতাগণ। عقول হল عقل এর বহুবচন। দার্শনিকগণ ঐ সত্তাকে عقل বলে যে সত্তাকে মুসলমানগণ ফিরিশতা বলে। তবে মুসলমানগণ ফিরিশতাকে দেহবিশিষ্ট সত্তা বলে এবং দার্শনিকগণ তাদেরকে দেহবিহীন সত্তা বলে। (ময়বুজী)

التدرع ঃ পোষাক পরিধান করা। এখানে تدرع بروح عيسى ঈসা (আঃ) এর আত্মা দিয়ে পোষাক পরিধান করেছেন দিয়ে ঈসার আত্মার রূপ ধারণ করা উদ্দেশ্য।

قوله : فعيسى اله وابن اله وبشر... ঃ খ্রীষ্টানদের মতে তিনি একই সময় একই সাথে ঈশ্বর ও মানুষ এবং তাঁর উপর মানবীয় বিধানও বর্তে এবং ঐশ্বরিক বিধানও বর্তে। এজন্য তিনি মানুষের মত পানাহার করেন, মৃত্যুবরণ করেন, নিহত হন ইত্যাদি ইত্যাদি।

وكانوا يتمسكون في اثبات هذه العقيدة ببعض نصوص الإنجيل التى اطلق فيها لفظ "الإبن" على عيسى عليه السلام، وكذلك يستدلون بالآيات التي نسب فيها عيسى عليه السلام بعض أفعال الله تعالى إلى نفسه.

وجواب الإشكال الأول : على تقدير صحة نصوص الإنجيل، وأنه ليس فيها تحريف أن للفظ "الإبن" في العهد القديم، كان مستعملا بمعنى المحبوب والمقرب والمجتبى، كما يدل عليه كثير من القرائن في الإنجيل.

وجواب الإشكال الثاني : أن تلك النسبة على طريق الحكاية، كما يقول رسول الملك : "انا فتحنا البلد الفلانى" و "ولقد حطمنا القلعة الفلانية" وفي الحقيقة هذا الأمر راجع الى الملك، واما الرسول فانما هو ترجمان الملك فحسب.

অনুবাদ ঃ তারা তাদের সে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে (১) ইঞ্জিলের ঐ সমস্ত উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করে যেগুলোতে হযরত ঈসা (আঃ) কে পুত্র বলা হয়েছে। (২) তদ্রুপ তারা ইঞ্জীলের ঐ সমস্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে যেগুলোতে ঈসা (আ.) আল্লাহু তা'আলার কোন কোন কাজকে নিজের দিকে নিসবত করেছেন।

তাদের প্রথম জবাব

ইঞ্জিলের এ উক্তিগুলো (বিকৃতি) যদি (কিছুক্ষণের জন্য) শুদ্ধ ও অবিকৃত মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এর জবাব হল, প্রাচীন কালে পুত্র শব্দটি প্রিয়, ঘনিষ্ট ও মনোনীত অর্থে ব্যবহৃত হত। এর উপর ইঞ্জিলে ভুরী ভুরী প্রমাণ রয়েছে। (তাই ঈসাকে পুত্র বলার অর্থ তিনি আল্লাহর নৈকট্যভাজন বান্দা।)

দ্বিতীয় ভ্রান্তির জবাব

(প্রথম জবাব এই যে,) হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর নিজের দিকে যে নিসবত করেছেন, তা বর্ণনা স্বরূপ (তা তিনি নিজে করেছেন বা করবেন তা বুঝাবার জন্য নয়।) যেমন, রাষ্ট্র প্রধানের দূত বা মুখপাত্র বলে থাকেন, আমরা অমুক শহর জয় করেছি এবং আমরা অমুক দুর্গ ধ্বংস করেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক ঘটেছে। দূত একথাটি রাষ্ট্র প্রধানের ভাষ্যকার হিসেবে বলে থাকেন মাত্র।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞতব্য বিষয় ঃ **قوله : نصوص الانجيل** ঃ বর্তমান ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল নয়; বরং সে ইঞ্জিলের বিকৃত রূপ। বর্তমান ইঞ্জিল ও বাইবেল অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলোর অবস্থা জানতে চাইলে দেখুন, মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রচিত 'ইজহারে হক', মাওলারা তক্বী উসমানী প্রণীত 'বাইবেল ছে কুরআন তক' ও মরিস বোখাইলী কৃত 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান।'

قوله : الاشكال ঃ জটিলতা। এখানে সংশয় বা ভ্রান্তি অর্থে।

قوله : على تقدير صحة نصوص الانجيل وانه ليس فيها تحريف.. ঃ অর্থাৎ বর্তমান ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ার কারণে এ সকল উক্তিও বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য এসকল উক্তি তিনি ঈশ্বরপুত্র হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। আর যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনে নেওয়া হয় যে, বর্তমান ইঞ্জিল অবিকৃত তবুও তা তিনি ঈশ্বরপুত্র হওয়ার প্রমাণ হয় না। কেননা, প্রাচীন কালে পুত্র রূপক অর্থে প্রিয়, ঘনিষ্ট, মনোনীত অর্থে ব্যবহৃত হত। তাই ইঞ্জিলের যে যে স্থানে ঈসা (আঃ) কে ঈশ্বরপুত্র বলা হয়েছে, সে স্থানগুলোতেও পুত্র রূপক অর্থে প্রিয় বা মনোনীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা প্রকৃত অর্থ বুঝানো হয়নি।

قوله : كما يدل عليه كثير من القرائن في النجيل ঃ অর্থাৎ ইঞ্জিলে শুধু হযরত ঈসা (আঃ) কে ঈশ্বরপুত্র বলা হয়নি; হযরত ঈসা (আঃ) ছাড়াও আদম (আঃ), সোলায়মান (আঃ), ইয়া'কূব (আঃ) ও ইয়াতীমদেরকেও ঈশ্বরপুত্র বলা হয়েছে। এসব স্থানে খ্রীষ্টানদের ঐক্যমতে পুত্র প্রকৃত অর্থে নয়; বরং প্রিয়জন ও স্নেহময় অর্থে। তাই হযরত ঈসা (আঃ) এর বেলায়ও প্রকৃত অর্থে হবে না। বরং প্রিয় বা মনোনীত অর্থে হবে। সুতরাং ইহা দ্বারা তিনি ঈশ্বরপুত্র প্রমাণিত হবেন না।

قوله : على طريق الحكاية ঃ **حكاية** এর মূল অর্থ বর্ণনা। পারিভাষিক অর্থ হল, রূপকার্থে অন্যের কাজ বা কথাকে নিজের দিকে নিসবত করে দেয়া। যেমন, কোন গ্রামের কিছু খেলওয়াড় অন্য গ্রামের খেলওয়াড়দের উপর বিজয়ী হলে যে খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি, সেও বলে আমরা অমুক গ্রামের উপর বিজয়ী হয়েছি। অথচ কথক বিজয়ী হয়নি, হয়েছে খেলওয়াড়রা। কথক তার দিকে বিজয়ের নিসবত করেছে রূপকার্থে। সে রূপকার্থে নিসবতকে **حكاية** বলে। তদ্রূপ হযরত ঈসা (আঃ)ও নিজের দিকে আল্লাহর কাজকে নিসবত করেছেন হেকায়ত স্বরূপ। **رسول** ঃ দূত। **ترجمان** ঃ মুখপাত্র।

وَالْجَوابُ الثَّانِي : أَنَّه يَحتَملُ أن يَّكونَ الْوَحْيُ الى عِيْسَى عليه السلامُ عَنْ طريقِ إنْطِبَاعِ الْمَعَانِيْ فِي لَوحِ قلبه مِنْ قِبَلِ الْعَالَمِ الْعُلوى، لا عن طريقِ تَمَثُّل جْبريلَ عليه السلام –فِيْ صُورَةِ الْبَشَرِ، وَإلْقَاءِ الكلامِ إليه، فَبِسَبَبِ هذا الإِنْطِبَاعِ جَرَيْ مِنْهُ عليه السلام كلامٌ مُشْعِرٌ بِنِسْبَةِ تلك الأَفْعَالِ إلِي نفسه، وَالْحَقِيْقَةُ غَيْرُ خَفِيَّةٍ.

وَبِالْجُمْلَةِ : فقد رَدَّ اللهُ تعالى عَلى هذه الْمَذْهَبِ الْبَاطِلِ، وَبَيَّنَ أَنَّ عيسى عبدُ الله، وَرُوْحُهُ الْمُطَهَّرَةُ الَّتِي نَفَخَهَا فِي رَحِمِ مريَمَ الصِّدِّيْقَةِ ، وَأَنَّه تعالى أَيَّدَهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ، وَحَاطَهُ عليه السلام بِعِنَايَةٍ خَاصَّةٍ.

অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় জবাব এই যে, সম্ভবত ঊর্ধ্ব জগৎ থেকে হযরত ঈসা (আঃ) এর মানসপটে ওহী আসত মর্ম ছেপে বা ভেসে উঠার পদ্ধতিতে। জিবরাঈল (আঃ) মানবাকৃতি ধারণ করতঃ তাঁর প্রতি বাণী নিক্ষেপ করেননি। এ ভেসে উঠার পদ্ধতিতে তাঁর নিকট ওহী আসার কারণে তাঁর থেকে এমন কথা বের হয় যা দ্বারা (বাহ্যতঃ) বুঝা যায় যে, এসকল কাজ তাঁর নিজের সাথে সম্পৃক্ত। অথচ বাস্তব বিষয় কারো কাছে অস্পষ্ট নয়।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা তাদের বাতিল মতাদর্শকে (ত্রিত্ববাদকে) প্রত্যাখ্যান করতঃ স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর (সৃষ্ট) পবিত্র আত্মা, যা তিনি হযরত মরিয়াম সিদ্দীকার গর্ভে ফুঁকে দিয়ে ছিলেন এবং রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) দ্বারা তাঁকে সহায়তা দান করতঃ তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছেন।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

قوله : يحتمل ان يكون الوحى الى عيسى عن طريق انطباع المعانى... ঃ অর্থাৎ যেভাবে টেপ রেকার্ডে কারো বক্তব্য রেকার্ড হওয়ার পর বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, টেপ রেকার্ড বলছে, আমি এই করছি, সেই করছি বা আমি এই করব, সেই করব। অথচ বক্তব্যটি টেপ রেকার্ডের নয়; বরং বক্তব্যটি মূল বক্তার। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর বাণী তাঁর মানসপটে ভেসে উঠে এবং টেপরেকার্ডের ন্যায় তাঁর জিহ্বা থেকে বের হতে থাকে। বাহ্যিকভাবে কথাগুলো তাঁর দেখা

গেলেও প্রকৃতপক্ষে কথাগুলো আল্লাহর এবং বাহ্যিকভাবে কোন কাজের নিসবত তাঁর দিকে হলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহর দিকে منسوب।

تمثل ঃ আকৃতি ধারণ করা। مُشْعِرٌ ঃ অবহিতকারী।

قوله رح : فقد رد الله هذا المذهب الباطل... ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে খৃষ্টানদের বাতিল মতাদর্শকে অনেক আয়াতে খণ্ডন করেছেন। যেমন-

(١) لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

(٢) وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ.

(٣) وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا.

(٤) إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ.

(٥) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا.

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এর মাধ্যমে তাঁকে সহায়তা করা প্রসঙ্গে বলেন,

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.

قوله رح : حاطه حوطا (ن) ঃ পরিবেষ্টিত করা। عناية ঃ অনুগ্রহ। كسوة ঃ পোষাক। تدقيق ঃ সূক্ষ্ম দৃষ্টি। امعان ঃ গভীর দৃষ্টি।

وبالجملة : ولو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر في الكسوة الروحية التي هي من جنس الأرواح، وتدرع بالبشرية، فلا ينطبق لفظ "الاتحاد" على هذا المعنى عند التدقيق، وإلامعان الا بتسامح، وأقرب الألفاظ لهذا المعنى : هو "التقويم" ومثله ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

অনুবাদ ঃ সারকথা, আমরা যদি ধরে নিই যে, আল্লাহ তা'আলা এমন রূহানী পোষাকে আত্মপ্রকাশ করেছেন, যা রূহসমূহের মধ্য থেকে একটি রূহ এবং মানবীয় পোষাক পরে নিয়েছেন, তথাপি ক্ষীণ দৃষ্টিতে সে মর্মের উপর ইত্তেহাদ বা একত্বতা শব্দের প্রয়োগ প্রযোজ্য হলেও সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে শব্দটি সে মর্মের জন্য প্রযোজ্য হয় না। সে মর্মের জন্য নিকটতর শব্দ হল تقويم বা এমত শব্দ। (যেমন, تعديل ইত্যাদি।) জালিমরা যা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। (অর্থাৎ অনেক পূত-পবিত্র।)

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

قوله رح : فلو فرضنا ان الله ظهر في الكسوة الروحية ... ঃ অর্থাৎ কিছুক্ষণের জন্য যদি মেনে নেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আত্মার রূপ ধারণ করতঃ হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর দেহে প্রবিষ্ট হয়েছেন, তথাপিও বলা যাবে না যে, আল্লাহ ও হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) উভয় এক ও অভিন্ন। কেননা, আল্লাহ তখন রূহের স্তরে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) দেহের স্তরে উপনীত হবেন। আর রূহ ও দেহ এক ও অভিন্ন হতে পারে না। বরং রূহের মাধ্যমে দেহে প্রাণের সঞ্চার হয়। এ হিসেবে রূহকে দেহের জন্য مقوِّم ও مُعدِّل (সোজাকারী ও প্রতিষ্ঠাতা) বলা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মধ্যে تقويم বা تعديل এর সম্পর্ক বলা যেতে পারে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ইত্তেহাদ বলা যাবে না।

الكسوة الروحية ঃ রূহানী পোষাক। এখানে রূপকার্থে রূহানী রূপ উদ্দেশ্য। تدرع بالبشرية ঃ মানবীয় পোষাক পরে নিয়েছেন। অর্থাৎ মানব রূপ ধারণ করেছেন। التدرع ঃ চাদর পরা। التدقيق ঃ সূক্ষ্ম দৃষ্টি। الامعان ঃ গভীর দৃষ্টি। التقويم ঃ সুগঠিত করা। تسامح ঃ দৃষ্টি এড়ান।

أنموذ النصارى

وإن شئت أن ترى نموذجاً لهذا الفريق فانظر اليوم إلى أولادالمشائخ والأولياء ماذا يظنون بآبائهم؟ والى أى حد وصلوا بهم! و{وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}

عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها

ومن ضلالاتهم أيضا : أنهم يجزمون بأن عيسى عليه السلام قد قتل، مع أن الواقع خلاف ذلك، وقد شبه لهم والتبس عليهم الأمر، فظنوا رفعه إلى السماء قتلاً، وورد هذا الغلط كابرا عن كابر، فكشف الله تعالى الستار عن حقيقة الأمر في القرآن العظيم قائلاً: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ}.

وأما ما ذكر في الإنجيل من قول عيسى عليه السلام في هذا الباب فمعناه : أنه اخبار بجرأة اليهود وإقدامهم على قتله، ولكن الله أنجاه من هذه المهلكة.

وأما كلام الحواريين فإنه ناش عن اشتباه الأمر، وعدم وقوفهم على حقيقة الرفع الذي لم يكن مألوفا لعقولهم، ولا لأسماعهم.

খৃষ্টনদের নমুনা

অনুবাদ ঃ তুমি যদি এ সম্প্রদায়ের নমুনা দেখাতে চাও তাহলে তুমি বর্তমান পীর-মাশায়েখ ও ওলী-আওলীয়াদের (ঔরসজাত ও রূহানী) রূহানী সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, তাঁরা তাঁদের পিতৃপুরুষ (আকাবির) কে কি মনে করে এবং তাঁদেরকে কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়? [এরা যেভাবে পূর্বসূরীদেরকে সীমাতিরিক্ত মর্যদা দিয়ে থাকে ঠিক তদ্রূপ খৃষ্টনরা হযরত ঈসা (আঃ) কে সীমাতিরিক্ত মর্যদা দিয়েছে।] অচিরেই জালিমরা জানতে পারবে যে, তারা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে।

হযরত ঈসা (আঃ) শূল বিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস ও তার খণ্ডন

খৃষ্টানদের ভ্রান্তির মধ্যে তাও একটি যে, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা (আঃ) নিহত হয়ে গেছেন; অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। আসলে তারা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল এবং বিষয়টি তাদের নিকট সংশয়াবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি যখন আকাশে আরোহণ করেন, তারা ধারণা করে

আসল যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আর এ ভুলটি তারা যুগ যুগ ধরে একজন আরেকজন থেকে বর্ণনা করে আসছে। আল্লাহ্ তা'আলা চেপে পড়া সে মূল বিষয়টিকে উন্মুক্ত করতে গিয়ে ইরশাবদ করনে ঃ

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ

'তারা তাঁকে হত্যাও করেনি এবং শূল বিদ্ধও করেনি; বরং তারা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল।'

আর ইঞ্জিলে এ সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) এর যে বাণী বর্ণিত, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ ইহুদীদের দুঃসাহস এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য তাদের প্রদক্ষেপের সংবাদ দেয়া। কিন্তা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

এ সম্পর্কে হাওয়ারীদের যে বক্তব্য বর্ণিত তা মূল বিষয় সম্পর্কে তারা যে ধাঁধায় পড়েছিল ইহা থেকে সৃষ্ট এবং আকাশে উঠিয়ে নেয়ার হকীকত না জানার ফল, যা তাদের বুদ্ধি ও শ্রুতির সামনে পরিচিত ছিল না।

শব্দার্থ ও জরুরী জ্ঞতব্য বিষয় ঃ الجزم ঃ নিশ্চিত হওয়া। التبس عليه الامر ঃ সন্দেহপূর্ণ হওয়া। كابرا عن كابر ঃ বংশানুক্রমে। ستار ঃ পর্দা। مهلكة ঃ বিপদ, ফাঁকি। ملوف ঃ পরিচিত।

قوله رح : انهم يجزمون بان عيسى عليه السلام قد قُتل ঃ খৃষ্টানদের বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে শূলকাষ্ঠে ঝুলিয়ে ইহুদীরা হত্যা করেছে। কুরআন তাদের সে বিশ্বাসের বিরোধিতা করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে ঃ

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ

'তারা তাঁকে হত্যাও করেনি এবং শূলিবুদ্ধও করেনি; বরং তারা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল।'

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তারা ধাঁধায় পড়ার কারণ ছিল এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) কে ধরার জন্য তাদের এক সাথী ইহুদা আসকর ইউতীকে তাঁর ঘরে ঢুকিয়ে ছিল। সে প্রবেশ করা মাত্রই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ) কে আকশে উঠিয়ে নেন এবং সে ইহুদীর আকৃতিকে হযরত ঈসা (আঃ) এর আকৃতির অনুরূপ করে দেন। ইহুদীরা তাকে হযরত ঈসা (আঃ) মনে করে শূলবিদ্ধ করে।

قوله : وأما ماذكر في الإنجيل من قول عيسى عليه السلام الخ ঃ স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সম্পর্কে ইঞ্জিলে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। যেমন- তিনি তাঁর বারজন শিষ্যকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'দেখ আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি।

সেখানে ইবনে আদমকে [হযরত ঈসা (আঃ)] প্রধান ইমামদের ও আলেমদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে। তারা তাঁর বিচার করে মৃত্যুর উপযুক্ত স্থির করবে। তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার জন্য এবং চাবুক মারার জন্য ও ক্রুশের উপর হত্যার জন্য অ-ইহুদীদের হাতে দেবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁকে শূল বিদ্ধ করা হবে।'

তাদের এ দলীলের খণ্ডনে আমরা বলি। ১. ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ার কারণে তা হযরত ঈসা (আঃ) এর উক্তি বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না; বরং খৃষ্টনরা তা পরবর্তীতে সংযোজন করেছে। খোদ হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর শিষ্য বা হওয়ারী হযরত বার্ণাবাস স্বরচিত ইঞ্জীলে এবং অপর শিষ্য তার রচিত ইঞ্জীলে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর শূলবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাসকে খণ্ডন করেছেন। ইহাই প্রমাণ করে যে, বর্তমান খৃষ্টানদের হাতে যে ইঞ্জীল রয়েছে সে ইঞ্জীলে উপরোক্ত উক্তি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

২. যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনে নেয়া হয় যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর উক্তিগুলো সত্য, তাহলে এর জবাব হল যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর সে সকল উক্তির মর্ম তা নয় যে, তাঁকে শূলবিদ্ধি করা হবে; বরং এর মর্ম হল যে, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে এক পর্যায়ে আমাকে হত্যা করার দুঃসাহস দেখাবে।

قوله رح : واما كلام الحواريين فانه ناش... ঃ বর্তমান ইঞ্জীলে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে শূলবিদ্ধ করা হয়েছে বলে কোন কোন হাওয়ারীর উক্তি রয়েছে। আমরা এর জবাবে বলি, ইঞ্জীল বিকৃত হওয়ারে কারণে তা বাস্তবিক হওয়ারীদের উক্তি তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিছুক্ষণের জন্য যদি মেনে নেয়া হয় যে, তা হওয়ারীদের উক্তি তাহলে এর জবাবে আমরা বলব যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে যখন গ্রেফতার করার উদ্যোগ ইহুদীরা নেয়, তখন তাঁর হাওয়ারীগণ পালিয়ে গিয়েছিলেন। যার বর্ণনা খোদ ইঞ্জীলে রয়েছে। তাই তারা এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নয়। এজন্য তাদের উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে তারা সে উক্তি করেছেন সংশয়ের বশিভূত হয়ে। কারণ, একদিকে ইহুদীরা দাবি করল যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে তারা হত্যা করে ফেলেছে, অপর দিকে তারা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে খোঁজে পায়নি। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) যে আকাশে উঠে যাবেন তাও তাদের ধারণা বহির্ভূত ছিল এবং অতীতে কেউ আকাশে উঠেছেন তাও তারা শোনেনি। এসকল কারণে তারা সংশয়ের বশীভূত হয়ে এমন উক্তি করেছেন। তাদের সে উক্তির পিছনে কোন মজবুত দলীল ছিল না বিধায় তাদের সে উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

تحريفهم في بشارة الفارقليط

ومن ضلالاتهم أيضاً : أنهم يقولون أن الفارقليط الموعود هو عيسى عليه السلام نفسه، الذي جاء بعد قتله إلى الحواريين، وأوصى لهم بالتمسك بالإنجيل، ويقولون : أن عيسى عليه السلام أوصاهم أيضاً بأن المتنبئين سيكثرون، فمن سَمَّاو فاقبلوا كلامه، وإلا فلا.

وقد بين القرآن العظيم أن بشارة عيسى عليه السلام تصدق على نبينا صلى الله عليه وسلم لا على الصورة الروحية لعيسى عليه السلام، لأنه قد صرح في الإنجيل بأن فارقليط يمكث فيكم مدة طويلة، ويعلم العلم، ويزكي الناس، ولا يظهر هذا المعنى في غير نبينا صلى الله عليه وسلم.

وأما ذكر عيسى عليه السلام وتسميته، فالغرض منه التصديق بنبوته، لا أن يتخذه رباً، أو يعتقد بأنه ابن الله.

ফারাকলিত বা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমণ সম্পর্কিত সুসংবাদে তাদের বিকৃতি

অনুবাদ ঃ তাদের গোমরাহির মধ্যে তাও একটি যে, তারা বলে যে, (ইঞ্জীলে) যে ফারাকলীতের (পেরাবলুতুস বা পারাকলুতুসের) আগমণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তিনি হযরত ঈসা (আঃ) স্বয়ং নিজেই। যিনি নিহত হওয়ার পর হাওয়ারীদের নিকট এসে তাদেরকে ইঞ্জীল আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিয়েছিলেন। তারা আরোও বলে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, নবূওয়াতের দাবিদার অনেক হবে। তাই যে আমার কথা উল্লেখ করবে, তার কথা মানবে; নচেৎ না।

মহান কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম প্রদত্ত সুসংবাদটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর রূহানী সুরতের উপর নয়। কেননা, ইঞ্জিলে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ফারাকিলীত তোমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করবেন, ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেবেন এবং মানুষের আত্মশুদ্ধি করবেন। আর এ অর্থ আমাদের নবী ছাড়া অন্য কারো মধ্যে প্রকাশ পায় না।

বাকি রইল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আলোচনা করা এবং তার নাম নেওয়া। এর উদ্দেশ্য তাঁর নবূওয়াত বিশ্বাস করা। তাকে খোদা বানানো নয়। অথবা এই মনে করা নয় যে, তিনি খোদার পুত্র।

ব্যাখ্যা ঃ فارقليط ঃ ইঞ্জীলের কতিপয় স্থানে একজন পীরাক্লুতুসের আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যেমন- ইউহান্না (যোহন) ইঞ্জীলে বর্ণিত। আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব এবং তিনি এক সহায় (পারাক্লীতুস) তোমাদিগকে দিবেন। যেন তিনি চিরকাল তোমদের সঙ্গে থাকেন। তিনি সত্যের আত্মা... (যোহন ইঞ্জীল ১৪ ঃ ১৬) কিন্তু সেই সহায় (বা পারক্লীতুস) পবিত্র আত্মা যাহাকে পিতা আমার সাথে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয় াদিবেন। (যোহন ইঞ্জীল ১৪ ঃ ১৬)

উল্লেখ্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আহমদ শব্দ বলেছিলেন। যেভাবে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাহাবী হযরত বারনাবাসের ইঞ্জীলেরও ২৪টি স্থানে আহমদ শব্দ স্পষ্টভাষায় রয়েছে। তার উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে গ্রীক ভাষায় احمد এর অনুবাদ পীরাক্লোতুস করা হয়েছিল, যার অর্থ আহমদ তথা প্রশংসিত। উক্ত পীরাক্লোতুস এর উচ্চারণ আরবীতে فارقليط করা হয়েছে। খৃষ্টানরা পীরাক্লোতুসকে পারাক্লীতুস দ্বারা বদলে দিল, যাতে ইহা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত না হয়। কেননা, পারাক্লীতুস এর অর্থ হয় সহায়। কিন্তু যদি মেনে নেয়া হয় যে.শব্দটি পারাক্লীতুস তবুও ইহা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝাবে। কারণ তাঁর অপর নাম ناصر যার অর্থ সহায়।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ছিল। কিন্তু খৃষ্টানরা বলে যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নয়; বরং তা দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিহত হওয়ার পর পুনঃবার তাঁর আত্মা প্রথিবীতে আগমণ করবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে পরে তাঁর আত্মা আত্মপ্রকাশ করতঃ হাওয়ারীদেরকে শক্তভাবে ইঞ্জীল আঁকড়ে ধরার নির্দেশ করেছে।

মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানভী 'ইজহারে হক' গ্রন্থে প্রমাণিত করেছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে, পবিত্র আত্মা সম্পর্কে নয়। ইহার উপর তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর ইবারত থেকে

তেরোটি প্রমাণ পেশ করেছেন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাহ.) তিনটি প্রমাণ, আমি আমার আকাইদ গ্রন্থে একুশটি প্রমাণ পেশ করেছি। (বাইবেল ছে কুরআন তক গ্রন্থটি দেখুন।)

মহা ঐশীগ্রন্থ কুরআনে আছে ঃ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

কুরআনের উক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরই বর্তে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আত্মিক রূপের উপর নয়। কেননা, ইঞ্জীলে স্পষ্ট ভাষায় বল হয়েছে যে, পারাক্লীতুস তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করবেন, ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিবেন এবং মানুষের আত্মশুদ্ধি করবেন। আর এ গুণাবলী আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। [হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পর আগত আত্মার উপরও না। কারণ ইঞ্জীলের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সে আত্মা দীর্ঘকাল থাকেনি; বরং তিনি নিহত হওয়ার তিনদিন পর হাওয়ারীদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতঃ কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু ওসীয়ত-নসীয়ত করে আবার চলে যান। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘকাল থেকে মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের আত্মশুদ্ধি করেছেন।]

এখন রইল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে বলেছেন, যে তাঁর নাম উল্লেখ করবে, তাঁকে মানবে, এর মর্ম হল, যে ব্যক্তি তাঁর নবূওয়াতকে বিশ্বাস করবে, তাঁকে মানবে। এর মর্ম ইহা নয় যে, যে ব্যক্তি তাঁকে প্রভু বানাবে বা তাঁকে ঈশ্বরপুত্র বিশ্বাস করবে। (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু তাঁর নবূওয়াতকে স্বীকার করে গেছেন, তাই তাঁকে মেনে চলার কথাই বলা হয়েছে।)

ذكر المنافقين

نفاق الاعتقاد ونفاق العمل

أما المنافقون فكانوا على قسمين :

١– طائفة منهم يقولون بألسنتهم "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" وقلوبهم مطمئنة بالكفر، ويضمرون الجحود الصرف في أنفسهم، قال الله تعالى في حقهم : {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ}

٢– وطائفة دخلوا في الإسلام مع ضعف فيه.

مظاهر نفاق العمل

١– فمنهم من يعتاد موافقة قومهم :ان ثبت القوم على الإيمان ثبتوا، وان رجع القوم رجعوا.

٢– ومنهم من استولى على قلوبهم الانسياق وراء اللذات الدنيوية الدنيئة، بحيث لم يذرفي قلوبهم مكاناً لحب الله، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم،

অনুবাদ ঃ

মুনাফিকদের আলোচনা

বিশ্বাসগত মুনাফিক ও আমলগত মুনাফিক

মুনাফিক ছিল দুই প্রকার ঃ ১. একদল ছিল যারা মুখে বলত, لا إِلَهَ إِلاَّ الله محمد رسول الله অথচ তাদের অন্তর কুফর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং তারা খালিস কুফরকে তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّار

মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।

২. আরেক দল হল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বটে; কিন্তু তাদের ঈমান ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

আমলী নেফাকের লক্ষণ

১. তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বজাতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার অভ্যস্ত ছিল। স্বজাতি ঈমানের উপর অটল থাকলে তারাও অটল থাকতো এবং স্বজাতি কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তারাও প্রত্যাবর্তন করতো।

২. তাদের কেউ কেউ এমন ছিল যে, তাদের অন্তরে নিকৃষ্ট দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের উপর চলার তাড়না এমন প্রবল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতের জন্য কোন স্থান রাখেনি।

শব্দার্থ ঃ المعنى গুণ, অবস্থা। مظاهر ঃ مظهر এর বহুবচন। অর্থ লক্ষণ।

٣- ومنهم من تملك قلوبهم الحرص على المال، والحسد والحقد، ونحو ذلك من رذائل ، بحيث لم يبق في قلوبهم محل لحلاوة الابتهال والمناجاة ولا لبركات العبادات.

٤- ومهم من انغمسوا في شئون المعاش واشتغلوا بها، حتى لم يبق لديهم فرصة للاهتمام بأمر الآخرة، ولترقبها وللتفكير فيها،

٥- ومنهم من تخطر بباهم ظنون واهية وشبهات ركيكة في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا الى أن يخلعوا ربقة الإسلام عن عنقهم، وينفضوا أيديهم منه بتاتاً.

وسبب تلك الشكوك : جريان الأحكام البشرية على نبينا صلى الله عليه وسلم، وظهور الملة الإسلامية في صورة سيطرة الملوك على أطراف البلاد، وأمثال ذلك.

অনুবাদ ঃ ৩. তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল যাদের অন্তরকে অর্থ লিপ্সা হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি কু অভ্যাস এমনভাবে দখল করে নিয়েছিল যে, তাদের অন্তরে কান্নাকাটি ও দোয়ার স্বাদ উপভোগ ও ইবাদত-বন্দেগীর বরকত অনুভবের জন্য কোন স্থান থাকেনি।

৪. তাদের কেউ কেউ জীবিকা উপার্জনে এমনভাবে নিমজ্জিত ব্যস্ত ছিল যে, আখেরাতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়ার এবং ইহার ব্যাপারে প্রত্যাশা ও চিন্তা-ফিকিরের অবকাশ ছিল না।

৫. তাদের কেউ কেউ এমন ছিল যে, যাদের অন্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালত সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণা ও অহেতুক সংশয়-সন্দেহ ঘোরপাক খেত। যদিও তারা ইসলামের রশিকে তাদের গলা থেকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি এবং নিজের হস্তকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে নেয়নি।

এসব সংশয়-সন্দেহের কারণ ছিল, ১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মানবীয় বিধান জারি হওয়া, ২. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম রাজা-বাদশাহদের দাপটের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

শব্দার্থ ঃ ابتهال ঃ কাকুতি-মিনতি করা। انغماس ঃ ডুবে যাওয়া। ربقة ঃ রসি। بتاتا ঃ সম্পূর্ণভাবে।

٦- ومنهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على ان يبذلوا الجهد البليغ في نصرهم، وتقويتهم وتأييدهم، ولو كان ذلك على مناواة أهل الإسلام، ويضعفون أمر الإسلام عند التعارض، ويلحقون به الضرر.

الكلام حول قسمي النفاق

وهذا القسم من النفاق، هو نفاق الأعمال والأخلاق.

ولا يمكن اطلاع علي النفاق الأول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لانه من الامور المغيبة، ولايمكن الاطلاع على مكنونات القلوب

النفاق الثاني كثير الوقوع لا سيما في عصرنا، وإليه جاءت الإشارة في الحديث الشريف:"أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فِيه كَانَ مُنافقًا خَالصًا: إذا اؤْتُمنَ خَانَ، وَإذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذا عاهَدَ غَدَرَ، وَإذا خَاصَمَ فَجَرَ." وقال: و"همُّ المنافق بطنُه وهم المؤمن فرسُه" إلى غير ذلك من الأحاديث.

অনুবাদ ঃ ৬. তাদের কেউ কেউ এমন ছিল যে, তাদেরকে স্বগোত্রের ও স্বজাতির প্রীতি তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করার উপর তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে দিত; যদিও তা মুসলমানদে বিরুদ্ধে হয়। আর তারা মোকাবেলার সময় ইসলামের বিধিবিধানকে দুর্বল সাব্যস্ত করতো এবং ইসলামের ক্ষতি সাধন করতো।

উভয় প্রকারের মুনাফিকদের ব্যাপারে কিছু কথা

আর এই (দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিকি তার যাবতীয় প্রকারাধিসহ) আমলী ও আখলাকী নেকাফ হিসেবে গণ্য হবে। রাসূল সাঃ এর ইন্তেকালের পর প্রথম প্রকারের নেকাফ (বিশ্বাস গত মুনাফিকি) সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এটা তো অদৃশ্যের বিষয়। অন্তরে লোকায়িত অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। (এটা কেবল গাইবী ইলম দ্বারা জানা সম্ভবপর হয়। আর গাইবী ইলমের দরোজা যেহেতু বন্ধ হয়ে গেছে সেহেতু বিশ্বাস গত নেকাফ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব।)

আর আমলী নেকাফ বহুল প্রচলিত একটি বিষয়, বিশেষত আমাদের এই যুগে। এই দ্বিতীয় প্রকারের নেফাকের দিকে ইঙ্গিত করে হাদীসে বলা হয়েছে, যে মানুষের ভেতরে এই চারটি জিনিষ থাকবে সে নির্জলা মুনাফিক। আমনত রাখলে খেয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, ঝগড়ার সময় গালি গালাজ করে। হাদীসে আছে, মুনাফিকের একমাত্র উদ্দেশ্য তার পেট আর মু'মিনের একমাত্র উদ্দেশ্য তার ঘোড়া। এ সম্পর্কিত আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

الغرض من ذكر أحوال المنافقين في القرآن العظيم

وقدكشف الله تعالى القرآن العظيم عن معايب المنافقين وأعمالهم، وذكر من أحوال الفريقين اشياء كثيرة لتحرز الأمة بأسرها منها.

نماذج المنافقين

وإن شئت أن ترى نموذجاً للمنافقين فانطلق الى مجالس الأمراء، وأنظر الى مصاحبيهم وندماءهم يؤثرون رضا الأمراء على رضى الله تعالى، ولا فرق عند المنصف بين المنافقين الذين سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ثم نافقوا، وبين هؤلاء المنافقين الذين ولدوا في هذا الزمان، ثم علموا أحكام الشريعة بطريق القطع واليقين، ثم أقدموا على خلافها وانحرفو عنها.

وكذلك طائفة المعقولين الذين تمكنت في خواطرهم شكوك وشبهات كثيرة، ونسوا الدار الآخرة، هم أيضاً نموذج المنافقين.

অনুবাদ ঃ কুরআনে কারীমে মুনাফিকদের অবস্থা বিবৃত করার উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে মুনাফিকদের দোষ-ত্রুটি ও ক্রিয়াকর্ম স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং উভয় প্রকারের মুনাফিকদের ব্যাপারে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন, যাতে গোটা উম্মত এধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে।

মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত

আপনি যদি মুনাফিকদের কিছু নমুনা দেখতে চান তাহলে আমির উমারাদের দরবারে হাজির হয়ে মোসাহেবদের অবস্থা দেখুন। দেখবেন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর আমির উমারাদের সন্তুষ্টিকে প্রধান্য দিচ্ছে। মুনসাফের কথা হচ্ছে, যারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ শোনার পরও মুনাফিকির রাস্তা অবলম্বন করেছিল এবং যে সব লোক এই যুগে জন্ম নিয়ে শরীয়তের হুকুম ইয়াকিনিবাবে জানার পরও উল্টোপথে চলছে, এর বিরোধিতার জন্য অগ্রসর হচ্ছে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে–উভয় দলের মাঝে কোনো ধরনের ফারাক নেই।

এভাবে একদল যুক্তি বিজ্ঞানীদের অন্তরে নানা ধরনের সন্দেহ আর সংশয় বাসা বেঁধেছে। তারা আখেরাতকে ভুলে বসেছে। এরাও মুনাফিকদের আরেকটি দৃষ্টান্ত।

শব্দার্থ ঃ خواطر এটা خاطرة এর বহুবচন, অর্থ অন্তর, ইচ্ছা।

القرآن كتاب كل عصر

وعل كل، فإذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا، كلا! بل ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان الا وهو موجود اليوم بطريق الانموذج، كما ورد في الحديث الشريف : "لتتبعن سنن من كان قبلكم إلخ." فمقصود القرأن الكريم بيان كليات تلك المفاسد، لاخصوص الحوادث.

هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة والردود عليها، وأظن أن هذا القدر كاف في فهم معاني آيات الجدل إن شاء الله تعالى

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

কুরআনে কারীম সর্বযুগের কিতাব

আপনি যখন কুরআন পড়বেন, তখন এ ধারনা করে বসবেন না যে, কুরআনে কেবল সে সকল লোকদের বিরোধিতা করা হয়েছে যারা ইহজগত থেকে চলে গেছে, ব্যাপার কখনও এরকম নয়। বরং বাস্তবতা হল, অতীতকালের এমন কোনো ফিতনা নেই, যা নমুনা স্বরূপ বর্তমানকালে আসেনি। যেমন হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করবে।' সুতরাং (মুখাসামা বা বিতর্কের আয়াতগুলোর বিবরণের) আসল উদ্দেশ্য হল, ওই সব ফিতনা-ফাসাদের সামগ্রিক বিবরণ তুলে ধরা, বিশেষ ঘটনাবলি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য বাতিল গোষ্ঠীর আকীদা ও এর জবাব সংক্রান্ত যে আলোচনা এ কিতাবে করা হয়েছে, তা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। আমার ধারণা আয়াতে মুখাসামা বোঝার জন্য আল্লাহ চাহে তো এটুকুই যথেষ্ট।

শব্দার্থ ঃ انقرضوا হল صيغه ماضى, মাসদার الإنقراض, অর্থ অতিবাহিত হওয়া। سَنَن (সীন এর যবরযোগে) অর্থ রাস্তা।

الفصل الثاني
في
بقية مباحث العلوم الخمسة

بيان التذكير بآلاء الله :

ليعلم أن نزول القرآن الكريم إنما كان لإصلاح النفوس البشرية، سواء كانوا عرباً أو عجماً، بدواً أو حضراً، فلذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يخاطب الناس بـــ"التذكير بآلاء الله". إلا بما تسعه أذهانهم، وتحيط به مداركهم، وأن لا يبالغ في البحث والتحقيق مبالغة زائدة، فسيق الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته بوجه يمكنه فهمه، والاحاطة به بادراك وفَطانة، خُلق اكثر أفراد الإنسان عليهما في أصل خلقتهم، من دون حاجة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية، ومزاولة علم الكلام.

অনুবাদ ঃ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পঞ্চ ইলমের অবশিষ্ট আলোচনা**

تذكير بآلاء الله এর বর্ণনা ধারা

জানা আবশ্যক যে, যেহেতু কুরআন অবতরণের উদ্দেশ্য হল সব ধরনের লোকদের ইসলাহ, চাই সে সব মানুষ আরবী হোক বা অনারবী হোক, শহুরে হোক বা গ্রাম্য। এজন্য হেকমতে এলাহিয়ার চাহিদা মোতাবেক تذكير بآلاء الله এর আলোচনা করতে গিয়ে সেসব নিয়ামতের কথাই আলোচনা করা হয়েছে যেসব নিয়ামতের ব্যাপারে সকল মানুষের জানা শোনা আছে এবং যে সকল নিয়ামতের সাথে সকল মানুষ পরিচিত। অনর্থক উচ্চমার্গের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণসমূহের বিবরণের ক্ষেত্রে আলোচনা এমন ধাচে করা হয়েছে যে, তা অনুধাবন ও বোধগম্য করা কেবল সেই ইলম ও বোধশক্তি দ্বারা সম্ভবপর হয় যে বুধশক্তি দিয়ে অধিকাংশ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়। হেকমতে এলাহিয়ার সাথে পরিচিতি এবং যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক।

শব্দার্থ ঃ مدارك বোধশক্তি। سيق বর্ণনা করা হয়েছে। ادراك ইলম। فطانة বোঝ। ممارسة সম্পর্ক। الحكمة الالهية হেকমতে এলাহিয়া দ্বারা ইলম ও হেকমতের এসব অধ্যায় উদ্দেশ্য, যেগুলোতে আল্লাহ পাক সম্পর্কে আলোচন করা হয়। مزاولة সম্পর্ক।

اثبات الذات وبيان الصفات

فأثبت سبحانه وتعالى ذات المبدأ إجمالاً، إذ أن معرفته تعالى مركوزة في فطرة بني آدم، لاترى طائفة منهم في الأقاليم الصالحة، والأماكن القريبة من الاعتدال ينكرون ذلك.

ولما كان إثبات الصفات الإلهية بطريق الامعان وتحقيق الحقائق، مستحيلاً بالنسبة الى أفراد الانسان ، ولولم يطلعوا على صفاته تعالى اطلاقا لم يصلوا الى معرفة الربوبية التي هي أنفع الاشياء في تهذيب النفوس، فكان من حكمة الله تعالى: أنه يختار شيئا من الصفات البشرية الكاملة التي يعرفونها، ويجرى التمدح بوجودها فيما بينهم، فاستعملها بازاء المعاني الدقيقة الغامضة التى لا مدخل للعقول البشرية في ساحة جلالها، ويجعل الأصل المصرح بقوله تعالى:لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ ترياقاً لداء الجهل المركب، ومنع من اثبات الصفات البشرية التي تُثير الأوهام الى العقائد الباطلة كإثبات الولد، والبكاء، والجزع له تعالى شانه.

صفاته تعالى توقيفة

وإذا أنعمت النظر في مسألة الصفات الإلهية تجلى لك أن الجرى على مسطرة العلوم الإنسانية غير المكتسبة، وتمييز صفات يجوز أن تنسب إلى الله تعالى ولا يقع بها خلل، عن الصفات التي يؤدي اثباتها إلى الأوهام الباطلة، أمر دقيق خطير للغاية لا يدرك غوره جمهور الناس، فلا جرم كان هذا العلم توقيفاً، لم يسمح فيه بالبحث بحرية وإطلاق.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর জাত ও সিফাতের বর্ণনা ধারা

অতএব ذات المبدأ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সত্তার অস্তিত্বকে তিনি সংক্ষেপে প্রমাণিত করেছেন। কেননা আল্লাহ পাকের সত্তার ইলম প্রত্যেক বনী আদমের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে অংকিত আছে। আপনি সভ্য শহর ও উন্নত এলাকার লোকদের মাঝে এমন একদল লোক পাবেন না যারা আল্লাহ পাককে অস্বীকার করে। (এজন্য আল্লাহ পাকের অস্তিত্বকে খুব ভালোভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।) আর যেহেতু মানুষের জন্য গভীর দৃষ্টিতে ও হাকীকতের নিগূঢ়ে প্রবেশ করে আল্লাহ পাকের সিফাতকে জানা অসম্ভব, এদিকে যদি আল্লাহ পাকের সিফাতের মোটেও জ্ঞান না থাকে, তাহলে মানুষ

আল্লাহ্ পাকের রবূবিয়াত বা প্রভুত্বের পরিচয় লাভ করতে পারবে না। অথচ নফসের ইসলাহের জন্য এটা সবচে বেশি কার্যকর। এজন্য আল্লাহ পাকের হিকমতের চাহিদা মোতাবেক মানবীয় কিছু পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি যা মানুষ চিনে ও জানে এবং তা কারো মাঝে পাওয়া গেলে সে প্রশংসারপাত্র হয়, সেসব গুণাবলিকে নির্বাচন করে আল্লাহর সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য গুণাবলির স্থলে পেশ করা হয়েছে। (যাতে মানুষ সে সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা লাভ করতে পারে।) আর ليس كمثله شيء 'তাঁর কোনো তুলনা নেই' বাক্যকে নিরেট মূর্খ্যতা রোগের অনন্য প্রতিষেধক বানানো হয়েছে। (অর্থাৎ খোদায়ী সিফাতের জন্য এসব মানবীয় গুণাবলি ব্যবহারের কারণ হল, আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতসমূহের মহত্ব বুঝতে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অক্ষম। তাই সিফাতে বারী বুঝানোর জন্য এই পথ অবলম্বন করা হয়েছে যে, মানুষের প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্য থেকে যে সমস্ত সিফাতকে মানুষ চিনে ওই গুলোকে নির্বাচন করে সিফাতে বারীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, ওই বশরী সিফাতের মধ্য থেকে কোনটিই আল্লাহর কোনা সিফাতের সাদৃশ্য নয়। এরশাদ হয়েছে ঃ ليس كمثله شيء 'তার মত কোন বস্তু নেই।' যাতে মুর্খ মানুষ সিফাতে বারীকে নিজেদের সিফাতের মত মনে না করে।) তবে যেসব মানবিক গুণাবলী বিবেকবুদ্ধিকে ভ্রান্ত আকীদা পোষণের প্রতি প্রলুব্ধ করে, তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর জন্য সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করা এবং তার জন্য কান্নাকাটি অস্থিরতা ছাবিত করা।

আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহ আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত

আপনি যদি আল্লারহ সিফাতসমূহের ব্যাপারে গভীর দৃষ্টি দেন, তাহলে আপনার সামনে ফুটে উঠবে যে, গায়র কসবী মানবিক জ্ঞান বিজ্ঞানের রেখা অনুসরণ করে চলা এবং এমন সিফাতসমূহকে পৃথক করা যেগুলোকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা সম্ভব এবং যেগুলো দ্বারা কোনো বিশ্বাসগত ভ্রান্তি সৃষ্টি হবে না– সেসব সিফাত থেকে বেশ সূক্ষ্ম ও ঝুকিপূর্ণ কাজ যেগুলো দ্বারা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের জ্ঞান-মেধা সে পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হয় না। এজন্য অবশ্যই এ জ্ঞান (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সিফাত সংক্রান্ত জ্ঞান) তাওকীফী বা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। এতে সাধারণ মানুষের জন্য ইচ্ছামত লাগামহীন কথা বলার সুযোগ নেই।

শব্দার্থ ঃ مركوزة অংকিত। التمدح প্রশংসা। الغامضة দুর্বোধ্য। ساحة ময়দান। ترياق বিষ প্রতিষেধক ঔষধ। العضال অনিরাময়যোগ্য অসুস্থতা। الجهل المُرَكَّب বাস্তবতার বিপরীত দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। مسْطَرَةٌ রোলার। لاجرم অবশ্যই। توقيفي শরীয়ত কর্তৃক সাব্যস্ত করা। এটা توقيف শব্দের اسم منسوب।

بيان آلائه تعالى وآيات قدرته

واختارسبحانه وتعالى من آلائه وآيات قدرته مايستوى في فهمه الحضري والبدوي والعربي والعجمي ولأجل ذلك لم يذكر النعم الروحانية المخصوصة بالعلماء والأولياء، ولم يخبربالنعم الارتفاقية المخصوصة بالملوك وانما ذكر سبحانه وتعالى ماينبغي ذكره، مثل: خلق السموات والأرض، وإنزال المطر من السحاب، وتفجير الينابيع في الأرض، وإخراج انواع الثمار والحبوب والأزهار بالماء، وإلهام الصنائع والحرف الضرورية، وخلق القدرة لممارستها ومزاولتها،

وقد نبه في مواضع كثيرة على إختلاف احوال الناس عند هجوم المصائب، وانكشافها ببيان الأمراض النفسانية الكثيرة الوقوع.

অনুবাদ ঃ আল্লাহর নিয়ামত এবং তাঁর কুদরতের নিদর্শনাবলির বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা আপন নিয়ামত, কুদরত ও নিদর্শনাবলির মাঝ থেকে কেবল সেগুলোকেই নির্বাচিত করে বর্ণনা করেছেন, যেগুলোকে শহুরে, গ্রাম্য, আরবী, অনারবী সকলেই বুঝতে সক্ষম হয়। এজন্য রূহানী নিয়ামতের বিবরণ দেননি যা ওলী-আওলীয়া ও ওলামায়ে কিরামের সাথে খাস। এবং সেসব নিয়ামতেরও বিবরণ দেননি, যা কেবল রাজা-বাদশাহদের খাঞ্চায় শোভা পায়। বরং আল্লাহ পাক কেবল সেসকল নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো (সর্বসাধারণের জন্য) উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন- আসমান-জমিনের সৃষ্টি, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, জমিনের মধ্যে রকমারি রকমারি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করা, পানির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ফলফলাদি, শস্য ও ফুল উৎপাদন, প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম ও পেশা অন্তরে ঢেলে দেয়া এবং সেগুলো সম্পাদনের জন্য শক্তি সামর্থ সৃষ্টি করণ ইত্যাদি।

আল্লাহ পাক বহু আয়াতে বিপদ আগমন ও তা দূর হওয়ার পর মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাওয়া সম্পর্কে ওই আত্মীক ব্যধির বর্ণনার মাধ্যমে সতর্ক করেছেন– যা প্রচুর পরিমাণে সংঘটিত হয়। (যেমন- আল্লাহর বাণী ঃ إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، المعارج : ١٩-٢١।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله : النعم الروحانية ঃ আত্মিক নেয়ামতরাজি। উদাহরণত উপকারী সূক্ষ্ম কথা অন্তরে উদ্ভাসিত হওয়া, দুর্বোধ্য জিনিস বোধগম্য হওয়ার আনন্দ, ইবাদতের স্বাদ ইত্যাদি। قوله : النعم الارتفاقية ঃ نعم ارتفاقية বলা হয় জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণকে। الينابيع শব্দটি ينبوع এর বহুবচন, অর্থ ঝর্ণা।

بيان التذكير بايام الله

واختار سبحانه وتعالى من ايام الله اى من الوقائع والحوادث التي أحدثها الله تعالى من قبل تنعيم المطيعين وتعذيب المجرمين ، ما قرع أسماعهم من قبل، وكانوا قد سمعوا عنه بالاجمال، مثل قصص قوم نوح، وعاد وثمود، التي تتلقاها العرب ابا عن جد، ومثل قصص إبراهيم عليه السلام وقصص أنبياء بني إسرائيل التي ألفتها أسماعهم لطول اختلاط العرب مع اليهود، ولم يذكر القصص الغريبة غير المألوفة للعرب، ولاأخبار مجازاة الفارس والهنود .

ذكر من القصص ما هو الغرض منها

وانتزع سبحانه وتعالى من القصص المشهورة جماعا تنفع في التذكير والموعظة، ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ বিশেষ দিনসমূহের বিবরণের (التذكير بايام الله) ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা ধারা

এবং আয়্যামুল্লাহ অর্থাৎ সেসব ঘটনাবলি যেগুলো আল্লাহ পাক ঘটিয়েছিলেন, যেমন অনুগত বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করা, পাপিষ্ঠদেরকে আজাব দেওয়া ইত্যাদির বিবরণের ক্ষেত্রে এমন ঘটনাবলী নির্বাচন করেছেন, যা পূর্ব থেকেই মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং যা পূর্বে তারা সংক্ষিপ্তাকারে শুনেছে। যেমন- নূহ, আদ ও সামুদের ঘটনা, যেগুলো আরববাসীরা আপন বাপ-দাদাদের কাছ থেকে বংশানুক্রমে শুনে আসছে এবং এমনিভাবে ইবরাহীম ও বনী ইসরাঈলের নবীদের যেসব ঘটনা যা শুনতে শুনতে আরবদের কর্ণসমূহ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো ইহূদীদের সাথে আবরদের দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক থাকার কারণে। আরবদের কাছে অপরিচিত কিসসা-কাহিনী এবং পারসিক ও হিন্দুদের কৃতকর্মের প্রতিদানের বিবরণ দেননি।

ঘটনার কেবল সে অংশই বর্ণনা করা হয়েছে, যা দ্বারা নসীহত উদ্দেশ্য

আল্লাহ পাক বিখ্যাত ঘটনাবলীর কেবল ততটুকুই উল্লেখ করেছেন, যতটুকু উপদেশ গ্রহণের জন্য উপকারী হয়। পূর্ণ ঘটনা তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেননি।

শব্দার্থ ঃ جماع শব্দটি جامع এর বহুবচন, অর্থ ব্যাপক। বলা হয়ে থাকে- هذه الباب جماع هذه الابواب اى الجامع الشامل لما فيها। لم يسرد বিস্তারিত বর্ণনা করেনি।

والحكمة في ذلك : أن العامة اذ سمعوا قصة نادرة غاية الندرة، أو ذكرت القصة عندهم بجميع خصوصياتها وفصولها، فإن طباعهم تميل إلى نفس القصة، ويفوتهم الغرض الأساسي وهو التذكير

مثال ذلك ما قاله بعض العارفين: "أن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة، ولما بدأ المفسرون يتكلمون في الوجوه البعيدة في التفسير أصبح علم التفسير نادراً كالمعدوم"

القصص المتكررة في القرآن

ومما تكرر من القصص في القرآن العظيم :

- قصة خلق آدم من الطين، وسجود الملائكة له، واستكبار الشيطان عنه، وكونه ملعونا، وسعيه من ذاك في إضلال بني آدم
- وقصص محاجة نوح، وهود، وصالح، إبراهيم، ولوط،

অনুবাদ ঃ এর মাঝে হেকমত হল, যদি সাধারণ মানুষের সামনে কোনো অতি বিরল ঘটনা বা পুরো ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়, তাহলে ওরা ঘটনা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন মূল লক্ষ্য নসীহত গ্রহণ হারিয়ে যাবে।

এর দৃষ্টান্ত হল কিছু কিছু সূফীবৃন্দের সেই উক্তি যে, যখন লোকেরা তাজবীদের নিয়ম-কানুনের প্রতি অধিক লক্ষ্য রেখে কুরআন তিলাওয়াত করে, তখন তিলাওয়াতের একাগ্রতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর যখন মুফাসসিরগণ অনর্থক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বকথার সাহায্যে তাফসীর করেন, তখন ইলমে তাফসীর অস্তিত্বহীন জিনিসের মতো দুস্প্রাপ্য হয়ে যায়।

কুরআনে একাধিকবার বর্ণিত ঘটনাবলী

- হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটি দ্বারা সৃষ্টির কাহিনী, ফিরিশতাগণ তাঁকে সিজদা করার ঘটনা, অহংকারবশত শয়তান সিজদা করা থেকে বিরত থাকার ঘটনা, শয়তানের অভিশপ্ত হওয়া, এরপর বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা।
- হযরত নূহ আ., হযরত হুদ আ., হযতে সালেহ আ., হযরত ইবরাহীম আ., হযরত লূত আ.,

وشعيب مع شعوبهم وأقوامهم في توحيد الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستكبار الاقوام عن الإيمان، وإدلائهم بشبهات ركيكة وردود الأنبياء عليهم الصلوات التسليمات عليها، وابتلاء الأقوام بالعقوبة الإلهية، وظهور نصرة الله تعالى في حق الأنبياء وأتباعهم،

◂ وقصص موسى عليه السلام مع فرعون وملأه، ومع سفهاء بني إسرائيل، ومكابرتهم معه عليه السلام، وعقاب الله تعالى لأولئك الاشقياء، وظهور نصرة الله تعالى متتالية لنجيه عليه السلام،

◂ وقصص داود وسليمان عليهما السلام وأياقما ومعجزاتهما،

◂ وقصة محنة أيوب ويونس عليهما السلام وظهور رحمة الله تعالى لهما،

অনুবাদ ঃ এবং হযরত শু'আইব আলাইহিস সালাম পমুখ নবীগণ স্বজাতির সাথে তাওহীদ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সংক্রান্ত পারস্পরিক আলোচনা, এসকল নবীগণের কওমের লোকদের ঈমান আনা থেকে বিরত থাকার ঘটনা এবং অহেতুক সন্দেহের পক্ষে তাদের দলীল প্রদান, নবীগণ কর্তৃক এসব সন্দেহের জবাব প্রদান, এসকল সম্প্রদায় আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হওয়া, নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে খোদায়ী সাহায্য প্রদানের ঘটনা।

▸ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সংঘটিত ফেরআওন ও তার সহযোগী এবং নির্বোধ বনী ইসরাঈলদের ঘটনা এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে তাদের দাম্ভিকতা প্রদর্শন এবং হতভাগাদেরকে আজাব দেয়া এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহর অবিরত সাহায্য প্রেরণের ঘটনা।

▸ হযরত দাঊদ আলাইহিস সালাম ও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নবীদ্বয়ের ঘটনা এবং তাঁদের খিলাফত, নিদর্শনাবলী ও কারামত সংক্রান্ত ঘটনা।

▸ হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালাম ও হযরত য়ূনূস আলাইহিস সালাম নবীদ্বয়কে পরীক্ষা করণের ঘটনা এবং তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত প্রকাশিত হওয়া।

শব্দার্থ ঃ نَجِيٌّ নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। গোপনে আলাপ-আলোচনা করা। محنة মসীবত।

◀ وقصة دعاء زكريا عليه السلام واستجابة الله تعالى إياه،

◀ وقصص سيدنا عيسى عليه السلام العجيبة: من ولادته من غير أب، وتكلمه في المهد، وظهور الخوارق على يده،

فذكرت هذه القصص في القرآن الحكيم بأساليب متنوعة من الإيجاز والإطناب، حسب مقتضى الأساليب المرعية في السور.

ما ذكرت من القصص مرة أو مرتين فقط

أما القصص التي لم تتكرر في القرآن بل وردت في موضع أو موضعين فحسب فهي :

◀ قصة رفع سيدنا إدريس عليه السلام مكاناً علياً.

◀ وقصة محاجة سيدنا إبراهيم عليه السلام لنمرود، ومشاهدته لإحياء الطير، وقصة ذبح ولده الوحيد.

◀ وقصة سيدنا يوسف عليه السلام.

◀ وقصة ولادة سيدنا موسى عليه السلام وإلقائه في اليم، وقتله القبطي وتوجهه إلى "مدين" وتزوجه هناك، ورؤيته النار على الشجرة وسماع الكلام منها.

অনুবাদঃ ▸ হযরত জাকরিয়া আ. এর দু'আ ও তা কবূল হওয়ার ঘটনা।

▸ হযরত ঈসা আ. এর আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনাবলী অর্থাৎ পিতা ব্যতীত তাঁর জন্ম লাভ, দোলনায় থাকাবস্থায় তাঁর কথা বলা, তাঁর কাছ থেকে নানা ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশ পাওয়া, এসব ঘটনাবলী কুরআনের বিভিন্ন সূরায় সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনে এক দু'বার বর্ণিত ঘটনাবলী

আর যেসব কাহিনী কুরআনে কারীমে বারবার বর্ণিত হয়নি, বরং যেগুলো কেবল এক দু'বার বিবৃত হয়েছে, সেগুলো হলো–

- ▸ হযরত ইদরীস আ. কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ঘটনা।
- ▸ নমরূদের সাথে হযরত ইবরাহীম আ. এর মুনাজারা, তাঁর পাখি জিবীত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা এবং তাঁর একমাত্র সন্তানকে জবাই করার ঘটনা।
- ▸ হযরত য়ূসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনী।
- ▸ হযরত মূসা আ. এর জন্ম, তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ, তাঁর হাতে একজন কিবতী লোক নিহত হওয়া, মাদইয়ানের দিকে পাড়ি জমানো এবং সেখানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, গাছে আগুন দেখা ও গাছ থেকে আল্লাহ্ কালাম শুনার ঘটনা।

শব্দার্থ ঃ متنوعة বিভিন্ন ধরনের।

- وقصة ذبح البقرة.
- وقصة لقاء موسى مع الخضر عليهما السلام.
- وقصة طالوت وجالوت.
- وقصة بلقيس.
- وقصة ذي القرنين.
- وقصة أصحاب الكهف.
- وقصة الرجلين المتحاورين.
- وقصة اصحاب الجنة.
- وقصة الرسل الثلاثة الذين بعثهم سيدنا عيسى عليه السلام لدعوة الدين.
- وقصة أصحاب الفيل.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▸ গরু জবাই করার ঘটনা।

- হযরত খিজির আলাইহিস সালামের সাথে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাতের ঘটনা।
- তালুত ও জালুতের ঘটনা।
- বিলকিসের কাহিনী।
- জুলকারনাইনের ঘটনা।
- আসহাফে কাহফের ঘটনা।
- সেই দুই ব্যক্তির ঘটনা, যারা একে অপরের সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। (كما في سورة الكهف : واضرب لهم مثلا رجلين)
- বাগান মালিকদের ঘটনা। (যেমন সূরায়ে কলমে বলা হয়েছে- إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ।)
- হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক (ইনতাকিয়ায় প্রেরিত) তিন দূতের ঘটনা। (যেমন- আল্লাহর বাণী ঃ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ।)
- সেই মু'মিনের ঘটনা, যাঁকে কাফিররা শহীদ করে দিয়েছিল। (যেমন- সূরায়ে ইয়াসীনে আল্লাহর বাণী ঃ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ।)
- এবং আসহাবে ফীলের ঘটনা।

(غرض القصة في القرآن)

فليس الغرض من سرد هذه القصص في القرآن الكريم معرفتها بانفسها، بل الغرض الأساسي : هو ان ينقل ذهن القارئ والسامع إلى شناعة الشرك والمعاصي، ومعاقبة الله تعالى عليها، واطمئنان المؤمنين بنصرة الله تعالى وتأييده، وظهور ألطافه وأفضاله في حق عباده المخلصين.

بَيَانُ التَّذْكِيْرِ بِالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ

وَقَدْ ذَكَرَ جَلَّ شَانُهُ مِنَ الْمَوْتِ وَمَا بعدَه: كَيْفِيَّةُ الانْسَان عنْدَ موته وَعَجْزِه في تلك السَّاعَة، وَعَرْضَ الجنَّة والنَّارِ عَليه بعدَ الموت، وَظُهُوْرَ ملائكة الْعَذَاب اَمَامَه، وأَشْرَاطَ السَّاعة مِنْ نزولِ سيِّدِنَا عِيْسَى عليه السلام وَخُرُوْجِ الدَّجَّالِ وخروج دَابَّةِ الأرضِ وخروجِ يأجوجَ ومأجوجَ، وَنَفْخَةَ الصَّعْقِ، وَنَفْخَةَ الْقِيَامِ، وَالحشْرَ وَالنَّشْرَ، وَالسؤالَ والجوابَ، وَالْمِيْزَانَ، وَأَخْذَ صَحَائف الأَعْمَالِ بالإِيْمَان وَالشَّمَائلِ، ودُخُوْلَ المؤْمِنِيْنَ الجنَّةَ، وَدُخُوْلَ الْكُفَّارِ النَّارَ،

অনুবাদ ঃ (কুরআনে ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য)

এসব ঘটনা বিবৃত করার উদ্দেশ্য নিছক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়া নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য হল, এসব ঘটানর পাঠক-শ্রুতার মনযোগ যেন শিরিক ও পাপচারের অনিষ্টতা এবং শিরিক ও পাপাচারের ফলে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি র দিকে চলে যায় এবং মু'মিন বান্দাদের প্রতি যে আল্লাহর মুদদ ও সাহায্য, মেহেরবানী ও দয়া অবতীর্ণ হয় সে দিকে তাঁদের দৃষ্টি চলে যায়।

মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের বিবরণের ক্ষেত্রে কুরআনের বচনপদ্ধতি

মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে আল্লাহ পাক যেসব কথার বর্ণনা দিয়েছেন তা হল, মানুষের মৃত্যুবরণের অবস্থা, সেসময় মানুষের অসহায় হয়ে যাওয়া, মৃত্যুর পর তার সামনে আজাবের ফিরিশতা আত্মপ্রকাশ করা, কিয়ামতের আলামত যেমন- হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ, দাজ্জাল বের হওয়া, দাব্বাতুল আরজের আত্মপ্রকাশ, ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ, শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জন্য শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক। হাশর, নাশর, সওয়াল-জবাব, আমল ওজন করা, ডান এবং বাম হাতে আমলনামা গ্রহণ করা, মু'মিনগণের জান্নাতে প্রবেশ করা, কাফিরদের জাহান্নামে প্রবেশ করা,

وَتَخَاصُمَ أَهْلِ النَّارِ مِنَ التَّابعين وَالْمَتْبُوْعِيْنَ فِيْمَا بينهم، وإنكار بَعْضِهِمْ عَلَى بعضٍ، وَلَعْنَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَاخْتِصَاصَ المؤمنين بِرُؤْيَةِ الله تعالى، وَأنواعَ العَذَابِ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالأَغْلَالِ وَالْحَمِيْمِ وَالْغَسَّاقِ وَالزَّقُّوْمِ، وَأَنْوَاعَ النِّعَمِ مِنَ الْحُوْرِ وَالْقُصُوْرِ وَالأَنْهَارِ، وَالمطَاعِمِ الْهَنِيْئَةِ والملابسِ النَّاعِمَةِ، وَالنِّسَاءِ الجميْلَاتِ، وَمجالسِ اَهْلِ الجنَّةِ الفَكِهَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُفَرَّحَةِ للقلوْبِ.

فَفَرَّقَ سُبحانه وتعالى هذه الْمَطَالِبَ فِيْ مُخْتَلَفِ السُّوَرِ بِالإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيْلِ، مُرَاعِيًا أَسَالِيْبِهَا الْخَاصَّةَ.

بيان علم الأحكام

والقاعدة الكلية في مبحث الأحكام:

أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بُعث بالملة الإبراهيمية الحنيفية، فلزم ابقاء شرائع تلك الملة، وان لا يحدث أيّ تغيُّر في أمهات مسائلها، اللهم إلا تخصيصاً لعموماها وزيادة للتوقيتات والتحديدات فيها وأمثال ذلك،

অনুবাদ ঃ অনুসরণকারীগণ ও অনুসৃতদের মধ্যখানে জাহান্নামে ঝগড়া লেগে যাওয়া, একে অপরের দাবিকে অস্বীকার করা, একে অপরকে অভিষম্পাত করা,

ঈমানদারগণ আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হওয়া, বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিবরণ যেমন জিঞ্জির, বেড়ি, গরম পানি, পূঁজ, রক্ত এবং জাক্কুম এবং বিভিন্ন ধরনের নেয়ামতরাজি যেমন- হূর, বালাখানা, নহর, উন্নতমানের খাবার, নরম পোষাক, সুন্দর সুন্দর মহিলা এবং জান্নাতীদের মধ্যে মজার মজার হাসি ঠাট্টার অসর বসা।

আল্লাহ পাক এ বিষয়গুলো চাহিদার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সূরায় সংক্ষিপ্ত-বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের বাচনপদ্ধতি

বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি হল, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনের ওপর প্রেরণ করা হয়েছে, এজন্য উক্ত ধর্মের মাসলা-মাসাঈল ও বিধিবিধান অবশিষ্ট থাকা এবং এসব মাসআলা মাসাঈলে পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে ব্যাপক হুকুমকে সীমাবদ্ধ করা, সময়ের সাথে নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ হুকুমকে পরিবর্তন করতে কোনো অসুবিধা নেই।

ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي العرب بنبينا صلى الله عليه وسلم ويزكي سائر الاقاليم بالعرب، لزم أن تكون مادة شريعته صلى الله عليه وسلم من رسوم العرب وعاداهم

فإذ أنعمت النظر في مجموع شرائع الملة الحنفيفة، ولاحظت عادات العرب ورسومهم، وتأملت في تشريعه صلى الله عليه وسلم الذي هو بمنزلة الإصلاح والتهذيب لها- علمتَ أن لكل حكم سبباً، وفهمتَ أَنَّ لكل أمر ونهي مصلحة، وتفصيل ذلك يطول.

دَور التشريع الإسلامي في إصلاح الْملَّة الحنيفية الْمُحرفة

وبالجملة فقد كان تطرق إلى العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر فتور عظيم، من جهة التساهل في اقامتها، واختلاف الناس فيها بسبب عدم معرفة اكثرها،

অনুবাদ ঃ যেহেতু আল্লাহ পাক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরবকে এবং আরবের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদেরকে পাক করার ইরাদা করেছিলেন। এজন্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তের মূল উপাদান আরবদের রুসুম-রেওয়াজ ও কৃষ্টি-কালচার থেকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

যখন আপনি মিল্লাতে হানীফির সমুদয় বিধিবিধানের প্রতি দৃষ্টি দেবেন এবং আরবদের অভ্যাস ও কৃষ্টিকালচারের লক্ষ্য করবেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আইন-কানূন প্রয়োগের মধ্যে যে ইসলাহ ও তরবিয়ত রয়েছে, এর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাবেন, তখন প্রতিটি হুকুমরে জন্য একটি কারণ ও হিকমত পাবেন এবং প্রতিটি আদেশ-নিষেধের উপযোগিতা বুঝতে পারবেন। এ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলে আলোচনা অনেক লম্বা হয়ে যাবে।

বিকৃত দ্বীনে হানীফির ইসলাহের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের অবদান

মোটকথা (মিল্লাতে হানীফিয়ার মধ্যে) ইবাদত যেমন তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ এবং যিকির ইত্যাদির মধ্যে বড় ধরনের বিকৃতি এসে যায়। অর্থাৎ এগুলো পালনের প্রতি ঢেলেমী সৃষ্টি হয়ে যায়, এসব বিধিবিধান সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ থাকার কারণে এসকল হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

শব্দার্থ ঃ تطرق চলতে চলতে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া।

وتسرب التحريفات الجاهلية إليها فاصلح القرآن العظيم ذلك الاختلال كله، وسواها حتى استقام امرها.

المنزل هذا المنزل فقد كانت حدثت فيه رسوم ضارة، وانواع تعدّ وعتوّ، وهكذا احكام السياسة المدنية، فضبط القرآن العظيم لهما أصولا، وحدد لهما حدوداً، وذكر من هذا الباب انواعا من الكبائر وكثيرا من الصغائر لتحرز الأمة عنها.

وذكر مسائل الصلاة اجمالا، واستعمل فيها لفظ "إقامة الصلاة"، ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذان وبناء المساجد والجماعة والاوقات،

وكذلك ذكر مسائل الزكاة بالاختصار، وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تفصيل، وذكر الصوم في سورة البقرة، وذكر الحج أيضا فيها وفي سورة الحج، وذكر الجهاد في سورتى البقرة والأنفال وفي مواضع متفرقة أخرى،

অনুবাদ ঃ তাতে মূর্খতা প্রসূত বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাই কুরআনে কারীম এসব খারাবিকে ইসলাহ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। ফলে তাতে শুদ্ধি এসে যায়। পারিবরিক জীবনেও ক্ষতিকর রুসুম-রেওয়াজ এবং বিভিন্ন ধরনের বাড়াবাড়ি ও গোড়ামি ছিল। এভাবে سياست مدينة শহরের পরিবেশও একেবারে বিগড়ে গিয়েছিল। কুরআনে কারীম এগুলোর জন্য কয়েকটি মূলনীতি ও সীমারেখা বেঁধে দিয়েছে। আর এক্ষত্রে অর্থাৎ سياست مدينة ও تدبير منزل সংক্রান্ত অনেক কবীরা ও সগীরা গোনাহের বিবরণ দেয়া হয়েছে, যাতে মানুষ এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

কুরআনে কারীম নামাযের মাসাইল সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছে। এক্ষেত্রে اقامة الصلاة শব্দটি ব্যবহার করেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম اقامة الصلاة এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। আযান দেয়া, মসজিদ নির্মাণ করা, জামাত কায়েম করা, নামজের সময়সূচি ইত্যাদি দ্বারা।

এভাবে কুরআনে কারীম যাকাতের মাসআলাকেও সংক্ষেপে বর্ণনা করেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। রোযার আলোচনা করা হয়েছে সূরায়ে বাকারায়, হজ্বের আলোচনা করা হয়েছে সূরায়ে হজ্বে, জিহাদের আলোচনা করা হয়েছে সূরায়ে বাকারা, সারায়ে আনফাল ও আরো অনেক সূরায়

শব্দার্থ ঃ تسرب প্রবেশ করা। الاختلال বিনষ্ট হয়ে যাওয়া।

وذكر الحدود في المائدة والنور، وذكر المواريث في سورة النساء، وبيَّن أحكام النكاح والطلاق في سورة البقرة والنساء والطلاق، وغيرها من السوَر.

التعريضات التي تحتاج الى البيان

واذا عرفتَ هذا القسم الذي تعم فائدته جميع الأمة فههنا قسم آخر وهو :

- أنه كان يعرض عليه صلى الله عليه وسلم سؤال، فيُجيب عنه.
- أو تقع حادثة يجود فيها المؤمنون بأنفسهم وأموالهم ويمسك المنافقون ويتبعون الهوي، فيمدح الله تعالى المؤمنين، ويذم المنافقين ويتوعدهم.
- أو تقع حادثة من حوادث الغلبة على الأعداء وكف ضررهم، فَيَمُنَّ الله تعالى بذلك على المؤمنين ويذكرهم ب تلك النعمة.

অনুবাদ ঃ এবং হদ্দের আলোচনা করা হয়েছে সূরায়ে মায়েদা এবং সূরায়ে নূরে। মীরাছের বিবরণ এসেছে সূরা নিসায়। বিবাহ ও তালাকের বিবরণ এসেছে সূরা বাকারা, নিসা, তালাক ইত্যাদিতে।

যে সকল ইঙ্গিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে

যখন আপনি এই প্রকার খেতাবে আম সম্পর্কে অবগত হয়ে গিলেন, যার উপকারিতা সমস্ত উম্মত লাভ করে থাকে এখন এখানে আরেক প্রকারের আলোচনা করা হবে, তা হল–

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে কখনো কখনো প্রশ্ন আসতো, তখন তিনি এর জবাব দিতেন।

- অথবা কোনো ঘটনা পেশ হলে মু'মিনগণ তাতে জানমাল ব্যয় করতেন এবং মুনাফিকরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তা থেকে বিরত থাকত। তখন আল্লাহ পাক মু'মিনদের প্রশংসা করতেন এবং মুনাফিকদের তিরস্কার করতেন এবং তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখাতেন। (যেমন- তা ঘটেছে তাবুক যুদ্ধের সময়।)

- অথবা মু'মিনদেরকে শত্রুদের ওপর বিজয় দান করা এবং তাদের আপদ থেকে মুসলমানদের হেফাজত করা সংক্রান্ত কোনো ঘটনা পেশ হলে আল্লাহ পাক মু'মিনদেরকে এহসানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং এই নিয়মত দ্বারা তাদেরকে নসীহত করতেন। (যেমন– তা ঘটেছে আহযাব যুদ্ধের সময়।)

◀ أو تحدث حالة تحتاج الى تنبيه اوزجر أو اشارة او ايماء أو أمر أو نهي، فيترل الله تعالى في ذلك الباب.

فما كان من هذا القبيل فلابد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال.

أمثلتها

قد وردت التعريضات بقصة غزوة بدر في سورة الأنفال، وبقصة أحد في سورة آل عمران، وبقصة غزوة الخندق في سورة الأحزاب، وبقصة صلح الحديبية في سورة الفتح، وبغزوة بني النضير في سورة الحشر، وغزوة تبوك في سورة البراءة، ووردت الإشارة إلى حجة الوداع في سورة المائدة، وجاءت الإشارة إلى قصة زواج زينب رضي الله عنها في سورة الأحزاب،

অনুবাদ ঃ ▶ অথবা এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি হলে যাতে দিকনির্দেশনামূলক সতর্কবাণী ধমক, ইশারা-ইঙ্গিত বা কোনো আদেশ-নিষেধের প্রয়োজন হয়, তখন আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে কুরআন অবতীর্ণ করতেন।

সুতরাং যেসব আয়াত এতৎসংশ্লিষ্ট হবে, মুফাসসিরের জন্য বাঞ্ছনীয় হল, এসব কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা।

ইঙ্গিতপূর্ণ আয়াতের উদাহরণ

- বদর যুদ্ধের কাহিনীর দিকে ইঙ্গি করা হয়েছে সূরায়ে আনফালে।
- উহূদ যুদ্ধের কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সূরায়ে আল-ইমরানে।
- খন্দক যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সূরায়ে আহযাবে।
- সূরায়ে ফাতাহে হুদাইবিয়ার যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- সূরায়ে হাশরে বনী নজীরের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- সূরায়ে তাওবায় মক্কা বিজয় ও তাবুক যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- সূরায়ে মায়িদায় বিদায় হজ্জের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- সূরায়ে আহযাবে যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহার বিবাহের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وتحريم السرية في سورة التحريم، والى قصة الإفك في سورة النور، وجاء ذكر استماع وفد الجن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجن والأحقاف، وذكرت قصة مسجد الضرار في سورة البراءة. واشير الى قصة الإسراءفي أول سورة بني إسرائيل.

هذه الآيات من التذكير بأيام الله

وهذا القسم من الآيات الكريمة في الحقيقة نوع من أنواع التذكير بأيام الله، ولكن لما كان حل الإشارات فيها متوقفا على سماع القصة ميزت عن سائر اقسامها.

অনুবাদ ঃ
- সূরায়ে তাহরীমে বাঁদির সাথে রাত কাটানোকে হারাম করার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- সূরায়ে নূরে ইফকের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- সূরায়ে জিন্ন ও সূরায়ে আহকাফে জিন্নগণ কর্তৃক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- সূরায়ে তাওবায় মসজিদে জিরারের কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- সূরায়ে বনী ইসরাঈলের প্রথম দিকে মে'রাজের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এসকল আয়াত তাজকীর বি-আইয়্যামিল্লাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত

এসকল আয়াত প্রকৃতপক্ষে তাজকীর বি-আইয়্যামিল্লাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এসকল আয়াতে প্রদত্ত ইঙ্গিত সম্পর্কে অবহিত হতে হলে যেহেতু মূল কাহিনী জানা জরুরী, এজন্য এসকল আয়াতকে মূল পাঁচ প্রকার থেকে পৃথক করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ سرية ঃ রাত যাপনের বাঁদী, মালিকানাধীন বাঁদী। সূরায়ে তাহরীমে যে জিনিস হারাম হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এ ব্যাপারে রেওয়ায়াত বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। এক রেওয়ায়তে আছে যে, মারিয়া কিবতিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাঁদি ছিলেন, কোনো একজন উম্মুল মু'মিনীনের পীড়াপীড়ির কারণে তিনি সেই বাঁদীকে নিজের উপর হারাম করেছিলেন। এই তাফসীরের দিকে ইঙ্গিত করেই লেখক تحريم السرية বলেছেন।

الباب الثاني

في

بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة الى أهل هذا العصر، وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان

ليعلم أن القرآن العظيم قد نزل في لغة العرب القحة المبينة الواضحة، وفهم العرب معنى منطوقه بسليقتهم التي جبلوا عليها، كما قال تعالى : {وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ}، وقال تعالى : {قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}، وقال تعالى : {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}.

وكان من مرضى الشارع الحكيم عدم الخوض في تأويل المتشابهات القرآنية وتصوير حقائق الصفات الإلهية، وتسمية المبهم، واستقصاء القصص وما اشبه ذلك،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ যুগের মানুষের মেধানুপাতে কুরআনের ভাষ্যের অর্থে সৃষ্ট অস্পষ্টতাসমূহ এবং সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে তার অপনোদন

জানা উচিত যে, কুরআনে কারীম বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এবং আহলে আরব আপন সৃষ্টিগত যোগ্যতা দ্বারাই কুরআনের ইবারতের মর্ম বুঝতে পারত। যেমন- আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'শপথ স্পষ্ট কিতাবের' আরো বলেছেন, 'আমি এই কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।' অন্যত্র বলেছেন, 'এরকম কিতাব, যার আয়াতগুলো হল মুহকাম বা সুস্পষ্ট, অতঃপর সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় মহান সত্তার পক্ষ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।'

মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা, আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহের হাকীকত বোধগম্য করা, মুবহাম (অর্থাৎ কুরআন যার নাম বলেনি, তার) নাম নির্ধারণ করা (যেমন আসহাবে কাহফের নাম কী ছিল? তাদের কুত্তার নাম কী ছিল? কুকুরের রঙরূপ কেমন ছিল? ইত্যাদি ইত্যাদি।) ঘটানবলীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং এজাতীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল খুব খোঁজাখুজিতে লিপ্ত না হওয়া।

শব্দার্থ ঃ القُحَّة খালিস সليقة সৃষ্টিগত যোগ্যতা। خوض মশগুল হওয়া। استقصاء কোনো জিনিসের নিগূঢ়ে পৌঁছা।

ولذلك قلما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، ولهذا لم يرفع في هذا الباب من الأحاديث إلا شيء قليل.

(الحاجة إلى تفتيش اللغة والنحو)

ولكن لما مضت تلك الطبقة وتدخل العجم، وتركت تلك اللغة الأصلية، واستعصى فهم المراد في بعض المواضع، ومست الحاجة إلى تفتيش اللغة والنحو، وجرت الأسئلة والأجوبة فيما بين الناس، وصنفت كتب التفسير. لزم أن نذكر هذه المواضع الصعبة اجمالا، ونورد لها امثلة حتى لا يحتاج المفسر عند الخوض فيها إلى زيادة بيان، ولا يضطر إلى المبالغة في الكشف عنها وشرحها.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এজন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ) কে এ ব্যাপারে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। বিধায় এ ব্যাপারে হাদীসের কিতাবে খুব কমই আলোচনা করা হয়েছে। (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম আলোচ্য ব্যাপারে হুজুর সাঃ এর কাছে সওয়াল জবাব করেছেন, এটা খুব অল্পই বর্ণিত হয়েছে। হাতে গোনা কয়েক জায়গায় কেবল প্রশ্নে উল্লেখ পাওয়া যায়।

كما قال : يسئلونك عن المحيض وقال ابن عباس رضى الله عنهما ما كان قوم اقل سؤالا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سالوه عن اثنتي عشرة مسألة فأجيبوا.)

(লুগাত ও ব্যাকরণ ঘাটাঘাটির প্রয়োজন)

কিন্তু যখন সাহাবায়ে কেরামের এ দল অতিবাহিত হয়ে গেলেন, এবং মুসলমানদের সাথে অনারবীদের সংমিশ্রণ ঘটল- এবং সেই যুগের মূল ভাষা পরিত্যাক্ত হল, তখন কোনো কোনো স্থানে (কুরআনের) মর্ম বোঝা কঠিন হয়ে গেল এবং লুগাত ও ব্যাকরণ ঘাটাঘাটির প্রয়োজন দেখা দিল। এ খোঁজাখোজির সময় লোকদের পরস্পরের মাঝে নানা ধরণের প্রশ্নোত্তর এসে গেল এবং তাফসীরের কিতাব সমূহ রচিত হতে লাগল। এজন্য আমরা জরুরি ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত আকারে এসব দুর্বোধ্য স্থানের বিবরণ প্রদান করব এবং এসব স্থানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ও পেশ করব যাতে মুফাস্‌সিরকে (কুরআন নিয়ে) গবেষণা করার সময় অতিরিক্ত বয়ানের পিছনে পড়তে না হয় এবং এসব স্থানের অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করতে বাধ্য না হন।

أسباب صعوبة فهم المراد من الكلام

فنقول : إن عدم الوصول الى المراد من اللفظ يكون :

◀ أحيانا بسسبب استعمال لفظ غريب، وعلاجه : نقل معنى اللفظ عن الصحابة والتابعين وسائر أهل المعاني.

◀ وأحيانا لقلة الإطلاع على الناسخ والمنسوخ.

◀ وأحيانا للغفلة عن أسباب النزول.

◀ وأحيانا بسبب حذف المضاف أو الموصوف أو غيرهما.

◀ وأحياناً بإبدال شيء بشيء، أو إبدال حرف بحرف، أو اسم باسم، أو فعل بفعل، أو لذكر الجمع مكان المفرد أو بالعكس أو للإلتفات من الخطاب الى الغيبة.

অনুবাদ ঃ কুরআনের মর্ম অনুধাবনে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ

আমি বলি, শব্দ থেকে মর্মের গভীরে পৌঁছতে না পাবার কারণ ঃ

▸ কখনো অল্প প্রচলিত শব্দ ব্যহারের ফলে হয়ে থাকে। এর সমাধান হল, শব্দের অর্থ বর্ণণা করা সাহাবা তাবিয়ীন ও অন্যান্য অর্থ বিশারদগনের বরাতে।

▸ কোনো কোনো সময় নাসিখ-মানুসুখের জ্ঞান অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে এটা হয়ে থাকে।

▸ কখনো কখনো শানে নুযুল সম্পর্কে গাফেল থাকার কারণে এটা হয়ে থাকে।

▸ কোনো কোনো সময় মুযাফ, মওসূফ অথবা অন্য কোনো কিছু উহ্য থাকার কারণে এটা হয়ে থাকে।

▸ কখনো কখনো এক জিনিষকে অপর জিনিষের স্থলাভিষিক্ত করার কারণে (যেমন جزاء কে উহ্য রেখে তার স্থলে جزاء এর ইল্লত নিয়ে আসা) অথবা এক হরফকে অন্য হরফ দ্বারা বা এক ইসিমকে অন্য ইসিম দ্বারা বা এক ক্রিয়াপদকে অন্য ক্রিয়াপদ দ্বারা পরিবর্তন করার কারণে অথবা বহুবচনের স্থলে একবচন এবং একবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করার কারণে অথবা মধ্যমপুরুষের স্থলে নাম পুরুষের শব্দ ব্যবহারের কারণে কুরআনের মর্ম অনুধাবনে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়।

◀ وأحياناً لتقديم ما حقه التأخير أو العكس.

◀ وأحياناً بسبب انتشار الضمائر أو تعدد المراد من اللفظة الواحدة.

◀ وأحياناً بسبب التكرار والإطناب.

◀ وأحياناً بسبب الاختصار والإيجاز.

◀ وأحيانا بسبب استعمال الكناية والتعريض والمتشابه والمجاز العقلي.

فينبغي للإخوة السعداء أن يطلعوا في مبدء الكلام على حقيقة هذه الأمور، وعلى شيء من أمثلتها، ويكتفوا بالرمز والإشارة في مواضع التفصيل.

অনুবাদ ঃ ▸ কখনো কখনো এটা হয়ে থাকে, যা পূর্বে আসার কথা ছিল পরে এবং পরের জিনিষকে পূর্বে নিয়ে আসার কারণে।

▸ কখনো কখনো এটা হয়ে থাকে একাধিক বার বর্ণনা বা আলোচনা দীর্ঘায়ায়িত করার কারনে।

▸ কখনো কখনো এটা হয়ে থাকে অতি সংক্ষেপেনের কারণে।

▸ আবার কখনো কখনো এটা হয়ে তাকে كناية، تعريض তথা ইঙ্গিতবহ বাক্য متشابه ও مجاز عقلي এর কারণে।

সূতরাং সৌভাগ্যবান বন্ধুদের জন্য উচিত হল, ইলমে তাফসীর নিয়ে আলোচনার পূর্বে এসব জিনিষের মূল হাকীকত সম্পর্কে অবগতি লাভ করা এগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত জেনে নেয়া। এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে কার্য সমাধা করা। (খুব লম্বা চওড়া আলোচনার পিছু নেয়া উচিত নয়)

الفصل الأول

في

شرح غريب القرآن

وأحسن الطرق في شرح الغريب ما صح عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن طريق ابن أبي طلحة واعتمد عليه الإمام البخاري في صحيحه غالباً، ثم طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وأجوبة ابن عباس رضي الله عنهما عن سؤالات نافع بن الأزرق، وقد ذكر السيوطي هذه الطرق الثلاث في كتابه (الإتقان في علوم القرآن)

ثم نقله الإمام البخاري من شرح الغريب عن أئمة التفسير، ثم مارواه سائر المفسرين عن الصحابة والتابعين وأتباعهم رضى الله عنهم من شرح غريب القرآن،

অনুবাদ ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ
কুরআনের দূলর্ভ শব্দের ব্যাখ্যার বিবরণ

কুরআনের দূলর্ভ শব্দের ব্যাখ্যায় সর্বোৎকৃষ্ট তরীকা হল তা, যা কুরআনের ভাষ্যকার হযরত ইবনে আব্বাস থেকে সহীহ সনদে আবু তালহা থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী রহঃ আপন সহীহ বুখারীতে বেশির ভাগ এই সূত্রের উপরই ভরসা করেছেন। তার পরের স্তরে ইবনে আব্বাস থেকে যাহ্হাকের সূত্রে বর্ণিত পদ্ধতির এবং ইবনে আব্বাসের ওইসব উত্তরের যা নাফেবিন আজরকের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। ইমাম সূয়ূতী এই তরীকাত্রয়কে আপন গ্রন্থ আল ইতকানে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী রহঃ তাফসীরের ইমামগণের সূত্রে কুরআনের দূর্লভ বিষয়াদির যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এর স্তর হল চতুর্থ নম্বরে। তারপর কুরআনে দূলর্ভ বিষয়াদীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে সাহাবা, তাবিয়ীন এবং তবে তাবিয়ীনগণ থেকে সকল মুফাস্সিরগণ- যা বর্ণনা করেছে-তার স্তর।

وأرى من المناسب أن أجمع في الباب الخامس من هذه الرسالة جملة صالحة من شرح غريب القرآن مع بيان أسباب النزول، وأجعلها رسالة مستقلة فمن شاء ضمها إلى هذه الرسالة، ومن شاء أفردها على حدة، " وللناس فيما يعشقون مذاهب."

القدماء ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه

ومما ينبغي أن يعلم أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه، وقد يتعقب المفسرون المتأخرون ذلك التفسير القديم من جهة تتبع اللغة وتفحص موارد الاستعمال.

والغرض المطلوب في هذه الرسالة سرد تفسيرات السلف بعينها ولنقدها وتنقيحها موضع آخر غير هذا الموضع، " فلكل مقام مقال ولكل نكتة مجال."

অনুবাদ ঃ আমি (গ্রন্থকার) এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে কুরআনেরই দূর্লভ বিষয়াদির ব্যাপারের ব্যাখ্যা শানে নুযুল সহ সংযোজন করা মুনাসিব মনে করি। তাকে একটি পূর্ণ গ্রন্থের রূপ দেব। কেউ চাইলে এটাকে এ গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন আবার চাইল এটাকে পৃথক একটি গ্রন্থ ও মনে করতে পারেন। কারণ মানুষের পছন্দনীয় জিনিষের মাঝে ভিন্নতা আছে।

মুতাকাদ্দিমীনগণ কখনো কখনো শব্দের তাফসীর করতেন তার لازمى معنى বা আনুসাঙ্গিক অর্থ দ্বারা

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা ভাল যে, সাহাবা ও তাবিয়ীনগন অনেক সময় শব্দের তাফসীর করতেন তার মূল অর্থের পরিবর্তে আনুসাঙ্গিক অর্থ দিয়ে। মুতাআখখিরীনগণ অভিধান খুঁজে এবং ব্যবহার বিধি ঘটাঘাটি করে ওইসব পুরনো তাফসীরের নিগূঢ়ে পৌঁছার চেষ্টা করেন। সেই পুস্তিকা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল, সলফগণের তাফসীরের হুবহু বিবরণ দেয়া। এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের স্থান এটা নয়। এর স্থান অন্যত্র। কেননা স্থান বুঝে কথা বলতে হয় এবং স্থান বুঝে সুক্ষ্ম তথ্যের অবতারণা করতে হয়।

الفصل الثاني
في
معرفة الناسخ والمنسوخ

من المواضع الصعبة في علم التفسير التي تكثر مباحثها، ويكثر الاختلاف فيها، معرفة الناسخ والمنسوخ، ومن أقوى وجوه هذه الصعوبة اختلاف الاصطلاح بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب.

معنى النسخ عند المتقدمين

والذي وضح لنا باستقراء كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا يستعملون "النسخ" في معناه اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بمعنى مصطلح الأصوليين ، فمعنى "النسخ" عندهم إزالة بعض الأوصاف في آية بآية أخرى، سواء كان ذلك :

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নাসিখ মানসুখের পরিচয়ের আলোচনা

ইলমে তাফসীর-যার ময়দান-অনেক প্রসস্ত এবং যাতে মতবিরোধ অসংখ্য এর কঠিন স্থান সমূহের একটি হল নাসিখ মানসুখের পরিচয়। আর নাসিখ মানসূখ কঠিন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল, (নস্খ এর অর্থের ব্যাপারে) মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন গণের পরিভাষায় এখতেলাফ হয়ে যাওয়া।

মুতাকাদ্দিমীনগণের দৃষ্টিতে নসখের অর্থ

সাহাবা ও তাবিয়ীনের এতসংক্রান্ত বিবরণ পর্যালোচনা দ্বারা যে কথাটি আমার বুঝে এসেছে তা হল তারা নসখ, শব্দকে তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আর তার শাব্দিক অর্থ হল, এক বস্তুকে অপর বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া। উসূলবিদগণের পারিভাষিক অর্থে তারা নসখ শব্দটিকে ব্যবহার করেননি। (উসূলবিদগণের পরিভাষায় নসখ বলা হয় এমন নির্দেশকে যা আগে থেকে প্রচলিত হুকুম রহিত করানের উপর এমনভাবে দালালত করে যে, যদি সে নির্দেশ না আসত তা হলে হুকুম বহাল থাকত।) সুতরাং সাহাবা ও তাবিয়ীনগণের দৃষ্টিতে নসখের অর্থ হল, কোনো আয়াতের কোনো গুণকে অন্য কোনো আয়াত দ্বারা বিদূরিত করে ফেলা চাই তা হোক ঃ

◀ ببيان انتهاء مدة العمل.

◀ أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر.

◀ أوببيان كون القيد اتفاقيا.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▸ আমলের সময়সীমা শেষ হওয়ার বিবরণের দ্বারা (যেমন কতেক আয়াতে কাফিরদের নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার অপর কিছু আয়াতে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল কাফিরদের নির্যাতনে ধৈর্য ধরার সংক্রান্ত আয়াতের উপর আমলের সময়সীমা ছিল জিহাদের আয়াত নাজিলের পূর্ব পর্যন্ত। উসূল বিদগণের দৃষ্টিতেও এটা নস্‌খ।)

▸ অথবা কালামকে معنى متبادر (শব্দ বলার সাথে সাথে যে অর্থের দিকে মনোযোগ যায়) থেকে معنى غير متبادر (শব্দ বলার সাথে সাথে যে অর্থের দিকে মনোযোগ প্রত্যাবর্তিত হয় না) এর দিকে ফেরানোর দ্বারা। (যেমন আল্লাহর বাণী حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ এ আয়াত শোনার পর কতিপয় সাহাবী ধরে নিলেন যে, الْخَيْطُ শব্দ দ্বারা তার متبادر অর্থ তাগা উদ্দেশ্য। তখন আল্লাহপাক তাঁর বাণী مِنَ الْفَجْرِ দ্বারা তাদের সে ভুল ধারণার অপনোদন করলেন। সাহাবা-তাবিয়ীগণ এটাকেই নস্‌খ নামে আখ্যায়িত করে ফেলেন।)

▸ অথবা একথার বিবরণের দ্বারা যে, আয়াতের কোনো কোনো قيد বা শর্ত ইত্তেফাকী (ইহ্‌তেরাযী নয়। যেমন আল্লাহর বাণী

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ.

আয়াতের বাহ্যিক মর্ম দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয় থাকলেই কেবল কসর নামায পড়তে হবে, অন্যথায় নয়। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ অবস্থায় ও কসর নামায পড়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, আয়াতে উল্লেখিত الفتنة শব্দের কয়দ اتفاقا এসেছে احترازا নয়। মুতাকাদ্দিমীনগণ এটাকেও নসখ বলে ফেলেন।)

◀ أو بتخصيص عام.

◀ أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهراً.

◀ أو بإزالة عادة من العادات الجاهلية.

◀ أو برفع شريعة من الشرائع السابقة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▸ অথবা কোনো আমকে খাস করার দ্বারা হোক। (যেমন আল্লাহর বাণী-

وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ.

আয়াতের বাহ্যিকমর্ম দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে কথাই মনে উদিত হয় তা এই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভূক্ত। চাই তা নেফাক এখলাস সম্পর্কিত হোক বা অন্য কিছু।

তখন আল্লাহপাক لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا এ আয়াতাংশ অবতীর্ণকরে আগের অংশের ব্যার্পকতাকে খাস করে দেন এবং আয়াতের দ্বিতীয়াংশ দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারা মনে উদিত সব বিষয়ের হিসাব নেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং কেবল এখলাস ও নেফাকের হিসাব নেয়া উদ্দেশ্য।)

▸ অথবা منصوص عليه এবং (কাফিরগণের পক্ষ থেকে প্রদত্ত) منصوص যার উপর বাহ্যিক ভাবে কিয়াস করা হয় এ উভয়ের মধ্যখানে পার্থক্য বর্ণনা করার দ্বারা হয়ে থাকে।

(যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ এ আয়াতাংশ অবতীর্ণ করা হয়েছে কাফিরদের কথা إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا এর জবাবে। কারণ কাফিররা সুদের বৈধতাকে কিয়াস করে ফেলেছিল ব্যবসার বৈধতার উপর।)

▸ অথবা জাহিলী যুগের কোনো অভ্যাসকে বিলোপ্ত করার দ্বারা।

▸ অথবা পূর্ববর্তী কোনো শরীয়ত রহিত করার দ্বারা। (যেমন পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে হারাম সাব্যস্ত করা। অথচ এটা জাহিলীযুগে বৈধ ছিল। মোট কথা উল্লিখিত সকল প্রকারেই ازالة এর অর্থপাওয়া যাচ্ছে। সে হিসেবে সাহাবা ও তাবিয়ীন এ সকল সুরতের ব্যাপারে নস্খ শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু উসূল বিদগণ নসখের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সে হিসেবে কেবল প্রথম প্রকারটাই নসখের অন্তর্ভূক্ত হয়। অন্যান্য প্রকারকে নস্খ বলা যায় না)

عدد الآيات المنسوخة عند المتقدمين

فاتسع باب النسخ عندهم وكثر جولان العقل فيه، واتسعت دائرة الاختلاف لديهم، ولذلك بلغت الآيات المنسوخة عندهم إلى خمسمائة آية، بل إذا حققت النظر تجدها غير محصورة .

الايات المنسوخة عند المتأخرين

أما المنسوخ حسب اصطلاح المتأخرين ف سيه ااوز العدد القليل، لا سيما حسب ما اخترناه من التوجيه.

وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في "الإتقان" عن بعض العلماء ماذكرناه آنفا بتقرير مبسوط كما ينبغي، ثم حرر المنسوخ طبق رأى المتأخرين موافقاً لرأى الشيخ ابن العربي، فعده قريبا من عشرين آية، وللفقير في أكثرها نظر فلنورد كلامه مع التعقيب.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **পূর্ববর্তীদের দৃষ্টিতে মনসূখ আয়াতের পরিমাণ**

সুতরাং মুতাকাদ্দিমীন গণের মজহব অনুযায়ী নস্খের ময়দান অনেক ব্যাপক হয়েগেল। (অর্থাৎ অনেকেই এই ব্যাপক অর্থের আলোকে মানসূখ আয়াতের তালাশে আপন বুদ্ধির দৌড় দেখাতে লাগলেন এবং এক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের মাঝে ধন্দ বেঁজে গেল। একজন এক আয়াত মানসুখ সাব্যস্ত করলেও অপরজন তা অস্বীকার করে বসত।) এ কারণেই মানসুখ আয়াতের পরিমাণ তাদের নিকট পাঁচশতে পৌঁছে যায়। বরং আপনি যদি গভীরভাবে দৃষ্টি দেন, তা হলে দেখতে পাবেন মানসূখ আয়াতের সংখ্যা অসংখ্য।

মুতাআখখিরীনগণের দৃষ্টিতে মানসুখ আয়াত

কিন্তু মুতাআখখিরীন গণের পরিভাষা মতে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা একেবারে অল্প। বিশেষত আমি যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ.) আল-ইতকান-গ্রন্থে কতিপয় উলামার বরাতে একটি যথোচিৎ দীর্ঘ আলোচনায় ওই কথামালারই বিবরণ দিয়েছেন যা এই মাত্র আমি আলোচনা করলাম। তারপর মুতাআখখিরীনগণের রায় মোতাবেক এবং শায়খ ইবনুল আরাবীর মতানুকুল্যে যেসব আয়াত মানসুখ তা উল্লেখ করেছেন। তিনি মানসূখ আয়াতের সংখ্যা সাব্যস্ত করেছেন বিশটির কাছাকাছি। এ বিশটি অধিকাংশের ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। সুতরাং আমি তা আমার মন্তব্য সহকারে তুলে ধরছি।

فمن البقرة

(١) قوله تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية، منسوخة، قيل بآية المواريث، وقيل: بحديث "لا وصة لوارث" وقيل: بالإجماع، حكاه ابن العربي.

قلت : بل هي منسوخة بآية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} وحديث "لا وصية لوارث" مبين للنسخ.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ সূরা বাকারায় মানসূখ আয়াতসমূহ

(১) সূরা বাকারায় আল্লাহর বাণী-

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِين بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

উপর্যুক্ত আয়াতটি মানসূখ। এ আয়াতটি মানসূখ হয়েছে অপর আয়াত يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ দ্বারা।

(মীরাছের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতা এবং নিকটত্মীয়দের জন্য ওসিয়ত করা ওয়াজিব ছিল। মীরাছের আয়াত নাযিল হওয়ার পর মাতা-পিতার জন্য ওসীয়ত মনসূখ হয়ে যায়।)

কেউ কেউ বলেছেন لاوصية لوارث এবং কারো কারো মতে ইজমা দ্বারা (আলোচ্য আয়াতটি মানসূখ হয়েছে। শেষোক্ত অভিমতকে ইবনে আরাবী নকল করেছেন।

আমি বলি ঃ (এই আয়াত ইজমা বা হাদীস দ্বারা মানসূখ নয়) বরং এটা মানসূখ হয়েছে মীরাছের আয়াত يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ দ্বারা। আর হাদীস لاوصية لوارث এই নস্‌খকে বর্ণনাকারী। (অর্থাৎ মূল নসখকারী হল আয়াত আর হাদীস এই নস্‌খ প্রচারকারী)

(٢) وقوله تعالى : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قيل منسوخة بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وقيل :محكمة، و"لا" مقدرة.

قلت : عندي وجه آخر، وهو: أن المعنى: وعلى الذين يطيقون الطعام فدية، هي طعام مسكين، فاضمر قبل الذكر، لأنه متقدم رتبة، وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام، والمراد منه، صدقة الفطر، عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر، كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (২) আল্লাহ তায়ালার বানী وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ কেউ কেউ বলেন, এটা আল্লাহর বানী فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ দ্বারা মানসূখ হয়েছে। (কেননা প্রথম আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ফিদিয়া দানপূর্বক রোজা পত্যািগ করা জায়েয। আর দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে কেউই রমজান মাস পাবে, তার জন্য রোজা রাখা জরুরী। তাই এ আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াত মনসূখ হয়ে গেছে।) কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি গায়র মানসূখ তথা মানসূখই হয়নি। আর يُطِيقُونَهُ এর পূর্বে لا অব্যয়টি উহ্য রয়েছে। (যেমন ইবনে আব্বাসের তাফসীর, কারণ তিনি বলেন

هذه الاية نزلت في الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة الهرمة.

এবং আয়াতটির মর্ম হল, যে ব্যক্তি রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তার উপর ফিদিয়া আসবে। ফিদিয়া হল, এক মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। আর এ হুকুম এখন পর্যন্ত বাকী আছে। সুতরাং এখানে কোনো নস্খ নেই।)

মুসান্নিফ বলেন, আমার দৃষ্টিতে আয়াতের অপর একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। আর এটা হল আয়াতের অর্থ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الطَّعَامَ فدية هى طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থাৎ যেসব লোক খাবার বিতরণে সক্ষম মানে যেসব লোক সদকায়ে ফিতর আদায়ে সক্ষমতা রাখে, তাদের উপর ফিদিয়া (অর্থাৎ সদকায়ে ফিতর আসবে) যা একজন মিসকিন খাবার খাওয়ানোর নাম। (অর্থাৎ এক মিসকিন খাবার খাওয়াতে হবে অথবা এর সমপরিমাণ বিতরণ করতে হবে। মোটকথা সকল মুফাসসিরগণ يُطِيقُونَهُ এর যমীরের مرجع সাব্যস্ত করেছেন صوم শব্দকে এবং এ অনুপাতেই তাফসীর করছেন। কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) যমীরের مرجع সাব্যস্ত করেছেন فدية শব্দকে এবং

ফিদিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সদকায়ে ফিতির। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, فدية কে يُطِيقُونَهُ এর مرجع সাব্যস্ত করলে إضمار قبل الذكر হয়ে যায় যা অবৈধ। কারণ, আয়াতে فدية এর উল্লেখ পরে হয়েছে এবং ضمير এর উল্লেক আগে হয়েছে। এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন,)

مرجع উল্লেখ করার পূর্বে যমীর উল্লেখ করেছেন। কেননা مرجع অবস্থান গত দিক দিয়ে যমীরের পূর্ববর্তী। (জবাবের মর্ম হল আয়াতে যদিও ضمير আগে এসেছে এবং তার مرجع পরে এসেছে কিন্তু فدية হল رتبةً আগে। কেননা, فدية طعام مسكين হল مبتداء এবং على الذين يطيقونه হল খবর। مبتداءটি لفظا পরে হলেও رتبةً আগে। তাই إضمار قبل الذكر -لفظا হলেও رتبةً হয়নি। এজন্য ইহা বৈধ। এখন প্রশ্ন হল, এখানে مرجع- مؤنث জমীর مذكر কেন? এর জবাবে বলেন,) আর যমীরকে পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহার করেছেন- (অথচ مرجع হল স্ত্রীলিঙ্গ) কেননা ফিদিয়া দ্বারা সেই طَعَامُ (খাবারই) উদ্দেশ্য। (এবং طعام শব্দ পুংলিঙ্গ। আর যখন শব্দ مؤنث হয়ে অর্থ مذكر হয় অথবা এর উল্টো হয় তখন যমীর বা সর্বনামকে مذكر ও مؤنث উভয়ভাবে ব্যবহার করা বৈধ।) আর طعام দ্বারা সাদকায়ে ফিতির উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে রোজার হুকুমের পর সদকায়ে ফিতিরের হুকুম নিয়ে এসেছেন। যে ভাবে দ্বিতীয় আয়াতে (রোজার হুকুমের পর) ঈদের তাকবীরের বিবরণ দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ عقّبَ الله এটা নির্গত হয়েছে عقّبَ الشيئ থেকে অর্থঃ এক বস্তুর পেছনে অন্য বস্তু নিয়ে আসা। মর্ম হল, পরবর্তী আয়াতে রোজার নির্দেশের পর যেভাবে ঈদের তাকবীরের হুকুম এসেছে যেমন আল্লাহর বাণী لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ এভাবে আলোচ্য আয়াতে রোজার হুকুমের পর সদকায়ে ফিতিরের হুকুম এসেছে। সুতরাং এই তরতীবের চাহিদা হল এখানে فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ দ্বারা সদকায়ে ফিতির উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং আয়াতের হুকুমত্রয়ের তরতীব এভাবে হবে যে, তোমরা রোযা রাখ অতঃপর ফিতরা দাও অতঃপর ছয়তাকবীরের সাথে ঈদের নামাজ আদায় করো। والله أعلم মুসান্নিফ (রহ.) আপন ব্যাখ্যার সমর্থনে উপর্যুক্ত কথাগুলোর অবতারণা করেছেন।

(٣) وقوله تعالى : {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، ناسخة لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} لأن مقتضاه الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطء بعد النوم، ذكره ابن العربي، وحكى قولاً آخر أنه نسخ لما كان بالسنة.

قلت : معنى "كما كتب" التشبيه في نفس الوجوب فلا نسخ إنما هو تغيير لما كان عندهم قبل الشرع ولم نجد دليلاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم ذلك، ولو سلم فإنما كان ذلك بالسنة.

(٤) وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام الآية، منسوخة بقوله تعالى : وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً الآية. أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة.

قلت : هذه الآية لا تدل على تحريم القتال، بل تدل على تجويزه، وهي من قبيل تسليم العلة وإظهار المانع، فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد، ولكن الفتنة أشد منه، فجاز في مقابلتها، وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৩) বাকারা থেকে তৃতীয় আয়াত) আল্লাহ্ তায়ালার বাণী أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ الخ এই আয়াতটি নসখকারী হল আল্লাহর বাণী يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ এর জন্য

কেননা এই আয়াতে প্রদত্ত তাশবীহের উদ্দেশ্য হল, পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য যেভাবে রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর খাবার খাওয়া এবং সহবাস করা হারাম ছিল এভাবে এ উম্মতের জন্যও এটা হারাম। এ অভিমতটি ইবনে তাবারী নকল করেছেন। ইবনে তাবারী অপর আরেকটি অভিমত নকল করেছেন যে, এ আয়াতটি নস্খ হল ওই হুকুমের জন্য যা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

(অর্থাৎ কেউ কেউ বলেন أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ الخ আয়াতটি كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ এর দ্বারা যে হুকুম প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য যেভাবে

রাতে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ওই রাতেই জাগ্রত হলে খানাপিনা ও সহবাস করা হারাম ছিল এভাবে এ উম্মতের জন্য ও এটা হারাম ওই হুকুমের জন্য নাসিখ। আবার কেউ কেউ বলেন, ঘুম থেকে জাগ্রত হওযার পর খানাপিনা ও সহবাস এ উম্মতের উপর হারাম হওয়া সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আলোচ্য আয়াত দ্বারা নয়। ওই সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত হুকুমের জন্য নাসিখ হল أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ الخ আয়াতটি)।

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** كما كتب দ্বারা উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে উপমা দেওয়া (রোজার সকল বিধানের সাথে উপমা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদির জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর খানাপিনা ও সহবাস করা হারাম হওয়া প্রমাণিত হবে না।) অতএব এখানে কোনো নস্‌খই নেই। এখন কথা হল, আয়াতে সহবাস বৈধ হওয়ার যে নির্দেশ এসেছে এটা (আগের কোনো হারামের নস্‌খের জন্য আসেনি বরং এটা) সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যে আদত ও ভুল ধারণা বিদ্যমান ছিল (যে, তারা রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর খানাপিনা ও সহবাস করতেন না এবং তারা এ কাজ গুলোকে হারাম মনে করতেন) তা বদলে দেয়ার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা আমরা এ ব্যাপারে কোনো দলীল পাইনি যে, হুযুর (সা.) সাহাবাদের উপর আলোচ্য বিধানটি আরোপ করেছিলেন। আর যদি আমরা মেনে ও নেই (যে, হারাম হওয়ার বিধানটি শরীয়তসিদ্ধছিল) তাহলে (আমরা বলব) এটা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত ছিল। (كما كتب আয়াত দ্বারা নয়।)

আলোচ্য ইবারতের সারকথা হল, আলোচ্য হারাম হওয়ার বিধানটি كما كتب দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الخ এ আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতের জন্য নাসিখ ও হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الخ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল কেন? এর জবাব হল আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ও ভ্রান্ত ধারণার ইসলাহের জন্য। আর যদি আমরা মেনে ও নেই যে, আলোচ্য জিনিস গুলো হারাম হওয়ার বিধান শরীয়তসিদ্ধ ছিল এবং أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الخ এ আয়াতটি তার জন্য নাসিখ, তা হলে আমরা বলব, এ বিধানটি كما كتب দ্বারা শরীয়ত সিদ্ধ হয়নি, বরং সুন্নত দ্বারা শরীয়তসিদ্ধ হয়েছে। মোটকথা كما كتب এ আয়াতটি কোনো অবস্থাতেই মানসূখ হয়নি।

(৪) (সূরা বাকারা থেকে চতুর্থ আয়াত)

আল্লাহ তায়ালার বাণী

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

উপর্যুক্ত আয়াতটি মানসূখ হয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণী وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً দ্বারা। আতাবিন মাইসারার বরাতে ইবনে জারীর এ উক্তিটি বর্ণনা করেছেন।

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি** ঃ (এ আয়াত মানসূখ নয়, বরং মুহকাম, কেননা) এ আয়াত যুদ্ধ হারাম হওয়ার উপর দালালত করে না, বরং যুদ্ধ বৈধ হওয়ার উপর দালালত করছে। এ আয়াতটি হুকুমের ইল্লত সমর্থন করে তার উপর আমল করার প্রতিবন্ধকের বিবরণ দিচ্ছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, হারাম মাসে যুদ্দ করা বাস্তবিকই বড় গোনাহ। কিন্তু ফিতনা তার চেয়ে বড় গোনাহ। সুতরাং এর মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধ করা বৈধ। আর আয়াতের ভাবভঙ্গি দ্বারা ও এমর্ম বিকশিত হয়, যা কারো কাছে লুকায়িত নয়।

(মোটকথা আয়াত দ্বারা যুদ্ধ বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয়, যুদ্ধ অবৈধ হওয়া নয়, সুতরাং এটা মানসুখ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কেননা আয়াতে যুদ্ধ হারাম হওয়ার কারণ বর্ণনা করে এ বিধানের উপর আমলের প্রতিবন্ধকের ও বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, এ প্রতিবন্ধকের কারণে যুদ্ধ করা জায়েজ। কেননা আয়াতের অর্থ হল, হারাম মাসে যুদ্ধ করা তো বাস্তবিকই হারাম ছিল। কেননা যুদ্ধ হারাম হওয়ার ইল্লত হারাম মাস যদি ও বিদ্যমান কিন্তু তারপর ও কাফিররা যেহেতু মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান করে এবং তারা নিজেরাও এ পথকে অস্বীকার করে বসে এবং মসজিদে হারাম তাওয়াফ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় এবং মক্কাবাসী মুসলমানদের মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, যা আল্লাহর নিকট অনেক বড় গোনাহ। এটা যুদ্ধ থেকেও বড় ফিতনা। এ জন্য হারাম মাসে যুদ্ধ করার অবৈধতা বাকী থাকেনি এবং জিহাদ করা বৈধ হয়ে যায়।)

(٥) وقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ – إلى قوله – إِلَى الْحَوْلِ} الأية منسوخة بآية { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} والوصية منسوخة بالميراث، والسكنى ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث: "ولا سكنى."

قلت : هي كما قال منسوخة عند جمهور المفسرين، ويمكن أن يقال : يستحب أو يجوز للميت الوصية ولا يجب على المرأة أن تسكن في وصيته، وعليه ابن عباس رضي الله عنها، وهذا التوجيه ظاهر من الآية.

(٦) وقوله تعالى : {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} الآية منسوخة بقوله بعده : {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.

قلت : هو من باب تخصيص العام، بينت الآية المتأخرة أن المراد : ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق، لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيها، فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৫) (সূরা বাকারার পঞ্চম আয়াত) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

(অর্থাৎ তোমাদের মাঝ থেকে যেসব মানুষ মরে যায় এবং আপন বিবিগণকে রেখে যায় তারা যেন আপন বিবিগণের জন্য একবছর জীবন যাপন করার উপযোগী সম্পদের ওসিয়ত করে এবং তাদেরকে ঘর থেকে যেন বের করে না দেয়।)

উল্লিখিত আয়াতটি মানসূখ হয়েছে وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا দ্বারা। আর ওসিয়ত মানসূখ হয়েছে মীরাছের আয়াত দ্বারা। একদল উলামার মতে বাসস্থানের বিধান বহাল রয়েছে। আর অপর আরেক দল উলামার মতে বাসস্থানের বিধানও لاسكنى দ্বারা মানসূখ হয়েছে।

(সারকথা হল, প্রথম আয়াত দ্বারা কয়েকটি জিনিস সাব্যস্ত হচ্ছে (১) একবছর ইদ্দত পালন করা (২) ভরণ পোষণের ওসিয়ত করা (৩) বাসস্থানের ওসিয়ত করা। অতএব, প্রথম বিষয়টি মানসূখ হয়ে গেছে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা। ফলে একবছরের বদলে চার মাস ইদ্দত পালনের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি মানসূখ হয়েছে মীরাছের আয়াত দ্বারা। কেননা মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ফলে বিধবা মহিলা মীরাছের অধিকারী হয়ে যায় এবং তার জন্য ভরণপোষণের ওসিয়তের বিধান রহিত

হয়ে যায়। আর তৃতীয় বিষয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, বিষয়টি মানসূখ হয়েছে কি না?)

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** বাস্তবিকই অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে আয়াতটি মানসূখ, যেভাবে ইমাম সুয়ূতি (রহ.) বলেছেন। আর এটাও বলা যেতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত জায়েজ অথবা মুস্তাহাব। (অর্থাৎ একবছর ইদ্দত পালন করা এবং ভরণপোষণের ওসিয়ত করার যে নির্দেশ আয়াতে এসেছে তা ওয়াজিব হিসেবে নয়, বরং মুস্তাহাব অথবা জায়েজ হিসেবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি মানসূখ হয়নি।) এই ওসিয়ত মোতাবেক (একবছর) ইদ্দত পালন করা মহিলার জন্য জরুরি নয়। ইবনে আব্বাসের অভিমত ও তাই। আয়াত দ্বারা ও এ ব্যাখ্যার পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

(৬) (সূরা বাকারা থেকে ষষ্ঠ আয়াত) আল্লাহর বাণী

وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ الخ

উপর্যুক্ত আয়াতটি মানসূখ হয়েছে আল্লাহর বাণী لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا দ্বারা। (কেননা প্রথম আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তোমাদের অন্তরে যে কুমন্ত্রণাই আসবে, চাই তা প্রকাশ করো বা না করো, ইচ্ছা হোক বা অনিচ্ছায়, এর জন্য জিজ্ঞেসিত হবে। তাই لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا দ্বারা অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণাকে মানসূখ করে দেয়া হয়েছে।

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** এটা আমকে খাস করণের অন্তর্ভূক্ত। (নস্‌খ নয়।) দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, প্রথম আয়াতে ما بانفسكم দ্বারা উদ্দেশ্য এখলাস এবং নেফাক। মনের কল্পনা উদ্দেশ্য নয়, যার উপর মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই। কেননা এমন ব্যাপরে মানুষকে মুকাল্লাফ বানানো হয়, যা তার সামর্থের ভেতরে হয়।

(সারকথা হল, ما بانفسكم এর ما এর ব্যাপকতার ভেতরে যেভাবে এখলাস ও নেফাক অন্তর্ভূক্ত সেভাবে মনের কল্পনাও তার অন্তর্ভূক্ত। لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا এ আয়াতাংশ উপরিউক্ত ব্যাপক থেকে মনের কল্পনাকে বের করে দিয়েছে। অর্থাৎ এগুলোর ব্যাপারে কোনো ধরপাকড় নেই। কেননা এটা তো মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থের বাইরে। আর আল্লাহ পাক সামর্থ বহির্ভূত জিনিসকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেননা। যখন মানুষ এর মুকাল্লাফই নয়, তখন জিজ্ঞেসিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। যখন এ ব্যাপকতা থেকে মনের কল্পনা বের হয়ে গেল তখন আয়াতের ভেতর কেবল এখলাস ও নেফাক অবশিষ্ট রইল। সুতরাং যেহেতু প্রথম আয়াত দ্বারা পূর্ব থেকেই মনের কল্পনার হিসাব নেয়া প্রমাণিত হয়নি তাই এ আয়াত মানসূখ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।)

ومن آل عمران

(٧) قوله تعالى : {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} قيل : إنها منسوخة بقوله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقيل: لا، بل هو محكم.

وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية.

قلت : "حق تقاته" في الشرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقاد، و"ما استطعتم" في الأعمال، من لم يستطع الوضوء يتيمم، ومن لم يستطع القيام يصلي قاعداً، وهذا التوجيه ظاهر من سياق الآية، وهو قوله – تعالى –: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **সূরা আলে ইমরানের মানসূখ আয়াত**

(৭) সূরায়ে আলে ইমরানে আল্লাহর বাণী اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَاته কেউ কেউ বলেন এটা মানসূখ হয়েছে আল্লাহর বাণী فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ দ্বারা। (কেননা প্রথম আয়াতে আল্লাহ কে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ শোনার পর সাহাবায়ে কেরাম ভীত হয়ে পড়লেন যে, আল্লাহ তায়ালাকে তো তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী ভয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁরা রাতের পর রাত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলেন। ফলে তাদের পা মোবারক ফুলে যেত। এ প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়ে প্রথম আয়াতকে মানসূখ করে দেয়।) কেউ কেউ বলেন, না এ টা মুহকাম, (মানসূখ নয়।) সূরায়ে আলে ইমরানের এই এক আয়াত ব্যতীত অন্য কোনো আয়াত এমন নেই, যার মানসূখ হওয়ার দাবি করা শুদ্ধ।

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** এ আয়াত মানসূখ নয়, কেননা, اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَاته শিরিক, কুফুর এবং বিশ্বাসগত জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর مَا اسْتَطَعْتُمْ আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট। (অর্থাৎ আমল সামর্থ অনুযায়ী হবে।) যে ব্যক্তি ওজু করতে সক্ষম হয় না সে তায়াম্মুম করবে। এবং যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হয় না সে যেন বসে নামাজ পড়ে। এ ব্যাখ্যা আয়াতের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ আল্লাহর বানী فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ দ্বারা ফুটে উঠে। (কেননা আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ কর এবং ইসলাম তো বাহ্যিকি আমলকে বলে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, مَا اسْتَطَعْتُمْ এর সম্পর্ক আমলের সাথে।)

ومن النساء

(٨) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}الآية منسوخة بقوله تعالى : {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}.

قلت ظاهر الآية، أن الميراث للموالي والبر والصلة لمولي الموالاة، فلا نسخ.

(٩) وقوله تعالى : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الاية قيل: منسوخة، وقيل: لا ولكن تهاون الناس في العمل بها.

قلت: قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي محكمة، والأمر للاستحباب، وهذا أظهر.

(١٠) وقوله تعالى : {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية منسوخة بآية النور.

قلت :لا نسخ في ذلك. بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الموعود كذا وكذا، فلا نسخ.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **সূরা নিসার মানসুখ আয়াত**

(৮) সূরায়ে নিসা থেকে প্রথম আয়াত আল্লাহ তায়ালার বানী وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (এবং যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও) আয়াতটি মানসুখ হয়েছে আল্লাহর বানী وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ দ্বারা। (কেননা প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যাদের সাথে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয় বা যাদের সাথে দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব রয়েছে, মীরাছ তাদেরকে প্রদান করা উচিত। পরে وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ অবতীর্ণ হয়ে পূর্ববর্তী বিধানকে মানসূখ করে দিয়েছে এবং মীরাছের অধিকার কেবল আত্মীয় স্বজনের জন্য সাব্যস্ত করেছে।)

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** (এই আয়াত মানসুখ নয়, কেননা) আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হল, যে, মীরাছ আত্মীয় স্বজনের জন্য নির্ধারিত। (যা দ্বিতীয় আয়াতের উদ্দিষ্ট বিষয়) আর ভালো ব্যবহার ও ইহসান বন্ধু বান্ধবদের প্রাপ্য। (যা প্রথম আয়াতের উদ্দিষ্ট বিষয় কেননা نَصِيبَهُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ভালোব্যবহার ও ইহসান, মীরাছ উদ্দেশ্য নয়) সুতরাং এখানে কোনো নস্‌খ নেই।

(৯) (সূরা নিসা থেকে দ্বিতীয় আয়াত) আল্লাহর বাণী

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا

(অর্থাৎ মীরাছ বন্টনের সময় যদি আত্মীয় স্বজন ও গোষ্ঠীর লোকজন জড়ো হয় যারা উত্তরাধিকারী নয় অথবা ইয়াতীম ও মুখাপেক্ষী লোকেরা উপস্থিত হয় তাহলে তাদেরকে কিছু অংশ দাও) কেউ কেউ বলেন এই আয়াত মানসূখ। আর কেউ কেউ বলেন এ আয়াত মানসূখ হয়নি, তবে লোকেরা এ বিধানের উপর আমল করতে অবহেলা শুরু করে দিয়েছে।

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** হযরত ইবনে আব্বাস রাযি বলেছেন, এই আয়াত মুহকাম। এবং আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশ মুস্তাহাব হিসেবে দেয়া হয়েছে এবং (আয়াত দ্বারা) স্পষ্টত: এটাই বোঝা যায়।

(১০) সূরা নিসা থেকে তৃতীয় আয়াত) আল্লাহর বাণী

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ من نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الآية

উপর্যুক্ত আয়াতটি মানসূখ হয়েছে সূরায়ে নূরের আয়াত

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَة এবং রজমের আয়াত) দ্বারা)

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** এখানে কোনো নস্‌খ নেই। বরং (উল্লিখিত অপরাধী মহিলাকে) বন্দী রাখার এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল একটি সীমারেখার সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে। (আর এ সীমারেখা হল দোররা এবং রজমের আয়াত অবতরণ) এই সীমারেখা (অর্থাৎ দোররা-রজমের হুকুম যখন এসে গেল তখন রাসূলে কারীম (সা.) বললেন أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً এর মধ্যে যে سَبِيل এর ওয়াদা করা হয়েছিল এটা এই। (উদাহরণত দোররা ও রজমের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হুযুর (সা.) বলেন خذوا عنی قد جَعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً অর্থাৎ قد جَعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً এর মধ্যে যে سَبِيل তৈরী করার ওয়াদা আল্লাহপাক করেছিলেন, এই ওয়াদাকৃত বিষয় তোমরা আমার কাছ থেকে বুঝে নাও।) সুতরাং আয়াতটি মানসূখ হয়নি।

ومن المائدة

(١١) قوله تعالى : {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} الاية منسوخة بإباحة القتال.

قلت : لا نجد في القرآن ناسخاً له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليظاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، "أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ সূরায়ে মায়িদা থেকে মানসূখ আয়াতসমূহ

(১১) (সূরা মায়িদা থেকে প্রথম আয়াত) আল্লাহ তায়ালার বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ

মানসূখ হয়েছে হারাম মাসে যুদ্ধ করা বৈধতা সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা। (অর্থাৎ এই আয়াত فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ এবং وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً এ উভয় আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা মানসূখ হয়েছে।)

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** আমি কুরআন মজীদে এই আয়াতের নস্খকারী কোনো আয়াত পাইনি। কোনো সহীহ হাদীস ও এর নাসিখ হিসেবে আসেনি।

(মোটকথা এই আয়াত মানসূখ নয়।) বরং আয়াতের মর্ম হল, হারাম মাসে অবৈধভাবে যুদ্ধ করা হালাল মাসগুলোর তুলনায় অধিক নিন্দনীয়। যেমন রাসূলে কারীম (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন "শোনে রাখ! নিশ্চয়, তোমাদের একে অপরের রক্ত এবং সম্পদ তোমাদের উপর এমনভাবে হারাম যেভাবে এই মাসে এই শহরে তোমাদের এই দিন হারাম (অর্থাৎ মর্যাদাবান।) (মোটকথা এই আয়াতে সাধারণ ভাবে সবধরণের যুদ্ধের অবৈধতার কথা বলা হয়নি, বরং অবৈধ যুদ্ধের ভয়াবহতার বিবরণ এ আয়াতে এসেছে।

অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যুদ্ধেলিপ্ত হওয়া এমনিতেই তো হারাম ও নিন্দনীয় কিন্তু কেউ যদি হারাম মাসে অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তা হলে সে মারাত্মক নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত হল।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, মুসান্নিফ (রহ.) বললেন, কুরআনেও এই আয়াতের নাসিখ পাওয়া যায়নি, হাদীসেও না। অথচ যারা এই আয়াতকে মানসূখ বলে বিশ্বাস করে তারা فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ এবং وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً এই দুই আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতটি মানসূখ বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং মুসান্নিফের দাবির যথার্থতা রইল কোথায়? এর জবাব হল, সম্ভবত মুসান্নিফের উপরে বর্ণিত দাবির মর্ম হল, হারাম মাসে যুদ্ধ বৈধ হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট কোনো আয়াত ও হাদীস নেই। উল্লিখিত আয়াতগুলো তো ব্যাপক দুটি আয়াত। যা হারাম মাসে যুদ্ধ বৈধ হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট নয়।)

(١٢) وقوله تعالى : {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} الآية منسوخة بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}.

قلت : معناه: إن اخترت الحكم فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم.

فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم، فيحكموا بما عندهم، ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (১২) (সূরা মায়েদা থেকে দ্বিতীয় আয়াত) আল্লাহর বাণী

فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

আয়াতটি মানসূখ হয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণী وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ দ্বারা। (কেননা প্রথম আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আহলে কিতাব ফয়সালার জন্য আসলে ফয়সালা করা বা না করা এখতিয়ারাধীন বিষয় অর্থাৎ চাইলে ফায়সালা করতে পারেন আবার চাইলে না ও করতে পারেন। আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আহলে কিতাব ফয়সালার জন্য আসলে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতেই হবে) এ জন্য ইকরিমা ও মুজাহিদ প্রমুখ মুফাসসিরের মতে প্রথম আয়াত দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা মানসূখ। তারা বলেন, হুযুর (সা.) কে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়া হলেও পরবর্তীতে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা তা মানসূখ হয়ে যায়।)

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** প্রথম আয়াত মানসূখ গণ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় আয়াতের মর্ম হল, যদি আপনি ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। তাদের খাহেশ মতো ফয়সালা করবেন না।

সুতরাং উভয় আয়াতের সারকথা এই হবে যে, আমরা জিম্মীদেরকে তাদের নেতাদের কাছে বিচারের জন্য পাঠাতে পারি যাতে তারা আপন শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারে। আবার আমরা নিজেরাই তাদের মধ্যখানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারি।

(١٣) وقوله تعالى : {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} منسوخ بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}

قلت : قال أحمد بظاهر الآية، ومعناها عند غيره: أو آخران من غير أقاربكم، فيكونون من سائر المسلمين.

ومن الأنفال

(١٤) قوله تعالى : {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} الآية منسوخة بالآية بعدها،

قلت : هى كما قال: منسوخة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (১৩) (সূরা মায়িদা থেকে তৃতীয় আয়াত) আল্লাহর বাণী يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ) اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এ আয়াতের শেষাংশ (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ মানসূখ হয়েছে আল্লাহর বাণী وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ দ্বারা। কেননা প্রথম আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ওসিয়তের সাক্ষী বানানোর জন্য মুসলমান না পাওয়া গেলে কাফির থেকে দু'জন সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াত এ বিধানকে মানসূখ করে দিয়েছে।)

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) আয়াতের বাহ্যিক অর্থের প্রবক্তা। (অর্থাৎ مِنْ غَيْرِكُمْ দ্বারা কাফির উদ্দেশ্য ধরে আয়াতকে গায়র মানসূখ সাব্যস্ত করেন। তাঁর দৃষ্টিতে কাফিরদেরকে ওসিয়তের সাক্ষী বানানো জায়েজ।) আর অন্যান্যদের মতে آخَرَان مِنْ غَيْرِكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল او آخَرَان مِنْ غَيْرِ اقاربكم (مِنْ غَيْرِ المسلمين উদ্দেশ্য নয়) তখন এ উভয় স্বাক্ষী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (তখন আয়াত মানসূখ হবে না।

সূরায়ে আনফালের মানসূখ আয়াত

১৪। (এবং সূরায়ে আনফাল থেকে) আল্লাহর বাণী

إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ. الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ

এ আয়াতটি তার পরবর্তী আয়াত الآن خفف الله عنكم الخ দ্বারা মানসূখ।

আমি বলি ঃ যেভাবে সুয়ূতী (র.) বলেছেন ঠিকই এভাবে আয়াতটি মানসূখ।

(١٥) قوله تعالى : {انْفِرُوا خفَافًا وَثِقَالًا} منسوخة بآيات العذر، وهو قوله تعالى : {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآية. وقوله تعالى : {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ} الآيتين، وبقوله تعالى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً}.

قلت : خفافاً أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة، ونفقة يقنع بها. وثقالاً أى مع الخدم الكثير، والمراكب الكثير فلا نسخ، أو نقول: ليس النسخ متعيناً.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ সূরায়ে তাওবার মানসূখ আয়াত

(এবং সূরায়ে তাওবা থেকে আল্লাহর তায়ালার বাণী انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ

এ আয়াতটি মানসূখ হয়েছে আয়াতে ওজর আল্লাহর বাণী لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ এবং আল্লাহর বাণী لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ

এবং আল্লাহর বাণী وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً দ্বারা।

(কেননা প্রথম আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, সুস্থ অসুস্থ মাজুর, গায়র মাজুর সকলের জন্য জিহাদে বেরিয়ে পড়া ফরজ। তবে ওজরের আয়াত দ্বারা মাজুরদের বেলায় আলোচ্য আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে।

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** (এখানে خِفَافًا وَثِقَالاً দ্বারা মাজুর গায়রে মাজুর উদ্দেশ্য নয়। বরং) خفاف দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বাহন জন্তু ও খেদমতের গোলামের স্বল্পতা এবং ন্যূনতম সফরসামাত্রের সাথে ও জিহাদ করতে হবে। আর ثقال দ্বারা উদ্দেশ্য হল খাদিম খুদ্দাম ও বাহন জন্তুর অধিক্যতার অবস্থায়ও জিহাদ করতে হবে। (মোটকথা আয়াতের মর্মের ভেতরে মূল থেকেই মাজুরগণ অন্তর্ভূক্ত নন।) সুতরাং আয়াতটি মানসুখ হয়নি।

অথবা বলা যেতে পারে যে, এখানে নস্‌খ নির্ধারিত নয়। (হয়তো বা ওজরের আয়াতের জন্য ওই আয়াতটি নাসিখ এবং এর হুকুম نفير عام এর উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ যখন نفير عام হয়ে যাবে তখন মাজুর গায়রে মাজুর সকলের জন্য জিহাদে ঝাপিয়ে পড়া জরুরি।)

শব্দার্থ ঃ ما يتأتى به الجهاد যার দ্বারা জিহাদ করা সম্ভব হয়। التاتي বলা হয় সহজে কোনো কাজ হাসিল করা। من مركوب الخ ইবারতটি বয়ান হয়েছে পূর্ববর্তী ما موصوله থেকে। الخَدَم বহুবচন হল خادم এর। المراكب বহুবচন হল مركب এর, অর্থঃ বাহনজন্তু।

ومن النور

(١٦) قوله تعالى : {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية، منسوخة بقوله تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}.

قلت : قال أحمد بظاهر الآية، ومعناها عند غيره: أن مرتكب الكبيرة ليس بكفوء إلا للزانية، أو لا يستحب له اختيار الزانية، وقوله تعالى : {وَحُرِّمَ ذَلِكَ} إشارة إلى الزنا والشرك، فلا نسخ، وأما قوله تعالى : {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} فعام لا ينسخ الخاص.

(١٧) وقوله تعالى : {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية قيل منسوخة، وقيل: لا ولكن تهاون الناس في العمل بها.

قلت : مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليست بمنسوخة، وهذا أوجه وأولى بالاعتماد

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **সূরায়ে নূরের মানসুখ আয়াতসমূহ**

এবং সূরায়ে নূর থেকে (প্রথম আয়াত আল্লাহর বাণী)

الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الخ

এ আয়াত মানসুখ হয়েছে আল্লাহর বাণী وَأَنكِحُوا الأَيَامَى منكُمْ দ্বারা। (কেননা প্রথম আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্যভিচারী ব্যক্তি চারিত্রিক সূচিতা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রযোজ্য নয়। কারণ প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে ব্যভিচারীনী ও মুশরিকার সাথে বিবাহের নিষিদ্ধতার আলোচনা করে দ্বিতীয় বাক্যে তাদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, বান্দীদের সাথে যে কেউ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। চাই সে যিনাকারী হোক বা যিনাকারী না হোক। সুতরাং এই আয়াত্তের ব্যাপকতা দ্বারা প্রথম আয়াতের বিধান মনসূখ হয়ে গেছে।)

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** ইমাম আহমদ (রহ.) আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ধরে নিয়ে বলেছেন, যিনাকারীর সাথে এমন ব্যক্তির বিবাহ জায়েজ নয়

যে, যিনাকারী নয়। (সুতরাং আহমদের মতে আয়াতটি মনসূখ নয়।) আর অন্যান্যদের মতে (ও মনসূখ নয়। কারণ) আয়াতের মর্ম হল, কবীরা গোনাহে গোনাহগার ব্যক্তি (বিবাহের ক্ষেত্রে) কেবল যিনাকারীর كفو (সমকক্ষ) হতে পারবে, অন্য কারোর নয়। (সুতরাং; যিনাকারীনীর সাথে কবীরা গোনাহকারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।) অথবা এর মর্ম হল, তার জন্য যিনাকারীনীকে এখতিয়ার করা পছন্দনীয় নয়। (মোটকথা, আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে না যে, যিনাকারীনীর সাথে চরিত্রবান ব্যক্তির বিবাহ হারাম।) আর আল্লাহ তায়ালার বাণী وَحُرِّمَ ذَلِكَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যিনা ও শিরিকের দিকে। (বিবাহের দিকে নয়। মর্ম হলো যিনা এবং শিরিক মু'মিনদের জন্য হারাম। এটা মর্ম নয় যে, মু'মিনদের জন্য যিনাকারীনীকে বিবাহ করা হারাম) সুতরাং এখানে নস্‌খ হচ্ছেনা। বাকী রইল وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ এর কথা। তো এটা আম আর الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً হল খাস। আর আম খাসকে মানস্‌খ করতে পারে না।

(সুতরাং এর দ্বারা আয়াতকে মানসূখ সাব্যস্ত করা যাবে না।)

(১৭) (সূরায়ে নূর থেকে দ্বিতীয় আয়াত) আল্লাহর বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(এখানে নিজের গোলাম বান্দী এবং নাবালিগ বাচ্চারা ঘরে প্রবেশ করতে তিনবার অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।) কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি মানসুখ। আর কেউ কেউ বলেছেন মানসুখ নয়। কিন্তু লোকেরা এর উপর আমল করতে অবহেলা শুরু করে দিয়েছে।

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** ইবনে আব্বাসের অভিমত হল যে, এ আয়াতটি মানসূখ হয়নি। এটাই অগ্রগণ্য ও অধিক নির্ভরযোগ্য।

ومن الأحزاب

(١٨) قوله تعالى : {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية، منسوخة بقوله تعالى : {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الآية.

قلت : يحتمل أن يكون الناسخ مقدماً في التلاوة وهو الأظهر عندي.

ومن المجادلة

(١٩)قوله تعالى : {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا} الآية منسوخة بالآية بعدها.

قلت : هذا كما قال.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

সূরায়ে আহযাবের মানসূখ আয়াত

(১৮) সূরায়ে আহযাব থেকে আল্লাহর বাণী

لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

উপরিউক্ত আয়াত মানসূখ হয়েছে আল্লাহর বাণী

إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا الخ

দ্বারা। (কেননা প্রথম আয়াতে নবীজীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, বর্তমান বিবি গণ ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াত এ বিধানটিকে নস্‌খ করে দিয়েছে।)

আমি বলি ঃ সম্ভবত নাসিখ আয়াত তেলাওয়তের ক্ষেত্রে মুকাদ্দাম বা অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। আমার মতে বাহ্যদৃষ্টিতে এটাই বুঝা যায়। (অর্থাৎ আমার দৃষ্টিতে لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الخ এ আয়াতটিই নাসিখ আর إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الخ এ আয়াতটি মানসূখ অর্থাৎ উপর্যুক্ত বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, হুজুর সা: لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الخ এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আর কোনো মহিলাকে বিবাহ করেননি। এটাই একথার প্রমাণ বহন করে যে, তাহরীমের আয়াতটিই নাসিখ।)

সূরায়ে মুজাদালার মানসূখ আয়াত

(১৯) আর সূরায়ে মুজাদালা থেকে আল্লাহর বানী إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً এ আয়াতটি মানসূখ হয়েছে এর পরবর্তী আয়াত أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ দ্বারা।

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** সূয়ূতী যেভাবে বলেছেন, ঠিকই এ আয়াত মানসূখ।

ومن الممتحنة

(٢٠) قوله تعالى: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} قيل: منسوخ بآية السيف، وقيل: بآية الغنيمة. وقيل: محكم.

قلت : الأظهر أنه محكم، ولكن الحكم في المهادنة وعند قوة الكفار.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ সূরায়ে মুমতাহিনার মানসুখ আয়াত

(২০) এবং সূরায়ে মুমতাহিনা থেকে আল্লাহর বানী وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا কেউ কেউ বলেছেন জিহাদের আয়াত দ্বারা এই আয়াতটি মানসূখ হয়েছে আর কেউ কেউ বলেছেন এটি গনীমতের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতটি মুহকাম (মানসুখ নয়)

(মুসান্নিফ বলেন,) **আমি বলি ঃ** আয়াতটি মুহকাম তথা মানসুখ না হওয়াটাই অগ্রগন্য। কিন্তু এ বিধানটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কাফিরদের সাথে সমঝোতা চুক্তি থাকে এবং ওরা মুসলমানদের থেকে তুলনামূলক শক্তিশালী হয়।

(আলোচ্য আয়াতের সারকথা হল, যদি কোনো মুসলমানের স্ত্রী প্রথম থেকেই কাফির থাকে অথবা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায় এবং সে দারুল হারবে চলে যায় অত:পর মুসলমানদের হাতে কোনো ধরনের গনীমত এসে যায় অথবা কোনো কাফিরের বিবি মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে এসে যায়, তা হলে এই গনীমতের সম্পদ থেকে অথবা ঐ কাফিরের স্ত্রীর যে মোহর মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফিরদের নিকট আদায় করার ছিল তা থেকে ঐ মুসলমান স্বামীকে তার ঐ স্ত্রীর মোহর পরিমাণ মাল দেয়া যাবে যে স্ত্রী মুরতাদ হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায়। আর যদি কোন কাফিরের স্ত্রী মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে মুসলমানগণ এই কাফিরের স্ত্রীর মোহর কাফির স্বামীর নিকট আদায় করবে। বেশিরভাগ উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে এই আয়াতটি মানসূখ। অবশ্য কিছু সংখ্যক আলিমের মতে আয়াতটি মানসূখ হয়নি। আর এটা মুসান্নিফের মত।)

ومن المزمل

(٢١) قوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} منسوخ بآخر السورة، ثم نُسخ الآخِر بالصلوات الخمس.

قلت : دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير مُتَّجِهَة بل الحق أن أول السورة في تأكيد النُّدب إلى قيام الليل وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب.

قال السيوطي موافقاً لابن العربي: فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها، ولا يصح دعوى النسخ في غيرها والأصح في آيتى الاستيذان والقسمة، الإحكامُ وعدمُ النسخ، فصارت تسع عشر وعلى ما حررنا لا يتعين النسخ إلا في خمس آيات.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ সূরায়ে মুজ্জামিল্লের মানসুখ আয়াত

(২১) এবং সূরায়ে মুজ্জামিল থেকে আল্লাহর বানী قُم اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً، نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً এ আয়াতটি মানসুখ হয়েছে উক্ত সূরার শেষ আয়াত عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ দ্বারা। আবার শেষ আয়াত মানুসুখ হয়ে গেছে পাঞ্জেগানা সালাতের দ্বারা। (অর্থাৎ প্রথম আয়াত দ্বারা রাতের অর্ধাংশ অথবা তার নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত সালাতের তাহজ্জুদ আদায় করা ফরজ সাব্যস্ত করা হয়েছে আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা সময়সীমা মানসুখ করে দেয়া হয়েছে। অত:পর পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ করার দ্বারা তাহাজ্জুদের নামাজ ওয়াজিব হওয়া মানসুখ হয়ে যায়।)

আমি বলি ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামাজের দ্বারা নসখের দাবি প্রমাণসিদ্ধ নয়। বরং সত্য কথা হল, আলোচ্য সূরার প্রথমাংশের আয়াতগুলো দ্বারা তাহাজ্জুদের নামাজের ইস্তেহবাবের উপর গুরুত্বরোপ করা হয়েছে। আর সূরার শেষ আয়াত দ্বারা এই তাকিদকে মানসুখ করে (তাহাজ্জুদের নামাজ) কেবল মুস্তাহাব হওয়ার বিধান অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।

আল্লামা সূয়তী রহঃ ইবনুল আরাবী রহঃ এর মতামতকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, মোট একুশটি আয়াত মানসুখ। যেগুলোর কোনোকোনোটির নসখের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। এছাড়া আর কোথাও কোনো আয়াত মানসুখ হওয়ার প্রমাণ নেই। আর آية استئذان (অর্থাৎ কিতাবের সতের নম্বর আয়াত) এবং آية قسمت (অর্থাৎ আলোচ্য কিতাবে উল্লিখিত নয় নম্বর আয়াত) এহকাম তথা নসখ না হওয়াটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। সুতরাং মানসুখ আয়াতের সংখ্যা দাড়াল উনিশ। আর আমি যে বিবরণ দিয়েছি এর দ্বারা বুঝা যায় কেবল পাঁচটি আয়াত নসখের জন্য নির্ধারিত।

শব্দার্থ ঃ الإحكامُ بكسر الهمزة নসখ না হওয়া। عدم النسخ তার আতফে তাফসীরী। يصح শব্দটি يثبت অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। حررنا অর্থ كتبنا।

الفصل الثالث

في

أسباب النزول

ومن المواضع الصعبة أيضاً معرفة أسباب النزول، ووجه الصعوبة أيضاً اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين.

معنى "نزلت في كذا" عند المتقدمين

والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم لا يستعملون "نزلت في كذا" لمجرد بيان الحديث الذي وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان سبباً لنزول الآية بل:

◀ ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الآية مما حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم أو حدث بعده صلى الله عليه وسلم فيقولون "نزلت في كذا"

অনুবাদ ঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শানে নুযুলের পরিচয়

শানে নুযুলের পরিচয় লাভ করাও কঠিনতম বিষয়ের একটি। এক্ষেত্রেও বিষয়টি কঠিন হওয়ার মূল কারণ মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন গণের পরিভাষার ভিন্নতা।

মুতাকাদ্দিমীনগণের দৃষ্টিতে "نزلت في كذا"এর অর্থ

(মুতাআখখিরীগণ যদিও "نزلت في كذا" দ্বারা কেবল শানে নুযুল অর্থাৎ সেই কাহিনী উদ্দেশ্য নেন যার ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।) কিন্তু সাহাবা ও তাবিয়ীগণের বক্তব্য যাচাই-বাছাই করলে একথা ফুটে উঠে যে, তারা "نزلت في كذا" দ্বারা কেবল হুজুর সাঃ এর যুগে সংঘটিত ঘটনা বুঝাতেন না, যা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা শানে নুযুল ছিল বরং

▶ কখনো তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত বা পরে সংঘটিত এমন কোনো বিষয়কে উল্লেখ করতেন যা আয়াতের মিসদাক হতে পারে এবং সেই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে আয়াতের ব্যাপারে) বলতেন "نزلت في كذا"।

ولا يلزم في هذه الصورة انطباق جميع القيود المذكورة في الآية، بل يكفي انطباق أصل الحكم فحسب.

◀ وقد يبينون سؤالاً سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستنبط صلى الله عليه وسلم حكمها من الآية وتلاها عليهم في ذلك الباب، فيقولون "نزلت الآية في كذا" و ربما يقولون في هذه الصور "فأنزل الله تعالى قول كذا" أو "فنزلت كذا".

وكأنه اشارة الى ان استنباطه صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم من الآية، والقائها في تلك الساعة في خاطره المبارك أيضا نوع من الوحى والنفث في الروع، فلذلك يمكن أن يقال : فـأُ نزلت : ولو عبر أحد عن ذلك بتكرار نزول الآية لكان له مساغ أيضا.

এমতাবস্থায় তারা আয়াতের সকল পয়েন্ট সেই বিষয়ের সাথে খাপ খাওয়া জরুরী মনে করতেন না। বরং মুল হুকুমের সাথে সামঞ্জস্য থাকাটাকেই যথেষ্ট মনে করতেন।

▸ কখনো কখনো তারা এমন ঘটনার বা এমন প্রশ্নের বিবরণ দিয়ে "نزلت في كذا" বলতেন যা হুজুর সা: এর যুগে সংঘটিত হয়েছিল। আর হুযুর সা: সেই ঘটনার হুকুম সে আয়াত থেকে বের করেছেন এবং আয়াতকে সে প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের সামনে তেলাওতও করেছেন। কখনো কখনো তারা এক্ষেত্রে فانزل الله قوله كذا অথবা فنزلت বলে ফেলতেন। সম্ভবত এর দ্বারা তারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করতেন যে, রাসূল সা: ওই হুকুমকে উক্ত আয়াত থেকে বের করেছেন। আর আয়াতকে সে সময় (অর্থাৎ সেই ঘটনা সংঘটনের সময়।) হুযুর সা: এর পবিত্র অন্তরে ঢেলে দেয়াও এক প্রকার ওহী ও ইলহাম। এ কারণে (আলোচ্য- অবস্থায় আয়াতের ব্যাপারে) فانزلتবলাও যেতে পারে। (যদিও ঘটনার অনেক পূর্বেই আয়াত অবতীর্ণ হয়।) আর যদি কেউ (এসুরতটিকে) পুণঃঅবতরণ দ্বারা প্রকাশ করে তারও অবকাশ রয়েছে।

روايات المحدثين التي لا علاقة لها بأسباب النزول

ويذكر المحدثون تحت آيات القرآن الكريم كثيرا من الأشياء، ليست هي في الحقيقة من قسم سبب النزول، مثل: استشهاد الصحابة رضي الله عنهم في مناظراتهم بآية أو تمثلهم بها، أو تلاوته صلى الله عليه وسلم آية للاستشهاد على كلامه الشريف، أو رواية حديث يوافق الآية في أصل الغرض أو تعيين موضع النزول، أو تعيين أسماء المذكورين في الآية بطريق الإبهام، أو بيان طريق التلفظ بكلمة قرآنية، أو في فضل سور و آيات من القرآن، أو بيان طريقة امتثاله صلى الله عليه وسلم لأمر من أوامر القرآن الكريم، فليس شيء من هذا في الحقيقة من أسباب النزول وليس من شروط المفسر الإحاطة بها.

شرط المفسر في باب أسباب النزول

إنما شرط المفسر معرفة أمرين :

الأول : معرفة تلك القصص التي تعرض الآيات لها فإنه لا يتيسر فهم ايماء الآيات إلا بمعرفتها.

অনুবাদ ঃ শানে নুযুলের সাথে সম্পর্কহীন মুহাদ্দিসগণের রেওয়ায়ত

মুহাদ্দিসগণ কুরআন শরীফের আয়াতের অধীনে শানে নুযুল হিসেবে এমন অনেক বিষয় উল্লেখ করে থাকেন, বাস্তবে তা শানে নুযুলের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন: সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক পারাস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনার সময় কোনো আয়াত দ্বারা দলীল প্রদান করা। অথবা কোনো আয়াত দ্বারা (কোনো হুকুমের দৃষ্টান্ত) পেশ করা, অথবা হুযুর সা: আপন আলোচনার সময় দলীল হিসেবে কোনো আয়াত তেলাওয়াত করা। বা আয়াতের সঙ্গে এরকম হাদীস রেওয়াত করা যা আয়াতের মূল লক্ষের অনুকুলে হয়। অথবা আয়াত অবতরণের স্থানকে নির্ধারণ করা বা আয়াতে অস্পষ্টভাবে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সে গুলোর নাম নির্ধারণ করা, বা কুরআনের শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতি বর্ণনা করা, অথবা কুরআনের কোনো সূরা বা কোনো আয়াতের ফজিলত বর্ণনা করা অথবা কুরআনের কোনো নির্দেশকে হুযুর সা: এর জীবনে বাস্তাবায়ন করার পদ্ধতি বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়াদী। অথচ এগুলোর একটিও শানে নুযুলের অন্তর্ভূক্ত নয়। এবং মুফাসসিরের জন্য এ সকল বিষয়ে অবগত হওয়াও আবশ্যক নয়।

শানে নুযুলের ক্ষেত্রে মুফাসসিরকে কতটুকু পর্যন্ত জানতে হবে?

মুফাসসির (আয়াতের তাফসীর আত্মস্থ করার জন্য) কেবল দু'টি জিনিস জানা জুরুরী। একঃ আয়াত সমূহে যে কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা সম্পর্কে অবগত হওয়া। কেননা আয়াতে প্রদত্ত ইঙ্গিত বোঝা ওই ঘটনা জানা ব্যতীত সহজ হবে না।

والثاني : معرفة تلك القصة التي تخصص العام او نحو ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاهر فإنه لايتأتى فهم المقصود من الآيات بدونها.

قصص الأنبياء من روايات أهل الكتاب

ومما ينبغي أن يعلم هنا، أن قصص الأنبياء السابقين لم تذكر في الأحاديث إلا قليلاً، فالقصص الطويلة العريضة التي يتجشم المفسرون روايتها كلها منقولة عن أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى، وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم".

অনুবাদ ঃ দুইঃ সেসব ঘটনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা, যা আমকে খাস করে দেয় অথবা এমন কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি করে যা বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে দেয়। কেননা আয়াত সমূহের মূল উদ্দেশ্য বুঝে ওঠা এসব ঘটনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা ব্যতীত সম্ভব নয়।

আহলে কিতাবদের বর্ণনাসূত্রে নবীগণের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দেয়া

একটি কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাবলী হাদীসের কিতাবসমূহে খুব অল্পই পাওয়া যায়। মুফাসসিরগণ যেসব লম্বা চওড়া কাহিনী বর্ণনা করার কষ্ট করে থাকেন, সেগুলোর দু'একটি ব্যতীত সবগুলোই আহলে কিতাবদের থেকে নকলকৃত। (দ্বীনের মধ্যে এসব কিস্‌সাকাহিনীর অবস্থান কী? এ ব্যাপারে) সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল সাঃ বলেছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের সত্যায়নও কর না, আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও কর না।

ফায়েদা ঃ ইবনে কাসীর রহঃ বলেন, ইসরাঈলী রেওয়ায়ত তিন প্রকারের ঃ

একঃ যেগুলোর বিশুদ্ধতা আমাদের শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো বিশুদ্ধ।

দুইঃ যেগুলোর মিথ্যা হওয়া আমাদের শরীয়তের কোনো দলীল দ্বারা প্রমাণিত সে গুলো প্রত্যাখ্যাত।

তিনঃ যেগুলো সত্য মিথ্যা কোনোটাই প্রমাণিত নয়, কেবল সে গুলোর উপরই আমরা ঈমানও আনবনা, আবার মিথ্যাও প্রতিপন্ন করব না।

معنى آخر لقولهم : "نزلت في كذا"

وليعلم أيضاً، أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يذكرون قصصا جزئية لبيان مذاهب المشركين واليهود وعاداتهم الجاهلية، لتتضح بها عقائدهم وتقاليدهم، ويقولون "نزلت الآية في كذا" ويريدون بذلك أنها نزلت في مثل هذه، سواء كانت تلك بعينها أو ما شابهها، أو ماقاربها، ويقصدون إظهار تلك الصورة، لاخصوص القصص، بل يذكرونها لأجل أن هذه صورة صادقة لتلك الأمور الكلية ولهذا تختلف أقوالهم في كثير من المواضع، وكل يَجُرُّ الكلام الى جانبه، وقصدهم في الحقيقة واحد، وإلى هذه النكتة أشار أبو الدرداء رضي الله عنه حيث قال: "لا يكون الرجل فقيهاً حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة".

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ "نزلت في كذا" এর আরেকটি অর্থ

এভাবে জানা আবশ্যক যে, সাহাবা ও তাবিয়ীন কখনো কখনো মুশরিক ও ইহুদীদের কর্মপদ্ধতি ও তাদের অভ্যাস সংশ্লিষ্ট কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতেন, যাতে এর দ্বারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অন্ধঅনুকরন সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং (সেই ঘটনার ব্যাপারে) বলে ফেলতেন نزلت الآية في كذا এবং এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হত, এ আয়াত এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতর্ণ হয়েছে। চাই সে আয়াত বাস্তবিকই হুবহু সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হোক, অথবা এতদসদৃশ বা এর নিকটবর্তী কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হোক। অবস্থা প্রকাশ করা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হত, সেই বিশেষ ঘটনা উদ্দেশ্য হত না। বরং এটা বোঝানোর জন্য বর্ণনা করতেন যে, এ অবস্থা (মুশরিক ও ইহুদীদের) সার্বিক অবস্থার সাথে খাপ খায়। এ জন্য অনেক জায়গায় তাদের কথার মধ্যে মতবিরোধ বেঁধে যেত। (একই আয়াতকে একজন একঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে نزلت الآية في كذا বলতেন, আবার অন্যজন অপর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে نزلت الآية في كذا বলতেন।) প্রত্যেকেই কালামকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করতেন। অথচ উদ্দেশ্য সকলের অভিন্ন। (কেননা সকলের উদ্দেশ্য হল, আয়াত এজাতীয় ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। খাস কোন ঘটনার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, এটা উদ্দেশ্য নয়। সূতরাং উদ্দেশ্য গতভাবে তাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই।) এ দিকে ইঙ্গিত করেই আবু দারদা রাযি বলেন, কোনো ব্যক্তি ততক্ষন ফকীহ হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত একটি আয়াতকে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থে প্রয়োগ করতে না পারে।

صورة قصة ولاقصة لها

وعلى هذا الأسلوب كثيرا مايذكر في القرآن العظيم صورتان : صورة سعيد ويذكر فيها بعض أوصاف السعادة، وصورة شقي ويذكر فيها بعض أوصاف الشقاوة، ويكون الغرض من ذلك : بيان أحكام هذه الأوصاف والأعمال، لا التعريض بشخص معين، كما قال سبحانه وتعالى {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} إلخ. ثم ذكر صورتين صورة سعيد وصورة شقي، كذلك قوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} وقوله تعالى : {وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا}.

وعلى مثل هذا تحمل قوله تعالى : {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً} وقوله تعالى :{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} الآية، وقوله تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} وقوله تعالى : {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ}.

ولا يلزم في هذه الصورة أن تتوفر تلك الخصوصيات بعينها في شخص، كما لا يلزم في قوله تعالى : {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ} أن توجد حبة بهذه الصفة، إنما المقصود : تصوير زيادة الأجر لا غير، فإذا وجدت صورة توافق ذلك في أكثر الخصوصيات، أو في كلها، كان ذلك من قبيل، "لزوم ما لا يلزم".

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ বাহ্যতঃ ঘটনা মনে হলেও বাস্তবে কোনো ঘটনা নয়

এ পদ্ধতিতে কুরআনে অনেক সময় দু'টি সুরত বর্ণনা করা হয়।

এক সুরত এই, নেককার বা সৌভাগ্যবানদের। যাতে সৌভাগ্যবানদের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আরেক সুরত হল-দুর্ভাগাদের। সেখানেও হতভাগ্যতার কিছু নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওই ধরনের কাজ ও গুণের পরিণাম বর্ণনা করা। (অর্থাৎ কারো মাঝে এধরনের গুন পাওয়া গেলে তার শেষ পরিনাম কী হবে? এ কথার বর্ণনা দেয়া।)

নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

এরপর দু'টি সুরত বর্ণনা করেছেন। সৌভাগ্যবানদের এক সুরত-আর হতভাগাদের আরেক সুরত। (পূণ্যবানের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল নেককারের একটি নমুনা পেশ করা যে, যে ব্যক্তি পূন্যবান হয় সে শুকরিয়া আদায়কারী এবং শুকরিয়া ও আমলের তাওফীক প্রার্থী, ভবিষ্যত বংশধরের কল্যাণকামী, তাওবাকারী এবং আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে। এর দ্বারা কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য নয়। যেমনটা কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে হযরত আবু বকর রাযিঃ উদ্দেশ্য। আর হতভাগ্যের নমুনার বিবরণ দিতে গিয়ে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ

এ আয়াত দ্বারা হতভাগ্যের দৃষ্টান্ত পেশ করা উদ্দেশ্য যে, সে বেঈমান হয়ে থাকে, ঈমানদার পিতা মাতার সুপরামর্শ সে কানে তুলেনা। আখেরাতকে অস্বীকার করে। এর দ্বারা কোনো বিশেষ ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়। যেমনটা কেউ কেউ বলেছেন যে এর দ্বারা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর রাযিঃ উদ্দেশ্য।)

এ ধরণের আরো দু'টি আয়াতের একটি হল وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ এবং আল্লাহ তায়ালার বানী وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا।

(উভয় আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াত দ্বারা কাফিরদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা পরহেজগারদের নমুনা পেশ করা হয়েছে। এগুলোর দ্বারা কোনো বিশেষ ব্যক্তিবর্গের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য নয়।)

এ ধরণের আরো কয়েকটি আয়াত হল, যেমন আল্লাহর বানী ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً এবং আল্লাহর বানী وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ এবং আল্লাহর বানী هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا এবং আল্লাহর বানী وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ.

(এসব আয়াত দ্বারা কোনো বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বা কোনো বিশেষ মানুষের অবস্থার বিবরণ দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হল পুণ্যবান ও গোনহগারের দৃষ্টান্ত পেশ করা।)

এ সকল সুরতে এটা আবশ্যক নয় যে, (আয়াতে উল্লিখিত) এই বৈশিষ্ট্য গুলো কোনো ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যাবে। (এবং এগুলো দ্বারা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি উদ্দেশ্য হবে।) যেভাবে আল্লাহ তায়ালার বানী كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ এর মধ্যে এরকম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বীজ পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক নয় (বরং উদ্দেশ্য কেবল অধিক প্রতিদানের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা। এখন যদি এমন কোনো সূরত পাওয়া যায়, যাতে আয়াতে উল্লিখিত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য বা সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে এটা ককতালীয় ব্যাপার। (অর্থাৎ আয়াতে উল্লিখিত গুনাবলী যদি আয়াত অবতরণের সময় কোনো ব্যক্তি বা কোনো ব্যক্তি বর্গের মাঝে পাওয়া যায়, তা হলে বলা যাবে এ সাদৃশ্যতা দৈবক্রমে হয়ে গেছে। কিন্তু আয়াত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয়।)

ফায়েদা ঃ قوله تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ঃ এ আয়াতে قَرْيَةً দ্বারা কারো কারো মতে মক্কা মুকাররমা উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহপাক মক্কার অধিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত এবং শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এগুলোর শুকরিয়া আদায় না করে কুফুরে লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু মুসান্নিফ রহ: এর মতে এর দ্বারা বিশেষ কোনো জনপদ উদ্দেশ্য নয়। বরং উদাহরণ হিসেবে জনপনা প্রসূত একটি ধ্বংসশীল জনগোষ্ঠীর নমুনা পেশ করে মক্কাবাসীদের কে সতর্ককরা হয়েছে যে, তোমরাও যদি এরূপ হয়ে যাও তাহলে তোমাদের সাথে ও এধরনের আচারণ করা হবে।

قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ঃ বেশিরভাগ উলামায়ে কেরামের মতে, এ আয়াত গুলো দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া আ: উভয়ের ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু হাসান বসরী রহ ও আরো কিছু উলামায়ে কেরামের মতে এ গুলো আদম ও হাওয়ার সাথে খাস নয়। বরং দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যাপকভাবে সবধরণের মানুষের নমুনা পেশ করা হয়েছে। মুসান্নিফ রহ: এর অভিমতও তাই।

قوله تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ঃ কারো কারো মতে এখানে ওলীদ বিন মুগীরা উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসান্নিফ রহ: এর মতে এখানে ব্যাপকভাবে সকল কাফিরের অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

শব্দার্থ ঃ لزوم ما يلتزم ঃ যা চায়নি, তা হয়ে গেছে।

قد يفرضون السؤال والجواب في التفسير

وفي بعض الأحيان يرد في القرآن على شبهة ظاهرة الورود أو يجاب عن سؤال مطوى مفهوم بسهولة، لقصد إيضاح الكلام السابق، لا لأجل أن أحداً وجه هذا السؤال بعينه أو أورد هذه الشبهة بعينها، وكثيراً ما يفترض الصحابة رضي الله عنهم في تقرير ذلك المقام سؤالا، ويشرحون الكلام في صورة السؤال والجواب، والحقيقة لو نظرنا بامعان النظر فالكل كلام واحد مُنَسَّقٌ، لايحتمل نزول بعض عقيب بعض، وجملة واحدة منتظمة لاتفك قيودها على أصل من الأصول.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ তাফসীর করার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম কৃত্রিম প্রশ্নোত্তর সাব্যস্ত করতেন

আর কখনো কখনো পূর্ববর্তী বক্তব্যকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে এমন কোনো সন্দেহের যা অপনোদন করা হয়,দ সেখানে সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক অথবা এমন কোনো পেঁচানো প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়, যা এমনিতেই মনের কোনে উদিত হয়। এ কারণে নয় যে, সেই যুগে কোনো প্রশ্নকারী বাস্তবিকই এই প্রশ্ন করেছিলেন অথবা বাস্তবিকই কেউ ওই সন্দেহ উত্থাপন করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় এসব স্থানকে স্পষ্ট করার জন্য একটি কৃত্রিম প্রশ্ন সৃষ্টিকরে মূল বক্তব্যকে প্রশ্নোত্তরের আকৃতিতে পেশ করতেন।

কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, সম্পূর্ণ কালাম একই সূত্রে গাঁথা। এর এক অংশ অপর অংশের পরে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। (পুরো কালাম) সুশৃঙ্খল একটি বাক্য (এর ন্যায়)। এর কোনো অংশকে কোনো নিয়ম দ্বারা ছিন্ন করা যাবে না।

(সার কথা হল, আলোচ্য স্থান সমূহে প্রকৃতপক্ষে কোনো সন্দেহ বা কোনো প্রশ্নের অবতারণাই হয়নি। বরং পূর্ববর্তী কালামে কেবল সন্দেহ অথবা প্রশ্নের সম্ভাবনার ভিত্তিতেই আল্লাহপাক একটি শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বাড়িয়ে সম্ভাবনাময় সন্দেহ বা প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ স্থানের মর্মকে খুব স্পষ্ট করার জন্য একটি কৃত্রিম প্রশ্ন সৃষ্টি করে বলতেন-যে আয়াতের এ অংশ ওই প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ

হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বানী حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ এর ব্যাপারে বলতেন যে, আয়াতের এ পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোনো কোনো লোক বুঝে নিলেন যে, الْخَيْطُ দ্বারা তাগা উদ্দেশ্য। এ জন্য তারা আপন উভয় পায়ে সাদাকালো দু'টি তাগা বেঁধে রাখতেন যখন এ উভয় তাগা স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন তখন খানাপিনা বন্ধ করতেন। তখন مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি অবতীর্ণ হল। ফলে লোকেরা বুঝতে পারল যে, الْخَيْطُ الأَبْيَضُ ও الْخَيْطُ الأَسْوَدُ দ্বারা সুবহে কাযিব ও সুবহে সাদিক উদ্দেশ্য। অথচ চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, কালামের যে অংশের ব্যাপারে তারা বলে যে, এটি একটি প্রশ্নের ভিত্তিতে পরে অবতীর্ণ হয়েছে, ওই অংশটি আপন পূর্ববর্তী কালামের সাথে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যে, কল্পনাই করা যায় না এ অংশ ছেড়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর পরে প্রশ্নের বিত্তিতে এ অংশ অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের এ ধরনের প্রশ্নের অবতারনা করা ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল। বাস্তবে এখানে এ ধরনের কোনো প্রশ্ন উত্থাপন হয়নি।

শব্দার্থ ঃ وَجَّهَ অর্থ কারো দিকে ফিরিয়ে দেয়া। এখানে উদ্দেশ্য পেশ করা।

قد يريدون التقدم والتأخر الرتبي لا الزماني

وقد يذكر الصحابة رضي الله عنهم التقدم والتأخر ويريدون بذلك : التقدم والتأخير الرتبي لا الزماني كما قال ابن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} "إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهوراً للأموال." ومن المعلوم أن سورة البراءة آخر سورة نزلت وهذه الآية في تضاعيف القصص المتأخرة، وقد كانت فرضية الزكاة قبلها بأعوام، ولكن مراد ابن عمر رضي الله عنهما : تقدم الإجمال على التفصيل بالرتبة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ কখনো সাহাবায়ে কেরাম কোনো আয়াতের ব্যাপারে বলতেন এ আয়াতটি অমুক আয়াতের পূর্বে অথবা পরে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল মর্যাদার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী-পরবর্তী, কালের ক্ষেত্রে নয়

আর কখনো সাহাবা রাযিঃ (কোনো আয়াতের ব্যাপারে) আগপিছ হওয়ার কথা বর্ণনা করে থাকেন। অথচ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মানগত ভাবে আগপিছ। যেমন হযরত ইবনে উমর রাযিঃ আল্লাহ তায়ালার বানী وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ এর ব্যাপারে বলেন,

এ আয়াতটি যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। যখন যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হয়ে যায়, তখন আল্লাহপাক যাকাত কে সম্পদ রাজির জন্য পবিত্র কারী বানিয়ে দেন। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, এ আয়াতখানা যে সূরা তাওবার অন্তর্ভূক্ত সেই তাওবা-ই কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। আর এ আয়াত খানা সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতসমূহের একটি। যাকাত ফরজ হওয়ার বিধান এর কয়েক বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়। এ জন্য ইবনে উমরের বক্তব্যে যে তাকাদ্দম বা অগ্রবর্তী হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা (হাকীকী তাকাদ্দুম উদ্দেশ্য হতেই পারে না। বরং) এখানে تقدم اجمال على التفصيل (অর্থাৎ প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে বিধান অবতীর্ণ হয়ে পরে বিস্তারিতভাবে) হয়েছে। যাকে تقدم رتبي বা মানগত অগ্রবর্তী হওয়া বলা হয়। (অর্থাৎ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ এর মধ্যে সংক্ষেপে যাকাতের হুকুম করা হয়েছে। আর যেসব আয়াতে স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে যাকাতের হুকুম দেয়া হয়েছে তা এই আয়াতের তাফসীল। আর একথা স্পষ্ট যে, اجمال মুকাদ্দম হল تفصيل এর উপর। এজন্য তাকে تقدم শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে)

শব্দ বিশ্লেষণঃ في تضاعيف القصص المتأخرة اى داخلة فيما بين القصص المتأخرة نزولا، المأخوذ من تضاعيف الكتاب اى حواشيه وبين سطوره

شرط المفسر أمران

وبالجملة : فالذي يشترط على المفسر في هذا الباب لا يزيد على أمرين :

الأول : معرفة قصص الغزوات وغيرها مما وقع في الآيات الايماء إلى خصوصياتها، فما لم تُعلم تلك القصص لايتأتى فهم حقيقتها.

والثاني : الإطلاع على فائدة بعض القيود وكذا أسباب التشديد في بعض المواضع تتوقف معرفتها على أسباب النزول.

فن التوجيه

وهذا المبحث الأخير هو في الأصل فن من فنون التوجيه. ومعنى التوجيه : بيان وجه الكلام، وحاصل هذه الكلمة أنه :

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মুফাস্‌সিরের জন্য দু'টি জিনিস জানা আব্যশক

মোটকথা, (উপরে যে বিভিন্ন প্রকার ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে) এসব ঘটনা থেকে মুফাস্‌সিরের জন্য কেবল দু' ধরণের ঘটনা জানা আবশ্যক।

প্রথম প্রকার ঃ গাজওয়া ইত্যাদি সেসব কাহিনী যেগুলোর বিশেষ বিশেষ অংশের দিকে আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এবং এসব কাহিনী না জানলে আয়াতের মর্ম বোঝা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ কিছু কিছু কয়দের ফায়েদা এবং কিছু কিছু জায়গায় কঠোরতা অবলম্বনের কারণ জানা, যেগুলো সম্পর্কে অবগতি লাভ করা শানে নুযুলের উপর নির্ভরশীল।

তাওজীহ শাস্ত্র

এই শেষ বহছ বাস্তবে তাওজীহের শাখা সমূহের একটি। তাওজীহের অর্থ হল, بيان وجه الكلام বা সূরতে কালামের বিবরণ দেয়া। এর সার কথা হল ঃ

◄ قد تقع أحيانا في الآية شبهة ظاهرة لاستبعاد الصورة التي هى مدلول الآية، أو للتناقض بين الآيتين.

◄ أو يصعب فهم مدلول الآية على ذهن المبتدئ.

◄ أو لا تستقر في ذهنه فائدة قيد من القيود.

فإذا قام المفسر بحل هذه الإشكالات اعتبر ذلك "توجيهاً".

أمثلة التوجيه

١- في آية : {يَا أُخْتَ هَارُونَ} فقد سألوا، أن المدة بين موسى وعيسى عليهما السلام طويلة، فكيف يكون هارون أخا لمريم؟ كأن السائل أضمر في خاطره، أن هارون هذا هو هارون أخو موسى عليهما السلام

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ► কখনো কোনো আয়াতে এক ধরনের বাহ্যিক সন্দেহ সৃষ্টি হয় আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ (শরীয়তের বিচারে) দুর্বোধ্য হওয়ার কারণে (অর্থাৎ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ عقيده مسلم বা স্বীকৃত বিশ্বাস অথবা অন্য কোনো অকাট্য নস-এর বিপরীত হওয়ার কারণে এই আয়াতের অর্থ শরীয়তের বিচারে অশুদ্ধ মনে হয়) অথবা দুই আয়াতের মধ্যখানে দ্বন্দ হওয়ার কারণে-

► অথবা প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বিবেক-বুদ্ধির কাছে আয়াতের মিসদাক দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

► অথবা আয়াতের কোনো অংশের ফায়েদা প্রাথমিক শিক্ষার্থীর অন্তরে ফিট হয় না (বরং অস্পষ্ট থেকে যায়)। সুতরাং যখন মুফাস্‌সির এ সকল জটিলতার সমাধান দিতে সচেষ্ট হন, তখন এ সমাধানকে তাওজীহ বলে।

তাওজীহের বিভিন্ন উদাহরণ

(১) যেমন কুরআনের কারীমের আয়াত يَا أُخْتَ هَارُونَ এর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হল যে, মুসা আঃ ও ঈসা আঃ উভয়ের মধ্যখানে তো দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং হারূন (ঈসার মাতা) মরিয়মের ভাই হন কীভাবে? যেন প্রশ্নকারী আপন অন্তরে একথা লুকিয়ে রেখেছে যে, আয়াতে বর্ণিত হারূন দ্বারা মুসা আঃ এর ভাই হারূন উদ্দেশ্য। (এজন্য প্রশ্ন সৃষ্টি হল, মূসা আঃ এর ভাই হারূন মরিয়ম আঃ এর ভাই হন কীভাবে? কারণ মরিয়ম ও মুসাঃ এর মধ্যখানে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে।)

فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل كانوا يسمون بأسماء الصالحين قبلهم،

٢ – وكما سألوا : كيف يمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه في الدنيا على رجليه لقادر على أن يمشيه على وجهه."

٣ – وكما سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن وجه التطبيق بين قول الله تعالى : {لَا تُسْأَلُونَ} وبين آية أخرى، {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} فقال رضى الله عنه: عدم التساؤل في يوم الحشر والتساؤل بعد الدخول في الجنة

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবাব দিয়ে বলেছেন যে, বনী ইসরাঈলগণ অতীতের নেককার বুযুর্গ-গণের নামে আপন সন্তানদের নাম রাখত। (এজন্য মরিয়ম আ: এর ভাইয়ের নাম হযরত হারুন আ: এর নামে রাখা হয়েছিল। সুতরাং এ হারুন মুসা আ: এর যুগের হারুন নন।)

(২) এবং যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সা: কে প্রশ্ন করেছিলেন (যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى وُجُوههمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا) যে, হাশরের দিন-মানুষ কীভাবে আপন চেহারা দিয়ে হাটবে? তখন-হুযুর সা: জবাব দিলেন, যে সত্তা দুনিয়াতে মানুষকে পায়ের উপর চালাতে সক্ষম, তিনি হাশরের মাঠে চেহারার মাধ্যমে হাটাতে সক্ষম হবেন।

(৩) এবং যেভাবে লোকেরা ইবনে আব্বাস রাযি: কে এই দুই আয়াতের মধ্যখানে সামঞ্জস্যের সুরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল আয়াত দুটির একটি হল আল্লাহ তায়ালার বানী فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءلُونَ

(এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কেয়ামতের দিন লোকেরা একে অপরকে কোনো প্রশ্ন করবে না।)

আর দ্বিতীয় আয়াত وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ (এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, একে অপরকে প্রশ্ন করবে) তখন ইবনে আব্বাস রাযি: এ উভয় আয়াতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেন যে, আয়াতে প্রশ্ন না করার কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হাশরের ময়দানে একে অপরকে প্রশ্ন করবে না। আর যে আয়াতে একে অপরকে প্রশ্ন করার সংবাদ দেয়া হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাতে প্রবেশ করার পর একে অপরকে প্রশ্ন করবে। (সুতরাং এখানে কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই।)

٤ – وكما سألوا عائشة رضي الله عنها فقالوا: ان كان السعي بين الصفا والمروة واجبا فلماذا قال الله تعالى : {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} الآية؟ فاجابت رضي الله عنها: بان قوما كانوا يتجنبون ويتحرجون منه فلذلك قال الله تعالى : {لَا جُنَاحَ}

٥ – وكما سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما معنى قيد {إِنْ خِفْتُمْ} فقال صلى الله عليه وسلم : "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " أي أن الكرماء لا يضايقون في الصدقة، فكذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا القيد للتضييق، بل القيد اتفاقي.

وأمثلة التوجيه كثيرة، والغرض هنا التنبيه على معناه.

---

(৪) আর যেমন হযরত আয়েশা রাযি: কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল যে, যদি সাফা মারওয়ার মধ্যখানে সায়ী করা ওয়াজিব হয়, তা হলে আয়াতে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا বলার কারণ কি? কেননা তাতে বলা হয়েছে যে, সাফা মারওয়ার মধ্যখানে সায়ী করতে কোনো অসুবিধা নেই। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সাফা মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করা ওয়াজিব নয় বরং জয়িয। তখন জবাবে বলেছিলেন, একদল লোক সাফামারওয়ার মধ্যখানে সায়ী করা থেকে বিরত থাকত এবং এ কাজকে গোনাহ মনে করত। এজন্যই আল্লাহ পাক বলেছেন لَا جُنَاحَ (তার জবাবের সার কথা হল, এই আয়াত সায়ীর মূল হুকুম বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। মূল হুকুম অন্য নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। বরং এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিছু লোকের অমূলক সন্দেহ দূর করার জন্য। এজন্য আয়াতে لَا جُنَاحَ বলা হয়েছে)

(৫) এবং যেমন হযরত উমর রাযি: রাসূল সা: কে জিজ্ঞেস করেছিলেন আল্লাহর বানী (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) এর মধ্যে إِنْ خِفْتُمْ শব্দের ব্যাপারে যে, এর মর্ম কী? (সফরে নামায কসর করার জন্য সন্ত্রাসী হামলার ভয় থাকা শর্ত না ভয় থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় কসর পড়া যাবে?) তখন হুযুর সা: বলেছিলেন, এটি একটি দান, যা আল্লাহপাক তোমাদেরকে দান করেছেন, সুতরাং তোমরা তাঁর দান গ্রহণ কর। অর্থাৎ দাতাগণ দান করতে কোনো ধরণের কৃপন তার আশ্রয় নেন না। (আর যেহেতু আল্লাহপাক সবচেয়ে বড় দাতা) এজন্য আল্লাহপাক إِنْ خِفْتُمْ শব্দটিকে কোনো সীমাবদ্ধতার জন্য অবতীর্ণ করেননি। বরং এটি হল কয়দে ইত্তে ফাকী। (সুতরাং ভয় থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় কসর পড়া যাবে। মোট কথা এ ধরণের প্রশ্নের সমাধান দেয়াকে তাওজীহ বলে।) আর তাওজীহের উদাহরণ অসংখ্য এখানে কেবল তার অর্থ বোঝানোই উদ্দেশ্য। (এজন্য দু'চারটি উদাহরণ দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।)

يذكر أسباب النزول وتوجيه المشكل في فتح الخبير لفائدتين

وارى من المناسب أن اذكر في الباب الخامس ما نقل البخاري والترمذي والحاكم في تفاسيرهم من أسباب النزول وتوجيه المشكل بسند جيد إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع التنقيح والاختصار لفائدتين :

أولى : أن استحضار هذا القدر من الآثار لابد منه للمفسر كما لابد له من حفظ القدر الذي ذكرناه في ذلك الباب من شرح غريب القرآن.

والثانية : أن يعلم أنه لا دخل لأكثر ما يروى من أسباب النزول في فهم معاني الآيات الكريمة اللهم إلا شيء قليل من القصص التي ذكرت في هذه التفاسير الثلاثة التي هي أصح التفاسير لدى المحدثين.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ফতহুল খবীরে শানে নুযুল ও দুবোর্ধ্য স্থান সমূহের ব্যাখ্যা বর্ণনার উদ্দেশ্য

আমি পঞ্চম অধ্যায়ে ইমাম বুখারী, তিরমীজি, এবং হাকীম রহ: তাদের তাফসীরে হযরত রাসূলে কারীম থেকে সহীহ সনদে যেসব শানে নুযুল ও তাওজীহ নকল করেছেন, সে গুলো সংক্ষিপ্তকারে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা সমীচিন মনে করি। তাতে দুটি উপকারিতা আছে।

এক ঃ কারণ মুফাস্‌সিরের জন্য এ পরিমাণ সনদ ভিত্তিক বর্ণনা স্মরণে রাখা খুবই জরুরী। যেভাবে দুলর্ভ শব্দাবলীর ব্যাখ্যা জানা মুফাস্‌সিরের জন্য জরুরী। যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পেছনে দিয়ে এসেছি।

দুই ঃ একথা বুঝে রাখার জন্য যে, আয়াতের অর্থ অনুধাবনে অধিকাংশ শানে নুযুলের কোনো দকল নেই। অবশ্য এই তাফসীর গ্রন্থত্রয়ে (অর্থাৎ উল্লিখিত হাদীসের কিতাবত্রয়ে) এ জাতীয় জিনিষ খুবই স্বল্পাকরে বর্ণিত হয়েছে। অথচ মুহাদ্দিসগণের নিকট এগুলোই সবচেয়ে বিশুদ্ধতম তাফসীর।

إفراط ابن إسحاق والواقدى والكلبي

وأما إفراط محمد بن إسحاق والواقدى والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من القصة ، فأكثره غير صحيح عند المحدثين، وفي أسانيده نظر، ومن الخطأ البين، ان يعد ذلك من شروط التفسير، ومن يرى أن تدبر كتاب الله تعالى يتوقف على الإحاطة بها، فقد فات حظه من كتاب الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

অনুবাদ ঃ ইবনে ইসহাক ওয়াকিদী এবং কালবী রহঃ প্রমুখের বাড়াবাড়ি

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রহঃ ওয়াকিদী, এবং কালবী রহঃ প্রমুখের বাড়াবাড়ি এবং প্রতিটি আয়াতের অধীনে তারা যে কাহিনীমালা বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিস গণের মতে এগুলোর অধিকাংশ অশুদ্ধ এবং এগুলোর সনদে কথা রয়েছে। এগুলোকে তাফসীরের শর্ত মনে করা মারাত্মক ভুল ধারণা। যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহর কালামে চিন্তা গবেষনা করা এগুলো জানার উপর নির্ভরশীল সে কিতাবুল্লাহ থেকে আপন অংশ হারিয়ে ফেলেছ। (অর্থাৎ সে কিতাবুল্লাহ থেকে খুব একটা উপকৃত হতে পারবেনা, এসব অনর্থক বিষয়ের পেছনে পড়ার কারণে।) **وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم**।

الفصل الرابع

في

بقية مباحث هذا الباب

مما يوجب الخَفاء : حذف بعض الأجزاء أو أدوات الكلام، وإبدال شيء بشيء وتقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم، واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات، لاسيما تصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة التي تكون من لوازم ذلك المعنى عادة، واستعمال الاستعارة المكنية والمجاز العقلي، فلنذكر شيئا من الأمثلة لهذه الأشياء باختصار لتكون بصيرة.

অনুবাদ ঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইলমে তাফসীরের অবশিষ্ট আলোচনা

কুরআনের অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার কারণ ঃ

- বাক্যের কিচু অংশ বা কিছু হরফ উহ্য করে ফেলা।
- এক জিনিষকে অপর জিনিষ দ্বারা বদলে ফেলা।
- পূর্ববর্তীকে পরবর্তীতে আনা।
- পরবর্তীকে পূর্বে আনা।
- এতে মুতাশাবিহাত, ইঙ্গিতাবলী এবং কেনায়ার ব্যবহার করা। বিশেষ করে উদ্দিষ্ট অর্থকে পঞ্চগ্রাহ্য আকৃতিতে পেশ করা যা সাধারণত মূল অর্থের لوازم থেকে হয়ে থাকে। এবং كناية استعاره ও مجاز عقلى ব্যহার করা। আমি সংক্ষিপ্তকারে এ জাতীয় কিছু উদাহরণ পেশ করব যাতে বিষয়টি আপনার বুঝে এসে যায়।

بيان الحذف

اما الحذف فعلى أقسام : حذف المضاف و الموصوف والمتعلق وغير ذلك.

مثل :

◀ قوله تعالى : {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ} اى بر من آمن.

◀ وقوله تعالى : {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً} أي: آية مبصرة، لا أنها مبصرة غير عمياء.

◀ وقوله تعالى : {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} أي: حب العجل.

◀ وقوله تعالى : {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ} الآية أي: بغير قتل نفس

◀ وقوله تعالى : {أَوْ فَسَادٍ} أي بغير فساد.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ হজফের প্রকার ও উদাহরণ

হজফ বা উহ্যকরণ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যথা মুযাফ হজফ করা, মাওসূফ হজফ করা, মুতাআল্লিক হজফ করা ইত্যাদি। যেমন

▸ আল্লাহর বানী وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ অর্থাৎ بر من آمن এখানে لَكِنَّ এর খবর من এর মুজাফ بر শব্দ উহ্য রয়েছে।

▸ এবং আল্লাহর বানী وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً এখানে مبصرة শব্দের মাওসূফ آية উহ্য রয়েছে। (এবং এটা الناقة শব্দ থেকে حال হয়েছে। আর আয়াতের মর্ম হল, আমি ছামুদ সম্প্রদায়কে একটি উটনী দিয়েছিলাম তা দেখার মতো একটি নিদর্শন ছিল।) এটা মর্ম নয় যে, এ উটনীটি দর্শনে সক্ষম ছিল, অন্ধ ছিল না।

▸ এবং আল্লাহর বানী وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (এখানে حب মুজাফ হজফ করা হয়েছে মূলত بغير قتل نفس।)

▸ এবং আল্লাহর বানী أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ (এখানে قتل মুজাফকে হজফ করা হয়েছে)

▸ এবং আল্লাহর বানী أَوْ فَسَادٍ أي بغير فساد (এখানে بغير মুজাফকে হজফ করা হয়েছে)

◄ وقوله تعالى : {مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أيْ ومن في السموات ومن في الأرض، لا أن شيئا واحدا هو في السموات والأرض.

◄ وقوله تعالى : {ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} الآية أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات.

◄ وقوله تعالى : {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} أي: أهل القرية.

◄ وقوله تعالى : {بدلوا نعمة الله كفرا} أي: فعلوا مكان شكر نعمة الله كفراً.

◄ وقوله تعالى : {يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} أي: للخصلة التي هي أقوم.

◄ وقوله تعالى : {بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} أي: بالخصلة التي هي أحسن.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ► এবং আল্লাহর বানী مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض أي مَن موصول (এখানে الأرض শব্দের পূর্বে ومن في السموات ومن في الأرض হজফ করা হয়েছে। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হল, আসমান জমিনের সবকিছু কে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা।) এই অর্থ নয়যে, এ কই জিনিষ আসমানেও আছে, জমিনেও আছে। (যেহেতু এখানে মাহজুফ না মানলে এই দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে অথচ এটা উদ্দেশ্য নয় এজন্য এখানে مَنْ কে উহ্য মানা হয়েছে।)

► এবং আল্লাহর বানী ضعف الحياة وَضِعْفَ الْمَمَات أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات (এখানে الحياة ও المماتَ শব্দদ্বয়ের পূর্বে عذاب মুজাফ উহ্য রয়েয়েছ।

► এবং আল্লাহর বানী وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ أي: أهل القرية (এখানে أهل মুজাফকে হজফ করা হয়েছে, অর্থাৎ গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করো।)

► এবং আল্লাহর বানী بدلوا نعمة الله كفرا أي: فعلوا مكان شكر نعمة الله كفراً (তারা আল্লাহর নেয়ামতের শুকুর নাশুকুর দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। এখানে بدلوا نعمة الله এর স্থলে بدلوا شكر نعمة الله বলা হয়েছে।)

► এবং আল্লাহর বানী يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ أي: للخصلة التي هي أقوم (এখানে الخصلة। মাওসুফকে হজফ করা হয়েছে)

◀ وقوله تعالى : {سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى} أي: الكلمة الحسنى والعدة الحسنى.

◀ وقوله تعالى : {عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} أي على عهد ملك سليمان.

◀ وقوله تعالى : {وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ} أي على ألسنة رسلك.

◀ وقوله تعالى : {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} أي: أنزلنا القرآن، وإن لم يسبق له ذكر.

◀ وقوله تعالى : {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} : أي توارت الشمس.

◀ وقوله تعالى : {وَمَا يُلَقَّاهَا} أي: خصلة الصبر.

◀ وقوله تعالى : {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} فيمن قرأ بالنصب، أي: جعل منهم من عبد الطاغوت.

▶ এবং আল্লাহর বানী سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أي: الكلمة الحسنى والعدة الحسنى (এখানে الكلمة ও العدة এদুটি মাওসুফকে হজফ করা হয়েছে)

▶ এবং আল্লাহর বানী عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ أي على عهد ملك سليمان (এখানে عهد মুজফকে হজফ করা হয়েছে)

▶ এবং আল্লাহর বানী وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ أي على ألسنة رسلك (যে ওয়াদা আপন রাসূলগণের ভাষায় করেছিলেন। এখানে ألسنة মুজাফকে হজফ করা হয়েছে)

▶ এবং আল্লাহর বানী إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أي: أنزلنا القرآن (যমীরে মানসুবের مرجع হল কুরআন মজীদ) যদিও কুরআনের আলোচনা পূর্বে হয়নি। (এখানে যমীরের مرجع হজফ করা হয়েছে।)

▶ এবং আল্লাহর বানী : حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ أي توارت الشمس (এখানে যমীরের مرجع হজফ করা হয়েছে। কারণ যমীর প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে الشمس এর দিকে। অথচ এটা محذوف রয়েছে। অথবা এখানে فاعل মাহজুফ রয়েছে। কারণ ইমাম কাসায়ীর মতে فاعل কে সর্বাবস্থায় উহ্য রাখা বৈধ।)

▶ এবং আল্লার বানী وَمَا يُلَقَّاهَا أي: خصلة الصبر (এখানে যমীরের مرجع অর্থাৎ خصلة কে হজফ করা হয়েছে)

▶ এবং আল্লাহর বানী وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ فيمن قرأ بالنصب، أي: جعل منهم من عبد الطاغوت (এই সুরতে فعل অতীতকালীন হয়ে যায় এবং فعل এর পূর্বে من শব্দটি মাওসুলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা উহ্য আছে।)

◀ وقوله تعالى : {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} فيمن قرأ بالنصب، أي: جعل منهم من عبد الطاغوت.

◀ وقوله تعالى : {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} أي جعل له نسباً وصهرا.

◀ وقوله تعالى : {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ} أي: من قومه.

◀ وقوله تعالى : {أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ} أي كفروا نعمة ربهم اوكفروا بربهم بنزع الخافض.

◀ وقوله تعالى : {تَفْتَأُ تَذْكُرُ} أي: لا تفتؤ، ومعناه: لا تزال.

◀ وقوله تعالى : {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} ، أي: يقولون ما نعبدهم.

◀ وقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ} أي: الذين اتخذوا العجل إلهاً.

◀ وقوله تعالى : {تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ} أي: وعن الشمال.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▸ এবং আল্লাহর বানী فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا أي جعل له نسبا وصهرا (এবং মানুষের জন্য বংশ ও শশুরালয় বানিয়েছেন। এখানে لام কে হজফ করা হয়েছে।)

▸ এবং আল্লাহর বানী وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ أي: من قومه (এখানে من হরফে জারকে হজফ করা হয়েছে।)

▸ এবং আল্লাহর বানী أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أي كفروا نعمة ربهم (এখানে نعمة মুজাফকে হজফ করা হয়েছে) অথবা كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ (এমতাবস্থায় এখানে ب হরফে জারকে হজফ করা হয়েছে।)

▸ এবং আল্লাহর বানী تَفْتَأُ تَذْكُرُ أي: لا تفتؤ، (এখানে لاء نافيه কে হজফ করা হয়েছে।) এর অর্থ হলঃ لا تزال

▸ এবং আল্লাহর বানী مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى أي: يقولون ما نعبدهم (এখানে يقولون হজফ করা হয়েছে)

▸ আল্লাহর বানী إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ أي: الذين اتخذوا العجل إلهاً (এখানে দ্বিতীয় مفعول কে হজফ করা হয়েছে।)

▸ এবং আল্লাহ তায়ালার বানী تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ أي: وعن الشمال (এখানে معطوف কে হজফ করা হয়েছে।)

◀ وقوله تعالى : {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ} أي: تقولون: إنا لمغرمون.

◀ وقوله تعالى : {وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً} أي: بدلا مِنكُم.

◀ وقوله تعالى : {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ} أي: أمض.

حذف خبر إن والجزاء والمفعول والمبتداء وماشابهها مطرد

وليعلم أن حذف خبر "إن" أو حذف جزاء الشرط أو مفعول الفعل أو مبتدأ الجملة وماأشبه ذلك مطرد في القرآن الكريم، إذا كان فيما بعده دلالة علي حذفه، نحو :

◀ قوله تعالى : {فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} أي: فلو شاء هدايتكم لهداكم.

◀ وقوله تعالى : {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ} أي: هذا الحق من ربك.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▶ এবং মহান আল্লাহর বানী فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ أي: تقولون: إنا لمغرمون (এখানে تقولون ক্রিয়াটি হজফ করা হয়েছে।)

▶ এবং আল্লাহ তায়ালার বানী وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا منكُم مَّلائكَةً أي: بدلا منكُم مَّلائكَةً (এখানে مِنكُم এর মুতাআল্লক بدلا কে জফ করা হয়েছে)

▶ এবং আল্লাহর বানী كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ أي: أمض كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ (এখানে أمض ক্রিয়াটিকে হজফ করা হয়েছে।)

إن এর خبر, جزاء, مفعول, مبتداء, ইত্যাদি হজফ করা অধিক প্রচলিত

জানা উচিত যে, ان এর خبر, شرط এর جزاء, فعل এর مفعول এবং مبتداء ইত্যাদিকে কুরআনের অনেক জায়গায় হজফ করা হয়েছে। তবে শর্ত হল এগুলোর পর হজফের উপর দালালতকারী কোনো চিহ্ন থাকা চাই। যেমন-

▶ আল্লাহর বানী فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ أي: فلو شاء هدايتكم لهداكم (هدايتكم শব্দ যা شَاءَ এর مفعول তা এখানে উহ্য রয়েছে। جزاء যার উপর দালালত করছে।)

▶ আল্লাহর বানী الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ أي: هذا الحق من ربك (এখানে هذا মুবতাদা মাহজুফ রয়েছে)

◀ وقوله تعالى : {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا} أي: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح، فحذف الثاني لدلالة قوله :{أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ}.

◀ وقوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ} أي: إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا.

لا حاجة الى تفتيش العامل في كلمة "إذ"

وليعلم أيضا أن الأصل في مثل قوله تعالى : {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ} و قوله : {وَإِذْ قَالَ مُوسَى} أن تكون كلمة "إذ" ظرفا لفعل من الأفعال، ولكنها نقلت إلى معنى التخويف والتهويل

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ◀ আল্লাহর বানী لا يستوي منكم من أنفق من قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا يعنى لا يستوي منكم من أنفق من قَبْلِ الْفَتْحِ وقاتل و من انفق من بعد الفتح وقاتل (এখানে لَا يَسْتَوِي এর মাফউলের দ্বিতীয় অংশ و من انفق من بعد الفتح وقاتل হজফ করে দেয়া হয়েছে আল্লাহর বানী أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا টি এর উপর দালালত করার কারণে।)

◀ এবং আল্লাহর বানী وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ يعنى إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا (এখানে إِذَا এর জওয়াব أعرضوا মাহজুফ রয়েছে। كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ এর উপর দালাত করছে।)

إذ শব্দের عامل তালাশ করার প্রয়োজন নেই

আরেকটি কথা জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর বানী وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ এবং আল্লাহর বাণী وَإِذْ قَالَ مُوسَى ইত্যাদি স্থানে (অর্থাৎ যেখানে কোনো ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য اذ ظرفية ব্যবহার করা হয়-এবং إذ শব্দের عامل ইবারতে উল্লেখ না থাকে, এসব স্থানে) নিয়ম তো ছিল, اذ কোনো فعل এর ظرف হবে। কিন্তু এখানে ظرفية কে ভীতি প্রদর্শনের অর্থের দিকে নকল করে নেয়া হয়েছে। (এজন্য এর কোনো عامل তালাশ করা যাবে না।)

كمثل الذي يذكر المواضع الهائلة أو الوقائع العظيمة على سبيل التعداد، من دون تركيب للجمل، ومن غير وقوع للكلمات في حيز الإعراب، بل المقصود ذكرها بأعينها، حتى ترتسم صورها في ذهن المخاطب، ويستولى الخوف منها على قلبه.

فالتحقيق : أنه لايلزم في أمثال هذه المواضع تفتيش العوامل، والله أعلم.

حذف الجار من "أن" مطرد

وليعلم أيضاً أن حذف الجار من "أن" المصدرية مطرد في كلام العرب، والمعنى "لأن" أو "بأن".

حذف جوابْ "لو" الشرطية

وليعلم أيضاً أن الأصل في مثل قوله تعالى : {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ} و قوله تعالى : {وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ}، أن يكون جواب الشرط محذوفا، إلا أنهم نقلو هذا التركيب إلى معنى التعجب فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف. والله أعلم.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এর উদাহরণ হল, কোনো ব্যক্তি ভয়ঙ্কর স্থান এবং ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী কে গননার ভিত্তিতে কোনো বাক্যের সাথে জুড়ে দেয়া ছাড়াই এবং এ রাবের অন্তর্ভূক্ত করা ছাড়াই উল্লেখ করে থাকে। এ বিববরণ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হল এসব ঘটনার চিত্র সম্বোধিত ব্যক্তির স্মৃতিপটে চিত্রায়িত করা। যাতে এসব ঘটনার কারণে সম্বোধিত ব্যক্তির অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। সুতরাং বাস্তব কথা হল, এসকল স্থানে عامل খোঁজার কোনো প্রয়োজন নেই। والله أعلم (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)।

أن مصدرية এর উপর থেকে হরফে জার ব্যাপক আকারে হজফ করা

এটাও জেনে রাখ আবশ্যক যে,أن مصدريةএর উপর থেকে হরফে জার হজফ করে দেয়া আরবীভাষায় খুব বেশি প্রচলিত এবং এর অর্থ হয় لان বা بان।

لو شرطية এর জবাব উহ্য রাখা

একথাও জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তায়ালার বাণী وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ এবং আল্লাহর বানী وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ইত্যাদি স্থানে (যেখানে ভয়ঙ্কর অবস্থা বা ভয়ঙ্কর স্থানের বিবরণ দেয়া হয় لو দ্বারা।) নিয়ম তো ছিল شرط এর জওয়াব মাহজুফ হবে। কিন্তু (এসব স্থানে) আরবরা এটাকে আশ্চর্য (تعجب) এর অর্থে রূপান্তর করে নিয়েছে। সুতরাং (এসব স্থানে) মাহজুফ جزاء খোঁজার কোন জরুরত নেই। والله أعلم

بيان الإبدال

أما الإبدال فإنه تصرف كثير الفنون :

إبدال فعل بفعل:

قد يذكر سبحانه وتعالى فعلا مكان فعل، لاغراض شتى، وليس استقصاء تلك الأغراض من وظيفة هذا الكتاب، نحو :

◄ وقوله تعالى : {أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ} أي: يسب آلهتكم وكان أصل الكلام "أهذا الذي يسب" ولكن كره ذكر السب، فأبدل بالذكر،

ومن هذا القبيل ما يقال في العرب : "أصيب أعداء فلان بمرض" "وشرفنا بالمجئ عبيد حضرة" أو "عبيد الجناب العالي مطلعون على هذه المقدمة"،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

ইবদাল বা পরিবর্তনের বিবরণ

ইবদালের শাখা প্রশাখা অনেক।

এক فعل দ্বারা অন্য فعل কে পরিবর্তন করা ঃ

(ইবদালের প্রকারগুলোর মাঝ থেকে একটি হল) কখনো বিভিন্ন উদ্দেশে এক فعل কে অন্য فعلএর স্থলে নিয়ে আসা হয়। তবে এসকল উদ্দেশ্যের পুরোপুরি বিবরণ দেয়া এ কিতাবের জিম্মাদারি নয়। (এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।)

► যেমন আল্লাহর বানী أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ (এটি কি এই যে, সে তোমাদের মাবুদদের নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ তাদেরকে গালি গালাজ করে) মুল ইবারত أَهَذَا الَّذِي يسب হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু يسب শব্দকে উল্লেখ করা অপছন্দের চোখে দেখা হয়েছে, এজন্য এর স্থলে يَذْكُرُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (অর্থাৎ কাফিররা আপন মাবুদদের গালি গালাজ করাকে নিজ ভাষায় প্রকাশ করা অপছন্দের চোখে দেখেছে। এ জন্য তারা এর স্থলে يَذْكُرُ শব্দ নিয়ে এসেছে।)

এ প্রকারেরই অন্তর্ভূক হল ওই কথা, (ফার্সী) ভাষায় প্রচলিত রয়েছে যে, অমুকের দুশমন অসুস্থ হয়ে গেছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অমুক অসুস্থ হয়ে গেছে। এভাবে বলা হয়ে থাকে "হযরতের বান্দাগণ এসে আমাকে সম্মানিত করেছেন" অথবা "জনাব আলীর বান্দাগন এই মুকদ্দমা সম্পর্কে অবগত "

والمراد قد مرض فلان وقدم سعادة فلان، واطلع سمو فلان.

◀ وقوله تعالى : {ولاهم مِنَّا يُصْحَبُونَ} أي: منا لا ينصرون، لما كانت النصر لا تتصور بدون الاجتماع والصحبة، أبدل "ينصرون" "بيصحبون".

◀ وقوله تعالى : {ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أي خفيت لأن الشيء إذا خفى علمه ثقل على أهل السموات والأرض.

◀ وقوله تعالى : {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} . أي: عفون لكم عن شيء من طيبة أنفسهن.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জনাব আলী বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। (দেখুন এখানে জনাব আলী প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য আলীর বান্দাগণ" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেন বিনা মাধ্যমে হযরতের দিকে কোনো ক্রিয়ার সম্বন্ধ করা বেয়াদবি)

▶ এবং আল্লাহ তায়ালার বানী ولا هم مِنَّا يُصْحَبُونَ اى منا لاينصرون (এখানে لاينصرون এর স্থলে يُصْحَبُونَ আনা হয়েছে।) কারণ একত্রিত হওয়া ও সাক্ষাত করা ব্যতিরেকে সাহায্যের কল্পনাই করা যায় না। (কারণ সাহায্য করতে হলে সাহায্যকারী সাহায্য প্রার্থীর কাছে আসতে হবে।) এজন্য لاينصرون এর স্থলে لا يُصْحَبُونَ ব্যবহার করা হয়েছে।

▶ এবং আল্লাহ তায়ালার বানী ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أي خيفت (আসমান যমীনে তা গোপন থাকবে। এখানে خيفتَ এর স্থলে ثَقُلتْ আনা হয়েছে।) কেননা যখন কোনো বস্তুর ইলম গোপন থাকে, তা আসমান ও জমীন বাসীর কাছে ভারী হয়ে যায় (এজন্য خيفت এর স্থলে ثَقُلَتْ ব্যবহার করা হয়েছে।)

▶ এবং আল্লাহ তায়ালার বানী فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} . أي: عفون لكم عن شيء من طيبة أنفسهن (অত:পর তারা মাঝ থেকে আপন খুশিমত কতককে ক্ষমা করে দেবেন। এখানে عفون এর স্থলে طِبْنَ ক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়েছে।)

ابدال اسم باسم

وقد يذكر سبحانه وتعالى : اسماً مكان اسم، نحو:

◀ قوله تعالى : {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} أي خاضعة.

◀ قوله تعالى : {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} أي: من القانتات.

◀ قوله تعالى : {وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} أي: من ناصر.

◀ قوله تعالى : {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} أي: من حاجز.

◀ قوله تعالى : {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} أي: أفراد بني آدم. أفرد اللفظ لأنه اسم جنس.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এক ইসমকে অপর ইসম দ্বারা পরিবর্তন করা

আল্লাহ তায়ালা কখনো এক ইসমের স্থলে অপর ইসম ব্যবহার করে থাকেন। যেমন-

(১) আল্লাহ তায়ালার বাণী فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ অর্থাৎ خاضعة (এখানে خَاضِعِينَ টা أَعْنَاق থেকে حَالَ হয়েছে। আর غير ذوى العقول এর বহুবচনের صِفَتَ যেহেতু واحد مؤنث অথবা جمع مؤنث এসে থাকে, তাই خاضعة অথবা خاضعات হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল। তা পরিবর্তন করে خَاضِعِينَ বলে দিয়েছেন।)

(২) আর আল্লাহ তায়ালার বাণী وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ অর্থাৎ مِنَ الْقَانِتات (স্ত্রী লিঙ্গের বহুবচন الف ও تاء দিয়ে এসে থাকে ي ও نون দিয়ে নয়। তাই الْقَانِتات হওয়ার ছিল। কিন্তু দতস্থলে الْقَانِتِينَ বলে দিয়েছেন।)

(৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ অর্থাৎ مِّن نَّاصِرٍ (এখানে একবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করেছেন।)

(৪) আল্লাহ তায়ালার বাণী فَمَا مِنكُم مِّنْ أُحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ অর্থাৎ حَاجِزٍ (এখানে ও একবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করেছেন।)

(৫) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (এখানে الإِنسَانَ দ্বারা ব্যাক্তি উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা বহুবচন উদ্দেশ্য) অর্থাৎ افراد بَنِيْ أدم (তথা আদম জাতী) এখানে শব্দটিকে একবচন এনেছেন। কেননা তা اسم جنس (এই جنس হিসেবে তাতে বহুবচনের অর্থ এসে গেছে।)

◀ قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا} المعنى: يا بني آدم، انكم، أفرد اللفظ لأنه اسم جنس.

◀ قوله تعالى : {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ} يعني: أفراد الناس.

◀ قوله تعالى : {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} أي نوحاً وحده.

◀ قوله تعالى : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} أي: إني فتحت لك.

◀ قوله تعالى : إِنَّا لَقَادِرُونَ} أي: إني لقادر.

◀ قوله تعالى : {وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ} أي: يسلط محمداً صلى الله عليه وسلم.

◀ قوله تعالى : {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} أي عروة الثقفي وحده.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৬) আল্লাহ তায়ালার বাণী يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا অর্থ হচ্ছে يا بنى أدم انكم (হে মানবজাতি নিশ্চয় তোমরা) একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। (অথচ বহুবচন উদ্দেশ্য।) কেননা, তা اسم جنس (এই جنس হিসাবে তাতে বহুবচনের অর্থ এসে গেছে।)

(৭) আল্লাহর বাণী وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ অর্থাৎ افراد الإنسَانُ (তথা মানব জাতি। এখানে বহুবচনের স্থলে একবচন ব্যবহার করেছেন। কেননা শব্দটি اسم جنس)

(৮) আল্লাহ তায়ালার বাণী كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ অর্থাৎ نوحا وحده (শুধুমাত্র নহূ আ.। নূহ আ. এর কাওম শুধুমাত্র নূহ আ. কেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাই الْمُرْسَلِينَ এর স্থলে نوحا অথবা المرسل اليهم হওয়া উচিত ছিল। এর পরিবর্তে الْمُرْسَلِينَ বহুবচন নিয়ে এসেছেন।)

(৯) আল্লাহ তায়ালার বাণী إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ অর্থাৎ إِنِّى فَتَحْتُ لَكَ (এখানে فاعل হলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি একক।তাই এক বচনের সর্বনাম আনাই বাঞ্চনীয় ছিল।)

(১০) আল্লাহর বাণী إِنَّا لَقَادِرُونَ অর্থাৎ إِنِّى لَقَادِرُ (এখানেও আল্লাহ তায়ালা উদ্দেশ্য। তাই বহুবচনের পরিবর্তে এক বচন হওয়াই উচিৎ ছিল)

(১১) আল্লাহর বাণী وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ অর্থাৎ يُسَلِّطُ محمدا صلى الله عليه وسلم (এখানে ও একবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করেছেন।)

(১২) আল্লাহ তায়ালার বাণী الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ অর্থাৎ النَّاسُ দ্বারা শুধুমাত্র ওরয়াহ সক্বফী উদ্দেশ্য। তাকে النَّاسُ শব্দ দিয়ে উল্লেখ করেছেন।)

◀ قوله تعالى : {فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ} أي: طعم الجوع، أبدل الطعم باللباس إيذانا بأن الجوع له أثر من القحول والذبول ما يعم البدن ويشمله كاللباس.

◀ قوله تعالى : {صِبْغَةَ اللَّهِ} أي: دين الله .أبدل بالصبغة إيذانا بأنه كالصبغ تتلون به النفس أو مشاكلة بقول النصارى في المعمودية.

◀ قوله تعالى : {وَطُورِ سِينِينَ} أي: طور سيناء.

◀ قوله تعالى : {سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ} أي على إلياس، قلب الاسمان للازدواج.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (১৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ অর্থাৎ طعم الْجُوعِ (আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষুধার পোষাক তথা ক্ষুধার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন।) এখানে طعم কে لِبَاسَ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, পোষাকের ন্যায় গোটা শরীরে দূর্বলতা ও নিস্তেজতা বিস্তারে ক্ষুধার বেশ প্রভাব রয়েছে। (অতএব لِبَاسَ শব্দের মধ্যে استعاره مصرحه تبعيه রয়েছে।)

(১৪) আল্লাহ তায়ালার বাণী صِبْغَةَ اللَّه অর্থাৎ دين اللَّه) صِبْغَةَ اللَّه এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর রং। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর মনোনি দ্বীন।) دين الله কে صِبْغَةَ দ্বারা পরিবর্তন করেছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, রংয়ের ন্যায় এর দ্বারাও আত্মা সুশোভিত হয়ে থাকে (অর্থাৎ রং যেভাবে কোনো বস্তুকে রঙ্গীন করে তোলে দ্বীন সেভাবে আত্মাকে সুশোভিত করে তুলে।) অথবা (دين اللَّه কে صِبْغَةَ اللَّه দ্বারা উল্লেখ করেছেন) খ্রীষ্টানদের ওই কথার সাথে যা তারা স্বীয় সন্তানদেরকে হলুদ রং দ্বারা রাঙ্গানোর সময় বলে থাকে, এর সাথে

সাদৃস্যতার জন্য (মোটকথা صبغة الله দ্বারা استعاره হিসাবে دين الله উদ্দেশ্য অথবা صنعت مشاكلت হিসাবে دين الله কে صبغة الله দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।)

(১৫) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَطُورِ سِينِينَ অর্থাৎ طور سيناء) سيناء এর স্থলে سِينِينَ বলে দিয়েছেন)

(১৬) আল্লাহ তায়ালার বাণী سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ অর্থাৎ عَلَى إِلْيَاسِ (إِلْ يَاسِينَ এর স্থলে إِلْيَاس বলে দিয়েছেন) উভয় ইসম (سِيناء ও إِلْيَاس) কে বহুবচনে রূপান্তরিত করা হয়েছে فاصله তথা অন্তমিলের স্বার্থে।

إبدال حرف بحرف

وقد يذكر سبحانه وتعالى : حرفا مكان حرف، نحو:

قوله تعالى : {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} ، أى عل الجبل، كما تجلى في المرة الأولى على الشجرة .

قوله تعالى : {هُمْ لَهَا سَابِقُونَ} أي: إليها سابقون .

قوله تعالى : {لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ} أي: لكن من ظلم، فهو استيناف.

قوله تعالى : {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} أي: على جذوع النخل.

قوله تعالى : {أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ} أي: يستمعون عليه.

قوله تعالى : {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} أي منفطر فيه.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এক হরফকে অন্য হরফ দিয়ে পরিবর্তন করা

আল্লাহ তায়ালা কখনো এক হরফকে অপর হরফের স্থলে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, (১) আল্লাহ তায়ালার বাণী فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ অর্থাৎ على الْجَبَلِ যখন আল্লাহ তায়ালা পাহাড়ে তাজাল্লী প্রকাশ করলেন, যেভাবে প্রথমবার (প্রথম ওহী নাজিলের সময়) গাছের উপর তাজাল্লী প্রকাশ করেছিলেন। (এখানে على এর পরিবর্তে لام ব্যবহার করেছেন।)

(২) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ অর্থাৎ اليها سَابِقُونَ (এখানে الى এর স্থরে لام ব্যবহার করেছেন।)

(৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، إلاَّ مَن ظَلَمَ অর্থাৎ لكن مَن ظَلَم (কেননা) এটি হচ্ছে সতন্ত্র বাক্য। (এখানে لكن এর স্থলে إلاَّ ব্যবহার হয়েছে)

(৪) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ অর্থাৎ على جُذُوعِ النَّخْلِ (এখানেও في এর স্থলে على এসেছে।)

(৫) আল্লাহ তায়ালার বাণী أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فيه অর্থাৎ يَسْتَمِعُونَ عليهِ (এখানেও على এর স্থলে في ব্যবহার হয়েছে)

(৬) আল্লাহ তায়ালার বাণী السَّمَاء مُنفَطِرٌ به অর্থাৎ مُنفَطِرٌ فيه (আকাশ সে দিন ফেটে যাবে। এখানে في এর স্থলে باء এসেছে।)

قوله تعالى : {مُسْتَكْبِرِينَ بِه} أي: عنه.

قوله تعالى : {أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} أي: حملته العزة على الإثم.

قوله تعالى : {فَاسْأَلْ به خَبِيرًا} أي فاسأل عنه.

قوله تعالى : {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} أي: مع أموالكم.

قوله تعالى : {إِلَى الْمَرَافِقِ} أي: مع المرافق.

قوله تعالى : {يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّه} أي: يشرب منها.

قوله تعالى : {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} أي: أن قالوا.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৭) আল্লাহ তায়ালার বাণী مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ অর্থাৎ عنه (এখানে عن এর অর্থে باء এসেছে)

(৮) আল্লাহ তায়ালার বাণী أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بالإثم অর্থাৎ حملتهُ الْعِزَّةُ على الإثم (অহংকার তাকে পাপে উদ্ধুদ্ধ করেছে। এখানে على এর স্থলে باء এসেছে।)

(৯) আল্লাহ তায়ালার বাণী فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا অর্থাৎ فَاسْأَلْ عنه (এখানে عن এর অর্থে باء এসেছে)

(১০) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ مع أَمْوَالِكُمْ (এখানে مع এর স্থলে إِلَى এসেছে।)

(১১) আল্লাহ তায়ালার বাণী إِلَى الْمَرَافِقِ অর্থাৎ مع الْمَرَافِقِ (এখানেও مع এর অর্থে إِلَى ব্যবহৃত হয়েছে।)

(১২) আল্লাহ তায়ালার বাণী يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّه অর্থাৎ يَشْرَبُ منها (এখানে من এর অর্থে باء ব্যবহৃত হয়েছে।)

(১৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ অর্থাৎ ان قالوا (সম্ভবত এখানে لِأَنْ এর অর্থে اذ ব্যবহৃত হয়েছে। لام جارة গতানুগতিক ভাবে পড়ে গেছে। সম্ভবত এর দ্বারা একথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, تعليل এর অর্থে اذ ظرفيه এসেছে।)

إبدال جملة بجملة

وقد يورد جملة مكان جملة، مثلا اذا دلت جملة على حاصل مضمون الجملة أخرى، وسبب وجودها فتبدل بتلك الجملة، نحو:

◄ قوله تعالى : {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} أي: إن تخالطوهم فلا بأس لانهم أخوانكم إخوانكم، وشأن الأخ أن يخالط أخاه.

◄ قوله تعالى : {لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ} أي: لوجدوا ثواباً، ومثوبة من عند الله خير.

◄ قوله تعالى : {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} أي: إن سرق فلا عجب لأنه سرق أخ له من قبل.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এক বাক্যের স্থলে অপর বাক্য ব্যবহার করা

কখনো এক বাক্যের স্থলে অপর বাক্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন যখন একটি বাক্য অপর বাক্যের বিষয় বস্তুর মূল কথা ও এর وجود এর سبب বুঝায় তখন ওই বাক্য দিয়ে তা পরিবর্তন করা যায়। যেমন, (১) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ যদি তোমরা তাদের খরচা মিলিয়ে নেও, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা তারা তোমাদের ভাই। আর ভ্রাতৃত্বের চাহিদা হল ভাইকে মিলিয়ে নেয়া। (এখানে جزاء তথা لابأس উহ্য রয়েছে। আর পরবর্তী বাক্য فَإِخْوَانُكُمْ অর্থাৎ فانهم إخوانكم এর سبب বাতলে দিচ্ছে। তাই جزاء কে উহ্য করে এর علت এর প্রতি ইঙ্গিত وعلت বাহি বাক্যকে এর স্থলভিষিক্ত করে দেয়া হয়েছে।)

(২) আল্লাহ তায়ালার বাণী لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عند اللّٰه خَيْرٌ অর্থাৎ- لوجدوا ثوابا لَوجدوا ثوابا টাجزاء এর وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ وَاتَّقَواْ (এখানে ومَثُوبَة مِّنْ عند اللّٰه خَيْرٌ উহ্য রয়েছে। এর সার কথা ও ফলাফল হচ্ছে-لمَثوبَةٌ مِّنْ عند اللّٰه خَيْرٌ.

এর সারকথা ও ফলাফল বাহি বাক্যকে جزاء এর স্থলাভিষিক্ত করে جزاء কে উহ্য করা হয়েছে। পূর্ণ আয়াত হল, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عند اللّٰه خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ)

(৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী إن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ من قَبْلُ অর্থাৎ إن يَسْرِقْ فلا عجب لانه سَرَقَ أَخٌ لَّهُ من قَبْلُ (এখানে فَقَدْ سَرَقَ বাক্য পূর্বে উল্লেখিত শর্তের جزاء তথা فلا عجب এর علت। এবাক্যকে جزاء এর স্থলাভিষিক্ত করে جزاء কে উহ্য করে দেয়া হয়েছে।)

◀ قوله تعالى : {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ} أي: من كان عدواً لجبريل فإن الله عدو له فإنه نزله على قلبك باذنه، فعدوه يستحق أن يعاديه الله تعالى فحذف، "فإن الله عدو له" بدليل الآية التالية، وأبدل منه {فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قلبك}.

إبدال التنكير بالتعريف

وقد يقتضي أصل الكلام التنكير فيتصرفون فيه بادخال اللام والإضافة، ويبقى المعنى على التنكير الأوّل، نحو:

◀ قوله تعالى : {وَقِيلِهِ يَا رَبِّ} أي: قيل له يا رب، فأبدل بقيله لأنه أخصر في اللفظ.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৪) আল্লাহ তায়ালার বাণী مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّ الله عدوا له فانه نَزَّلَهُ অর্থাৎ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنه فعدوه ليستحق ان يعاديه الله تعالى যে ব্যক্তি জিব্রাঈলের শত্রু সে নিঃসন্দেহে আল্লাহর শত্রু। কেননা জিব্রাঈল আ. আল্লাহর নির্দেশেই আপনার অন্তরে কুরআন নাজিল করেছেন। অতএব জিব্রাঈলের আ. শত্রু যোগ্যতা রাখে যে, আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা রাখবেন। অতএব এখানে শর্ত এর جزاء তথা فَإِنَّ الله عدوا له কে উহ্য করে দিয়েছেন, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ عَلت وسبب এর প্রতি ইঙ্গিত করার কারণে। আর এর পরিবর্তে এর لِّلْكَافِرِينَ বাহি বাক্য فانه نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ নিয়ে এসেছেন।

نكره কে معرفه দ্বারা পরিবর্তন করা

কখনো মূল কালাম نكره হওয়া চায়। তখন তাতে الف ولام প্রবিষ্ট করে বা এযাফত করে পরিবর্তন করে দেয়া হয় কিন্তু অর্থ পূর্বেকার نكره এর উপর অটল থাকে। যেমন (১) আল্লাহ তায়ালার বাণী وقيله يا رب অর্থাৎ وقيل له يا رب (এখানে قيل মাছদার نكره ছিল) অতঃপর (এযাফত করে) قيله দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। কেননা শাব্দিক দিক থেকে তা সংক্ষিপ্ত। (قيله يا رب এটি সূরা যুখরূফের আয়াত। قيل মাছদার। এটি وعنده علم الساعة এর الساعة এর উপর عطف হওয়ার কারণে مجرور আর এর ضمير দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। এর অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালার নিকট কিয়ামতের ইলম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা يارب أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ এর ইলম রয়েছে।)

◀ قوله تعالى : {حَقُّ الْيَقِينِ} أي حق يقين، أضيف ليكون أيسر في اللفظ.

إبدال التذكير والتأنيث والإفراد بأضدادها

وقد يقتضي سنن الكلام الطبيعي تذكير الضمير أو تأنيثه أو إفراده، فيخرجه سبحانه وتعالى عن ذلك السنن الطبيعي ويذكر المؤنث مكان المذكر، وبالعكس، ويأتي بالجمع مكان المفرد رعاية للمعاني، نحو:

◀ قوله تعالى : { فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ}.

◀ قوله تعالى : { مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (২) আল্লাহ তায়ালার বাণী حق اليقين অর্থাৎ حق يقين (এখানে) উচ্চারনে সহজতার স্বার্থে (একটিকে অপরটির দিকে) এযাফত করা হয়েছে।

পুঃলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ ও একবচনকে এর বিপরীত শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করা

কখনো বাক্যের স্বাভাবিক নিয়মের চাহিদা হয়ে থাকে সর্বনাম পুং লিঃ স্ত্রী লিঃ বা একবচন হওয়া। কিন্তু অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তা'আলা এ স্বাভাবিক নিয়ম ভেঙ্গে পুঃলিঙ্গের স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের স্থলে পুঃলিঙ্গ ব্যবহার করে থাকেন এবং একবচনের স্থলে বহুবচন এনে থাকেন। যেমন–

(১) আল্লাহ তায়ারার বাণী فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَآ أَكْبَرُ (থেকে يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ পর্যন্ত। এই আয়াতে الشَّمْسَ টি স্ত্রী লিঙ্গ। তাই এর اسم اشاره স্ত্রীলিঙ্গ هذه আসাই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু اسم اشاره এর خبر পুঃলিঃ হওয়ায় তাকে পুঃলিঃ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তেমনিভাবে قوم হচ্ছে একবচন। তাই এর সর্বনাম একবচন হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ তায়ারার বাণী مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (এখানে اسْتَوْقَدَ ফেল এ একবচনের সর্বনাম আনা হয়েছে اسم موصول তথা الذى একবচন হওয়ার বিবেচনায়। আবার এর দিকে প্রত্যাবর্তীত نُورِهِمْ এর সর্বনাম বহুবচন নেয়া হয়েছে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে। কেননা الَّذِي দ্বারা وحدت جنسى উদ্দেশ্য। এ বিবেচনায় তাতে আধিক্যের অর্থ রয়েছে।)

إبدال التثنية بالمفرد

وقد يورد المفرد مكان التثنية، نحو:

◀ قوله تعالى : {إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}

◀ قوله تعالى : {إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ} . والأصل فعميتا، فأفرد لأنهما كشيء واحد، ومثله "الله ورسوله أعلم".

إبدال الشرط والجزاء وجواب القسم بجملة مستقلة

وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء والشرط في صورة الشرط، وجواب القسم في صورة جواب القسم،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **দ্বিবচনকে এক বচনে রূপান্তরিত করা**

কখনো দ্বিবচনের স্থলে এক বচন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন- (১) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَمَا نَقَمُوٓا إلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ من فَضْله (এখানে من فَضْله এর ضمير আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তীত। তাই দ্বিবচনের ضمير সহ من فَضْلهما হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অথচ এখানে একবচনের ضمير তথা সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে)

(২) আল্লাহ তালায়ার বাণী إن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عنده فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ (যদি আমি স্বীয় পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তার পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরও তা তোমাদের চোখে পড়ে না) মূলত فَعُمِّيَتا ছিল (কেননা عُمِّيَتْ এর ضمير তথা সর্বনাম بينة ও رحمة উভয়েরর দিকে প্রত্যাবর্তীত) অতঃপর একবচন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, কেননা উভয়টি একই বস্তুর ন্যায়। এর উদাহরণ হচ্ছে (সাহাবাদের উক্তি) الله ورسوله أعلم (কেননা এতেও مرجع দুটি অথচ اعلم এর মধ্যে একবচনের ضمير রয়েছে।)

শর্ত جزاء ও جواب قسم কে স্বতন্ত্র বাক্যে রূপান্তর করা

কালামের স্বাভাবিক অবস্থা একথা দাবী করে যে, جزاء কে جزاء এর সুরতে, শর্তকে শর্ত এর সুরতে এবং جواب قسم কে جواب قسم এর সুরতে উল্লেখ করা।

فيتصرف سبحانه وتعالى في الكلام، ويجعل ذلك الجزء من الكلام جملة مستقلة مستأنفة لتنتظم بالمعنى، ويقيم شيئا يدل عليه بوجه من الوجوه، نحو:

◀ قوله تعالى : {وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ} . فالمعنى :البعث والحشر حق، يدل عليه قوله – تعالى –: {يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ}.

◀ قوله تعالى : {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ} المعنى: المجازاة على الأعمال حق.

◀ قوله تعالى : {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ} الآية. المعنى: الحساب والجزاء كائن

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ তবে কখনো আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কালামে রদবদল করে থাকেন, আর ক্বালামের ওই অংশকে স্বতন্ত্র বাক্য বানিয়ে নেন। অর্থের প্রতি লক্ষ রাখতে গিয়ে এবং কোনো না কোনো ভাবে এর প্রতি ইঙ্গিতবাহি একটি قرينه কায়েম করে থাকেন। যেমন (১) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ এখানে উহ্য جواب قسم হচ্ছে, পুনরুত্থান ও হাশন-নশর সত্য যার উপর يَوْمَ تَرْجُفُ প্রমান বহন করে। (লক্ষনীয় যে, এখানে ক্বালামের ধারাবাহিকতার চাহিদা হল যে, جواب قسم – يَوْمَ تَرْجُفُ এর সূরাতে ان الراجفة ترجف হওয়া। কিন্তু এটাকে স্বতন্ত্র বাক্যের আকারে এনে جواب قسم এর قرينه বানিয়ে দিয়েছেন। আর ان الحشر والبعث حق কে جواب قسمহিসাবে মেনে নিয়েছেন)

(২) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ এর جواب قسم হচ্ছে আমলের প্রতিদান সত্য। (এখানে ক্বালামের ধারাবাহিকতার চাহিদা অনুযায়ী قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ কে جواب قسم এর আঙ্গিকে এনে لیقتلن أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ বলাই বাঞ্চনীয় ছিল। কিন্তু এটাকে স্বতন্ত্র বাক্যের আকারে এনে جواب قسم কে উহ্য মেনেছেন)

(৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ এর মধ্যে উহ্য جزاء হচ্ছে, প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ হবেই। (এখানে ক্বালামের ধারাবাহিকতার চাহিদা হল যে, يايها الانسان কে جزاء এর সুরতে এনে এভাবে বলা فانت يا انسان صائر الى ربك للجزاء কিন্তু এটাকে স্বতন্ত্র বাক্যের আকারে এনে جزاء কে উহ্য মেনেছেন।)

إبدال الخطاب بالغيبة

وقد يقلب الله تعالى أسلوب الكلام بأن يقتضي الأسلوب الخطاب فيأتي بالغائب، نحو:

◀ قوله تعالى : {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ}.

إبدال الإخبار بالإنشاء وبالعكس

وقد يذكر سبحانه وتعالى الإنشاء مكان الإخبار، والإخبار مكان الانشاء، نحو:

◀ قوله تعالى : {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} أي لتمشوا.

◀ قوله تعالى : {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} أي: إيمانكم يقتضي هذا.

◀ قوله تعالى : {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} . المعنى: على قياس حال ابن آدم كتبنا أو على مثال حال ابن آدم، فأبدل عنه {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} لأن القياس لا يكون إلا بملاحظة العلة، فكأن القياس نوع من التعليل.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ خطاب (মধ্যম পুরুষ) কে غائب (নাম পুরুষ) দ্বারা রূপান্তরিত করা

আল্লাহ তায়ারা কখনো ক্বালামের রীতি-নীতি পাল্টে দেন। উদাহরণ স্বরূপ বাক্যের রীতি-নীতি চায় خطاب বা মধ্যম পুরুষ, কিন্তু তিনি নিয়ে আসেন غائب বা নামপুরুষ। যেমন- আল্লাহ তায়ালার বাণী حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيِّبَة (এখানে بكم হওয়া উচিৎ ছিল। অথচ بكم এর স্থলে هُم ব্যবহার করেছেন)

خبر কে انشاء ও انشاء কে خبر দ্বারা রূপান্তরিত করা

কখনো আল্লাহ তায়ালা جمله انشائية কে جمله خبرية এর স্থলে ও جمله خبرية কে جمله انشائية এর স্থলে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন (১) আল্লাহ তায়ালার বাণী فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا অর্থাৎ لتمشوا (এখানে خبر কে انشاء এর স্থলে ব্যবহার করেছেন)

(২) আল্লাহ তায়ালার বাণী إن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ অর্থাৎ ايمانكم يقتضى هذا (এখানেও جمله خبرية এর স্থলে جمله انشائية ব্যবহার করা হয়েছে)

(৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ এর অর্থ হচ্ছে على مثال حال ابن ادم অথবা عَلى قياس حال ابن ادم كتبنا (ইবনে আদমের অবস্থার উপর কিয়াম করে আবশ্যক করে দিলাম) এর পরিবর্তে مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ এনেছেন এ সম্পর্কের ভিত্তিতে যে ইল্লতের প্রতি লক্ষ্য রাখা ছাড়া কিয়াছ হতেই পারে না, যেন কিয়াস تعليل এরই এক প্রকার (তাই سبب এর অর্থে ব্যবহৃত اجل কে على قياس এর অর্থে আনা হয়েছে।)

◄ قوله تعالى : {أَرَأَيْتَ} هو في الأصل بمعنى الاستفهام من الرؤية، ولكن نقل هنا ليكون تنبيها عل استماع الكلام الآتى بعده كما يقال في العرف: 'ترى شيئاً؟ تسمع شيئاً'.

التقديم والتأخير والتعلق بالبعيد وماشابههما

وقد يوجب التقديم والتأخير أيضا صعوبة في فهم المراد، كما في الشعر المشهور:

بثينة شانها سلبت فوادى * بلا جُرْم أَتَيْتُ به سلاما

والتعلق بالبعيد أيضا مما يوجب الصعوبة في الكلام، وكذلك ما يكون من هذا القبيل، نحوُ :

◄ قوله تعالى : {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا امْرَأَتَهُ}. أدخل الاستثناء على الاستثناء فصعب.

◄ قوله تعالى : {فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ} . متصل بقوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}.

◄ قوله تعالى : {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِه} أي: يدعو من ضره.

◄ قوله تعالى : {لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ} أي: لتنوء العصبة بها.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৪) আল্লাহ্ তায়ালার বাণী أرأيتَ এটি মূলতঃ দেখা সংক্রান্ত প্রশ্নে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে (তথা কুরআনে) পূর্ববর্তী কথা ভাল ভাবে শ্রবনের প্রতি সর্তক করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যেমনি ভাবে পরি-ভাষায় বলা হয়ে থাকে ترى شيئا– تسمع شيئا -তুমি কি শুনছ? তুমি কি দেখেছ? (একথা বলার পর একটি খবর দিয়ে থাকে। অতএব এর দ্বারা ওই সংবাদ শুনার প্রতি আগ্রহী করে তোলা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য হয় না।)

বাক্যে শব্দ আগ-পিছ করণ ও দূরবর্তী সম্পর্ক প্রভৃতি

কখনো বাক্যে-আগ-পিছ করণ মর্ম উদ্ধারে জড়তা সৃষ্টি করে থাকে। যেমন-প্রসিদ্ধ পঙক্তি-

بثينة شاها سلبت فوادى * بلا جُرْمٍ أَتَيْتُ بِهِ سلاما

প্রেমিকা বুছাইনা আমার হৃদয় কোনো ধরণের অন্যায়ে জড়ানো ছাড়াই ছিনিয়ে নিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তার অবস্থায় নিরাপদ ছিল।

(অর্থাৎ আমার হৃদয় ছিন্তাইয়ের সময় তাকে কোনো বিপদের সম্মুখিন হতে হয়নি, বরং একেবারে নিরাপদে ছিনিয়ে নিয়েছে।)

এখানে بثينة টি مبتداء আর سلبت বাক্য خبر। سلبت এর مفعول হচ্ছে فوادى আর متعلق হচ্ছে بلا جُرْمٍ আর أَتَيْتُ بِهِ বাক্য جُرْمٍ এর صفت। سلاما এটি سلبت এর ضمير থেকে حال হয়েছে আর شاها টি سلاما এর فاعل এটাই হচ্ছে محل استشهاد এ আগ-পিছই মর্ম উদ্ধারে জড়তা সৃষ্টি করেছে। মূল ইবারত ছিল, بثينة سلبت فوادى بلا جُرْمٍ أَتَيْتُ بِهِ سلاما شاها

প্রকাশ থাকে যে, فاعل تقديم এর বৈধতা নিয়ে কুফা ও বসবার নাহুবিদদের মধ্যকার মতবিরোধ রয়েছে। বসরাবাসীদের মতে অবৈধ ও কুফাবাসীদের মতে বৈধ। কুফাবাসী গন নিম্নোক্ত পঙক্তি দিয়ে দলিল দিয়ে থাকে

مَا لِلْجِمالِ مَشْيُهَا وَئِيداً ... أَجَنْدَلاً يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدا

উটগুলোর কি হল যে, তাদের গতি মন্থর হয়ে গেল। তারা কি পাথর বহন করছে না লোহা?

এ উদাহরণে الجمال থেকে وَئِيداً টি حال হয়েছে, আর مَشْيُهَا হচ্ছে وَئيداً এর فاعل যাকে তার পূর্বে আনা হয়েছে। গ্রন্থকার পূর্বোক্ত পঙক্তি দ্বারা কুফাবাসীদের মতের উপর ভিত্তি করে تقديم ও تاخير এর উপমা উপস্থাপন করেছেন। শব্দ আগ-পিছ করনের কুরআনী উদাহরণ আল্লাহ তায়ালার বাণী

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

মূলত ছিল-

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم فِي الأخرة

কেননা এখানে فَلاَ تُعْجِبْكَ এর فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا متعلق হচ্ছে তাই إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ বাক্যের পূর্বে আসাই উচিৎ ছিল। কিন্তু পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।)

التعلق بالبعيد (অনেক দূরের শব্দের সাথে সম্পর্ক) ও বাক্যে জড়তা সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত। আর তেমনিভাবে যা এ জাতীয় হয়ে থাকে (তা ও বাক্যে

জড়তা সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত। যেমন–

(১) আল্লাহ তায়ালার বাণী إِلاَّ آلَ لُوط إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلاَّ امْرَأَتَهُ এখানে استثناء এর উপর استثناء দাখিল করেছেন (অর্থাৎ প্রথম استثناءَ এর مستثنى থেকে দ্বিতীয়টিকে استثناء করা হয়েছে) তাই বাক্য কঠিন হয়ে গেছে।

(২) আল্লাহ তায়ালার বাণী فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بالدِّين এটা لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم এর সাথে মিলিত (এর অর্থ হচ্ছে আমি মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি, যা আমার অসীম কুদরতের প্রমাণ এরপরও তুমি কেন কিয়ামতকে অস্বীকার কর? কিন্তু উভয় আয়াতের মধ্যখানে দীর্ঘ গ্যাপ রয়েছে। এই طويل فاصله তথা দীর্ঘ গ্যাপের কারণে এর মর্ম বুঝা দুস্কর হয়ে গেছে।)

(৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ من نَّفْعه অর্থাৎ يَدْعُو مَن ضَرُّهُ (তারা এমন কিছুকে ডাকে যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। এই আয়াতে مفعول এর উপর لام تاكيد প্রবিষ্ট হওয়ায় কাঠিন্য সৃষ্টি হয়েছে। একারনে এর মর্ম তাড়াতাড়ি বুঝে আসছেনা)

(৪) আল্লাহ তায়ালার বাণী لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّة অর্থাৎ لَتَنُوءُ الْعُصْبَةَ بها (অর্থাৎ তার চাবি সমূহ একদল শক্তিশালী লোক কষ্ট করে বহন করতে পারত। এখানে কাঠিন্যের মূল কারণ হচ্ছে উল্ট-পাল্ট হওয়া। تَنُوء এর আসল فاعل কে مفعول বানিয়ে দিয়েছেন। পূর্ণ আয়াতে কারিমাহ হচ্ছে

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

تَنُوء এটি ناء بحمله কষ্টকরে উঠানো থেকে নির্গত। এর ضمير টি مَفَاتِحَهُ এরদিকে প্রত্যাবর্তীত। আর তা হচ্ছে فاعل। আর بِالْعُصْبَة হচ্ছে مفعول এর উপর باء للتعدية প্রবেশ করেছে। তখন إِنَّ مَفَاتِحَهُ الخ এর শাব্দিক অর্থ দাড়ায়, নিশ্চয় তার চাবি সমূহ শক্তিশালী এক দল লোককে কষ্টকরে বহন করতে পারত। অথচ চাবি মানুষকে বহন করতে পারেনা। এজন্য অর্থের মধ্যে অস্পষ্টতা এসে গেছে। এ অস্পষ্টতার মূলে রয়েছে قلب বা উল্ট-পাল্ট। এখানে فاعل কে مفعول ও مفعول কে فاعلএর স্থলে ব্যহার করা হয়েছে। মূলতঃ বাক্যটি অভাবে ছিল- إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ الْعُصْبَةِ أُولوا الْقُوَّةِ بها

◀ قوله تعالى : { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} أي: اغسلوا أرجلكم.

◀ قوله تعالى : { وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى} أي: ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزاما.

◀ قوله تعالى : {يَدْعُو إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ} متصل بقوله تعالى {فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ}.

◀ قوله تعالى : { إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ} متصل بقوله: {كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৫) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَامْسَحُواْ سكُمُوسكُمْ أغسلوا তথা عاعل এর أَرْجُلَكُمْ (এখানে أغسلوا أَرْجُلَكُمْ অর্থাৎ وَأَرْجُلَكُمْ কে উহ্য করে رؤوسكم এর উপর عطفকরে দেয়ার কারণে কাঠিন্য সৃষ্টি হয়েছে।)

(৬) আল্লাহর বাণী وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى অর্থাৎ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَّبِّكَ وَأَجَلٌ مُسَمًّى لَكَانَ لِزَامًا (এখানে سَبَقَتْ এর ضمير এর উপর وَأَجَلٌ مُسَمًّى আতফ হয়ে لَوْلا এর শর্তের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তাই তা لَوْلا এর جزاء তথা لَكَانَ لِزَامًا এর পরে উল্লেখ করার কারণে জড়তা সৃষ্টি হয়েছে।)

(৭) আল্লাহ তায়ালার বাণী إلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ এটি তার পূর্বের আয়াত فعليكم النصر এর সাথে মিলিত (এর অর্থ তেমরা সাহায্য না করলে পৃথিবীতে ফিতনা হবে; কিন্তু এ অর্থ বুঝা কঠিন হয়ে গেছে فعليكم النصر ও إن لا تَفْعَلُوهُ এর মধ্যখানে দীর্ঘ গ্যাপ থাকার কারণে। আয়াত দুটি হচ্ছে এই

وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

লক্ষনীয় যে, عَلَيْكُمُ النَّصْرُ ও إلاّ تَفْعَلُوهُ এর মধ্যখানে কতদীর্ঘ গ্যাপ রয়েছে)

(৮) আল্লাহ তায়ালার বাণী إلاّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ এটি আল্লাহর বাণী قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ এর সাথে মিলিত। (পূর্ণ আয়াত হচ্ছে قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ এখানে إلاّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ ও قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ এর মধ্যকার অত্যাধিক দূরত্বই জড়তার কারণ)

◀ قوله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا} أي: يسئلونك عنها كأنك حفي.

الزيادة في الكلام

والزيادة على السنن الطبيعي أيضا على أقسام :

الزيادة بالصفة :

قد تكون الزيادة في الكلام بالصفة، نحوُ :

◀ قوله تعالى : {وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ}.

◀ قوله تعالى : {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৯) আল্লাহর বাণী يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا অর্থাৎ يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ(তারা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, যেন আপনি এর অনুসন্ধানে রয়েছেন। এখানে تقديم وتاخير তথা আগ-পিছ করার কারণে দূর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়েছে يَسْأَلُونَكَ এর متعلق হল عنها তাই كَأَنَّكَ এর পূর্বে আনা উচিত ছিল, অথচ তা পরে আনা হয়েছে।)

কালামে অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন

বাক্যের স্বাভাবিক নীতিমালর উপর অতিরিক্ত সংযোজন ও কয়েক প্রকারে বিভক্ত। সিফাত তথা বিশেষনের দ্বারা অতিরিক্তকরন।

কখনো বাক্যে বিশেষনের দ্বারা অতিরিক্ত করণ হয়ে থাকে। যেমন-

(১) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ (এখানে يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ হচ্ছে طَائِرٍ এর صفت তাকিদ এর উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। নচেৎ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী طَائِرٍ বলার পর يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ বলার কোনো প্রয়োজন নেই)

(২) আল্লাহর বাণী إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (এখানে هَلُوعًا এর صفت كاشفه তথা جَزُوعًا ও مَنُوعًا এনে বাক্যের সাধারণ নীতির উপর অতিরিক্ত করেছেন।)

الزيادة بالعطف التفسيري:

قد تكون بالعطف التفسيري، نحوُ :قوله تعالى :{لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ}.

الزيادة بالابدال :

قد تكون بالابدال، نحوُ :قوله تعالى : {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً}.

الزيادة بالتكرار:

قد تكون بالتكرار، نحوُ :

◀ قوله تعالى : {وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} أصل الكلام : وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِلَّا الظَّنَّ.

◀ قوله تعالى : {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **عطف تفسيري দ্বারা অতিরিক্তকরণ**

কখনো অতিরিক্ত করন عطف تفسيري আনার দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ্ তায়ালার বাণী حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً (এখানে بَلَغَ أَشُدَّهُ থেকে وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً টা عطف تفسيري হয়েছে। কেননা উভয়টির মর্ম এক ও অভিন্ন।)

পুনরুল্লেখের মাধ্যমে অতিরিক্ত করণ

কখনো কখনো অতিরিক্তকরন পুনরুল্লেখের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন- (১) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ (এখানে وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاء এরপর إِن يَتَّبِعُونَ এর উল্লেখ وَمَا يَتَّبِعُ এর পুনরুল্লেখ মাত্র) মূল কালাম হচ্ছে, وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاء إِلاَّ الظَّنَّ

(২) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ এখানে وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ তারপূর্বের অংশ তথা- فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا এর পুনঃ আলোচনা মাত্র, যা تاكيد এর উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।)

◄ قوله تعالى : {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ}.

◄ قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} أي هي مواقيت للناس باعتبار أن الله تعالى شرع لهم التوقيت بها، وللحج باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحج، ولو قيل: هي مواقيت للناس في حجهم كان أخصر ولكن أطنب.

◄ قوله تعالى : {لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ} أي: تنذر أم القرى يوم الجمع.

◄ قوله تعالى : { وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً} . أي: ترى الجبال جامدة، أدخل الحسبان لأن الرؤية تجيئ لمعان, والمراد بها ههنا معنى الحسبان.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ (এখানে فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ হচ্ছে وَلْيَخْشَ এর পুনরুল্লেখ ও تاكيد)

(৪) আল্লাহ তায়ালার বাণী يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلَّة قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ অর্থাৎ তা মানুষের জন্য সময় নির্ধারক এ হিসাবে যে, মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা সময় নির্ধারণ বৈধ রেখেছেন। আর হজ্বের জন্য এ হিসাবে যে, এর দ্বারা হজ্বের সময় নির্ধারন সম্ভব।

আর যদি অভাবে বলা হত هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ তাহলে সংক্ষেপ হত। কিন্তু এখানে (কিছু بلاغت শাস্ত্রে নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে) اطناب তথা লম্বা করে এনেছেন।

(৫) আর আল্লাহ তায়ালার বাণী لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ অর্থাৎ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى يَوْمَ الْجَمْعِ (এখানে দ্বিতীয় تُنذِرَ তাকিদের স্বার্থে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।)

(৬) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جامدةً অর্থাৎ وَتَرَى الْجِبَالَ جامدةً এখানে الحسبان কে (رؤيت এর تاكيد হিসাবে) ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা رؤيت বিভিন্ন অর্থে এসে থাকে। এখানে এর দ্বারা الحسبان এর অর্থ উদ্দেশ্য। (তাই এ অর্থ নির্দিষ্ট করনের স্বার্থে تَحْسَبُهَا কে এর تاكيد হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।)

◀ قوله تعالى : {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}، أدخل {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ} في تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض بيانا لضمير {اخْتَلَفُوا} وإيذانا بأن المراد من الاختلاف ههنا هو الاختلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول الكتاب بأن آمن بعض وكفر بعض.

زيادة حرف الجر

وقد يزيد سبحانه وتعالى حرف الجر على الفاعل أو المفعول به. ويجعله معمولا للفعل بواسطة حرف الجر لتأكيد الاتصال، نحوُ :

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (৭) আল্লাহ তায়ালার বাণী كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ এখানে পরস্পর সুবিন্যস্ত ও সুসংহত বাক্যে وَمَا اخْتَلَفَ فيه إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ কে প্রবিষ্ট করেছেন (দুটি স্বার্থে। এক পূর্বোক্ত বাক্যে) اخْتَلَفُوا এর ضمير এর উদ্দেশ্য বর্ণনার নিমিত্তে (যে, এই ضمير টি আহলে কিতাবীদের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে।

(২) আর একথা বুঝানোর জন্য যে, এখানে এখতেলাফ তথা মতবিরোধ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিতাব নাজিলের পর উম্মতের দাওয়াত এর মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়ে ছিল, অর্থাৎ কেউ ঈমান এনে ছিল ও কেউ কুফুরী করেছিল, সেই মতবিরোধ। (মোটকথা وَمَا اخْتَلَفَ فيه إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ কে মধ্যখানে معترض বাক্য হিসাবে উল্লিখিত দুটি স্বার্থে উল্লেখ করা হয়েছে।).

حرف جار অতিরিক্তকরণ

কখনো আল্লাহ তায়ালা فاعل অথবা مفعول এর উপর حرف جار অতিরিক্ত করেদেন। আর তাকে حرف جار এর মাধ্যমে এর معمول বানিয়ে থাকেন, যাতে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

◄ قوله تعالى : { يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا} أي تحمى هي .

◄ قوله تعالى : { وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} أي: قفيناهم بعيسى ابن مريم.

واو الاتصال

وينبغي أن يعلم هنا نكتة، وهي أن الواو تستعمل في مواضع كثيرة لتأكيد الاتصال لا للعطف ، نحوُ :

◄ قوله تعالى : {إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ} – إلى قوله – تعالى – {وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ যেমন ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا অর্থাৎ يَوْمَ تُحْمَى هِيَ (যেদিন ধন ভান্ডার দোযখের আগুনে গরম করা হবে। এখানে নাইবে ফায়েল هِيَ এর উপর على প্রবিষ্ট করা হয়েছে)

২. আল্লাহ তায়ালার বাণী وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ অর্থাৎ قَفَّيْنَا هم بعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ(এখানে قَفَّيْنَا এর প্রথম مفعولَ এর উপর على প্রবিষ্ট করা হয়েছে। তরজমা, আমি তাদের পদাঙ্কে অর্থাৎ পেছনে মরিয়াম তনয় ঈসা আ. কে প্রেরণ করেছি।)

واو অব্যয়টি সম্পর্ক জোরদার করার জন্য ব্যবহার

এখানে একটি সুক্ষ্ম বিষয় জেনে রাখা উচিৎ। আর তা হল واو অব্যয়টি অনেক স্থানে ব্যাকের দুটি অংশের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো জোরদার করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন. ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী إِذَا وَقَعَت اَلْوَاقِعَةُ، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ، إِذَا رُجَّت الأَرْضُ رَجًّا ، وَبُسَّت الْجِبَالُ بَسًّا، فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبثًا، وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَة (এখানে وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً এর جزاء মধ্যে ব্যবহৃত واو অব্যয়টি عطف এর জন্য নয় বরং اذا شرطية এর جزاء এর উপর এসেছে شرط এবং جزاء এর মধ্যকার সম্পর্ককে আরো مؤكد তথা জোরদার করার জন্য। কেননা إِذَا وَقَعَت الْوَاقِعَةُ হচ্ছে شرط আর إِذَا رُجَّت الأَرْضُ رَجًّا الخ এ থেকে بدل হয়েছে। আর وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً হচ্ছে جزاء শাহ সাহেবের এমতটি কিছু কিছু মুফাস্‌সিরদের মুতানুযায়ী নচেৎ এর تركيب সম্পর্কে আরো অনেক মত বর্ণিত রয়েছে।)

◄ قوله تعالى : {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا}.

◄ قوله تعالى : {وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا}.

فاء الاتصال

وكذلك تزاد "الفاء" ايضا، قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في باب "المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزيه من طواف الوداع"؟

ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوقها بالموصوف نحو: {إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} قال سيبويه : "هو مثل مررت بزيد وصاحبك" إذا أردت بصاحبك زيداً،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ২. আল্লাহ তায়ালার বাণী حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا (কেউ কেউ বলেছেন এখানে واو অব্যয়টি حاليه আর কুফাবাসীদের মতে واوটি অতিরিক্ত। আর إِذَا جَاؤُوهَا এর جزاء হচ্ছে فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا এখানে شرط ও جزاء এর মধ্যকার সম্পর্ককে আরো জোরদারের নিমিত্তে واو অব্যয়টিকে ব্যবহার করা হয়েছে।)

৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ (পূর্ণ আয়াত হচ্ছে, وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ এই আয়াতে وَلِيُمَحِّصَ এর عطف হচ্ছে وَلِيَعْلَمَ এর উপর। আর وَلِيَعْلَمَ এর واوটি فعل معلل به ও علت এর মধ্যখানে এসেছে। তাই মুফাস্সিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। হতে পারে এখানে গ্রন্থকারের মতে واوটি فعل معلل به ও علت এর মধ্যখানে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য এসেছে।)

فاء اتصال কখনো تاكيد وصلت তথা সম্পর্ক জোরদারের অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে

তেমনিভাবে فاء ও অতিরিক্ত হয়ে থাকে। আল্লামা ক্বাস্তালানী (রহ.) বুখারী শরীফের 'কিতাবুল হাজ্ব' এর ব্যাখ্যায় باب المعتمر اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع এর আলোচনায় বলেছেন যে, صفت ও موصوف এর মধ্যখানে আনা জায়েয صفت ও حرف عطف কে موصوف এর মধ্যকার যে সম্পর্ক রয়েছে তা জোরদার করার লক্ষে। যেমন إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ (এখানে وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم হচ্ছে الْمُنَافِقُونَ এর صفت এই صفت ও موصوف এর মধ্যখানে واو এসেছে। এই আয়াতে ব্যবহৃত واو সম্পর্কে) ইমাম সীবওয়াইহ বলেন, এ واوটি مررت بزيد وصاحبك এর واو এর ন্যায় (অতিরিক্ত)।

وقال الزمخشري في قوله تعالى : {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} جملة واقعة صفة لقرية، والقياس : أن لا تتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى : {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ} إنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما يقال في الحال : "جاءني زيد عليه ثوب، وجاءني وعليه ثوب".

دة المعنيينمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة

وربما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائر، وإرادة معنيين من كلمة واحدة، نحوُ :

◀ قوله تعالى : { وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ}

شي لي ليصدون الناس عن السبيل ويحسب الناس أنهم الناس أنهم مهتدون.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা জমখশরী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَة إلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ এর মধ্যে وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ হচ্ছে قريهএর صفت আর কিয়াস এর চাহিদা হল, উভয়ের (এই صفت ও موصوفএর) মধ্যখানে واو আসবে না যেভাবে আল্লাহর বাণী وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَة إلاَّ لَهَا مُنذرُونَ এর মধ্যে ন واو আসেনি (অর্থাৎ যেভাবে এই আয়াতে قريه হল موصوف আর لَهَا مُنذرُونَ হল صفت উভয়ে মধ্যখানে واو আসেনি) কিন্তু وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَة إلاَّ وَلَها كِتَابٌ مَّعْلُومٌ এর মধ্যখানে واو আনা হয়েছে موصوف ও صفت এর মধ্যকার সম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্য। যেমনিভাবে حال এর বেলায় (واوবিহীন) جاءني زيد عليه ثوب বলা হয়ে থাকে। আর (تاكيد لصوق এর উদ্দেশ্যে واوসহ) جاءني زيد وعليه ثوب বলা হয়ে থাকে।

বিক্ষিপ্ত ضمائر (সর্বনাম) ব্যবহার ও এক শব্দ দ্বারা দুই অর্থ গ্রহণ

অনেক সময় বিক্ষিপ্ত ضمائر (সর্বনাম) ব্যবহার ও এক শব্দ দিয়ে একাধিক অর্থ গ্রহণের ফলে মর্ম উদ্ধারে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন (১) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ অর্থাৎ وَإِنَّ الشياطين لَيَصُدُّونَ النَاس عَن السَّبِيل وَيَحْسَبُ الناس أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (নিশ্চয় শয়তানরা মানুষদেরকে সার্বিক পথ থেকে বিরত রাখে। আর লোকেরা ধারণা করে যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে।) এখানে إِنَّهُمْ ও يَصُدُّونَ এর ضمير শয়তানের দিকে প্রত্যাবর্তিত। আর يَصُدُّونَ এর مفعول তথা هم ও يَحْسَبُونَ এর ضمير ও দ্বিতীয় إِنَّهُمْ ও مُهْتَدُونَ এর ضميرপ্রত্যাবর্তিত হয়েছে ناس এর [illegible]। এ বিক্ষিপ্তিতার কারণে মুফাস্সিরকে এসব সর্বনামের মরজع নির্ণয়ে অনেক কষ্ট করতে হয়।)

◀ قوله تعالى : { وَقَالَ قَرِينُهُ} المراد به الشيطان في موضع واحد ، وفي الموضع الآخر الملك.

◀ قوله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ ما انفقتم من خيرٍ} ◀ قوله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}. فالأول معناه: أي إنفاق ينفقون؟ واى نوع من الانفاق ينفقون؟ وهو صادق بالسؤال عن المصرف لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعاً، والثاني: معناه: أي مال ينفقون؟

ومن هذا القبيل مجيئ لفظ "جعل" و"شيء" ونحوهما لمعان شتى :

◀ قد يجئ "جعل" بمعنى خلق كقوله تعالى : { جَعَلَ الظُّلُمَات وَالنُّورَ}.

◀ قد يكون بمعنى اعتقد كقوله تعالى : { وَجَعَلُوا للّه ممَّا ذَرَأَ}.

و يجئ "شيء" مكان الفاعل، والمفعول به، و المفعول المطلق وغيرها، نحو:

◀ قوله تعالى : { أَمْ خُلقُوا منْ غَيْر شَيْء} أي: من غير خالق .

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (২) আল্লাহ তায়ালার বাণী قال قرينه এক স্থানে قرين দ্বারা শয়তান উদ্দেশ্য নিয়েছেন ও অপর স্থানে ফেরেশস্তা। (অর্থাৎ একই শব্দের দুই স্থানে দুই অর্থ হওয়ায় এস্থানে কোনটি উদ্দেশ্য তা নির্ণয় কষ্টকর হয়ে পড়ে।)

(৩) আল্লাহ তায়ালার বাণী يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ আর আল্লাহ বাণী يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلِ العفوَ লক্ষনীয় যে, প্রথম আয়াতে انفاق। তথা ব্যয় অর্থ হল, কোন প্রকারের ও কোন তরীকার ব্যয় করবে? আর তা ব্যয়ের খাত সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কেননা ব্যয় খাত হিসাবেই বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের অর্থ হল, কোন মাল ব্যয় (বা দান) করবে?

جعل ও شيئ এবং এগুলোর মত যেসব শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা এ প্রকারের অন্তর্ভূক্ত।।

▸ جعل কখনো خلق এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আল্লাহ তায়ালার বাণী جعل الظلمات والنور (অর্থাৎ خلق)

▸ কখনো اعتقدএর অর্থে ব্যহৃত হয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ তায়ালার বাণী وَجَعَلُواْ للّه ممَّا ذَرَأَ منَ الْحَرْث وَالأَنْعَام نَصيبًا فَقَالُواْ هَذَا للّه بزَعْمهمْ وَهَذَا لشُرَكَآئنَا (এখানে جَعَلُواْ টি اعتقدوا এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

شيئ কখনো فاعل এর স্থলে, কখনো مفعول به এর স্থলে, কখনো مفعول مطلق ইত্যাদির স্থলে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

▸ আল্লাহ তায়ালার বাণী أَمْ خُلقُوا منْ غَيْر شَيْء (এখানে شيئশব্দটি خالقএর অর্থে তথা فاعلএর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে)

◀ قوله تعالى : { فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ} أي: عن شيء مما تتوقف فيه من أمري.

وقد يريد بالأمر والنبأ والخطب المخبر عنه، نحو :

◀ قوله تعالى : {هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ} أي قصة عجيبة.

كذلك كلمتا الخير والشر وما في معناهما يختلف المراد منهما حسب اختلاف المجال والمواضع.

ومن هذا القبيل : انتشار الآيات قد يبادر الى اية مقامها الاصلي بعد ايراد القصة، فيذكرها قبل تمام القصة، ثم يعود الى القصة فيتمها.

وقد تكون الآية : متقدمة في النزول، ومتأخرة في التلاوة نحو: قوله تعالى : {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} متقدم في النزول، وقوله تعالى : {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} متأخرة، وفي التلاوة بالعكس.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▶ আর আল্লাহ তায়ালার বাণী فلا تسألني عن شيئ অর্থাৎ তুমি আমার কাজের এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করনা যার ব্যাপারে তোমার সন্দেহ রয়েছে। (এখানে شيئ শব্দটি مفعول به এর স্থানে এসেছে।)

আর কখনো امر ، نباء ও خَطْبٌ দ্বারা مخبر عنه তথা ওই ঘটনা উদ্দেশ্য হয়েথাকে যা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়ে থাকে। (অথচ এগুলোর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বিষয়, সংবাদ, ঘটনা। যেমন- আল্লাহ তায়ালার বাণী هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ قصة عجيبة এটি হচ্ছে অদ্ভুদ ঘটনা। তেমনিভাবে خير ও شَر শব্দদ্বয় এবং এগুলোর সমার্থক শব্দসমূহ স্থানের ভিন্নতায় এগুলোর অর্থ ও ভিন্ন হয়ে থাকে।

আয়াতের বিক্ষিপ্ততাও এর অন্তর্ভূক্ত। (এরদ্বারাও মর্ম উদ্ধারে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়ে থাকে) কখনো এক আয়াত পূর্বে নিয়ে আসেন যার মূল স্থান ছিল ঘটনা বর্ণনার পরে। কিন্তু তা ঘটনা শেষ হওয়ার পূর্বেই উল্লেখ করেদেন। অতঃপর ঘটনার অবশিষ্ট অংশ পূনরায় শুরু করে তা শেষ করেন।

কখনো একটি আয়াত নাজিল হয়ে থাকে আগে কিন্তু তিলাওয়াতে পরে এসে থাকে। (এজাতীয় বিক্ষিপ্ততার কারণে অনেক সময় আয়াতের মর্ম দূর্বোধ্য হয়ে উঠে) যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে আগে, আর سَيَقُولُ السُّفَهَاء পরে। অথচ তিলাওয়াতে একেবারে বিপরীত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে سَيَقُولُ السُّفَهَاء আগে এসেছে ও قَدْ نَرَى পরে।)

وقد يدرج الجواب في تضاعيف أقوال الكفار، نحو قوله تعالى : {وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ}،

وبالجملة : فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير، وفيما قلناه كفاية، ومن قرء القرآن الكريم من اهل السعادة، واستحضر هذه الأمور عند تلاوته، ادرك بأدنى تأمل غرض الكلام ومغزاه، ويقيس غير المذكور على المذكور، وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আর কখনো কাফিরদের (কথার) জবাব তাদের কথার মধ্যখানেই ঢোকিয়ে দেয়া হয়। (এর দ্বারা ও দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়ে থাকে) যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী

وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ

আর কারো কথা মান্য কর না তবে যারা তোমাদের ধর্ম মতে চলে। আপনি বলেদিন আল্লাহর হেদায়তই প্রকৃত হেদায়ত। আর সব কিছু এই জন্য যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্তহবে, কিংবা তারা তোমাদের পালন কর্তার নিকট তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে। (লক্ষনীয় যে, এখানে কাফিরদের কথা امنوا থেকে عِندَ رَبِّكُمْ পর্যন্ত। এর মধ্যখানে একথার জবাব قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى الله এসে গেছে جمله معترضه হেসাবে। যার কারণে আয়াতের মর্ম দুর্বোধ্য হয়ে গেছে।)

মোটকথা এবিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষে। তবে আমি যা আলোচনা করেছি তা যথেষ্ট। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে, আর তিলাওয়াতের সময় এসব বিষয়াদি মনে রাখবে, সে সামান্যতম চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমেই কালামের মর্ম ও নির্যাস পেয়ে যাবে। এ পুস্তকে যেসব উদাহরণ পেশ করা হয়নি সে গুলোকে আলোচিত উদাহরণ সমূহের উপর কিয়াম করে এক উদাহরণ থেকে অপরাপর উদাহরণে পৌছে যাবে। (অর্থাৎ এক উদাহরণ থেকে অপরাপর উদাহরণ সমূহের সমাধান বের করবে।)

الفصل الخامس

في

بيان المحكم والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلي والمحكم

ليعلم أن المحكم هو ما لا يدرك العارف باللغة من ذلك الكلام إلا معنى واحداً، والمعتبر فهم العرب الأولين لا فهم مدققى رماننا الذين يشقون الشعرة، فإن التدقيق الفارغ داء عضال يجعل "المحكم" "متشابها" والمعلوم مجهولا.

المتشابه

والمتشابه هو ما احتمل معنيين:

◀ لاحتمال رجوع الضمير إلى مرجعين، كما قال رجل: "أما إن الأمير أمرني أن ألعن فلانا، لعنه الله".

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **পঞ্চম পরিচ্ছেদ**

محكم، متشابه، كناية، تعريض ও مجاز عقلى এর আলোচনা

المحكم ঃ জেনে রাখা ভাল যে, محكم বলা হয় এমন শব্দ বা উক্তিকে যা থেকে ভাষাবিদ ব্যক্তি একটি মাত্র অর্থই বুঝতে পারে। এখানে পূর্ববর্তী আরবদের فهم তথা অনুধাবনই গ্রহণযোগ্য, আমাদের যুগের তাত্ত্বিক ব্যক্তিদের অনুধাবণ নয় যারা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে থাকেন। কেননা অযথা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এমন দূরারোগ্য ব্যধি যা محكم কে متشابه ও معلوم কে مجهول বানিয়ে দেয়।

মুতাশাবিহ্

متشابه ওই শব্দ যা দুই অর্থের সম্ভাবনা রাখে ঃ (বিভিন্ন কারণে متشابه হয়। কারণগুলো এই,)

(১) একটি ضمير বা সর্বনাম দুটি مرجع এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখার কারণে। যেমন কেউ বলল, ان الامير امرني ان العن فلانا، لعنه الله (আমির আমাকে অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন। এখানে لعنه এর ضمير منصوب আমিরের দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে আবার অমুক ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভবনা রাখে)

◀ أو لاشتراك الكلمة في معنيين نحو قوله تعالى : {لامستم} في الجماع واللمس باليد.

◀ أو لاحتماع العطف على القريب والبعيد، نحو قوله تعالى : {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} في قراءة الكسر.

◀ أو لاحتمال العطف والاستيناف، نحو قوله تعالى : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ (২) অথবা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয়টির উপর عطف এর সম্ভবনা রাখার কারণে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ارجل- এর মধ্যে যের দিয়ে পড়ার সুরুতে। (এই সুরতে رؤس এর উপর عطفএর সম্ভাবনা রাখে, আবার وجوهكم এর উপর ও عطف এর সম্ভবনা রাখে। কিন্তু তাতে كسره এসেছে جرجوار হিসাবে। প্রথম সুরতে পা মাসেহ করা ও দ্বিতীয় সুরতে পা ধৌত করা প্রমাণিত হয়।)

(৩) অথবা শব্দটি দ্বিবিধ অর্থবিশিষ্ট হওয়ার কারণে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী لامستم এশব্দটি স্ত্রীসহবাস ও হাত দিয়ে স্পর্শ করা উভয় অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

(৪) অথবা عطف হওয়া ও স্বতন্ত্র বাক্য হওয়া উভয়ের সম্ভবনা রাখার কারণে। যেমন- আল্লাহর বাণী وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (এখানে وَالرَّاسِخُونَ الخ, স্বতন্ত্র বাক্য হওয়ার ও সম্ভাবনা রাখে আবার عطف এর ও সম্ভাবনা রাখে। যদি الله শব্দের উপর عطف ধরা হয়ে থাকে, তাহলে অর্থ হবে متشابهات এর অর্থ আল্লাহ ও راسخون في الْعِلْم জানেন। আর যদি স্বতন্ত্র বাক্য ধরা হয়ে থাকে তাহলে الرَّاسِخُون কে مبتداء ও يقولون الخ কে خبر আখ্যা দেয়া হবে, তখন অর্থ দাঁড়াবে متشابهَاتَ এর ব্যাখ্যা শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন, আর راسِخُونَ فِي الْعِلْم রা এর অর্থের অনুসন্ধানে না লেগে বলেন,আমরা এর উপর ঈমান আনলাম।)

জ্ঞাতব্য ঃ সূরা আল এমরানের هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আয়াতকে দুভাগে ভাগ করেছেন (১) مُّحْكَمَاتٌ (২) مُتَشَابِهَاتٌ তবে এ দুয়ের সংজ্ঞায় মতভেদ রয়েছে। একটি হচ্ছে যা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। **দুই.** যার মর্ম সরাসরি বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ জানা যায় তা হচ্ছে مُّحْكَمَاتٌ আর যার ইলম আল্লাহর সাথে খাস, তা হচ্ছে مُتَشَابِهَاتٌ যেমন- حروف مقطعات **তিন.** যার অর্থ পরিস্কার ও স্পষ্ট তাই হচ্ছে মুহকাম, নচেৎ مُتَشَابِه। **চার.** যার অর্থ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অনুধাবন করতে পারে তাই হচ্ছে مُّحْكَمٌ এর বিপরীত হলে مُتَشَابِه ইত্যাদি।

الكناية

والكناية هي أن يثبت حكما من الأحكام، ولا يقصد به ثبوت ذلك الأمر بعينه، بل القصد أن ينتقل ذهن المخاطب إلى لازمه بلزوم عادي أو عقلي، كما يفهم معنى كثرة الضيافة من قولهم: "عظيم الرماد" ويفهم معنى السخاوة من قوله تعالى : {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} .

تصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة

وتصوير المعنى المراد بالصورة المحسوسة من هذا القبيل، وذلك باب واسع في اشعار العرب وخطبهم، والقرآن العظيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مشحونة به، نحو:

◀ قوله تعالى : { وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} شبه الشيطان برئيس قطاع الطريق. حيث ينادى أصحابه ،فيقول : 'تعال من هذه الجهة' و'ادخل من تلك الجهة'.

◀ قوله تعالى : { وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا } و قوله تعالى : { جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا} شبه إعراضهم عن تدبر الآيات بمن غلت يداه ، أو بنى حو اليه سد من كل جهة فلم يستطع النظر اصلا.

◀ قوله تعالى : { واضمم إليك جناحك من الرهب} يعنى اجمع خاطرك ودع الاضطراب وقلق البال.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **কেনায়া**

الكناية বলা হয় কোনো হুকুম সাব্যস্ত করা তবে এর দ্বারা সরাসরি এ হুকুম সাব্যস্ত হওয়া উদ্দেশ্য হয় না, বরং উদ্দেশ্য হয় শ্রুতার মন এ হুকুমের لازم তথা অপরিহার্য অর্থের প্রতি ধাবিত হওয়া। চাই لزوم স্বাভাবিক হোক বা যুক্তিক। (অন্য কথায় এর সংজ্ঞা হল, এক কথা বলে এর আসল অর্থ নানিয়ে মূল অর্থের অপরিহার্য অর্থ নেয়া) যেমন আরবদের কথা عظيم الرماد যার মূল অর্থ অত্যাধিক ছাইয়ের মালিক। এর উদ্দিষ্ট অত্যাধিক

মেহমানদারীকারী। (কেননা অত্যাধিক ছাই দ্বারা অত্যাধিক রান্না প্র,াণিত করে, আর অত্যাধিক রান্না দ্বারা অত্যাধিক মেহমানদারী প্রমাণিত হয়।) আর আল্লাহ তায়ালার বাণী بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ (আল্লাহর উভয় হাত সম্প্রসারীত) থেকে বদান্যতা এর অর্থ বুঝা যায়। (অর্থাৎ আল্লাহ দানশীল। এখানেও মুল অর্থ ছেড়ে لازم তথা অপরিহার্য অর্থ নেয়া হয়েছে।

উদ্দিষ্ট অর্থকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারে উপস্থাপন করা

উদ্দিষ্ট অর্থকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারে উপস্থাপন করা كناية এর অন্তর্ভূক্ত (যা استعاره تمثيلية এর মাধ্যমে হয়ে থাকে।) আর তা (অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারে উপস্থাপন করা) এমন একটি বিষয় যা আরবদের কবিতা, বক্তৃতা ও কুরআনে করীমে ব্যাপক হারে বিদ্যমান। অর নবী করীম সা. এর হাদীস সমূহ এ দ্বারা ভরপুর। যেমন- (১) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ (তুই তাদের বিপক্ষে তথা বনি আদমের বিপক্ষে স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে আস। (একথা আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যখন সে বলেছিল,

أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً

দেখেন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন তাহলে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব।

এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورًا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بخيلك ورجلك.

চলে যা, তাদের মধ্য থেকে যারা তোর অনুগামী হবে, নিঃসন্দেহে জাহান্নামই হবে তোমাদের উপযুক্ত প্রতিদান। আর তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা ভয় দেখা এবং অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমন কর।

এখানে وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ অর্থাৎ স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমন কর, এর দ্বারা حقيقي অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা শয়তানের তো অশ্বরোহী ও পদাতিক বাহিনী নেই। বরং استعاره تمثيليه হিসাবে বলা হয়েছে যে, যাদের কে সে ধোকা দেবে তাদের উপর স্বীয়পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে। অতএব আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, তুই তাদের

উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে তাদের কে নষ্ট করে দে। লক্ষনীয় যে, প্রভাব বিস্তার করা এবং নষ্টকরে দেয়াকে اجلاب خيل ও رجل দ্বারা উল্লেখ করেছেন যা, একটি বিশেষ পদ্ধতি) আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে ডাকাত সর্দারের সাথে তুলনা করেছেন যখন সে উচ্চ স্বরে স্বীয় সাথীদেরকে বলে এদিকে আস, সে দিকে প্রবেশ কর (অর্থাৎ যেভাবে তারা উচ্চস্বরে কমান্ড দিয়ে থাকে ও স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় বাহিনী নিয়ে আক্রমন করে ডাকাতি করে নেয়, তেমনিভাবে যেন আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে বলেছেন যে, যেভাবে ডাকাত সর্দার স্বীয় বাহিনী সহ আক্রমন করে ডাকাতি করে থাকে, তেমনিভাবে তুই ও স্বীয় পূর্ণ শক্তিমত্তা দ্বারা মানুষের উপর আক্রমন করে প্রভাব বিস্তার করে তাকে ধোকাঁয় ফেল। রূহুল মা'আনী সূরা বনী ইস্রাঈলের ৬৩ ও ৬৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রস্টব্য)

(২) আল্লাহ তায়ালার বাণী وَجَعَلْنَا من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ (আমি যেন তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করে তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি। যার ফলশ্রুতিতে এখন তারা আয়াতসমূহকে দেখেনা) আর আল্লাহর বাণী إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً (আর আমিতাদের গর্দানে রেড়ী পরিয়াছি। এ উভয় আয়াতেও استعاره تمثيليه এর তরীকায় উদ্দিষ্ট অর্থকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারে উপস্থাপন করেছেন। উভয় আয়াতের মর্ম হচ্ছে কাফিররা আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা ফিকির করেনা। অতএব) আল্লাহর নিদর্শনা বলি নিয়ে চিন্তা-ফিকির থেকে বিমুখ থাকাকে ওই ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে যার গর্দানে বেড়ী পরিয়ে উভয় হাতকে গর্দানের সাথে মজবুত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। অথবা যার চর্তুদিকে প্রাচীর স্থাপন করা হয়েছে, যার কারণে সে দেখতে অপরাগ (অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে তাদের চিন্তা-ফিকির না করাকে ওই ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে যার গলায় বেড়ী পরিয়ে উভয় হাত মজবুত করে গলায় বেঁধে দেয়া হয়েছে। যার ফলে মাথা উপর দিকে থাকার কারণে এ দিক সেদিক দেখতে অক্ষম হয়ে থাকে, অথবা যার চর্তুদিকে প্রাচীর নির্মানের ফলে সে দেখতে অপরাগ হয়ে থাকে। তেমনি ভাবে কাফিররা ও যেন আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ফিকিরের ক্ষমতা রাখেনা। অতএব এখানে مشبهه উল্লেখ করে مشبه به উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে)

(৩) আল্লাহর তায়ালার বাণী وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ (এ বাক্যের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, আপনি ভয়ের কারণে স্বীয় হাতদয় নিজের উপর চেপে ধর।) অর্থাৎ আপনি ধীরস্থির হোন ও অস্থিরতা ও পেরেশনী পরিহার করুন। (অর্থাৎ পেরেশানী কর না। এই আয়াতেও استعاره تمثيليه এর তরীকায় পেরেশানী ও ভীত না হওয়াকে একটি অনুভূত সুরতে উপস্থান

করেছেন। এটি হযরত মুসা আ.কে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল, যখন লাটি সাপে পরিনত হয়ে যাওয়ায় ভীত হয়ে গিয়ে ছিলেন। এখানে ভীতও অস্থির না হওয়াকে পাখির পালক তার শরীরে মিশিয়ে নেয়ার সাথে তুলনা করেছেন। কেননা পাখির অভ্যাস হল, ভীত হলে পালক গুলো ফুলিয়ে দেয় ও স্বাভাবিক অবস্থায় পালক গুলো শরীরের সাথে মিশিয়ে নেয়। অতএব مشبهه উল্লেখ করে مشبهه به উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর যেহেতু এটি مركب তাই استعاره تمثيليه হয়েছে)

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله : تصوير المعنى المراد بالصورة الخ ঃ এখানে استعاره تمثيليه দ্বারা الصورة المحسوسة এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। استعاره تمثيليه বলা হয় ওই مركب কে যা غير موضوع له অর্থে ব্যবহার করা হয় موضوع له এর অর্থ ও উদ্দিষ্ট অর্থের মধ্যখানে সাদৃশ্যতার সম্পর্ক থাকার কারণে। (دروس البلاغة)

অন্যভাবে বলা যায় استعاره تمثيليه ওই مركب এর নাম যা ওই অর্থে ব্যবহৃত হয় যাকে ওই مركب এর মূল অর্থের সাথে تشبيه দেয়া হয়েছে (تلخيص المفتاح) যেমন যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্ধে রয়েছে, তাকে বলা হয় اراك تقدم رجلا وتوخر اخرى আমি তোমাকে এক পা অগ্রসর হতে ও এক পিছনে যেতে দেখেছি। এদ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, তুমি দ্বিধা দ্বন্ধে রয়েছ। এখানে কোনো বিষয়ে সন্দেহ পোষণকারী ব্যাক্তির সন্দেহের সুরতকে ওই ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে ব্যক্তির এক পা অগ্রসর হচ্ছেও এক পা পিছনে ফিরছে। অতঃপর مشبهه به এর উপর ইঙ্গিত বাহি مركب কে مشبهه এর উপর ব্যবহার করা হয়েছে। এর অপর নাম হচ্ছে تمثيل

خُطبهم : خُطب শব্দটি হচ্ছে خطية এর বহুবচন। مشحونةএটি اسم مفعول যা شحن السفينة ভরা থেকে নির্গত। اغلال এটি غل এর বহুবচন। غل বলা হয় ওই বেড়ীকে যা দ্বারা শাস্তির উদ্দেশ্যে গর্দানের সাথে হাত বাঁধা হয়ে থাকে, অথবা ওই বেড়ী যা শাস্তির উদ্দেশ্যে গলায় পরানো হয়ে থাকে আর এর সাথে উভয় হাত বা এক হাত গলায় বাঁধা থাকে। তা লাগানোর পর মাথা নাড়ানো, এদিকে সেদিক দেখা ইত্যাদি করা যায় না।

نظير ذلك في العرف

◀ أنه إذا أراد أحد أن يبين شجاعة رجل يشير بالسيف أنه يضرب الى هذه الجهة، ويضرب الى تلك الجهة، وليس مقصوده إلا بيان غلبته اهل الافاق بصفة الشجاعة ولو لم يأخذ السيف بيده مرة من الدهر.

◀ أو يقولون : فلان يقول'لا أرى احدا على وجه الأرض يبارزني'، أو يقولون 'فلان يفعل كذا وكذا' ويشيرون بهيئة أهل المبارزة وقت مغالبة الخصم، ولو لم يصدر عنه هذا القول قط، ولم يفعل هذا الفعل أصلا.

◀ أو يقولون: 'فلان خنقني ونزع اللقمة من فمي'.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মানুষের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত**

আমাদের প্রচলনে এর উদাহরণ হচ্ছে (১) যখন কেউ কোনো ব্যক্তির বীরত্বের বর্ণণা দিতে চান তখন তলোয়ার দিয়ে ইশারা করে বলে যে, অমুক এভাবে আঘাত হানে, ওভাবে আঘাত হানে। এর দ্বারা (বাস্তবে আঘাত হানা উদ্দেশ্য হয় না। বরং এর দ্বারা) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে শুধু একথা বর্ণনা করা যে, সে বরীত্বে সবার উপর জয়ী হয়ে থাকে। যদিও সে জীবনে একবার ও তলোয়ার হাতে নেয়নি। (লক্ষনীয় যে, বরীত্বের ধরুন সবার উপর জয়ী হওয়াকে একটি অনুভুত সুরতে উপস্থাপন করেছেন)

(২) তেমনিভাবে লোকেরা পরিভাষায় "কেউ সকলের সেরা বীর" একথা বুঝানোর জন্য বলে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি বলে لا ارى احدا على وجه الارض يبارزى পৃথিবীতে আমার মোকাবিলা করার মত কাউকে দেখি না। (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে সে পৃথিবীর বুকে সেরা বীর।) অথবা (আলোচ্য অর্থে) বলে থাকেন, অমুক ব্যক্তি এরূপ এরূপ করে থাকেন' একথা বলে এমন অঙ্গ ভঙ্গির প্রতি ইশারা করল যা প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হওয়ার সময় লড়াকু ব্যক্তি অবলম্বন করে থাকে, যদিও এজাতীয় কথা তা থেকে কখনো প্রকাশ পায়নি আর এজাতীয় কাজ ও কখনো করোনি। অথবা বলে থাকেন فلان خنقنى ونزع اللقمة من فمى অমুক ব্যক্তি আমার গলাটিপে আমার মুখ থেকে লোকমা বের করে দিয়েছে। (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অমুক ব্যক্তি আমাকে প্রচন্ড আঘাত দিয়েছে।)

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ঃ আমাদের সিলেটী পরিভাষায় تمثیل এর উদাহণ হচ্ছে, তার গর্দনা বড় অইগেছে। তার ভিতরর কুমড়া বড় ওই গেছে, এ উভয় উদাহরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার ভিথরে অহংকার ও আমিত্ব এসে গেছে।

التعريض

والتعريض أن يذكر الله تعالى حكما عاما أو منكرا، ويكون الغرض منه الإيماء الى حال رجل خاص، أو التنبيه على حال رجل معين، ويأتي في غصون الكلام بعض خصوصيات ذلك الرجل التي تعرف المخاطب عليه، فيعرف القارئ في الفكر في مثل هذه الموضع، ويحتاج إلى تلك القصة،وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد أن ينكر على شخص يقول ":ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا".

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **التعريض বা ইশারা-ইঙ্গিত**

التعريض বলা হয় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কোনো ব্যাপক বা অনির্দিষ্ট হুকুম উল্লেখ করা, আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কোনো ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা অথবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার উপর সতর্ক করা। আর অনেক সময় মধ্যখানে ওই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কিছু গুনাগুনের আলোচনা এসে যায় যা সম্বোধিত ব্যক্তিকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দেয়। ফলে এজাতীয় স্থানে কুরআনের পাঠকরা ভাবনায় পড়ে যায় এবং (এ সম্পর্কিত) ঘটনার মুখাপেক্ষী হয় (যাতে করে এর উদ্দিষ্ট বস্তুনির্ধারন হয়ে যায়।) আর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে التعريض এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো ব্যক্তির উপর অনাস্থা পেশ করতে চাইতেন, তখন বলতেন, এসব লোকের কি হয়েছে যে, তারা এমন এমন করে? (লক্ষনীয় যে, এখানে ব্যাপক শব্দ এসেছে, আর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিদ্দিষ্ট ব্যক্তি)

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله : التعريض এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, লক্ষস্থল ঠিক করা, অস্পষ্ট কথা বলা। পরিভাষায় বলা হয়, এমন কথা বলা যার অর্থ হবে ব্যাপক, তবে লক্ষ্য হবে কোনো ব্যক্তি বিশেষের অবস্থা বর্ণনা করা অথবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার উপর সতর্ক করা। غضون ঃ বলা হয় جاء فى غضون كلامك أى في أثنائه وطياته অর্থাৎ তোমার কথার মধ্যখানে এসেগেছে حكم শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বিচার, মিমাংস্রা, আদেশ। আর যুক্তি বিদ্যার পরিভাষায় کلام مفید کے اثبات کو حکم کہتے ہیں এখানে মানতিকের পরিভাষার حكم নিয়ে كلام مفيد উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

◀ في قوله تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} الأية تعريض لقصة زينب وأخيها.

◀ في قوله تعالى : { وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ} تعريض بأبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ففي هذه الصور مالم يطلعوا على تلك القصة لايدركه فحوى الكلام.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আর যেমন ▸ আল্লাহ তায়ালার বাণী وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا এ আয়াতটিতে হযরত যায়নাব ও তার ভাই এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (হযরত যায়নাব (রা.) এর ঘটনা হচ্ছে এই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছাছিল স্বীয় আযাদকৃত গোলাম ও পালক পুত্র হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. সাথে স্বীয় ফুফুত বোন হযরত যায়নাব (রা.) কে বিবাহ্ দিবেন। বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর হযরত যায়নাব ও তার ভাই আব্দুল্লাহ এ বিয়ে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাজিল হয়। লক্ষনীয় যে, এই আয়াতে হুকুমটি অনির্দৃষ্টভাবে لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ এসেছে। অথচ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যায়নাব ও তার ভাই আব্দুল্লাহ এর ঘটনা)

▸ আর আল্লাহ তায়ালার বাণী وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্থকে এবং আল্লাহর পথে হিজরত কারীদেরকে কিছুই দেবেনা। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।

এ আয়াত ইফক্ এর ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। যখন হযরত আবু বকরের (রা.) খালাত ভাই মিছত্বাহ (রা.) ইফক এর ঘটনায় মুনাফিকদের সাথে শরিক হয়ে গিয়ে ছিলেন, তখন আবু বকর (রা.) কসম করে বলেছিলেন মিছত্বাহের উপর আর কখনো অনুগ্রহ করবনা। সে সময় এই আয়াত নাজিল করে এ কথা বলা হয়েছে যে, এভাবে আর্থিক সাহায্য ছেড়ে দেয়ার কসম না করা উচিৎ। অতএব এ আয়াতে হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রতি تعريض তথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। (কিন্তু ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) অতএব এ জাতীয় সুরতে যতক্ষন পর্যন্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত না হবে ততক্ষন পর্যন্ত কালামের মর্ম বুঝতে পারবে না।

المجاز العقلي

والمجاز العقلي هو أن يسند فعل إلى غير فاعله، أو يجعل المفعول به ما ليس بمفعول به في الحقيقة، لعلاقة المشابهة بينهما، ويدعي المتكلم أنه داخل في عداده، وفرد من أفراده.

◀ كما يقولون: 'بنى الأمير القصر'، مع أن الباني بعض البنائين.

◀ أو يقولون: "أنبت الربيع البقل" مع أن المنبت هو الله سبحانه وتعالى، أنبته في فصل الربيع، والله أعلم بالصواب.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ المجاز العقلى : مجاز عقلى বলা হয় فعل কে فاعل ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সম্বদ্ধ করা অথবা যা مفعول به নয় তা مفعول به এর স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া উভয়ের মধ্যখানে (অর্থাৎ মূল فاعل ও যে غير فاعل এর প্রতি সম্বদ্ধ করা হয়েছে অথবা মূল مفعول به ও যাকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে ও এগুলোর মধ্যখানে) مشابهتতথা সাদৃশ্যতার সম্পর্ক থাকার কারনে বা বক্তার এই দাবির কারণে যে, তা (غير فاعل وغير مفعول) এর (তথা فاعل বা مفعول به এর) গননায় ও এর جنس এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন লোকেরা বলে থাকেন بنى الأمير القصرَ আমীর সাহেব বালাখানা বানিয়েছেন। অথচ নির্মানকারীতো কতেক রাজমিস্ত্রীরা আমীর নন, (আমীর তো শুধু হুকুম দাতা। এ উদাহরনে নির্মানের সম্বন্ধ মূল فاعل তথা معمار এর দিকে না করে امير এর দিকে করা হয়েছে যিনি শুধু হুকুমদাতা। উভয়ের মধ্যে مشابهت এর সম্পর্ক থাকার কারণে। কেননা, আমীর হুকুম দাতা হওয়ার কারণে নির্মাতার ন্যায় হয়ে গেছেন। যেন তিনিই প্রসাদটি নির্মান করেছেন।)

আর যেমন বলে থাকেন انبت الربيع البقل (বসন্ত কাল সশ্যাদি উৎপন্ন করেছে। এখানে الربيع তথা বসন্তকাল এর দিকে انبات এর সম্বন্ধ করা হয়েছে) অথচ বসন্ত কালে আল্লাহ তায়ালাই উৎপাদনকারী। অতএব মূল فاعل তথা আল্লাহ তায়ালার প্রতি انبات এর সম্বন্ধ না করে فصل وبيع তথা বসন্ত কালের প্রতি করা হয়েছে। আর এটি হচ্ছে فاعل ادعائى (অতএব বক্তা যেন এ সম্বন্ধে এ দাবি করেছেন যে, ربيع হচ্ছে انبات এর فاعل এর جنس থেকে। আর তা এর فاعل এর অন্তর্ভুক্ত) والله أعلم بالصواب

জ্ঞাতব্য ঃ গ্রন্থকার مجاز عقلى ও كناية এর যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন তা হচ্ছে একটি ভাষা ভাষা সংজ্ঞা। কেননা এগুলোর সংজ্ঞা আরো কিছু قيودات সন্নিবেশিত রয়েছে مختصر المعانى ও دروس البلاغة দ্রষ্টব্য।

الباب الثالث

في

بيان لطائف نظم القرآن، وشرح أسلوبه البديع

الفصل الأول

في

ترتيب القرآن الكريم، وأسلوب السور فيه

لم يُجعل القرآن مبوبا مفصلا على منهج المتون، ليذكر كل مطلب منه في باب أو فصل، بل افترض القرآن الكريم كمجموعة المكتوبات، فكما يوجه الملوك إلى رعاياهم حسب مقتضيات الأحوال فرمانا، وبعد زمان يكتبون فرمانا آخر، وهلم جرا، حتى تجتمع فرامين كثيرة، فيدونها شخص ويجعلها مجموعا مرتبا، كذلك أنزل المالك على الإطلاق جل شانه على نبيه صلى الله عليه وسلم لهداية عباده سورة بعد سورة حسب متطلبات الظروف.

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআনের সূক্ষ্ম, তাত্ত্বিক ও এর অনুপম বর্ণনা রীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন মাজীদের বিন্যাস ও সূরাসমূহের বর্ণনা রীতি

(কুরআন কতেক চিঠির সমষ্টির নাম)

অনুবাদ ঃ কুরআন মাজীদকে অধ্যয় ও পরিচ্ছেদরূপে বিন্যস্ত করা হয়নি, যাতে প্রত্যেকটি বিষয়কে নির্দিষ্ট অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। বরং কুরআনে কারীমকে সামষ্টিক লিখনীর ন্যায় ধরে নেয়া হয়েছে। যেভাবে রাজা-বাদশারা স্বীয় প্রজাদের নিকট অবস্থার প্রেক্ষিতে আদেশনামা লিখে পাঠান। আর কিছুদিন পর আরেকটি ফরমান লিখে পাঠান। এভাবে চলতে চলতে অনেক ফরমান জমা হয়ে যায়। অতঃপর এক ব্যক্তি তা সুবিন্যস্ত করে পাণ্ডুলিপি আকারে বের করে নেয়, তেমনিভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি অবস্থাভেদে বান্দার হেদায়তের জন্য এক সূরার পর আরেক সূরা নাযিল করেছেন।

وقد كانت كل سورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة مضبوطة على حدة، ثم دونت السور كلها في مجلد واحد بترتيب خاص في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وسمي هذا المجموع بالمصحف.

تقسيم السور

وقد كانت السور مقسومة عند الصحابة رضي الله عنهم إلى أربعة أقسام :

القسم الأول : السبع الطوال : التى هى اطول السور.

والقسم الثاني : المئون: وهي التي تشتمل كل واحدة منها على مائة آية أو تزيد قليلا.

والقسم الثالث : المثاني : وهي ما تقل آياتها عن المائة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় (যেভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পৃথক পৃথক নাযিল হয়েছিল তেমনিভাবে) প্রত্যেক সূরা পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হত। অতঃপর হযরত আবূবকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যমানায় সূরাগুলোকে বিশেষভাবে বিন্যস্ত করে একটি ভলিয়মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আর এর সমষ্টিকেই 'মাছহাফ' বলে নামকরণ করা হয়েছে। (মোটকথা, শাহী ফরমানের ন্যায় অবস্থার প্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে অবিন্যস্ত ভাবে টুকরো টুকরো ও সূরা সূরা হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় তা অবিন্যস্তভাবেই সংরক্ষণ করা হত। এভাবেই তা এক বিরাট ভলিয়ম বনে গিয়েছিল। হযরত আবূবকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যমানায় তা বিশেষভাবে বিন্যস্ত করা হয়।)

সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের যমানায় সূরাগুলোর বিন্যাস

সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতে কুরআনের সূরাগুলো চার প্রকারে বিভক্ত।

১. السبع الطول (লম্বা সাত সূরা) যে সূরাগুলো সর্বাধিক লম্বা।

২. المئون অর্থাৎ ঐসব সূরা যেগুলো প্রত্যেকটিতে একশ' বা এর চে একটু বেশি আয়াত রয়েছে।

৩. المثاني অর্থাৎ যেসব সূরার আয়াত সংখ্যা একশ'র নীচে।

والقسم الرابع : المفصل.

وقد أدخلت سورتان أو ثلاث هي من عداد المثاني في المئين لمناسبة سياقها بسياق المئين، وهكذا جرى التصرف في بعض الأقسام الأخرى ايضا.

القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه

وقد انتسخ عثمان رضي الله عنه عدة نسخ من ذلك المصحف، وأرسلها إلى الآفاق، ليستفاد المسلمون منها، ايميلون الى ترتيب آخر.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ৪. المفصل (অথাৎ ঐসব সূরা যেগুলো مثاني থেকে ছোট مفصل এর শেষ সূরা তো সূরায়ে الناس। তবে এর শুরু নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, এর শুরু হল সূরায়ে হুজুরাত থেকে। مفصل আবার তিনভাগে বিভিক্ত। ১. طوال مفصل সূরায়ে নাবা পর্যন্ত। ২. اوسط مفصل সূরা والضحى পর্যন্ত। ৩. এর পরবর্তী সূরাগুলো قصار مفصل এর অন্তর্ভুক্ত।)

'মাছহাফ' এর বিন্যাস মোতাবেক المثاني-এর অন্তর্গত দু'-তিনটি সূরা المئون-য়ে ঢুকে গেছে। উভয়ের বর্ণনা ধারায় মিল থাকার কারণে। তেমনিভাবে অন্যান্য প্রকারে উল্টাপাল্টা হয়েছে। (যেমন- সূরা রা'দ এর আয়াত সংখ্যা ৪৩, সূরা ইবরাহীমের আয়াত সংখ্যা ২৫, সূরা হিজর এর আয়াত সংখ্যা ৯৯, সূরা মারয়ম এর আয়াত সংখ্যা ৭৮, এ সব সূরা المثاني-এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ এগুলোকে المئون-এর আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে। তেমনিভাবে সূরা শু'আরা এর আয়াত সংখ্যা ২২৭, সূরা সাফ্ফাত এর আয়াত সংখ্যা ১৮২, অথচ এগুলোকে المثاني-এর আওতাধীন রাখা হয়েছে। সূরা আনফাল হচ্ছে المثاني-এর অন্তর্ভুক্ত ও সূরা তাওবা হচ্ছে المئون-এর অন্তর্গত। অথচ এগুলোকে السبع الطول-এর আওতাধীন রাখা হয়েছে।)

হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে কুরআন মাজীদ

হযরত ওসমান রাযি. এই মাছহাফের কয়েকটি অনুলিপি তৈরী করে তা বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে মুসলমানরা এর দ্বারা উপকৃত হয় ও অন্য কোনো তারতীব বা কপির দিকে ঝুঁকে না পড়ে। (হযরত ওসমান রাযি., হযরত হুজাইফা রাযি.'র আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত হাফসা রাযি.'র নিকট সংরক্ষিত মাছহাফ এনে সাতটি অনুলিপি তৈরী করান। এর একেকটি মক্কা, সিরিয়া, ইয়ামন, বাহরাইন, বসরা ও কূফায় প্রেরণ করেন এবং একটি মদীনায় রেখে দেন।)

শব্দার্থ ঃ سياق الكلام বর্ণনা দ্বারা, কথার রীতি-নীতি। تصرف উলট-পালট হওয়া। تصرف به الأحوال এর অবস্থা পাল্টে গেছে।

استهلال السور واختتامها على طريقة فرامين

ولما كانت بين أسلوب السور وأسلوب فرامين الملوك مناسبة تامة، روعي في البداية والنهاية طريق المكاتيب : فكما أهم يبتدئون بعضها بحمد الله تعالى، وبعضها ببيان غرض الاملاء، وبعضها ببيان اسم المرسل، والمرسل إليه، وبعضها تكون رقعة وشقة بغير عنوان، وبعضها تكون طويلة، وأخرى مختصر، كذلك استهل الله تعالى بعض السور بالحمد والتسبيح، وبعضها ببيان غرض التتريل، كما قال تعالى : {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} وقال تعالى : {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا}.

وهذا القسم من السور يشبه بما يكتبون : "هذا ما صالح عليه فلان وفلان" و"هذا ما أوصى به فلان." وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية "هذا ما قاضى عليه محمد" صلى الله عليه وسلم.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ শাহী ফরমানের রীতিতে সূরার সূচনা ও শেষ

যেহেতু সূরাসমূহের রীতি-নীতি ও শাহী ফরমানের রীতি-নীতির মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তাই সূরাসমূহের প্রথম ও শেষে শাহী ফরমানের রীতি-নীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেভাবে তারা কোনো কোনো ফরমান আল্লাহুর প্রশংসা দ্বারা শুরু করে থাকনে, কোনোটি উদ্দেশ্য দিয়ে, কোনোটি প্রেরক ও প্রাপকেন নাম দিয়ে, কোনোটি শিরোনামবিহীন খন্ড খন্ড ও লম্বা আকারে, আবার কোনোটি লম্বা ও কোনোটি সংক্ষিপ্ত আকরে হয়ে থাকে। তেমনিভাবে আল্লাহু তা'আলা কোনো কোনো সূরা হামদ ও তাসবীহ দ্বারা শুরু করেছেন। (যেমন–সূরা ফাতিহা সূরা হাশরের বেলায় হয়েছে।) কোনোটি নাযিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা দ্বারা, যেমন আল্লাহু তা'আলা সূরা বাকারায় বলেন, الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيه هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (এখানে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুত্তাকিনদের পথ প্রদর্শন।) এবং (সূরা নূরের শুরুতে) বলেছেন, سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَات بَيِّنَات لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (এখানে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমি তা নাযিল করেছি ও তোমাদের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিয়েছি এবং তাতে আমি সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী নাযিল করেছি যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।) এই প্রকারের সূরাগুলো ঐ লেখ্যরীতির সাথে সাদৃশ্যতা রাখে যার শুরুতে (উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে) লিখা হয়, যেমন– هذ ما صالح عليه فلان وفلان এবং هذا ما اوصى به فلان। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার সন্ধিতে লিখেছিলেন هذ ما قاضي عليه محمد صلى الله عليه وسلم।

শব্দার্থ ঃ الاستهلال সূচনা, আরম্ভ। المكاتيب টি المكتوب-এর বহুবচন, চিঠি, পত্র।

واستهل بعضها بذكر المرسل والمرسل إليه، كما قال تعالى: {تَنْزِيلُ الْكِتَاب مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ}. وقال تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}

وهذا القسم يشبه بما يكتبون : "صدر الحكم من الباب العالي" أو يكتبون : "هذا إعلام من حضرة الخلافة إلى سكان البلد الفلان بأن الخ". وقدكتب النبي صلى الله عليه وسلم : "من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم."

واستهل بعضها على أسلوب الرقاع والشقق بغير عنوان، كقوله تعالى : {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} وقال تعالى: { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ কোনো কোনো সূরা مرسل (প্রেরক) مرسل اليه (প্রাপক) এর বর্ণনা দ্বারা শুরু করেছেন। যেমন আল্লাহু তা'আলা (সূরা জাছিয়ার শুরুতে) বলেন, تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (এখানে مرسل তথা প্রেরকের নাম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে আর مرسل اليه তথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা পরোক্ষভাবে রয়েছে।) আর (সূরা হুদের শুরুতে) বলেন, الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ।

এপ্রকারের সূরাগুলো ঐসব ফরমানের সাদৃশ্যতা রাখে যাতে লিখা হয় صدر الحكم من الباب العالى এই হুকুমটি সর্বোচ্চ আদালত থেকে জারিকৃত। অথবা লিখা হয় هذا اعلام من حضرة الخلافة الى سكان البلد الفلانية । এটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অমুক শহরের অধিবাসীদের অবগতির জন্য ঘোষণা পত্র। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (ঐ চিঠিও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত যাতে তিনি) লিখেছেন, من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم (আল্লাহুর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে রূমের বাদশাহ হিরোক্লিয়াসের নিকট।)

আবার কোনো কোনো সূরা কোনো প্রকার শিরোনাম ছাড়াই লিপি ও খন্ডাকারে শুরু করেছেন। যেমন- আল্লাহু তা'আলা (সূরা মুনাফিকূনে) বলেন, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ । আর (সূরা মুজাদালায় বলেন,) قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا আর (সূরা তাহরীমে বলেন,) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ।

منهج القصائد في مبتدأ بعض السور

ولما كانت فصاحة العرب تتجلى في القصائد، وكان من عاداتهم القديمة في مبدء القصائد التشبيب بذكر المواضع العجيبة والوقائع الهائلة، فاختار سبحانه وتعالى هذا الأسلوب في بعض السور، كما قاله تعالى : {وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا} وقاله تعالى : {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا} وقاله تعالى : {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ কোনো কোনো সূরার শুরু কাব্য রীতিতে হয়েছে

যেহেতু আরবী সাহিত্য কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ পেত আর তাদের পুরনো রীতি ছিল কবিতার সূচনায় বিস্ময়কর ও ভয়ঙ্কর ঘটনাবলির বর্ণনায় **تشبيب**(এর অর্থ হচ্ছেকবিতার সূচনায় প্রশংসামূলক ললনা ইত্যাদির আলোচনা দিয়ে আকর্ষনীয় করে তুলা) থাকত। তাই কোনো কোনো সূরার সূচনায়ও আল্লাহু তা'আলা এ রীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন– আল্লাহু তা'আলা (ফিরিশতাদের বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা দিতে গিয়ে সূরা সাফ্‌ফাত শুরু করেছেন) বলেন, وَالصَّافَّات صَفًّا، فَالزَّاجِرَات زَجْرًا، فَالتَّالِيَات ذِكْرًا। কসম ঐ ফিরিশতাদের যারা (ইবাদতের নিমিত্তে বা আল্লাহু তা'আলার হুকুমের অপেক্ষায়) কাতারবন্ধি (হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।) আর ঐ সব ফিরিশতার যারা সব শয়তানের উপরে উঠতে বাধা প্রদান করেন, আর ঐ সব ফিরিশতার যারা উপদেশাবলি পড়ে থাকেন। আর (সূরা যারিয়াতে বাতাসের অদ্ভুত অবস্থা বর্ণনা দিয়ে শুরু করতে গিয়ে) বলেন, وَالذَّارِيَات ذَرْوًا، فَالْحَامِلات وِقْرًا، فَالْجَارِيَات يُسْرًا، فَالْمُقَسِّمَات أَمْرًا কসম ঝঞ্ঝাবায়ুর, অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের, অতঃপর কর্মবন্টনকারী ফিরিশতাদের। আর (কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে সূরা তাকবীর শুরু করতে গিয়ে) বলেন, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا اَلنُّجُومُ انكدَرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলীন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে, যখন বন্যপশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তুলা হবে, যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে।

خواتم السور على منهج الفرامين

وكما أن الملوك يختمون فرامينهم بجوامع الكلم ونوادر الوصايا والتاكيد البليغ بتمسك الأوامر المذكورة، والتهديد الشديد لكل من يخالفها، كذلك ختم الله تبارك وتعالى أواخر السور بجوامع الكلم ومنابع الحكم، والتأكيد البليغ والتهديد العظيم.

تخلل الكلام البليغ في أثناء السور

وقد يؤتى في أثناء السورة بالكلام البليغ العظيم الفائدة. البديع الأسلوب الذي يشمل على نوع من الحمد والتسبيح، أو نوع من النعم والإمتنان، كما :

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ **সূরার সমাপ্তি শাহী ফরমানের রীতিতে**

যেভাবে বাদশাহগণ শাহী ফরমান ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, দুর্লভ উপদেশ, পূর্বোক্ত নির্দেশমালার প্রতি যত্নবান হওয়ার গুরুত্বারোপ, নির্দেশ লঙ্ঘনকারীদের ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত দ্বারা ইতি টেনে থাকেন, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাও সূরাগুলো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, তাৎপর্যপূর্ণ বাণী, কোনো বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ ও কঠোর ভীতি প্রদর্শন দ্বারা শেষ করেছেন।

সূরার মধ্যখানে অলঙ্কারপূর্ণ বাক্য চয়ন

কখনো কখনো সূরার মধ্যখানে অত্যন্ত মূল্যবান ও অনুপম ভঙ্গিতে অলঙ্কারপূর্ণ বাক্য, আল্লাহু তা'আলার কিছু প্রশংসা ও গুণগাণের সাথে সাথে অথবা তার অপার নিয়ামতের বর্ণনা ও এহসান স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে আনা হয়ে থাকে, যেমন–

শব্দার্থ ঃ نوادر الوصايا দুর্লভ উপদেশ। **منابع** টি منبع এর বহুবচন, অর্থ উৎস। **حكم** টি حكمة এর বহুবচন, প্রজ্ঞা। **التهديد** ভীতি প্রদর্শন। **التخلل** অর্থ মধ্যে প্রবেশ করা। **البديع الأسلوب** চমৎকার শৈলীসমৃদ্ধ।

◀ بدأ بيان التباين مرتبة المخلوق بهو للوق بقوله تعالى : {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ}. ثم بين هذا الموضوع في خمس آيات بأبلغ وجه وأبدع أسلوب.

◀ وبدأ مخاصمة بني إسرائيل في أثناء سورة البقرة بقوله تعالى : {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} ثم ختمها بنفس هذا الكلام، فابتداء المحاجة بهذه الكلمة وانتهاءها بها يحتل مكانا عظيما في البلاغة.

◀ وبدأ المخاصمة مع أهل الكتاب في سورة آل عمران بقوله تعالى : {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} ليتضح محل النزاع ويدور الحوار على ذلك المدعى. والله أعلم بحقيقة الحال.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▶ স্রষ্টা সৃষ্টির মর্যাদার মধ্যকার ব্যবধান আল্লাহু তা'আলার বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে। (তিনি বলেন,) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ। (এই আয়াতে হামদ ও সালামের পর আল্লাহু এবং যাদেরকে মুশরিকরা আল্লাহুর সাথে শরীক করে, এ উভয়ের মধ্যখানে প্রশ্নাকারে পার্থক্যের দাবি করা হয়েছে। অর্থাৎ এই দাবি করা হয়েছে যে, আল্লাহু তা'আলা এসব মা'বূদ থেকে শ্রেষ্ঠ।)

অতঃপর এ বিষয়টি আরো পাঁচটি আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ও অনুপম ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। (এই পাঁচটি আয়াত হচ্ছে–

▶ আল্লাহু তা'আলার বাণী ঃ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

▶ আল্লাহু তা'আলার বাণী ঃ

أَمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

▶ আল্লাহু তা'আলার বাণী ঃ

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

▶ আল্লাহু তা'আলার বাণী :

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

▶ এসব আয়াতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এসব আয়াতে যেসব কর্মকাণ্ডের আলোচনা রয়েছে এর সবকিছু যেহেতু আল্লাহুর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তোমাদের অপরাপর মা'বূদ থেকে নয়। তাই তোমাদের অপরাপর মু'বূদগুলো কখনো আল্লাহু তা'আলার সমকক্ষ হতে পারে না।)

আর সূরা বাকারার মধ্যখানে বনি ইসরাঈলের মুবাহাছার কথা আল্লাহুর এই বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে– يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ। অতঃপর (দীর্ঘ মুবাহাছার পর) মুবাহাছা শেষও করেছেন একই কথা দিয়ে। (আলোচিত আয়াতটি ৪৭তম আয়াত। সেখান থেকে শুরু হয়ে ১২৩তম আয়াতে শেষ হয়েছে। এর সমাপ্তিকালে ১২২তম আয়াতে আবারও বলেছেন :

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ

আর মুবাহাছা এক কথা দিয়ে শুরু আবার একই কথা দিয়ে শেষ হওয়া অলঙ্কার শাস্ত্রে অনেক বিশেষত্ব রাখে।

তেমনিভাবে সূরা আল-ইমরানে উভয় আহলে কিতাবীদের মুবাহাছা শুরু হয়েছে আল্লাহু তা'আলার বাণী إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ দ্বারা (আলোচিত আয়াত নং ১৯ আর তা শেষ হয়েছে ২৫ নং আয়াতে। এর দ্বারা শুরু করা হয়েছে) যাতে (প্রথম অবস্থায়ই আমাদের ও আহলে কিতাবীদের মধ্যকার) বিতর্কের ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়ে যায়। আর এ দাবির উপরই আলোচনা চলতে থাকে।

শব্দার্থ : يحتلُّ : احتلالا ।احتلَّ مكانا মর্যাদা লাভ করল। স্থান অধিকার করল। الحوار। আলোচনা, বিতর্ক।

الفصل الثاني

في

تقسيم السور الى الآيات، وأسلوبها الفريد

لقد جرت سنة الله تعالى في اكثر السور بتقسيمها إلى الآيات كما كانوا يقسمون القصائد إلى الأبيات،

الفرق بين الآيات والابيات

وغاية ما يقال في الفرق بينهما : أن كلا منهما نشائد، التى تنشد لالتذاذ نفس المتكلم والسامع، إلا أن الأبيات مقيدة بالعروض والقوافي التي دونها الخليل بن أحمد، وتلقاها منه الشعراء، وبناء الآيات على الوزن والقافية الاجمالين، يشبهان امرا طبيعيا، لا على أفاعيل العروضيين وتفاعيلهم، وقوافيهم المعينة التي هي أمر صناعي واصطلاحي.

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূরাসমূহকে আয়াত আকারে বিভক্তিকরণ ও এক্ষেত্রে অনন্য পদ্ধতি গ্রহণ

অধিকাংশ সূরার ক্ষেত্রে আল্লাহু তা'আলার আয়াত আকারে বন্টনের পদ্ধতি চালু রয়েছে। যেভাবে কবিগণ কবিতাকে চরন আকারে ভাগ করে থাকেন।

আয়াত ও কবিতার চরনের মধ্যে পার্থক্য

উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে এর শেষ কথা হচ্ছে এই যে, উভয়ই পাঠ করা হয়ে থাকে পাঠক ও শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য। তথাপি কবিতা ইলমে আরূয ও ইলমে কাফিয়ার (তথা চরনের ভেতরকার ওযন বা মাত্রা ও অন্তমিল বিষয়ক শাস্ত্র) সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ইমাম খলীল ইবনে আহমাদ (রাহ.) আবিষ্কার করছেন। আর কবিগণ তা গ্রহণ করেছেন। আর আয়াতের ভিত্তি হচ্ছে এমন সংক্ষিপ্ত ওযন বা মাত্রা ও ছন্দমিলের ওপর যা প্রাকৃতিক চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইলমে আরূযবিদগণের افاعيل ও

تفاعيل এবং তাদের নির্ধারিত ছন্দমিলের ওপর নয় যা কৃত্রিম ও পারিভাষিক মাত্র।

শব্দার্থ ও আনুষঙ্গিক ঃ الحوار কথাবার্তা। ينشد টি انشاد থেকে নির্গত, অর্থ পড়া, আবৃত করা। انشد الشعر কবিতা আবৃত করা, نشيد ও نشيدة এর বহুবচন نشائد অর্থ গান। العروض কবিতার ওযন এবং শ্লোকের প্রথম লাইনের শেষাংশ। القافية আখফাশ (রাহ.) এর মতে চরনের শেষ শব্দ। আর খলীল (রাহ.) এর মতে চরনের শর্বশেষ সাকিন থেকে নিয়ে তার পূর্বের নিকটতম সাকিন পর্যন্ত অংশ ঐ হারকাতযুক্ত অক্ষরসহ যা দ্বিতীয় সাকিন এর পূর্বে রয়েছে। যেমন- জুহাইরের কবিতা,

وَمَن يَكُ ذا فَضْلٍ فيَبْخَلْ بفضْلِه ** على قَوْمِه يُستَغْنَ عنهُ ويُذْمَمْ

এখানে يُذْمَمْ শব্দে সর্বশেষ সাকিন হচ্ছে দ্বিতীয় (م) আর এর পূর্বের নিকটতম সাকিন হচ্ছে (ذ) আর দ্বিতীয় সাকিন এর পূর্বের অক্ষর (م) হারকাতযুক্ত। অতএব দ্বিতীয় (م) থেকে নিয়ে (ذ) পর্যন্ত এর নাম হচ্ছে কাফিয়া। امرا طبعيا ঃ এখানে امر طبعي দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বভাব-প্রকৃতিগত চাহিদা। افاعيل ও تفاعيل ঃ ইলমে আরূযের পরিভাষায় افاعيل ও تفاعيل ঐসব শব্দ কেবল যেগুলোকে কবিতার ওযন ঠিক করার জন্য গঠন করা হয়। অন্যভাষায় বলা যায়, কবিতা যেসব অংশ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে সেসব অংশের বর্ণনাকরণ (تعبيرى لفظ) শব্দকে افاعيل বা تفاعيل বলা হয়ে থাকে। যেমন- مستفعلن, فاعلن, فاعلاتن, متفاعلن, مفاعلن, مفاعيلن, فعولن, مفاعلتن, مفعولاتن।

যেমন ইমরাউল কায়েস বলেন-

قفانبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ ** بسِقطِ اللّوى بينَ الدَّخولِ ، فحومَلِ

এই শ্লোকের অংশগুলো হচ্ছে এই, قفانبك، كَ من ذكرى، حبيب، ومنزِلِ، بسقط ل، لوى بينَ الدَّ، دخول، فحومَلِ এগুলো فعولن (قفانب), (كَ من ذكرى) مفاعيلن, (حبيب) فعولن, (ومنزِلِ) مفاعيلن, (بسِقطِل) فعولن, (لوَى بينَ الدَّ) مفاعيلن, (دخولِ) فعولن, (فحومَلِ) مفاعيلن এর ওযনে এসেছে। আর এগুলো তথা فعولن, مفاعيلن, فعولن, مفاعيلن ইত্যাদি হচ্ছে افاعيل ও تفاعيل।

الامر المشترك بين الآيات والأبيات

أما تنقيح الأمر المشترك بين الآيات والأبيات ونعبر ذلك الأمر العام "بالنشائد"، ثم ضبط تلك الأمور التي التزم بها في الآيات وذلك بمترلة الفصل، فكل ذلك يحتاج إلى تفصيل، والله ولي التوفيق.

وتفصيل هذا الإجمال : أن الفطرة السليمة تدرك بذوقها في القصائد الموزونة المقفاة والأراجيز الرائقة الجميلة وأمثالها حلاوة وعذوبة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ কুরআনের আয়াত ও কবিতার মধ্যকার যৌথ বিষয়াবলি

আয়াত ও কবিতার মধ্যে যেসব যৌথ বিষয়াবলী প্রকাশ পায় সেগুলোকে আমরা নাশাইদ তথা 'সুমধুর স্বরে আবৃত্তি' বলে থাকি। আর যেসব বিষয়ের প্রতি আয়াতে লক্ষ্য রাখা জরুরী মনে করা হয় আর যা (দুই আয়াতের মধ্যখানে) পার্থক্য নিরুপণকারী; এর প্রত্যেকটি বিস্তর আলোচনা সাপেক্ষ। আল্লাহু তাওফীক দাতা (তিনি যদি তাওফীক দান করেন, তাহলে আমি এর বিস্তর আলোচনা করব।)

উপরোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, ছন্দোবদ্ধ, অন্তমিলপূর্ণ সুমধুর কবিতা ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যেক সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে এক প্রকারের রসালো অনুভূতি ও আকর্ষণ উপলব্ধি করে থাকে।

শব্দার্থ ও আনুষঙ্গিক ঃ تنقيح পরিস্কার। النشائد টি نشيدة এর বহুবচন, نشيدة এর অর্থ সংগীত, কবিতা যা প্রফুল্লচিত্তে উচ্চস্বরে পড়া হয়ে থাকে। ذلك الأمر العام ঃ এরদ্বারা উদ্দেশ্য হলো আয়াত ও কবিতার মধ্যকার যৌথ বিষয়াদি। القصائد টি قصيدة এর বহুবচন, قصيدة বলা হয় ঐ شعر কে যা তিন বা ততোধিক শ্লোকসম্বলিত হয়। আর بيت বলা হয় দুই লাইন বিশিষ্ট শ্লোককে। المقفاة টি تقفية থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। علم عروض এর পরিভাষায় تقفية বলা হয় বাক্যের অন্তর্মিলকে। الاراجيز টি رجز এর বহুবচন, علم عروض এর পরিভাষায় যে شعر এর بحر এর মধ্যে ছয়বার مستفعلن এর ওজন বিদ্যমান থাকে তাকে رجز বলে। এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে যা ইলমে আরূযের কিতাবাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। আর وزن شعر কে بحر বলা হয়।

وإذا تأمل احد إدرا ك إدراك تلك الحلاوة وجد أن نفس المخاطب تتذوق لذة خاصة في الكلام الذي يوافق بعضه بعضا، ويجعلها منتظرا الى كلام آخر مثله، فاذا سمعت بعد ذلك البيت الآخر مع ذلك التوافق والانسجام بين أجزائه وتحقق الأمر المنتظر تضاعفت اللذة عند ذلك، ولما كان البيتان مشتركين في قافية واحدة ازدادت اللذة ثلاثة أضعافها. فالتمتع والالتذاذ بالأبيات بهذا السر فطرة قديمة فطر الناس عليها، وأصحاب الأمزجة السليمة من أهل الأقاليم المعتدلة متفقون على ذلك.

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ যদি কেউ উল্লিখিত আকর্ষণের কারণ নিয়ে গবেষণা করে, সে দেখবে যে, শ্রুতার মন আন্দোলিত হয় এমন সব বাক্য ও ছন্দে যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সংযুক্ত (قوافي، اوزاني ও اسجاع-এর মধ্যে) এবং এজাতীয় আরো বাক্য শ্রবণের প্রতি অপেক্ষমান করে তোলে।

অত:পর যখন এক ছন্দ পূর্বোক্ত মিল ও সামঞ্জস্য সহকারে শ্রবণ করবে, আর অপেক্ষিত বস্তু সামনে এসে যাবে, তখন এর আর্কষন ও মুধরতা দ্বিগুন বেড়ে যায়। আর যখন উভয় চরণ একই অন্তমিল বিশিষ্ট হয়ে যায়, তখন এর আর্কষন তিনগুন বেড়ে যায়। অতএব এই অন্ত রহস্যের কারনেই কবিতার দ্বারা আন্দোলিত ও আকর্ষিত হওয়া ,মানুষের জন্মগত স্বভাব। আর বিশ্বের সব সুস্থ্ রুচিবোধ সম্পন্ন মানুষ এব্যাপরে (অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ, আন্ত মিল ও মাত্রা বিশিষ্ট কবিতা থেকে আন্দোলিত হওয়ায়) এক ও অভিন্ন।

শব্দার্থ ও আনুষঙ্গিক ঃ تنقيح পরিস্কার করা। النشائدটি نشيدة এর বহুবচন, نشيدة এর অর্থ সংগীত, কবিতা যা প্রফুল্লচিত্তে উচ্চস্বরে পড়া হয়ে থাকে। ذلك الأمر العام ঃ এরদ্বারা উদ্দেশ্য হলো আয়াত ও কবিতার মধ্যকার যৌথ বিষয়াদি। القصائدটি قصيدة এর বহুবচন, قصيدة বলা হয় ঐ شعرকে যা তিন বা ততোধিক শ্লোকসম্বলিত। হয়। আর بيت বলা হয় দুই লাইন বিশিষ্ট শ্লোককে। المقفاةটি تقفية থেকে اسم مفعول এর সিগাহ। علم عروض এর পরিভাষায় تقفية বলা হয় বাক্যের অন্তর্মিলকে। الاراجيزটি رجز এর বহুবচন. علم عروض এর পরিভাষায় যে شعر এর بحر এর মধ্যে ছয়বার مستفعلن এর ওজন বিদ্যমান থাকে তাকে رجز বলে। এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে যা ইলমে আরূযের কিতাবাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। আর وزن شعر কে بحر বলা হয়।

ثم حدثت بين ذلك مذاهب مختلفة ورسوم متباينة في توافق الأجزاء في كل بيت من الأبيات، وكذا شروط القوافي المشتركة بين الأبيات، فالعرب عندهم ضوابط وأصول بينها الخليل، والهنود يتبعون قانونا يحكم به سليقتهم اللغوية وقريحتهم الفطرية، وهكذا اختار أهل كل عصر وضعاً من الأوضاع وسلكوا مسلكا من المسالك.

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ (চরণের মাত্রা মিলের ধরণ অন্তমিলের শর্তে ভিন্নদেশের ভিন্ন পদ্ধতি)

অত:পর প্রত্যেক চরণের অংশগুলোর মধ্যকার মাত্রা মিলের ধরণ ও চরণগুলোর মধ্যকার অন্তমিলের শর্তে ভিন্ন ভিন্ন মত ও দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে। (অর্থাৎ সবদেশের সুস্থরুচিশীল মানুষ মাত্রাও অন্তমিল সম্পন্ন সুমধুর কবিতা থেকে পুলকিত হয়ে থাকে। এই আকর্ষণের মূল কারণ হচ্ছে চরনের অংশসমূহের মধ্যকার মাত্রামিল এবং দুই বা ততোধিক চরনের মধ্যকার অন্তমিল। তবে চরণের মধ্যকার মাত্রামিল এবং দুই বা ততোধিক চরণের মধ্যকার অন্তমিলের শর্তসমূহে সব এলাকার লোক একমত নয়। বরং প্রত্যেক ভাষায় কবিতা প্রনয়নের ভিন্ন রীতিনীতি রয়েছে) আরবীদের রয়েছে কিছু রীতিনীতি যা খলিল বিন আহমদ (রহ:) প্রনয়ন করেছেন। আর ভারতীয়গণ তাদের রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়মনীতি রচনা করেছেন। তেমনিভাবে প্রতেক্য যুগের কবি সাহিত্যকরা এক এক রীতি গ্রহণ করেছেন ও এক এক পন্থা অবলম্বন করেছেন।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ঃ اجزاء: اركان وزن– سليقة : স্বভাব, প্রকৃতি। رسوم এটি رسم এর বহুবচন। কোনো বস্তুর চিত্র বা খষড়া, এদ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলনীতি। يحكم به : حكم به حكما থেকে এসেছে, সিদ্ধান্ত দেয়া। وضع বস্তুর ওই আকৃতি ও অবস্থা, যার উপর তা রয়েছে। এখানে وضع দ্বারা নিয়ম নীতি ও ধরনই উদ্দেশ্য।

التوافق التقريبي هو الأمر المشترك بين مختلف الكلام المنظوم

وإذا أردنا أن ننتزع من بين هذه الرسوم والمذاهب المختلفة أمراً جامعاً مشتركاً، وتأمّلنا السر المنتشر الشامل فيها، وجدنا أنه هو التوافق التقريبي لا غير، لان العرب يستعملون "مفاعلن" و"مفتعلن" مكان "مستفعلن" ويعتبرون: فعلاتن بدل"فاعلاتن" وفق القاعدة، ويجعلون موافقة ضرب بيت بضرب بيت آخر، وموافقة عروض بيت بعروض بيت آخر امرا مهمّا، ويجوزون زحافات كثيرة في الحشو بخلاف شعراء الفارس فان الزحافات عندهم مستهجنة،

كذلك تستحسنون العرب كون القافية في بيت "قبوراً" وفي البيت الآخر "منيراً" بخلاف شعراء العجم.

وهكذا يرى الشعراء العرب أن "حاصل" "داخل" و"نازل" من قسم واحد بخلاف الشعراء العجم .

وكذلك وقوع كلمة واحدة بين شطري البيت بحيث يكون نصفها في الصدر والنصف الآخر في العجز صحيح عند العرب خطأ عند العجم.

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবদ্ধ বাক্যে যৌথ বিষয় হচ্ছে আনুমানিক মাত্রামিল

যদি আমরা ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি ও মতাদর্শের মধ্যে যৌথ কোনো বিষয় খুঁজি এবং (এসব মত পথে) বিক্ষিপ্ত ও যৌথ রহস্য নিয়ে গবেষনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, চরনের অংশ গুলোর মধ্যকার মাত্রামিল শুধুমাত্র একটি আনুমানিক বিষয় বৈ কিছু নয়। কেননা আরবরা مستفعلن এর স্থলে مفاعلن ও مفتعلن ব্যবহার করে থাকে। আর فاعلاتن এর স্থলে فعلاتن ব্যবহার করাকে আইন সিদ্ধ মনে করে থাকে। (অর্থাৎ চরণের অংশসমূহের মাত্রা মিলে উদাহরণ স্বরূপ এই চরণের অংশ গুলো مستفعلن এর ওজনে এসেছে, তবে কোনো কোনো সময় কোনো কোনো অংশকে مستفعلن এর পরিবর্তে مفاعلن বা مفتعلن এর ওজনে নিয়ে আসা হয়। তেমনিভাবে কোনো কোন

চরণের অংশ فاعلاتن এর ওজনে এসেছে, তবে কোনো সময় কোনো অংশকে فاعلاتن এর পরিবর্তে فعلاتن এর ওজনে নিয়ে আসা হয়) আর এক চরনের عروض কে দ্বিতীয় চরণের ضرب এর সাথে এবং চরণের عروض কে দ্বিতীয় চরণের حشو এর সাথে সাদৃশ্যতা বজায় রাখাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আর زحافات এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে زحافات র বৈধতা দিয়েছেন। পারস্যের কবিরা এর ব্যতিক্রম। তাদের দৃষ্টিতে زحافات অপছন্দনীয়। তেমনিভাবে আরবী কবিদের নিকট পছন্দনীয় হল, এক চরণের قافية 'قبورا' (অর্থঅৎ فعول এর ওজনে) আসলে অপর চরণের قافية'منيرا' (অর্থাৎ فُعيل এর ওজনে) হওয়া। অনারবী কবিগণ এক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। (তাদের মতে যদি এক চরণের قافية'فعول' এর ওজনের اسم হয়, আর দ্বিতীয় চরণের قافية'فُعيل' এর ওজনের اسم হয় তাহলে উভয় চরণের قافية এর মধ্যে অন্তমিল বলে গন্য হবে না। বরং এক চরণের قافية'فعول' এর ওজনের اسم হলে দ্বিতীয় চরণের قافية ও فعول এর ওজনে اسم হওয়া জরুরী)

তেমনিভাবে আরবী কবিরা حاصل, داخل ও نازل কে একই ধরনের মনে করে থাকেন (যেখানে حركات ও سكنات এ সবকটি মিল থাকার সাথে সাথে শেষ অক্ষরেও মিল পাওয়া যায় কিন্তু প্রথম অক্ষরে মিল থাকে না) অনারবী কবিগণ এতে দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। (তারা এগুলোকে এক প্রকারের বলে মনে করেন না।) তেমনিভাবে এক শব্দ দুই লাইনে আসা তথা শব্দের কিছু অংশ এক লাইনে ও কিছু অংশ অপর লাইনে আসা আরবীদের মতে বৈধ, অনারবীদের মতে নয় ।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ঃ امرا جامعا : এ ওই নীতি যা সকল জাতির নিয়মনীতি ও পদ্ধতিকে অন্তর্ভূক্ত করে ও তাতে পাওয়া যায়।

قوله: ضرب بيت ঃ প্রকাশ থাকে যে, بيت তথা চরনের সমান সমান দুটি অংশ থাকে, এর প্রত্যেকটিকে مصرع বলা হয়। প্রথম مصرع এর اول ركن ততা প্রথম অংশকে صدر আর اخرى ركن তথা শেষ অংশকে عروض বলা হয়। আর দ্বিতীয় مصرع এর اول ركن কে ابتداء مطلع আর اخرى ركن কে ضرب বা عجز বলা হয়। আর এসব اركان اربعه তথা صدر, ابتداء مطلع، عروض ও ضرب এর মধ্যখানে যেসব اركان রয়েছে এগুলোকে حشو বলে। যেমন:

سبقت. دركى. فاذا. نفرت * سبقت. اجلى. فدنا. تلقى

এটি একটি بيت যা ৮টি بحور তথা اركان ও অংশ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি ركن 'فَعُلَنْ' এর ওজনে এসেছে। এই بيت এর প্রথম অংশ

تلقى. فدنا. اجلى. سبقت আর দ্বিতীয় অংশ نفرت. فاذا. دركى. سبقت
অতএব, এই দুটি অংশ হচ্ছে দুটি مصرع আর প্রত্যেকটি مصرع ৪টি بحور সমৃদ্ধ। প্রথম অংশের رکن اول হচ্ছে سبقت আর এটিই হচ্ছে صدر আর رکن اخر হচ্ছে نفرت এটিই হচ্ছে عروض আর দ্বিতীয় مصرع এর رکن اول হচ্ছে سبقت এটিই হচ্ছে ابتداء مطلع আর رکن اخر হচ্ছে تلقى এটি হচ্ছে ضرب এই ৪টি رکن এর মধ্যবর্তী رکن গুলো তথা دركى، فاذا، اجلى، فدنا এই চারটি رکن হচ্ছে حشو

قوله زحافت এটি زحاف এর বহুবচন। প্রকাশ থাকে যে, شعر কয়েকটি بحور তথা অংশ নিয়ে গঠিত হয়। এসব اجزاء কে تفاعيل، افاعيل অথবা اجزاء ও ارکان বলা হয়ে থাকে। আবার افاعيل ৩টি বস্তু তথা سبب، وتد ও فاصله নিয়ে গঠিত। سبب দুই প্রকার ১. خفيف ২. ثقيل

১. سبب خفيف বলা হয় ঐ متحرّك হরফকে, যার সাথে حرف ساكن মিলিত থাকে।

২. سبب ثقيل বলা হয় দুটি متحرّك হরফ কে।

وتد দুই প্রকার ১. مجموع ২. مفروق

১. مجموع বলা হয় ঐ দুই متحرّك হরফকে যার সাথে একটি حرف ساكن মিলিত রয়েছে।

২. مفروق বলা হয় ঐ দুই متحرّك হরফ কে যার মধ্যখানে একটি حرف ساكن রয়েছে

فاصله দুই প্রকার ১. صغرى ২. كبرى

১. صغرى বলা হয় ঐ তিন متحرّك হরফকে যার সাথে একটি حرف ساكن মিলিত রয়েছে।

২. كبرى বলা হয় ৪টি متحرّك হরফকে বার সাথে ১টি حرف ساكن মিলিত রয়েছে। এসব কটির উদাহরণ হচ্ছে من لك ترى حيث نزلت عربكم এ বাক্যে من হচ্ছে سبب خفيف, আর لك হচ্ছে سبب ثقيل, ترى হচ্ছে وتد مجموع, حيث হচ্ছে وتد مفروق, نزلت হচ্ছে فاصله صغرى, عربكم হচ্ছে فاصله كبرى। অতএব شعر এর اسباب এর দ্বিতীয় হরফে রদবদল হওয়াকে চাই خفيف এ হোক বা ثقيل এ হোক زحاف বলে। زحاف এর বিভিন্ন প্রকার علم عروض এর কিবাতাবাদিতে বিদ্যমান রয়েছে।

وفذلكة القول : أن الأمر الجامع المشترك بين الكلام المنظوم العربي والفارسى هو التوافق التقريبي لا التوافق التحقيقي.

وقد وضع الهنود أوزان شعرهم على عدد الحروف بدون ملاحظة الحركات والسكنات، وهي أيضا تمنح لذة وحلاوة.

وقد سمعنا بعض اهل البداوة يختارون في تغريداتهم التي يتلذذون بها كلاما متوافقا بتوافق تقريبي أو رديفا تارةً يكون كلمة واحدة أو أخرى يزيد عليها وينشدونها مثل القصائد وينلذذون بها، ولكل قوم أسلوب خاص في كلامهم المنظوم،

وهكذا وقع اتفاقِ الأمم على الالتذاذِ بألحان، ونغمات وتحقق اختلافهم في قوانين تغريدهم وأساليب تلحينهم.

وقد وضع اليونانيون عدداً من الأوزان ويسمونها "المقامات" واستنبطوا منها أصواتاً، وشُعَبا ودونوا الانفسهم فناً مبسوطاً مفصلا،

كذلك وضع الهنود ستة نغمات، وفرعوا منها نغيمات، وقد رأينا أهل البداوة منهم الذين لا يعرفون هذين المصطلحين، تفطنوا بحسب سليقتهم لتأليف الكلام وتلحينه وتغنوا به من دون أن يضبطوا له الكليات ويحضوا له الجزئيات،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মোটকথা, আরবী ও ফার্সী ছান্দিক বাক্যের মধ্যকার যেসব مشترك ও جامع বিষয়াদি রয়েছে, তা আপেক্ষিক মাত্র, বাস্তবিক মিল নয়। আর ভারতীয়রা কবিতার ওজন বা মাত্রা নির্ধারণ করে থাকেন অক্ষরের সংখ্যা অনুপাতে হরকাত ও সাকিন (তথা কার ইত্যাদি) অনুপাতে নয়। (অথচ আরবরা কবিতার ওজনে অক্ষরের সাথে সাথে হরকত ও সাকিনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।) ভারতীয়রা এজাতীয় কবিতা থেকে ও স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করে থাকে। আর আমরা কোনো কোনো গ্রাম্য লোকদেরকে তাদের রচিত গীত-গজলের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ চিত্ত বিনোদন করতে শুনেছি, যে গুলোতে আপেক্ষিক মাত্রা মিল রয়েছে। (বাস্তবিক মাত্রা মিল নেই) অথবা এমন সব رديف অবলম্বন করে থাকে যা কখনো এক শব্দে হয়ে থাকে আবার কখনো একাধিক শব্দে হয়ে থাকে। আর তারা তা সঙ্গীতের

ন্যায় পরিবেশন করে থাকে এবং এর দ্বারা পুলকিত হয়। (মোটকথা, গ্রাম্যলোকদের গীতের মাত্রা না হরকাত ও সাকিন অনুপাতে হয়ে থাকে আর না হরফ বা অক্ষরের সংখ্যা অনুপাতে হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক জাতিরই কাব্য রচনায় ভিন্ন ভিন্ন রীতি-নীতি রয়েছে। এভাবে সুরেলা গান ও রসাত্ববোধক কবিতা দ্বারা পুলক লাভে সকলজাতির অভিন্নতা সুচিত হয়েছে ও কবিতা আবৃতির নীতিমালায় দ্বিমত রয়েছে ও বলে প্রতিয়মান হয়েছে। আর গ্রীক কবিরা কতিপয় মাত্রা নির্ধারণ করে নাম দিয়েছেন المقامات এবং এর থেকে বিভিন্ন গানের স্বর ও সুর আবিস্কারে নিজেদের জন্য একটি সুবিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র প্রনয়ন করেছেন। তেমনিভাবে ভারতীয়রা ছয়টি সুর ও তান নির্ণয় করেছেন ও এগুলো থেকে আরো অনেক প্রশাখা মূলক সুর উদ্ভাবন করেছেন। আমরা দেখেছি যে, গ্রাম্য লোকেরা এ দুই পরিভাষায় (তথা ইউনানী ও ভারতীয় পরিভাষা) সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তারা নিজেদের রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী কিছু সুন্দর সুর বিশিষ্ট বাক্য একত্রিত করে মধুর সুরে পরিবেশন করে থাকে, পুর্ণাঙ্গ বা সংক্ষিপ্ত নীতি মালা অনুসরণ করা ছাড়াই।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله : رديف ইলমে আরুযের পারিভাষায় رديف বলা হয় ঐ এক বা একাধিক كلمهকে যা قافيه এর পর বারংবার এসে থাকে। যেমন-

حتام تنكر قدرى أَيُّها الزَّمَنُ * بغيا وتوغر صدري أَيُّها الزَّمَنُ

اما يهمك شيء غير غدرك لى * ما ذا استفدت بغدرى أَيُّها الزَّمَنُ

قل لي الى كم ارى الأحداث ترمقني * قد عيل صبرى اتدرى أَيُّها الزَّمَنُ

أرى بدوره الاقوام طلعن لهم * الا طلوع بدرى أَيُّها الزَّمَنُ

এই شعر এর মধ্যে قوافي হচ্ছে غدرى، صدرى، تدرى، بدرى এর دالথেকে নিয়ে ياء পর্যন্ত। এরপর أَيُّها الزَّمَنُ বারবার এসেছে, অতএব তা হচ্ছে رديف

قوله : تغريدات এটি تغريد এর বহুবচন تغريد এর অর্থ হচ্ছে পাখি বা মানুষের উচ্চ স্বরে সুললিত কণ্ঠে গান গাওয়া। قوله المنظوم এটি نظم শব্দ থেকে নির্গত نظم الشعر কবিতা আবৃতিকরা।الحان : قوله এটি لحن এর বহুবচন, গানের বিশেষ ধরণের সুর বা আওয়াষ। نغمات : قوله এটি نغمة এর বহুবচন, গানের সুর, সুমধুর তান।

শব্দার্থ ঃ تفطنوا: تفطن বুঝা।

واذا حكمنا الحدس بعد هذه الملاحظات لم نجد الأمر المشترك سوى التوافق التقريبي، ولا غرض للعقل الا بذلك المنتزع الاجمالي، ولا هم له في تفاصيل القوافي المردفة الموصولة، ولايحب الذوق السليم الا تلك الحلاوة المحضة والعذوبة الخالصة ولا علاقة له بطويل البحر أو مديده.

অনুবাদ ঃ এসব নীতি মালার প্রতি গভীর মনোনিবেশের পর যদি আমরা এসব বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে সমন্বিত রূপে আপেক্ষিক ও আনুমানিক ঐক্য সূত্র ছাড়া কিছুই পাই না। আর বুদ্ধি ভিত্তিক সম্পর্ক শুধুমাত্র (সকল জাতির নিয়ম নীতি ও রীতি নীতি থেকে নির্গত) ওই এজমালী নীতি মালার সাথে হয়ে থাকে। আর এতে قواف مردفه ও موصوله র ব্যাখ্যার কোনো গুরুত্ব নেই। সুস্থরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি সেই (সুরেলা) স্বাদ ও রসানন্দকেই পছন্দ করে থাকে, দীর্ঘ ও লম্বা চরনকে নয়।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ঃ ملاحظاتটি ملاحظة এর বহুবচন, পর্যবেক্ষন করা সূক্ষ্মা দৃষ্টিতে দেখা। قوله : حكمنا الحدس : حدس বলা হয়-মানুষের মন উদ্দিষ্ট বস্তু থেকে দলিলের প্রতি ও দলিল থেকে উদিষ্ট বস্তুর প্রতি মুহূর্তে চলে যাওয়া। বিস্তারিত منطق এর কিতাবাদিতে قياس এর আলোচনায় রয়েছে। قوله المردفة الموصوله প্রকাশ থাকে যে قافية ছয় প্রকার তন্মধ্য থেকে এক প্রকার হচ্ছে مردفة আরেক প্রকার হচ্ছে موصوله। قافيه مردفة বলা হয় ওই قافية কে যার روى এর পূর্বে ردفতথা লীন বা মাদ্দার হরফ থাকে। আর علم عروض এর পরিভাষায় ردف বলা হয় চরনের শেষের حرف اصلى কে, যার উপর কবিতার ভিত্তি। অর্থাৎ যা قواف তে বারবার এসে থাকে। আর কবিতার সম্বন্ধ এর দিকেই করা হয়। যেমন যখন روى 'با' অক্ষর হয় তখন বলা হয় قصيده بائيه। روى এর সংজ্ঞায় اصلي এর قيد দ্বারা الف اشباع، تنوين، هاء سكته ইত্যাদি বের হয়ে গেছে। مردفة এর উদাহরণ যেমন عمود، عميد، عماد যদি এসব শব্দ চরণের শেষে থাকে তাহলে شعر র ভিত্তি হবে دال অক্ষরের উপর। অতএব دال হবে حرف روى। এই حرف روى র পূর্বে লীন ও মদের হরফ রয়েছে, তাই তা হচ্ছে مردفة।

قافيه موصوله হচ্ছে দুই প্রকার ঃ

১. موصوله بلا خروج

২. موصوله مع خروج

১. موصوله بلا خروج বলা হয়, যার روى র পর حرف وصل থাকবে যেমন منزله (ها সাকিন এবং তার পূর্বাক্ষর متحرك)

২. موصوله مع خروج বলা হয় যার روى এর পর হরকতযুক্ত ها এর সাথে حرف اشباع থাকবে, যেমন- منزلها এখানে الف হচ্ছে حرف اشباع আর حرف روى বলা হয় ঐ হরফকে যা حرف وصل এর পরিভাষায় علم عروض এর পরে এসে থাকে। قوله : طويل ইলমে আরূয এর পরিভাষায় بحر طويل বলা হয়, যার ওজন চারবার مفاعيلن، فعولن হয়ে থাকে। যেমন-ইমরুল কায়ছ এর কবিতায়

قفانب (فعولن) ك من ذكرى (مفاعيلن) حبيب (فعولن) ومنزل (مفاعيلن)

قوله : المديد ঃ بحر مديد ঐ بحر যার ওজন فاعلاتن، فاعلن، فاعلاتن দুইবার হয়ে থাকে। (المعجم الوسيط)

যেমন- هل تروني ,(فاعلاتن) طالبينا ,(فاعلن) في منى ,(فاعلاتن) قد مددتم (فاعلاتن), ابتغي (فاعلن), طالباتي (فاعلاتن)।

مراعات القرآن الكريم للحسن الاجمالي المشترك

ولما اراد الخلاق– جلت قدرته – أن يخاطب هذا الإنسان المخلوق من قبضة من طين، نظر الى ذلك الحسن الإجمالي والجمال المشترك فحسب، ولم ينظر الى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم، وحينما شاء مالك الملك أن يتكلم على منهج الآدميين، لاحظ ذلك الأصل البسيط والسر المشترك، ولم يراع هذه القوانين المتغيرة بتغير الأدوار والأطوار،

ومبنى التمسك القوانين الاصطلاحية هو العجز والجهل، وتحصيل تلك الحسن الإجمالي والجمال الفنى بدون توسط تلك القواعد_ بحيث لايتغير البيان في الوهاد والأنجاد ولايضيع الكلام في السهول والجبال_ معجز ومفخم، وأنا أنتزع من جريان الحق تعالى على ذلك السنن أصلا، وأضع منه قاعدةً.

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ কোরআন কারীমে সমন্বিত সৌন্দর্য মন্ডিত নীতির অনুসরণ:

যখন মহারাক্রমশালী আল্লাহু মানুষের সাথে বাক্যালাপ করার মনস্থ করলেন, যারা এক মুষ্টি মাটি থেকে সৃষ্টি, তখন তিনি মৌলিক ও সামষ্টিক সুন্দর্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখলেন। এসব নীতিমালার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি যা এক জাতির নিকট পছন্দনীয়, অপর জাতির নিকট নয় (বরং বিরক্তিরকর)। রাজধিরাজ মহান আল্লাহু যখন মানুষ রীতিতে কথা বলার ইচ্ছা করলেন তখন ওই সব মৌলিক নীতিমালা ও সমন্বিত ভেদ (حسن اجمالی) এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখলেন। ওই সব নীতিমালা গ্রহণ করেননি যা কালের বিবর্তনে পরিবর্তন হয়ে যায়।

আর পারিভাষিক নিয়ম-নীতি আঁকড়ে থাকার ভিত্তি হল অক্ষমতা ও অজ্ঞতার উপর। (আর আল্লাহু তায়ালা অক্ষমতা ও অজ্ঞতার উর্দ্ধে। তাই তিনি পারিভাষিক নীতিমালার প্রতি গুরুত্ব দেননি) আর এ সকল নিয়ম-কানুন ব্যতিরেকে এমনভাবে মৌলিক সৌন্দর্য অর্জন ও আকর্ষণীয় করে তুলা যাতে উঁচু নিচু বর্ণনায় এর ধারা অপরিবর্তিত থাকে ও সহজ ও কঠিন যে কোন বর্ণনায় তা যেন লোপ না পায়-সন্দেহাতীত ভাবে তা হচ্ছে **معجز** ও **مفخم** তথা মানুষকে অক্ষম ও নিরুত্তরকারী। আমি এখানে মহান আল্লাহুর এই পদ্ধতি (মৌলিক সৌন্দর্য সৃষ্টি) অবলম্বন করা থেকে একটি মূলনীতি নির্ণয় করেছি।

শব্দার্থঃ ادوارটি دورএর বহুবচন, কাল। اطوارটি طورএর বহুবচন, অবস্থা।

وتلك القاعدة : أنه تعالى قد راعى في اكثر السور امتداد النفس لاالبحر الطويل المديد، وكذلك اعتبر في الفواصل انقطاع النفس بالمدة وبما تستقر عليه المدة، لا قواعد فن القافية.

وهذه الكلمة أيضا تقتضى بسطا وتفصيلا فَلْيُلْقِ القارى السمع لما يُذكر بالتالي :

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ মূলনীতিটি হচ্ছে এই, আল্লাহু তায়ালা অধিকাংশ সূরায় শ্বাস দ্বীর্ঘ করার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন, بحر مديد বা بحر طويل এর প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। তেমনিভাবে فواصل র ক্ষেত্রে حرف مده বা যার উপর حرف مده স্থিতি লাভ করেছে, শ্বাস ছাড়ার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রতি বিবেচনা করে থাকে, علم قافيهর নীতিমালার প্রতি নয়। حرف مده র উদাহরণ হচ্ছে والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى আর যার উপর حرف مده স্থিতি লাভ করে, এর উদাহরণ হচ্ছে

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

এ বিষয়টিও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। সুতরাং নিম্নে যা আলোচনা করা হয়েছে, পাঠকের জন্য মনযোগ সহকারে শ্রবন করা বাঞ্চনীয়।

আলোচ্য বিষয়ের সারমর্ম ঃ আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ হচ্ছে, সূরাকে আয়াত হিসাবে পাটপাট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠক ও শ্রুতা স্বাদ অনুভব করা যে ভাবে কবিতাকে চরন হিসাবে পাটপাট করার উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে। তবে কবিতা ও আয়াতের ভিত ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে। কবিতার ভিত্তি হচ্ছে ইলমে আরূযের নিয়ম-নীতির উপর কিন্তু আয়াতের ভিত্তি এর উপর নয় বরং এর ভিত্তি হচ্ছে ওইসব ওজন ও অন্তমিলির উপর যা সবার নিকট পছন্দনীয়। তবে প্রশ্ন হল, আয়াতে কেন কবিতার নিয়ম নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি? এর কারণ হচ্ছে, যদিও বিশ্বের সকল সুস্থ বিবেকবানরা ছান্দিক ও অন্তমিলসম্পন্ন কবিতার মাধ্যমে পুলকিত হওয়ার উপর একমত আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মাত্রা ও অন্তমিল, তথাপি কবিতার মাত্রা, অন্তমিল এবং ওজনে সবজাতির নীতিমালা এক নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে। তেমনিভাবে সুমিষ্ঠ সুর ও লহরীতে সবাই শিহরিত হয়ে থাকে, কিন্তু, প্রত্যেক জাতির সুর

ও তানের নিয়মাবলি ভিন্ন ভিন্ন। আরবী, অনারবী, ভারতী, গ্রীক, গ্রাম্য ও শহুরে লোকদের ভিন্ন ভিন্ন রীতি রয়েছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে নীতি রয়েছে, তাও অকাট্য নয় বরং আপেক্ষিক। এসব বিষয়াদি নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, কবিতার মধ্যকার মাত্রাও অন্তমিল আপেক্ষিক যার দ্বারা তা চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে এবং শিল্পি ও শ্রুতা উভয়েই পুলকিত হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহু তায়ালা যখন মানুষের উদ্দেশ্যে আলোচনা করতে চাইলেন, তখন তিনি কোনো জাতি বিশেষের ওই সব নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখেননি যা কাল ও অবস্থা ভেদে পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এক জাতির নিকট পছন্দীয় হলে অপর জাতির নিকট অপছন্দনীয় বলে গণ্য হয়। বরং তিনি এমন এক মৌলক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন যা সকল জাতির নিকট আকর্ষনীয় ও সকল জাতির মুলনীতি থেকে ভিন্ন আবার এসব নীতিমালা ছাড়াই মৌলিক সৌন্দর্যকে এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলা যে, আল্লাহু তায়ালার কালাম পরস্পরে فصاحة ও بلاغة এর মধ্যকার চড়াই উৎরাইয়ের পরও কোনো একটি স্থানে এ সৌন্দর্য্য তায় সামান্যতম ভাটা পড়েনি। আর যেহেতু এভাবে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলা মানুষের সাধ্যের বাইরে, তাই এর দ্বারা কুরআন শরীফ معجز ও مسكت হওয়া প্রমাণিত হয়।

শব্দার্থ ঃ الوهاد। নিম্নাঞ্চল, নিচুভূমি। الانجاد।نجدটি এর বহুবচন, উচু ভূমি। سهولটিسهل এর বহুবচন, সমতল ভূমি।

الامتداد النفسي الطبيعي هو الوزن في القرآن

إعلم أن دخول النفس في الحلقوم وخروجه منه أمر طبيعي في الإنسان، وإن كان تمديده وتقصيره من مقدوره، ولكنه إذا ترك على سجيته فلا بد من امتداد محدود، والإنسان حينما يتنفس يجد النشاط، ثم ينقطع كلياً في آخر الأمر، ويضطر إلى أخذ النفس الجديد الطازج.

وهذا الامتداد أمر محدد بحد مبهم، ومقدر بمقدار مشترك، بحيث لايضره نقصان كلمتين أو ثلاث، بل ولا نقصان قدر الثلث والربع، وكذلك لا يخرجه عن الحد زيادة كلمتين أو ثلاث، بل ولا زيادة قدر الثلث والربع، ويسع فيه اختلاف عدد الأوتار والأسباب، ويسامح فيه بتقديم بعض الأركان على بعض.

فجعل هذا الامتداد النفسى وزنا، وقسم ثلاثة أقسام :

١-طويل ٢-ومتوسط ٣-وقصير

أما الطويل: فنحو سورة النساء

و أما المتوسط: فنحو سورة الأعراف والأنعام

و أما القصير: فنحو سورة الشعراء والدخان

অনুবাদ ঃ স্বাভাবিকভাবে শ্বাস লম্বা করাই হল কোরআনের ওজন বা মাত্রা

জেনে রাখ! কণ্ঠনালীর ভেতর শ্বাস-প্রশ্বাসের গমনাগমন (এবং এর থেকে মানুষের পুলকিত হওয়া) মানুষের প্রাকৃতিক স্বভাব। যদিও তা দ্বীর্ঘ ও খাটো করা মানুষের সাধ্যের ভিতরে রয়েছে, তবে (তা সীমিত পরিসরের কেননা) যখন মানুষকে তার স্বাভাবিক অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয় তখন অবশ্যই তার দ্বীর্ঘতা পরিমিত আকারে হয়ে থাকে। আর তখন মানুষ শ্বাস ফেলে প্রশান্তি লাভ করে। অত:পর এ প্রশান্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এমনকি শেস পর্যন্ত তা একেবারে শেষ হয়ে যায় এবং নতুন বিশুদ্ধ শ্বাস গ্রহণে বাধ্য হয়। শ্বাসের এই দৈর্ঘতা ও এমন অনির্ধারিত সীমায় সীমিত এবং এমন প্রশস্ত পরিমাপে নির্ণিত যে, দুই, তিন শব্দ এমনকি এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের পরিমানের সল্পতা ও তাতে কোনো ধরণের

বিঘ্নতা ঘটাতে পারে না। (অর্থাৎ امتداد حد থেকে সরেনা) তেমনিভাবে দু'তিন শব্দ বেড়ে যাওয়া, এমনকি এক তৃতীয়াংশ বা একচতুর্থাংশ পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায়ও এই امتداد কে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বের করতে পারে না। আর তাতে اوتاد ও اسباب এর সংখ্যায় কম বেশীর এবং এক রোকন অন্য রোকনের আগে আসার অবকাশ রয়েছে। অতএব এই امتداد نفسی তথা শ্বাসের দৈর্ঘতাকে ওজন সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর তা (امتداد نفسی) তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. طویل লম্বা বা সুদীর্ঘ। ২. متوسط মধ্যম ৩. قصیر হ্রস্ব। (কোনো সূরার আয়াত গুলোকে অনেক লম্বা রাখা হয়েছে, যাতে امتداد طویل পাওয়া যায়। কিছু কিছু আয়াতকে মধ্যম রাখা হয়েছে, যাতে امتداد متوسط অর্জিত হয়। কিছু কিছু আয়াত কে খাটো রাখা হয়েছে, যাতে امتداد قصیر অর্জিদ হয়।)

১. طویل তথা দ্বীর্ঘ আয়াত বিশিষ্ট, যেমনঃ সূরা নিসা।

২. متوسط তথা মধ্যম আয়াত বিশিষ্ট, যেমনঃ সূরা আ'রাফ ও আনআম।

৩. قصیر তথা হ্রস্ব আয়াত বিশিষ্ট, যেমনঃ সূরা শুআরা ও দুখান।

(উপরোল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহু তায়ালা মৌলিক সৌন্দর্য অর্জনে امتداد صوت এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। কেননা কণ্ঠনালীতে সূরের ঝঙ্কার তুলে পুলকিত হওয়া মানুষের প্রাকৃতিক স্বভাব। আর যেহেতু মানুষ দীর্ঘ শ্বাস নিতে সক্ষম। তবে তা সীমিত আকারের। আর امتداد এর সংজ্ঞায় ও অনেক প্রশস্ততা রয়েছে যে দু'তিন শব্দ এমনকি একতৃয়াংশ বা চতুর্থাংশ পরিমাণ কমিয়ে দিলেও امتداد ব্যাহত হয়না। আর এই পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ও তার স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসেনা। মোট কথা امتداد এমন এক کلی مشکك যার মধ্যে طویل، متوسط ও قصیر সবই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আর যেহেতু মানুষ সবধরণের امتداد صوت তথা দীর্ঘ শ্বাস থেকে পুলকিত হয়ে থাকে তাই আল্লাহু তায়ালা আয়াত গুলোকে طویل، متوسط ও قصیر হিসাবে এনেছেন।)

শব্দার্থ ঃ اوتاد টি وتد এর বহুবচন। اسباب টি سبب এর বহুবচন। وتد ও سبب এর আলোচনা كثير من الزحافات এর আলোচনায় হয়েছে। اركان টি ركن এর বহুবচন, চরনের অংশগুলোকে اركان এবং افاعيل ও تفاعيل বলা হয়।

خاتمة النفس على المدة هي القافية في القرآن

وخاتمة النفس على المدة المعتمدة على حرف، هي القافية المتسعة التي يتلذذ الطبع من اعادتها مرارا، ولو كانت تلك المدة في موضع "ألفاً" و في موضع آخر "واواً" أو "ياءاً"، وسواء كان ذلك الحرف الآخير في موضع "باءاً" وفي موضع آخر "ميماً" أو "قافاً" فــ "يعلمون" و "مؤمنين" و "مستقيم" كلها متوافقة، و"خروج" و"مريج" و"تحيد" و"تبار" و"فواق" و"عجاب" كلها على قاعدة.

لحوق الألف في آخر الكلمة أيضا قافية

وكذلك لحوق الألف في آخر الكلمة قافية متسعة، في إعادتها لذة، ولوكان حرف الروي مختلفاً فيقول في موضع "كريماً" وفي موضع آخر "حديثا" وفي موضع ثالث "بصيرا".

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ হরফে মাদ্দাতেই থামা হচেছ কোরআন শরীফের قافية **বা অন্তমিল**

এমন এক হরফে মাদ্দার উপর শ্বাস ফেলা যা একটি غير مدة হরফের উপর নির্ভরশীল, এটি এমন একটি সুপ্রশস্ত অন্তমিল বা قافية যা থেকে সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি বারংবার পুনরাবৃত্তিতে পুলকিত হয়ে থাকে। যদিও এই হরফে মাদ্দাহ- একস্থানে الف ও অপর স্থানে واو অথবা ياء হয়ে থাকে। আর শেষাক্ষর (যার উপর হরফে মাদ্দাহ নির্ভরশীল) চাই একস্থানে باء ও অপর স্থানে م বা ق হয় না কেন। (মোটকথা আলোচ্য অন্তমিল স্বভাব ও প্রকৃতির খুবই উপযুক্ত। এ থেকে মন পুলকিত হয়ে থাকে। তাই কোরআন শরীফে তাই গ্রহণ করা হয়েছে।) অতএব 'يعلمون'، 'مؤمنين' ও 'مستقيم' (যার কোনোটিতে হরফে মাদ্দা و কোনটিতে ي আর কোনটির মধ্যে হরফে মাদার পরের অক্ষর ن ও কোনোটির মধ্যে م রয়েছে) সবকটি পরস্পরে মিল রয়েছে। আর خروج، مريج، تبار، فواق، عجاب সবকটি একই নীতিতে গণ্য হবে। (علم قوافي র আলোকে এগুলোকে পরস্পর বিরোধী বলা যাবে না।)

শব্দের শেষে الف যোগ হওয়াও এক প্রকার অন্তমিল বা قافية

তেমনিভাবে শব্দের শেষে الف যুক্ত হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ একটি অন্তমিল। এর পুনরাবৃত্তিতে এক প্রকার স্বাদ ও অনুভূতি রয়েছে যদিও حرف روى (তথা الف এর পূর্বের حرف صحيح) ভিন্ন ভিন্ন হয়। অতএব আল্লাহ তায়ালা একস্থানে বলেন كريما অপর স্থান حديثا এবং তৃতীয় স্থানে بصيرا (লক্ষনীয় روى এক স্থানে م অপর স্থানে ث এবং তৃতীয় স্থানে ر এর পরও এগুলোকে পরস্পরে মিল বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।)

فان التزم في السورة موافقة الروى، كان من قبيل "التزام مالا يلتزم" كما وقع في اوائل سورة مريم وسورة الفرقان.

توافق الآيات على حرف واحد واعادة الجملة مفيد لذة

وكذلك توافق الآيات على حرف واحد كحرف الميم في سورة القتال، والنون، في سورة الرحمن، يفيد لذة وحلاوة.

وكذلك اعادة جملة بعد طائفة من الكلام مفيد لذة، كما وقع في سورة الشعراء، و سورةالقمر، و سورة الرحمن، و سورة المرسلات.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ যদি কোনো সূরায় روى حرف এর সাথে মিল থাকা আবশিখ্যক করা হয়, তাহলে তা অনাবশ্যককে আবশ্যক করার নামন্তর হবে। যেমনিট সূরা মরিয়াম ও ফুরকানের শুরুতে হয়েছে।

(كما في سورة مريم : ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا، إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا...الى اخره

লক্ষনীয়, এসব আয়াতের روى এক ও অভিন্নতথা ياء আর সূরা ফুরক্বানের আয়াত গুলোর روى ও একটি মাত্র। আর তা হচ্ছে راء।)

আয়াতগুলোর শেষ অক্ষরে মিল থাকা ও একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি করে

তেমনিভাবে একাধিক আয়াতের শেষাক্ষরে মিল থাকা, যেমনঃ সূরা মুহাম্মদ م অক্ষরে ও সূরা আররাহমানে ن অক্ষরে মিল রয়েছে মাধুর্যতা ও আকর্ষণীয়তার কার্জ দেয় (যা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। এজন্য কোনো কোনো স্থানে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।)

তেমনিভাবে কিছু আলোচনার পর একটি বাক্যের পুনারাবৃত্তি ও রসাত্ত্ব বোধের সৃষ্টি করে যেমনি সূরা শুয়ারা, ক্বামার, আর রাহমান ও আল মুরসালাতে এসেছে।

اختلاف فواصل آخر السور من أوائلها

وقد تبدل فواصل آخر السور أوائلها تنشيطا للسامع، وإشعاراً بلطافه الكلام، مثل : "إِدًّا" و "هَدًّا" في آخر سورة مريم، ومثل: "سَلَامًا" و "كِرَامًا" في آخر سورة الفرقان، ومثل: "طِينٍ" و "سَاجِدِينَ" و "مُنْظُرِينَ" في آخرسورة (ص) مع أن الفواصل في أوائل هذه السور جاءت مختلفة عنها، كما لايخفى.

فجعل الوزن والقافية الذان مضى التعبير عنهما مهما في اكثر السور.

منهج القرآن في الفواصل

إن كان اللفظ في آخر الآية صالحا للقافية فبها،وإلا وصل بجملة فيها بيان آلاء الله تعالى، أو تنبيه للمخاطب، كما يقول : {وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ} {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} {كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ} {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتفكَّرُونَ}،

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ সূরার শেষের ফাসেলা শুরুর থেকে ভিন্ন হওয়া

কখনো কখনো সূরার শেষের ফাসেলা গুলো শুরুর ফাসেলা গুলো থেকে বদলিয়ে দেয়া হয় শ্রুতার আকর্ষন বৃদ্ধির জন্য ও বাক্যের সুন্দর্যতার প্রতি ইঙ্গিত বহনের নিমিত্তে। যেমন সূরা মারিয়ামের শেষে ادا، هدا ইত্যাদি (অথচ শুরুতে زكريا، شقيا، مرضيا، نشورا ইত্যাদি ছিল) ও সূরা ফুরক্বানের শেষে سلاما، كراما (অথচ শুরুতে نشورا، تقديرا، نذيرا ইত্যাদি ছিল) আর সূরা সোয়াদের শেষে طين، ساجدين، منظرين (ইত্যাদি রয়েছে) অথচ, এসব সূরার শুরুর ফাসেলাসমূহ এগুলো থেকে ভিন্ন ছিল, যা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। অতএব অধিকাংশ সূরায় আলোচ্য ওজন ও কাফিয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

فواصل এর ক্ষেত্রে কোরআনের নীতি

যদি আয়াতের শেষ শব্দ قافية তথা মাত্রামিলের উপযুক্ত হয় তাহলে তো উত্তম। নতুবা এমন কোনো বাক্য মিলানো হয়েছে যাতে আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামতের বর্ণনা রয়েছে অথবা যাতে বান্দাকে সতর্কবানী দেয়া বিবৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيْمًا، كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، إِنَّ فِي ذالك لَآيَات لِّأُوْلِيَ الأَلْبَابَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِّقَوْمٍ يَتفكَّرُونَ.

وقد يطنب في مثل هذه المواضع مثل: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا}، ويستعمل التقديم والتأخير تارةً، والقلب و الزيادة أخرى، مثل: {إِلْيَاسِين} في الياس، {وَطُورِ سِينِينَ} في سيناء.

السر في الآية الطويلة مع الآيات القصيرة، وبالعكس

وليُعلم ههنا : أن انسجام الكلام وسهولته على اللسان لكونه مثلا سائرا، أو لتكرر ذكره في الآية يجعل الكلامَ الطويل موزونا مع الكلام القصير،

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ আর কখনো কখনো এজাতীয় স্থানে (অন্তমিলের স্বার্থে) লম্বা করা হয়ে থাকে। যেমন فاسئل به خبيرا (এখানে فاسئل به বলাই যথার্থ ছিল। কেননা পূর্ণ বাক্য হল الرحمن فاسئل به خبيرا অতএব যখন مرجع তথা الرحمن উল্লেখ রয়েছে, তাই الرحمن এর ضمير (সর্বনাম) নিয়ে فاسئل به বলা উচিতৎ ছিল। কিন্তু সর্বনামের উপর একতেফা না করে ' خبير বাড়ানো হয়েছে অন্তমিলের স্বার্থে। নতুবা এ ছাড়াই অর্থ পূর্ণ হয়ে যায়) কখনো تقديم وتاخير (যা আগে আসার তা পরে আনা ও যা পরে আসার তা আগে আনা) আর কখনো قلب এবং زيادة এর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন الياس এর স্থলে الياسين ও سيناء এর স্থলে طور سنين (এদুটি قلب এবং زيادة এর উদাহরণ। কেননা, এখানে একবচনকে বহুবচনে রূপান্তর করা হয়েছে। আর এতে زيادة তথা অতিরিক্তকরণ ও পাওয়া গিয়াছে। কেননা الياس ও سيناء এর মধ্যে অক্ষর সংখ্যা কম ছিল الياسين ও سنين এ বেড়ে গেছে। আর تقديم وتاخير এর উদাহরণ হল, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ এখানে عَنِ اللَّغْوِ হচ্ছে مُعْرِضُونَ এর متعلقِ-তাই عَنِ اللَّغْوَ পরে আসার কথা ছিল। অথচ عَنِ اللَّغْوِ কে আগে এনে مُعْرِضُونَ কে পিছিয়ে নেয়া হয়েছে অন্তমিলের স্বার্থে)

বড় আয়াতের সাথে ছোট আয়াত ও ছোট ও আয়াতের সাথে বড় আয়াত আসার রহস্য

এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, বাক্য কোনো প্রসিদ্ধ প্রবাদ হওয়ার কারণে বা আয়াতে বারবার পঠিত হওয়ার কারণে বাক্য মার্জিত ও সহজতর হওয়া অনেক সময় লম্বা বাক্যকে ছোট বাক্যের সদৃশ্য করে দেয়। (-যেমন: সূরা আর রাহমানের লম্বা বাক্য فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ কে ছোট বাক্য مُدْهَامَّتَانِ এর ও অপর স্থানে ذَوَاتَا أَفْنَانٍ এর সাদৃশ করে দেয়া হয়েছে।)

وربما يؤتى بالفقر الأولى أقصر من الفقر التالية، وهو يفيد عذوبة في الكلام نحو قوله تعالى : {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ} فكأن المتكلم يضمر في نفسه في مثل هذا الكلام : أن الفقرة الأولى مع الثانية في كفة، والفقرة الثالثة وحدها في كفة.

الآيات ذات القوائم الثلاث

وربما تكون الآية ذات قوائم ثلاث، نحو قوله تعالى : {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} إلخ الآية، {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ} الآية والعامة يصلون الأولى مع الثانية، فيحسبونها طويلة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ আর কখনো বাক্যের প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশের তুলনায় ছোট আনা হয়ে থাকে। আর তাও বাক্যে মাধুর্যতা সৃষ্টি করে থাকে। যেমন:

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

(লক্ষনীয় যে, এই আয়াতের প্রথম দুই অংশ তৃতীয় অংশ থেকে অনেক ছোট। এই আয়াতের প্রথম অংশ হচ্ছে خُذُوهُ فَغُلُّوهُ আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ আর তৃতীয় অংশ হচ্ছে ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا... এ ধরণের স্থানে বক্তা যেন নিজের মনে এ কথা ধরে নেয় যে, প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশ সহ এক পাল্লায়, আর তৃতীয়াশ একাই এক পাল্লায়।

তিন যতি বিশিষ্ট্য আয়াত

কখনো কখনো আয়াত তিন যতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে (অর্থাৎ এর তিনটি অংশ থাকে) যেমন- আল্লাহ তায়ালার বানী-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

এবং وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(এখানে প্রথম অংশ হচ্ছে وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ পর্যন্ত, আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ পর্যন্ত। এখানেই এক আয়াত শেষ। আর তৃতীয় অংশ হচ্ছে وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ থেকে هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ পর্যন্ত এই তিন অংশ মিলে দুই আয়াত হয়েছে) কিন্তু সাধারন মানুষেরা প্রথম আয়াতকে দ্বিতীয় আয়াতের সাথে মিলিয়ে নেয় এবং তা লম্বা এক আয়াত বলে মনে করে।

الآية ذات الفاصلتين

وقد يجئ سبحانه وتعالى بفاصلتين في آية واحدة، كما يكون ذلك في البيت أيضاً، نحو :

كالزهر في شرف والبدر في شرف. . . والبحر في كرم والدهر في همم

أطول آية مع الآيات القصار

وقد يجئ بالآية الواحدة أطول من سائر الآيات، والسر فيه، أنه لو وضع حسن الكلام الذي نشأ من تقارب الوزن ووجدان الأمر المنتظر الذي هو القافية في كفة،

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ **দুই ফাসেলা বা যতি বিশিষ্ট্য আয়াত**

কখনো আল্লাহ তায়ালা এক আয়াতে দুটি ফাসেলা বা যতি ব্যহার করে থাকেন। যেভাবে কবিতার চরনে তা (একাধিক ফাসেলা) হয়ে থাকে। যেমন:

كالزَّهرِ في تَرَفٍ والبَدْرِ في شَرَفٍ ** والبَحْرِ في كَرَمٍ والدهْرِ في هِمَمِ

অর্থ-নবী করীম সা. সতেজতায় পুষ্পকলির ন্যায়, মানমর্যদায় পূণিমার চাঁদের ন্যায়, দানদক্ষিন্যে সমূদ্রে ন্যায় এবং দৃঢ় সংকল্পে যুগের ন্যায়।

লক্ষনীয় এই চরনে ৪টি قافية বা অন্তমিল পাওয়া গিয়াছে تَرَف، شَرَف، كَرَم، هِمَم অথচ সচরাচর এক চরণে একটি মাত্র قافية বা অন্তমিল পাওয়া যায়। এটি শায়খ শরফ উদ্দিন (রহ:)র রচিত قصيده بردة নামক গ্রন্থের কবিতার চরন। দুই فاصله বিশিষ্ট আয়াতের উদাহরণ

مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

এটি একটি মাত্র আয়াত, তবে তাতে দুটি فاصله রয়েছে। একটি হচ্ছে وَقَارًا আর অপরটি হচ্ছে أَطْوَارًا

ছোট আয়াত গুলোর সাথে একটি মাত্র বড় আয়াত

কখনো একটি আয়াত অন্য সকল আয়াত থেকে বড় আনা হয়ে থাকে এতে রহস্য হচ্ছে, যখন বাক্যের ঐ সৌন্দর্য যা নিকটবর্তী ওজন ও প্রাতীক্ষিত قافية পেয়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে, তা যদি এক পাল্লায় রাখা হয়।

ووضع حسن الكلام الذى نشأ من سهولة الأداء وموافقة طبع الكلام، وعدم لحوق التغير فيه في كفة أخرى، ترجح الفطرة السليمة جانب المعنى فيهمل احدَ الانتظارين، ويوفى حق الانتظار الثاني.

لم يراع ذلك الوزن والقافية في بعض السور

وأما ما قلنا في فاتحة المبحث : أن سنة الله تعالى قد جرت في أكثر السور على ذلك، فإنما هو لأجل أن الله سبحانه وتعالى لم يراع في بعض السور ذلك النوع من الوزن والقافية، فجاءت طائفة من الكلام على منهج خطب الخطباء وأمثال الحكماء،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আর বাক্যের ওই সৌন্দর্য যা সহজ সাবলীল হওয়া ও বাক্যের সাধারণ চাহিদা অনুযায়ী হওয়া এবং তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন না হওয়ার কারণে সৃষ্ট, অপর পাল্লায় রাখা হয় (আর উভয়ের মধ্যকার তুলনা করা হয়) তাহলে সুস্থ বিবেকবানরা অর্থের দিক (তথা সহজ সাবলীল ব্যবহার ও বাক্যের সাধারণ চাহিদা অনুযায়ী হওয়া এবং তাতে কোনো ধরণের পরিবর্তন না থাকার কারণে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে তা) কে প্রাধান্য দেবে। উভয় প্রাতীক্ষার (অর্থাৎ শাব্দিক সৌন্দর্যের প্রতীক্ষা যা ওজন ও ক্বাফিয়ার কারণে অর্জিত হয়, আর বাস্তবিক সৌন্দর্যের প্রতীক্ষার) একটিকে বাতিল করে দ্বিতীয় প্রতীক্ষায় বিষয়ের পুরোপুরি হক আদায় করবে।

কোনো কোনো সূরায় ওজন ও ক্বাফিয়ার তোয়াক্কা করা হয়নি

আমরা আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম

ان سنة الله تعالى قد جرت في اكثر السور على ذلك

(আল্লাহ তায়ালার এ নিয়ম অধিকাংশ সুরায় প্রাজোয্য হয়েছে।) এ কথাটি এজন্যে বলেছিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো কোনো সূরায় এ জাতীয় ওজন ও ক্বাফিয়ার তোয়াক্কা করেননি। অতএব ক্বালামের কিছু অংশ বক্তাদের বক্তৃতার ও বড় বড় পন্ডিতদের উপমার আঙ্গিকে এসেছে।

ولعلك قد سمعت مسامرة النساء المروية عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفهمت قوافيها، ووقع الكلام في بعض السور على منهج رسائل العرب بدون رعاية شيء آخر، مثل محاورة الناس، إلا أنه يختم كل كلام بشيئ يكون مبنيا عل الاختتام.

والسر هنا : أن الأصل في لغة العرب هوفي المو ضـ في الموضع ينتهي اليه النفس، ويضمحل نشاط الكلام والمستحسن في محل الوقف انتهاء النفس على المدة، ومن أجل هذا تَشَكّلَ الكلام في صورة الآيات، هذا ما فتح الله تعالى على العاجز في هذا الباب، والله أعلم .

وجه اختيار الأوزان والقوافى الجديدة

وإن سألوا : لما ذا لم يختر سبحانه وتعالى تلك الوزن والقافية اللذين هما معتبر ان عند الشعراء، وهما ألذ من هذا ؟

قلنا : كونهما ألذ يختلف باختلاف الاقوام والاذهان، ولو سلمنا : فابداع أسلوب من الوزن والقافية على لسان رسول الله صلى لله عليه وسلم وهو امى اية ظاهرة على نبوته صلى الله عليه وسلم.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্নিত মহিলাদের গল্পগুলো হয়ত আপনি শুনেছেন ও এর ওজন ও অন্তমিল উপলদ্ধি করতে পেরেছেন (যে তা কেমন অদ্ভুদ ছিল? এর কিছু অংশ হচ্ছে এই-

جَلَسَ إِحْدى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْم جَمَلٍ غَثٍّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ، لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ، قَالَتِ الثَّانِيَةَ: زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَه، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ، قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لاَ حَرٌّ وَلاَ قُرٌّ، وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ، قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.

হাদীস শরীফে এভাবে এগার জন মহিলার গল্পের বিবৃত হয়েছে। যাতে রয়েছে চমকপ্রদ অন্তমিলের ছড়াছড়ি। গ্রন্থপ্রনেতা এই হাদীসের দ্বারা আরবী পন্ডিতদের কথামালায় অদ্ভুত সব অন্তমিল ব্যবহারের এক উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।) আর কোনো কোনো সূরায় আরবদের চিঠি পত্রের ন্যায় কোনো প্রকার ওজন ও ক্বাফিয়া ছাড়াই মানুষের স্বাভাবিক কথাবার্তার ন্যায় বর্ণনা এসেছে। (এ জাতীয় আলোচনা একেবারেই সাদা মাঠা হয়ে থাকে, যাতে কোনো লৌকিকতা ও ওজন বা মাত্রার ছোঁয়া থাকে না।) তবে প্রত্যেক বাক্য এমনভাবে শেষ করা হয়ে থাকে যাতে বুঝা যায় যে, বাক্য এখানেই শেষ। এ জায়গায় রহস্য হচ্ছে এই যে, আরবী ভাষায় একটি মূলনীতি হচ্ছে, ওয়াকফ বা বিরতি এমন স্থানে করা যেখানে শ্বাস শেষ হয়ে যায় এবং বাক্যে মাধুর্যতা হ্রাস পেয়ে যায়। আর ওয়াকফের উপযুক্ত স্থান হল মাদ্দার অক্ষরের উপর শ্বাস ফেলা। একারনেই বাক্য আয়াতের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ অধমের উপর এবিষয়ে যা উন্মোচন করে দিয়েছেন তা এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। والله أعلم

(উপরোল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো সূরায় মৌলিক ওজন ও অন্তমিলের প্রতি কোনো প্রকার ত্বোয়াক্কা করা হয়নি যেমনি ভাবে অধিকাংশ সূরায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্যরাখা হয়েছে। আর কোনোটি আরবদের চিঠি পত্রের ন্যায় একেবারে সাদা মাঠা রয়েছে। এতে না মৌলিক ওজন ও অন্তমিল রয়েছে আর না আরব বক্তাদের অন্তমিলের ন্যায় অন্তমিল রয়েছে। তবে যাতে আয়াতের শেষ ওয়াকফ এর সর্বাধিক উপযুক্ত অক্ষর মাদ্দার হরফের উপর হয়ে থাকে, এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।)

নতুন ওজন ও অন্তমিল অবলম্বনের কারণ

যদি লোকেরা প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তায়ালা কেন আয়াতে ওই ওজন ও অন্তমিল গ্রহণ করেননি যা কবিদের নিকট গ্রহণ যোগ্য? অথচ কোরআনে ব্যবহৃত ওজন ও অন্তমিল থেকে তা অনেক আকর্ষণীয়।

এর জবাবে আমরা বলব যে, কবিদের অনুসৃত ওজন ও ক্বাফিয়া (গ্রহণ করা হয়নি কেননা তা আকর্ষনীয় হওয়া) রুচি ও প্রকৃতির ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। (কেননা এমতাবস্থায় যা কোনো জাতির নিকট পছন্দনীয় তা অপর জাতির নিকট অপছন্দনীয় হবে) আর যদি আমরা মেনেই নেই। (যে কবিদের অনুসৃত ওজন ও ক্বাফিয়া গ্রহণ করা শ্রেয় ছিল) তাহলে (এর রহস্য) এই যে, রাসূল উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তার ভাষায় সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতির ওজন ও অন্তমিল প্রকাশ পাওয়া তার নবুওয়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

শব্দার্থ ঃ إبداع উদ্ভাবন করা, আবিষ্কার করা। أمي নিরক্ষর।

ولو نزل القرآن على اوزان الاشعار وقوافيها لحسب الكفار أنه هو الشعر المعروف المشهور عند العرب، ولم يجنوا من ذلك الحسبان فائدة، كما ان البلغاء من الشعراء والكتاب حين يحاولون ابراز مزيتهم، ورجحانهم على اقرانهم على رءوس الأشهاد يستنبطون صناعة جديدة، ويتحدون : "هل من رجل يقرض الشعر مثلي، ويكتب الرسالة نحوى؟ ولو جرى هؤلاء على النمط القديم لم تظهر براعتهم الا على المحققين البارعين.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ যদি কুরআন শরীফ কবিদের অনুসৃত ওজন ও ক্বাফিয়া মোতাবেক নাজিল হত তাহলে কাফিররা অবশ্যই এ ধারণা করে বসত যে, এতো আরবের সুপরিচিত ও সুবিদিত কাব্যই মাত্র। আর এই ধারণা বশত তারা কুরআন থেকে উপকৃত হতনা। (এজন্য কুরআন মাজিদে ব্যতক্রম ধর্মী মাত্রা ও অন্তমিলের প্রয়োগ করা হয়েছে) যেমনিভাবে কবি, সাহিত্যিক ও লেখকরা যখন জন সমক্ষে সমসাময়িকদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যতা প্রকাশ করতে চান, তখন তারা (নিজেদের কবিতা ও সাহিত্যে) এক অভিনব শৈল্পিক ধারা আবিস্কার করেন, এবং চ্যালেঞ্জ ছেঁড়ে দেন, কেউ কি আমার মতো কবিতা আবৃতি করতে পারবে? আমার মতো প্রবন্ধ রচনা করতে পারবে? বস্তুত তারা যদি পুরাতন রীতি অনুসরন করে চলতেন তাহলে বিচক্ষন গবেষকবৃন্দ ছাড়া কারো কাছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেত না। (তেমনিভাবে কুরআন কারীমে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আবার এ অভিনব পদ্ধতি এক উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত্ব। অতএব কাফির দের কু ধারণার কোনো সুযোগ নেই।)

শব্দার্থ ঃ طور রীতি, পদ্ধতি مزية বৈশিষ্ট। نمط পদ্ধতি قرض الشعر কবিতা আবৃত্তি করা। براعة শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা।

الفصل الثالث

في

وجه التكرار في العلوم الخمسة وعدم الترتيب في بابها

١ – إن سألوا : لماذا تكررت مطالب العلوم الخمسة في القرآن العظيم؟ ولم لم يكتف سبحانه وتعالى ببيانها في موضع واحد؟

قلنا : إن ما نريد افادته للسامع على قسمين :

الأول : ان يكون المقصود هناك مجرد تعليم ما لا يعلم ، فالمخاطب الذي لا يدري حكما من الأحكام، ولم يدركه عقله، اذا سمع هذا الكلام يصير ذلك المجهول عنده معلوما.

الثاني : أن يكون المقصود استحضار صورة ذلك العلم في قوته المدركة ليتلذذ به لذة تامة، وتفنى القوى القلبية والادراكية في ذلك العلم،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চ ইলমের বিষয় বস্তুকে বার বার ও বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার রহস্য

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কুরআন মাজীদে কেন পঞ্চ ইলমের বিষয় বস্তুর আলোচনা বারংবার করা হয়েছে? এক স্থানে এর আলোচনা করে আল্লাহ তায়ালা ক্ষান্ত হননি কেন?

আমরা জবাবে বলি, আমরা যেসব আলোচনা দিয়ে শ্রুতাকে উপকৃত করতে চাই তা দু'প্রকার ঃ

এক. ওখানে উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র অজনা বস্তুর জানান দেয়া। কাজেই শ্রুতা যে হুকুম সম্পর্কে অবগত নয় এবং তার মস্তিষ্ক এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা, সে যখন একথা শুনবে, তার অজানা বিষয়টি জানা হয়ে যাবে।

দুই. ওই বিষয়টির স্বরূপ শ্রুতার স্মৃতিপটে উপস্থিত করা উদ্দেশ্য হবে যাতে তা থেকে পুরোমাত্রায় স্বাদ নিতে পারে এবং আত্মিক ও ইন্দ্রিয় ক্ষমতা সে বিষয়ের একেবারে নিগুড়ে পৌছে যায়

ويغلب لون ذلك العلم القوى كلها حتى تنصبغ به، كما نكرر الشعر الذي علمنا معناه، فنجد كل مرة لذة جديدة، ونحب التكرار لأجل هذه الفائدة.

والقرآن العظيم أراد إفادة القسمين المذكورين بالنسبة إلى كل واحد من مباحث العلوم الخمسة، فأراد تعليم ما لا يعلم بالنسبة إلى ا الجاهل، وأراد انصباغ النفوس بتلك العلوم بتكرارها بالنسبة إلى العالم، اللهم إلا أكثر مباحث الأحكام فانه لم يقع فيها هذا التكرار لأن الإفادة الثانية غير مطلوبة فيها.

ولأجل ذلك أمرنا بتكرار التلاوة والإكثار منها، ولم يكتف بمجرد الفهم.

وقد راعي سبحانه وتعالى مع تكرار هذا القدر من الفرق، أنه اختار في اكثر الاحوال تكرار تلك المطالب بعبارة طرية وأسلوب جديد، ليكون اوقع في النفوس وألذ في الأذهان ،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এবং সেই ইলমের রং এসব আত্মিক ও ইন্দ্রিয় শক্তির উপর বিজয়ী হয়ে যায়, এমনকি এগুলো ইলমের রং এ রঙ্গীন হয়ে যায়। যেমনিভাবে আমরা ঐ কবিতা বা গান বারবার আবৃত্তি করে থাকি, যার মর্ম আমরা বুঝি। আর প্রত্যেকবারই আমরা নতুন স্বাদ উপভোগ করি। আর এস্বার্থেই তা বারবার আবৃত্তি করাকে পছন্দ করে থাকি।

পবিত্র কুরআন মজিদ পঞ্চ ইলমের আলোচনার প্রত্যেকটিতে উভয় প্রকার উপকার সাধন করতে চাচ্ছে। অতএব অজ্ঞদের বেলায় অজানাকে জানাতে চাচ্ছে। আর আলেমদে বেলায় এসব বিষয় কে বারবার আলোচনা করে এরদ্বারা অন্তরকে সুশোভিত করা উদ্দেশ্য। (একারনেই কোনো কোন বিষয়ের আলোচনা বার বার এসেছে) তবে অধিকাংশ আহকাম সংক্রান্ত আলোচনায় পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। কেননা এখানে দ্বিতীয় প্রকারের উপকার সাধন মূখ্য নয়।

(যেহেতু পুনরাবৃত্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা জানে তাদের অন্তরকে রঞ্জিত করা) একারনেই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বেশী বেশী করে তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। শুধুমাত্র বুঝে নেয়াকে যথেষ্ট মনে করেননি।

তবে পুনরাবৃত্তির পরও আল্লাহ তায়ালা এপরিমাণ পার্থক্যের প্রতি খেয়াল রেখেছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই ভাবার্থের পুনরাবৃত্তিতে নতুন ভাষ্য ও অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যাতে হৃদয়ে অধিক প্রক্রিয়াশীল ও অন্তরে খুবই আনন্দদায়ক হয়।

ولو كرر سبحانه وتعالى بلفظ واحد لكان كالورد الذى يكررونه، واما في صورة اختلاف التعابير وتنوع الأساليب فيخوض العقل ويتعمق الخاطر بأسره في تلك المطالب.

٢- وان سألوا: لماذا نشرت هذه المطالب في القرآن العظيم، ولم يراع الترتيب، فيذكر آلاء الله اولا، ويستوفى حقها، ثم يذكر أيام الله فيكملها، ثم يبدأ بالجدل مع الكفار؟

قلنا : إن قدرة الله تبارك وتعالى وإن كانت محيطة بجميع الممكنات، ولكن الحاكم في هذه الابواب إنما هو الحكمة.

والحكمة : هي موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان، وإلى هذا المعنى اشير في قوله تعالى : {لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আর যদি আল্লাহ তায়ালা একই শব্দে পুনরাবৃত্তি করতেন, তাহলে তা ওই ওজীফার ন্যায় হয়ে যেত যা মানুষ বারবার পাঠ করে থাকে। তবে ভাষ্যের ভিন্নতা ও রকমারি পদ্ধতিতে ওই বিষয় বস্তুতে মন একবারে ডুবে থাকে ও অন্তরাত্মা একেবারে বিভোর থাকে।

পঞ্চ ইলমকে বিক্ষিপ্তভাবে আনার রহস্য

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কুরআন শরীফে এসব বিষয়কে কেন বিক্ষিপ্ত ভাবে আনা হয়েছে? ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য করে কেন এমন করা হলনা যে, প্রথমে آلاء الله কে বিস্তর ভাবে আলোচনা করে অতঃপর ايام الله এর পূর্ণ আলোচনা করত: এরপর কাফিরদের সাথে বিতর্কের আলোচনা করা হলনা। এর জবাবে আমরা বলব যদিও আল্লাহ তায়ালার কুদরত সকল সম্ভাব্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত এবং ধারাবাহিকভাবে তা আলোচনা করতে সক্ষম) কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ হেকমত নিহিত রয়েছে। হেকমত হল যাদের নিকট প্রেরন করা হয়েছে তাদের সাথে ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিতে মিল থাকা। এদিকেই আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ

(যদি আমি অনারবী ভাষায় নাজিল করতাম তাহলে কাফিররা বলতো কেন কুরআনের আয়াত সমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হলনা? আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, কুরআন হল অনারবী আর নবী হলেন আরবী। এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে কুরআন শরীফের প্রথম مخاطب আরবীদের ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গির প্রতি কুরআন শরীফে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে)

ولم يكن لدى العرب إلى وقت نزول القرآن ، اىُّ كتاب : لا من الكتاب الإلهية ولا من مؤلفات البشر، وإن الترتيب الذي اخترعه المصنفون اليوم لم يكن يعرفه العرب، وإن كنت في ريب من هذا فتأمل قصائد الشعراء المخضرمين، واقرأ رسائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومكاتيب عمر الفاروق رضي الله عنه يتضح لك هذه الحقيقة، فلو جاء الكلام على غير ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان، لوقعوا في الحيرة، ولوصل الى سمعهم شيئ لا يألفونه، ولشوّش عقولهم.

وأيضا: لم يكن المقصود مجرد افادة ما لا يعلمونه، بل المقصود هو الافادة مع الاستحضار والتكرار ويتوفر هذا المعني في غير المرتب بأقوى وجه وأتمِّ صورة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আর কুরআন নাজিলের সময় আরবদের নিকট কোনো কিতাব ছিলনা, না আল্লাপ্রদত্ত কিতাব আর না মানব রচিত কিতাব। আর বর্তমান লেখকগণ যে ধারা আবিষ্কার করেছেন, আরবরা তা জানত না। যদি এ ব্যাপারে আপনি সন্দেহ করে থাকেন, তাহলে মধ্যযুগের কবিদের কবিতা গবেষণা করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিঠিপত্র ও হযরত ওমর (রা.) রচনাবলি পাঠ করে দেখুন। আপনার নিকট এ বাস্তবতা ফুটে উঠবে। (মোটকথা তখনকার সময়ে আরববাসী লেখকদের নিয়মাবলী সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল।) সুতরাং যদি তাদের জ্ঞাত বর্ণনা পদ্ধতির বিপরিত কুরআন নাজিল হত তাহলে অবশ্যই তারা দ্বিধা দ্বন্ধে পড়ে যেত। এমতাবস্থায় যদি তাদের বর্ণকুহরে এর কিছু অংশ পৌঁছত তাহলে তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করত না এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে যেত।

তদুপরি শুধুমাত্র অজ্ঞাত বিষয় জানানোই উদ্দেশ্য নয়, বরং জানানোর সাথে সাথে (শ্রুতার অন্তরে বিষয়টির) পূর্ণ উপস্থিতি ও পুণরুল্লেখই হচ্ছে উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যটি অবিন্যস্ত অবস্থায় পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

(মোটকথা, বিন্যস্তভাবে না আনার কারণ হচ্ছে দুটি: এক, এ বিষয়ে আরবরা একেবারে অপরিচিত ছিল। অতএব, যদি বিন্যস্তভাবে আনা হত তাহলে তারা অপরিচিত বিষয়ে দেখে হতভম্ভ হয়ে যেত। দুই, ভালভাবে বোধগম্য করে তোলার জন্য বারবার পুনরাবৃত্ত করা হল কুরআনের উদ্দেশ্য। আর অবিন্যস্ত ভাবে আলোচনা করাই এর সর্বোত্তম পন্থা)

الفصل الرابع

في

وجوه إعجاز القرآن الكريم

وإن سألوا: ماهو وجه الإعجاز في القرآن الكريم ؟

قلنا: الذى تحقق عندنا هو أن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة :

١– منها : الأسلوب البديع، لان العرب كانت لهم عدة ميادين يركضون فيها جواد البلاغة، ويتسابقون فيها مع اقرانهم، ألا، وهى القصائد والخطب والرسائل والمحاورات، ولم يكونوا يعرفون غير هذه الاصناف الأربعة، ويم يكن عندهم قدرة على ابداع اسلوب سواها، فابداع أسلوب غير اساليبهم على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم عين الإعجاز.

٢– منها : الاخبار عن القصص الماضية وأحكام الملل السابقة على وجه يصدق الكتب السابقة بدون تعلم من احد.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুরআনুল কারীম معجز হওয়ার তাৎপর্য

যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, কুরআনুল কারীম معجز হওয়ার কারণ কি? আমরা জবাবে বলব, আমাদের জানা মতে কুরআনুল কারীম معجز হওয়ার অনেককারন রয়েছে: ।

১. الاسلوب البديع তথা অবিনব পদ্ধতি গ্রহণ। কেননা আরববাসীর নির্ধারিত কয়েকটি (সাহিত্য) ময়দান রয়েছে যেখানে তারা فصاحة ও بلاغة এর ঘোড়া দৌড়াত এবং নিজ বন্ধু বান্ধবদের সাথে তথায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। সেগুলো হচ্ছে, কবিতা, বক্তৃতা, রচনাবলী ও বাগধারা, এচার প্রকারের বেশী কিছু তারা জানতনা এবং এছাড়া নতুন কোনা পদ্ধতি আবিষ্কারের ক্ষমতা তাদের ছিলনা। অতএব তাদের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের ভিন্ন এক পদ্ধতি উম্মী তথা নিরক্ষর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখদিয়ে আবিষ্কার করা হল عين الاعجاز তথা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার।

২. তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, কারো থেকে শিক্ষা গ্রহণ ব্যাতিরেকেই অতীত ঘটনাবলী ও পূর্ববর্তী ধর্ম সমূহের বিধিবিধানের বর্ণনা এমন ভাবে উপস্থাপন করা যে, অতীত ঘটনাবলী পূর্ববর্তী (ধর্মীয়) গ্রন্থসমূহ এর সত্যায়ন করে (তথা এর সাথে হুবহু মিলে যায়)

٣- منها : الإخبار بالأحوال الآتية : فكلما وجد شيء على طبق ذلك الاخبار، ظهر اعجاز جديد.

٤- منها : الدرجة العليا من البلاغة التي ليست من مقدور البشر ونحن إذ جئنا بعد العرب الأولين، لا نستطيع أن نصل إلى كنهها، ولكن القدر الذي نعلمه، هو أن استعمال الكلمات الجزلة والتركيبات العذبة الجزلة مع اللطف وعدم التكلف، كما نجد ذلك في القرآن العظيم، لانجد مثله في قصيدة من قصائد المتقدمين والمتأخرين، وهذا أمر ذوقي يدركه كما ينبغي الْمَهَرَةُ من الشعراء، ولا يتذوقه العامة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ ৩. তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে আগাম সংবাদ প্রদান। অতএব যখনই এ বর্ণনানুযায়ী এর কোনো একটি পাওয়া যাবে তখন اعجاز جديد তথা নতুনভাবে معجز হওয়া প্রমাণিত হবে।

كما في قوله تعالى : "الم، غُلِبَتِ الرُّومُ، فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فِي بِضْعِ سِنِينَ"

৪. তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এমন উচুস্তরের بلاغة তথা সাহিত্যের ধারা উপহার দেয়া যা মানুষের সাধ্যাতীত। আমরা যেহেতু اولين عرب এরপর এসেছি তাই আমরা এর হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষমতা রাখিনা, (অর্থাৎ কুরআন শরীফ সাহিত্যের সর্বোচ্চ সোপানে কিভাবে পৌঁছল? আমরা তা পুরোপুরি ভাবে বুঝতে পারিনা) তবে এতটুকু বুঝতে পারি যে, কোনোরূপ লৌকিকতা ছাড়াই আকর্ষণীয় শব্দ সুমিষ্ট ও সাবলীল বাক্যের ব্যবহার কুরআনে কারিমে যে পরিমাণ আমরা দেখতে পাই; পূর্ববর্তী কবিদের কোনো কবিতাতেই সেপরিমাণ পাই না। এটি হচ্ছে ذوقي বিষয় যা বিজ্ঞ কবিরাই যতাযত ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। সাধারণ মানুষরা তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না।

وكذلك نعلم أن في انواع التذكير الثلاثة، والجدل مع الكفار، تُكْسَى المطالب في كل موضع حسب أسلوب السورة لباساً جديداً طريفا، تقصر يد المتطاول عن ذيله.

وإن تعسر إدراك ذلك على أحد، فليتأمل في ايراد قصص الأنبياء في سورة الأعراف وهود والشعراء، ثم لينظر إليها في الصافات، ثم ليقرأ هذه القصص نفسها في سورة الذاريات ليتجلى له الفرق،

وكذلك الحال في ذكر تعذيب العصاة، وتنعيم المطيعين، فقد يذكر ذلك في كل مقام بأسلوب جديد، وهكذا تخاصم أهل النار بعضهم مع بعض، يتجلى في كل مقام في صور جديدة، والكلام في هذا يطول.

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ তেমনি ভাবে আমরা (কুরআনুল কারীমের অভিনব পদ্ধতি সম্পর্কে) জানি যে, تذكير ثلاثة (তথা تذكير بأيام الله– تذكير بألاء الله এবং تذكير بالموت وما بعد الموت) ও কাফিরদের সহিত বিতর্কের বিষয় বস্তুকে প্রতিটি স্থানে দুর্লভ ও সুন্দর সুন্দর পোষাক (তথা শব্দের গাতুনী) দিয়ে ওই সূরার নীতির আঙ্গিকেই সুসজ্জিত করেছেন। (অর্থাৎ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্রষ্টার রহস্য, সৃষ্টির রহস্য এবং মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আবার কাফিরদের সাথে বিতর্কের আলোচনা ও হয়েছে। এ বিষয় বস্তুকে প্রতিটি স্থানে শব্দের এমন সব গাথুনি দিয়ে সাজানো হয়েছে যা ওই স্থানে ওই সূরার নীতির খুবই উপযোগী) যা থেকে প্রত্যেক প্রচেষ্টাকারী অক্ষম হয়ে যায়। (অর্থাৎ যারা নিজে সাহিত্য কর্ম নিয়ে গর্বিত তারা ও এভাবে নিজেদের ভাষা ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। অতএব কুরআন শরীফ আরবী সাহিত্যের সর্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত হওয়ার এটি ও হল এক প্রকৃষ্ট প্রমান)

যদি কারো জন্য এটা বুঝে ওঠা দুষ্কর হয় তাহলে সে যেন সূরা আম্বিয়া, আরাফ হুদ, ও শুয়ারায় বর্ণিত ঘটনা সমূহ নিয়ে গবেষনা করে। অতঃপর সূরা সাফ্‌ফাতে বর্ণিত এসব ঘটনার প্রতি যেন চোখ বুলিয়ে নেয়। অতঃপর হুবহু এসব ঘটনা যেন সূরা আস-সারিয়াতে পড়ে নেয় যাতে তার নিকট পার্থক্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

তেমনিভাবে পাপিষ্ঠদের শাস্তি ও পূণ্যবানদের পুরস্কৃত করার আলোচনা ও প্রতিটি স্থানে নতুন নতুন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তেমনি ভাবে জাহান্নামীদের পরস্পর বাক-বিতন্ডা ও প্রত্যেক স্থানে নতুন নতুন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা খুবই দীর্ঘ।

وكذلك نعلم أيضا أن رعاية مقتضى الحال الذي تفصيله في علم المعاني، واستعمال الاستعارات والكنايات التي تكفل ببيانها علم البيان، مع مراعاة حال المخاطبين الأميين الذين يجهلون هذه الصناعات، لا يتصور كل ذلك أحسن مما يوجد في القرآن الكريم، وذلك لأن المطلوب في القرآن الكريم أن تودع في المخاطبات المعروفة التي يعرفها كل احد من الناس، نكتة رائقة مفهومة عند العامة، مرضية عند الخاصة وهذا الأمر كالجمع بين الضدين، ليس من مقدور البشر، والله تعالى على كل شيء قدير، ولله در الشاعر حيث يقول :

يزيدك وجهه حسنا * اذا ما زدته نظرا.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ তেমনিভাবে আমরা এও জানি যে, مقتضى الحال তথা স্থান ও কালের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা যার বিস্তর আলোচনা علم معانى তে রয়েছে এবং استعارة ও كناية তথা রূপক শব্দের ব্যবহার যার আলোচনা علم البيان এর জিম্মায় ঐসব নিরক্ষর শ্রুতাদের অবস্থা বিবেচনার সাথে সাথে যারা এই সব অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ এসব কুরআনে যেরূপ পাওয়া যায় এর চাইতে উত্তম কিছু পাওয়ার কল্পনা ও করা যায় না। আর তা এজন্যই যে, কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য হল, ওইসব বিখ্যাত বর্ণনায়-যা সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত-এমন সব মনোমুগ্ধকর نكتة গচ্ছিত রাখা যা সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য ও বিশিষ্টজনদের নিকট পছন্দনীয়। এ বিষয়টি হচ্ছে جمع بين النقيضين তথা বিপরীতমূখী দুই বস্তুকে একই বিন্দুতে স্থাপন করার নামান্তর যা মানুষের সাধ্যাতীত। আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ক্ষমতা রাখেন। কবি কতইনা চমৎকার বলেছেন:

يزيدكَ وجْهُهُ حسْناً ** إذا ما زِدْتَهُ نظرًا

অর্থ- আর চেহারার সৌন্দর্য তোমার নিকট ততই বৃদ্ধি পাবে যতই তুমি তার প্রতি বেশী বেশী দৃষ্টিপাত করবে।

(এটি হচ্ছে একটি ফার্সী কবিতার আরবী রূপ। ফার্সী কবিতাটি হচ্ছে,

زفرق تاقدم هر کجا که می نگرم * کرشمه دامن دل می کشد که جا اینجاست

অর্থাৎ জনসাধারণের বোধগম্যও হবে, আবার তাতে উচ্চাঙ্গের এমন সব صناعةতথা সাহিত্যের শৈল্পিক দ্বারা সন্নিবেশিত থাকবে যা বড় বড় সাহিত্যিক ও পন্ডিত ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। আবার তা সর্বসাধারণের নিকট পছন্দনীয় ও বোধগম্য হবে। বস্তুত তা পরস্পর বিরোধি দুই বস্তুকে একত্রীকরণ। তাই এর কল্পনাও করা যায় না। অথচ কুরআন তা করে দেখিয়েছে। এসব কারণেই কুরআন হচ্ছে আরবী সাহিত্যের সর্বোচ্চ সোপানে অধিষ্টিত।)

٥- منها : وجه لايتيسر فهمه لغير المتدبرين في اسرار الشرائع، وذلك : أن العلم الخمسة نفسها تدل على ان القرآن نازل من عند الله تعالى، لهداية بنى آدم، كما أن عالم "الطب" اذا نظر في "القانون" ولاحظ تحقيقه وتدقيقه في بيان أسباب الامراض وعلاماتها، ووصف الأدوية وخواصها، لايشك أن المؤلف كامل في صناعة الطب، كذلك اذا علم العالم بأسرار الشرائع الأشياء التى ينبغي تلقينها للناس لتهذيب نفوسهم، ثم يتأمل في العلم الخمسة، يعلم قطعا : أن هذه الفنون قد وقعت موقعها، بحيث لايتصور أحنس منها.

والشمس الساطعة تدل بنفسها على نفسها

فان كنت في حاجة إلى الدليل فلا تول وجهك عنها

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ৫. তন্মধ্য থেকে একটি কারণ হচ্ছে, যা শরীয়তের সুক্ষ্ম বিষয়দি সম্পর্কে যারা গবেষনা করে তারা ছাড়া অন্য কারো জন্য বুঝে ওঠা সহজসাধ্য নয়। আর তা হচ্ছে, পঞ্চ ইলমই সরাসরি প্রমান বহন করে যে, কুরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানবজাতির হেদায়তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন-যখন কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী (শায়খ আবু আলী ইবনে সিনা কর্তৃক চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে রচিত পুস্তক) القانون মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবে এবং রূগের কারণ লক্ষণ ও ঔষধের গুনাগুন ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় তার বিশদ বিশ্লেষন ও সূক্ষ্মতাকে প্রত্যক্ষ করবে, তখন তার সন্দেহ থাকবেনা যে, অবশ্যই লেখক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তেমনিভাবে শরীয়তের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি যখন ওইসব বিষয়াদি জানতে পারবে যা মানুষের প্রবৃত্তিকে মার্জিত ও শালীন করার নিমিত্তে তাদের নিকট পৌঁছা জরুরী, অতঃপর পঞ্চ ইলমে গবেষণা করবে তখন নিশ্চিত ভাবে জানতে পারবে যে, এসকল বিষয়াদি যথাস্থানেই নাজিল হয়েছে। এর চাইতে উত্তম কিছুর কল্পনা ও করা যায় না। (কোনো এক কবি বলেন)

والشمس الساطعة تدل بنفسها على نفسها

فان كنت في حاجة إلى الدليل فلا تول وجهك عنها

দীপ্তিমান সূর্য নিজেই তার অস্তিত্বের প্রমান বহন করে। তথাপি যদি তোমার দলিলের প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি নিজ চেহারা তার থেকে ফিরিও না।, (এটি হচ্ছে একটি ফার্সী কবিতার আরবী রূপ। মূল কবিতা হচ্ছে

آفتاب امد دلیل آفتاب * گر دلیلت باید ازوے متاب

الباب الرابع
في
بيان مناهج التفسير وتوضيح الإختلاف الواقع في تفاسير الصحابة والتابعين

طوائف المفسرين :

ليعلم ان المفسرين عدة أصناف:

- **جماعة قصدوا رواية آثار مناسبة للآيات، سواء كان ذلك حديثاً مرفوعاً، أوموقوفا، أومقطوعاً أو خبراً إسرائيليا_ وهذا طريق المحدثين**
- **وفرقة قصدوا تأويل آيات الصفات والأسماء، فما لم يوافق منها مذهب التنزيه صرفوها عن الظاهر، وردوا على استدلال المخالفين ببعض الآيات_وهذا طريق المتكلمين.**

অনুবাদ ও ব্যাখ্য ঃ

চতুর্থ অধ্যায়
তাফসীরের পদ্ধতির আলোচনা এবং সাহাবা ও তাবেইনদের তাফসীরে দ্বৈতমতের নিরসন

মুফাস্সিরগণের শ্রেণী বিন্যাসঃ জেনে রাখা উচিত যে, মুফাস্সীরদের কয়েকটি স্তর রয়েছে। ১. এক দল যারা আয়াতের সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করায় মনোনিবেশ করেছেন। চাই হাদীসটি মারফু, মাওকুফ, মাক্বত্ব বা ইসরাঈলী রেওয়াতেই হোক না কেন। এটি মুহাদ্দিসদের অনুসৃত পদ্ধতি।

২। আরেক দল যারা আল্লাহর গুণাগুন ও নাম সম্বলিত আয়াত গুলির তাফসীরের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। অতএব যেসব আয়াত বাহ্য مذهب تنزيه এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাকে তারা বাহ্যিক অর্থ থেকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। (আর তার ওই অর্থ নিয়েছেন যা تنزيه ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মৌলিক আক্বিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থি নয়) আর বিরোধিরা যে কিছু আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন। তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটি হচ্ছে মুতাকাল্লিমীনদের পদ্ধতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ التاويل في الأصل : الترجيح، وشرعا : صرف اللفظ ن ا ه الظاهر لى معى يحتمـ ل يحتمله । تنزيه দূরে রাখা, পবিত্রকরা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তায়ালার شان الوهيت বিরোধী কোনো কিছুর সম্বন্ধ তার দিকে না করে পবিত্র রাখা। مذهب تنزيه দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর গুণ ও নাম সংক্রান্ত বিষয়ে আহলুস সুন্নতে ওয়াল জামাতের মাযহাব।

◀ وقوم صرفوا عنايتهم إلى استنباط الأحكام الفقهية، وترجيح بعض المجتهدات على بعض، والجواب على تمسك المخالفين _ وهذا طريق الفقهاء الأصوليين.

◀ وجمع أوضحوا إعراب القرآن ولغته، وأوردوا الشواهد من كلام العرب في كل باب موفورة تامة_ وهذا مذهب النحاة اللغويين.

◀ وطائفة يذكرون نكات المعاني والبيان بيانا شافيا، ويتفاخرون في ذلك الباب_وهذا طريق الأدباء.

◀ واهتم بعضهم برواية القراءات المأثورة عن شيوخهم، فلم يدعوا دقيقاً ولا جليلا في هذا الباب إلا جاؤوا به_وهذه صفة القراء.

◀ و بعضهم يطلقون اللسان بنكات متعلقة بعلم السلوك اوعلم الحقائق بأدنى مناسبة_وهذا مشرب الصوفية.

وبالجملة : فالمجال واسع، ويقصد كل منهم تفهيم معاني القرآن الكريم ، وخاض في فن من الفنون، كل من تكلم على قدر فصاحته وفهمه، واتخذ مذهب أصحابه نصب عينيه، ولاجل ذلك اتسع مجال التفسير اتساعا لا يحد قدره، وصنفت كتب كثيرة، لا يحصرها عدد.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ৩. একদল যারা (কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে) ফিকহী আহকাম বের করেছেন ইজতেহাদী বিষয়ের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন ও বিরোধীদের দলিলের জবাব দানের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। এটি হচ্ছে فقهاء اصوليينদের পদ্ধতি।

৪. একদল যারা কুরআন শরীফে ব্যবহৃত নাহু সরফ এর নীতিসালার ও কুরআন শরীফের শব্দমালার অর্থের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। আর প্রত্যেক বিষয়ে আরবী ভাষা থেকে যথাযথ شواهد উপস্থাপন করেছেন। এটি হল ভাষাবিদদের পদ্ধতি।

৫, একদল যারা (কুরআনে উল্লিখিত) علم المعانى والبيان এর সুক্ষ্ম বিষয়াদির বিস্তর আলোচনা করেছেন। আর এ বিষয়ে তারা পরস্পরে গর্ভবোধ করে থাকেন। এটি হচ্ছে সাহিত্যিকদের পদ্ধতি।

৬। তাদের মধ্য থেকে একদল নিজেদের শায়খদের থেকে বর্ণিত কুরআনের কেরাত বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে তারা কোনো সুক্ষ্ম ও কঠিন বিষয় বাদদেননি বরং আলোচনা করেছেন। এটি হচ্ছে ক্বারী সাহেবদের বৈশিষ্ট্য।

৭. তাদের মধ্য থেকে একদল علم تصوف ও علم سلوك সংক্রান্ত সুক্ষ্ম বিষয়াবলীর সম্পর্কের ভিত্তিতেই আলোচনা করে থাকেন। এটি হচ্ছে ছূফীয়ায়ে কেরামদের পদ্ধতি।

মোটকথা (তাফসীরের) ময়দান প্রশস্ত। সবাই কুরআনে কারীমের অর্থ বুঝাতে চেয়েছেন। আর যে যে বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেছেন তিনি স্বীয় পন্ডিত্য ও বোঝ অনুযায়ী এ বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন এবং এ বিষয়ের পন্ডিতদের মতকে নিজের বিশুদ্ধতম মত বানিয়ে নেন। একারনেই তাফসীরের ময়দান এতই প্রশস্ত হয়েছে যার পরিসীমা নির্ধারন করা দুষ্কর। আর এত বিপুল পরিমাণ কিতাবাদি রচিত হয়েছে যার পরিসংখ্যা করাও অসম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ تمسك আকঁড়ে ধরা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা। دقيقة সুক্ষ্ম বিষয়। سلوك পন্থা, রীতি-নীতি, ছূফীদের পরিভাষায় سلوك বলা হয় عبارة عن تهذيب الاخلاق يستعد للوصول অর্থাৎ আত্মাকে মন্দ স্বভাব তথা দুনিয়া ও আত্ম মর্যাদার লোভ, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি থেকে পুত পবিত্র করা এবং উত্তম গুণাবলি তথা ইলম, সহনশীলতা ও ন্যায়পরায়নতা ইত্যাদি অর্জন করা।

علم الحقائق ঃ حقائق টি حقيقة এর বহুবচন। প্রকাশ থাকে যে, احكام تكليفية এর সমষ্টির নাম হচ্ছে শরীয়ত এতে ظاهرى ও باطنى উভয় প্রকারের আমল অন্তর্ভূক্ত। মুতাক্বাদ্দিমীনদের পরিভাষায় فقه কে এর সমার্থক মনে করা হত। যেমন ইমাম আবু হানিফা (রহ:) থেকে বর্ণিত ফেক্বাহর সংজ্ঞা হচ্ছে معرفة النفس مالها وماعليها অর্থাৎ আত্মার জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর বিষয়াদি জানাই হচ্ছে ফেক্বাহ। ফেক্বাহের এ অর্থ শরীয়তের উল্লিখিত অর্থের সমার্থক। তবে মুতায়খ্খিরীনদের পরিভাষায় اعمال ظاهرة সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি-বিধানের নাম হচ্ছে ফেক্বাহ। আর اعمال باطنة সংক্রান্ত বিধি বিধানের নাম হচ্ছে تصوف আর اعمال باطنة এর পদ্ধতিকে তরিক্বত বলা হয়। اعمال باطنة সংশোধনের পর অন্তরে যে নূর সৃষ্টি হয়ে থাকে এর দ্বারা অন্তরে যেসব اعيان ও اعراض সংক্রান্ত হক্বিক্বত বিশেষত اعمال حسنة و سيئة এবং حقائق الهية চাই صفاتية হোক বা فعلية বিশেষত আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার যেসব মুয়ামালা রয়েছে, প্রকাশ পায় এগুলোকে حقيقة বলা হয়। আর انكشاف তথা প্রকাশ পাওয়াকে معرفة ও যার নিকট প্রকাশ পায় তাকে محقق বা عارف বলা হয়। উপরি উক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, আত্মার পরিশুদ্ধির পর অন্তরে কিছু تكوينى বিষয়াদি ও কিছু حقائق الهية প্রকাশ পায়, এগুলোকে حقيقة বলে। যেমন আল্লামা রুমী (রহ.) বলেন ঃ

اندر دل بينى علوم انبياء * بے كتاب و بے معيد و بے استا

অতএব علم الحقائق হল ওই ইলম যাতে উপরিউক্ত বিষয়াদির আলোচনা থাকবে।

وقصد جماعة منهم إلى جمع ذلك كله في تفاسيرهم، فمنهم من تكلم بالعربية، ومنهم من تكلم بالفارسية، واختلفو في الاختصار والإطناب، ووسعوا أذيال العلم.

ما منَّ الله به عليَّ في علم التفسير

وقد حصل للفقير ـ بحمد الله تعالى وتوفيقه ـ مناسبة في كل فن من الفنون، وأحطتُ بمعظم أصولها وبجملة صالحة من فروعها، وفزت بنوع من التحقيق والاستقلال في كل باب من أبوابها بوجه يشبه الاجتهاد في المذهب، وألقي في خاطري من بحر الجود الإلهي فنان أو ثلاثة من فنون التفسير سوى الفنون المذكورة سالفا. وإن سألتني عن الخبر الصدق فأنا تلميذ القرآن العظيم بلا واسطة، كما أني أويسي في الاستفادة من روح النبي صلى الله عليه وسلم، وكما انى مستفيد من الكعبة الحسناء بدون واسطة، وكذلك متأثر بالصلاة العظمى بغير الواسطة.

ولو أن لي في كل منبت شعرة. . . لسانا لما استوفيت واجب حمده.

وأرى من اللازم أن أكتب كلمات عديدة في هذه الرسالة عن كل فن من هذه الفنون.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ جوامع التفاسير

তন্মধ্য থেকে একদল নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে এসকল বিষয়াদি সন্নিবেশনের প্রয়াস চালিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আরবী ভাষায় আর কেউ কেউ ফার্সী ভাষায় আলোচনা করেছেন এবং তারা সংক্ষিপ্ত ও বিস্তর আলোচনার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছেন (তথা কেউ কেউ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন আবার কেউ কেউ বিস্তর আলোচনা করেছেন) তারা (এভাবে) এ ইলমের পরিধিকে বিস্তৃত করেছেন।

ইলমে তাফসীরের ক্ষেত্রে আমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এ অধমের উল্লেখিত প্রত্যেকটি শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্টতা (তথা সাম্যক ধারণা) সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং এগুলোর মূলনীতির

বড় একটি অংশ ও এগুলোর শাখা গত মাসআলাসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ আয়ত্ব করে নিয়েছি। এর প্রত্যেকটি বিষয়ে এমন ব্যুৎপত্তি ও পান্ডিত্য অর্জন হয়েছে যা اجتهاد في المذهب এর সাদৃশ্যতা রাখে। আর ঐশীদানের মহা সমুদ্র হতে আমার অন্তরে ইলমে তাফসীরের আলোচিত বিষয়াদি ছাড়াও (নতুন) দু'তিনটি বিষয় ঢেলে দেয়া হয়েছে। যদি সত্যকথা জিজ্ঞাস কর তাহলে আমি হলাম কুরআনের মাধ্যম বিহীন ছাত্র। যেমন আমি উওয়াইসী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আত্মা থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়ার বেলায়। আর যেমন আমি কাবা শরীফ থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়াই উপকৃত হয়ে থাকি। তেমনিভাবে আমি الصلاة العظمى দ্বারা কানো মাধ্যম ছাড়াই প্রভাবান্বিত।

ولو أن لي في كل منبت شعرة ... لساناً لما استوفيت واجب حمده

যদি আমার প্রতিটি লোমের স্থানে একটি করে মুখ থাকত, তথাপি আমি তার যথাযথ শুকরিয়া আদায় করতে পারতাম না।

এ গ্রন্থে আমি তাফসীরের প্রত্যেকটি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা জরুরী মনে করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله : نوع من التحقيق والاستقلال হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) প্রত্যেক বিষয়েই ইজতিহাদের স্তরে পোঁছে ছিলেন। استنباط احكام এও এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি তাকলিদকেই গ্রহণ করেছেন। فيوض الحرمين নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাকলিদের নির্দেশ দিয়েছেন।

قوله : الاجتهاد في المذهب কোনো মাযহাবের ইমাম কর্তৃক নির্ধারিত ফেকৃহী নীতিমালার আলোকে মাসাইল বের করতে সক্ষম হওয়াকে الاجتهاد في المذهب বলা হয়। এতে প্রশাখা মূলক কোনো কোনো মাসআলায় মাযহাবের ইমামের সাথে দ্বিমত পোষণের অবকাশ রয়েছে। তবে শর্ত হল মূলনীতি ও ইজতিহাদের পদ্ধতিতে ইমামের অনুসারী হওয়া।

قوله : انا تلميذ القرآن الكريم بلا واسطة : অর্থাৎ কুরআনের কিছু কিছু অর্থ ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি কোনো শিক্ষক ও কিতাবের শরনাপন্ন হওয়া ছাড়াই সরাসরি কুরআন থেকে অর্জিত হয়েছে। তাই আমি যেন কুরআন শরীফের কোনো মাধ্যমহীন ছাত্র।

قوله : كما انى اويسي : উওয়াইসী (اويسي) এটা ইয়ামনের অধিবাসী হযরত উওয়াইস বিন আমীর কারনী (রহ.) এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে তিনিকে না দেখেই ইসলাম গ্রহণ

করেছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ হয়নি। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস اوليائي تحت قبائي لايعرفهم غيرى (আমার আউলিয়াগণ আমার আঁচলের নিছে। আমি ছাড়া কেউ তাদেরকে চিনতে পারবেনা) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেন তিনিই। কথিত আছে যে, তিনি ইয়ামানে থেকেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র আত্মা থেকে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। একারনেই সরাসরি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আত্মা থেকে উপকৃত হওয়াকে نسبت اويسي বলা হয়। গ্রন্থকার ও তিনির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র আত্মা থেকে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। যেমন فيوض الحرمين নামক গ্রন্থে রয়েছে ঃ

سلكني رسول الله صلى الله عليه وسلم وربانِي بيده فأنا اويسيه وتليمذه بلاواسطة بيني وبينه

১১৪৩ হিজরীতে শাহ ওয়ালী উল্লাহর (রহ.) মক্কা মদিনা জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন ও তথায় ১৪ মাস অবস্থান করেন। সে সময় তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভে ধন্য হন; যা সচরাচর পবিত্র রওজায় মুরাক্কাবার মাধ্যমে হয়ে থাকতো। কখনো কখনো তা স্বপ্নের মাধ্যমে হতো। এক স্থানে উল্লেখ করেন ঃ

سألته صلى الله عليه وسلم سوالا روحانيا عن الشيعة فأوحى اليَّ ان مذهبهم باطل

(আধ্যাত্মিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিয়া মতবাদ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করলে তিনি আমাকে বললেন যে, তাদের ধর্মমত বাতিল।)

قوله : من الكعبة الحسناء ঃ অর্থাৎ কাবা শরীফ থেকে ও কিছু জ্ঞান সরাসরি অর্জিত হয়েছে।

قوله : الصلاة العظمى ঃ এর দ্বারা ফরজ, নফল সব নামাজই উদ্দেশ্য। আলমে মেছালে এর স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে। যারা ইলমে মারিফতের চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছেন তারা সরাসরি এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকেন।

الفصل الاول

في

بيان الآثار المروية في تفاسير أصحاب الحديث، وما يتعلق بها قسمان من أسباب النزول

ومن جملة الآثار المروية في كتب التفسير بيان أسباب النزول وأسباب النزول تنقسم إلى قسمين :

الأول : أن تقع حادثة يمحص به إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين، كما وقع ذلك في غزوتي أحد والأحزاب، فانزل الله تعالى مدح اولئك، وذم هؤلاء ليكون فيصلا بين الفريقين، وتقع في أثناء ذكر الحادثة تعريضات كثيرة بخصوصياتها، فيجب أن تشرح بكلام مختصر، ليتضح على القارئ سياق الكلام.

والثاني : أن يكون معنى الآية تاماً بعموم صيغتها، من دون حاجة إلى معرفة القصة و هي سبب النزول،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **প্রথম পরিচ্ছেদ**

মুহাদ্দিসীনদের তাফসীরে বর্ণিত اثار ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

শানে নুযুল দুই প্রকার ঃ তাফসীরের গ্রন্থ সমূহ যেসব اثار বর্ণিত রয়েছে এর একটি হচ্ছে শানে নুযুল। শানে নুযুল দুই প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ শানে নুযুল এমন কোনো ঘটনা হওয়া যদ্দারা ঈমানদারদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকী প্রকাশ পায়। যেমনটি উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে ঘঠেছিল। অতএব, আল্লাহু তায়ালা মুসলমানদের প্রসংশা ও মুনাফিকদের তিরস্কারে আয়াত নাজিল করেন। যাতে উভয় দলের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর ঘঠনা বর্ণনায় অনেক تعريضات স্বীয় বৈশিষ্টাবলি সহ উপস্থিত থাকে। তাই ঘঠনাটিকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করে দেয়া জরুরী, যাতে করে আল্লাহর ক্বালামের ভাবার্থ শ্রুতার নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ (শানে নুযুল এমন ঘটনা হওয়া) শানে নুযুল যে ঘটনা তা জানা ছাড়াই আয়াতের অর্থ স্বীয় عمومসহ পূর্ণ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ শানে নুযুলের ঘটনা ছাড়াই আয়াতের অর্থ বোধগম্য হবে। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ঘটনা জানা না থাকার কারণে শব্দে যে ব্যাপকতা রয়েছে তাসহ বোধগম্য হবে। আর যদি ঘটনা জানা থাকে তাহলে আয়াতের অর্থ যেহেতু এঘটনার প্রতি ইঙ্গিতবাহি তাই তাতে تخصيص সৃষ্টি হয়ে যাবে।)

لان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، والقدماء من المفسرين قد ذكروا تلك الحادثة بقصد استيعاب الآثار المناسبة للآية، أو بقصد بيان ما صدق عليهم عموم الآية، وليس من الضروري ذكر هذه القسم.

معنى قولهم "نزلت الآية في كذا "

وقد تحقق لدى الفقير : أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كثيرا ماكانوا يقولون: "نزلت الآية في كذا" ويكون غرضهم تصوير ما صدقت عليه الآية، وذكر بعض الحوادث التي تشملها الآية بعمومها ، سواء تقدمت القصة على نزول الآية أو تأخرت عنه، إسرائيلية كانت القصة أو جاهلية، أو إسلامية، تنطبق على جميع قيود الآية أو بعضها .والله أعلم.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ কেননা, শব্দের ব্যাপকতাই গ্রহণযোগ্য বিশেষ শানে নুযুল নয়। (এজন্যই তাফসীর বুঝার জন্য দ্বিতীয় প্রকারের শানে নুযুল সম্পর্কে অবহিত থাকা জরুরী নয়।) পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণ ওই (দ্বিতীয় প্রকারের) ঘটনাবলির আলোচনা করেছেন আয়াত সংশ্লিষ্ট আছারগুলোর পূর্ণ বিবরণের স্বার্থে বা আয়াতের ব্যাপকতা যেগুলোর উপর আরোপিত হয় এর প্রত্যেকটির পূর্ণ বিবরণ হয়ে যায় এর স্বার্থে। অথচ এ প্রকারের শানে নুযুলের আলোচনা জরুরী নয়।

সাহাবা ও তাবিঈনদের উক্তি نزلت الأية في كذا এর মর্মার্থ

অধমের কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনগণ প্রায়ই বলতেন نزلت الأية في كذا (আয়াতটি অমুক প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের এই উক্তির অর্থ এই নয় যে, আয়াতের শানে নুযুল হচ্ছে এই ঘটনা। বরং) এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, আয়াত যে ঘটনার উপর প্রযোজ্য হয় তার স্বরূপ বর্ণনা করা অথবা আয়াতের ব্যাপকতা যেসব ঘটনাকে শামিল করে এমন কোনো ঘটনা বর্ণনা করা চাই ঘটনাটি আয়াত নাযিলের পূর্বের হোক বা পরের। ঘটনাটি ইসরাঈলী হোক বা জাহেলী যুগের কিংবা ইসলামী যুগেরই হোক না কেন। আয়াতের সব শর্তের সাথে মিল থাকুক বা আংশিক শর্তের সাথে। والله أعلم

فعلم من هذا التحقيق، أن للاجتهاد في هذا القسم الثاني مدخلا، وللقصص المتعددة هناك مجالا، فمن استحضر هذه النكتة يستطيع أن يعالج اختلاف أسباب النزول بأدنى تأمل.

أمور في التفسير لاطائل تحتها

ومن جملة ذلك : تفصيل قصة وقع في نظم القرآن تعريض بأصلها، فيسقضى المفسرون تفصيلها من أخبار بنى إسرائيل، أو كتب السير ، فيذكروها بجميع أجزائها.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এ বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝা যায় যে, এ প্রকার ঘটনায় ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে এবং তথায় একাধিক ঘটনার সুযোগ রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এ সূক্ষ্ম বিষয়টি মনে রাখবে সে সামান্য চিন্তা-গবেষণা দ্বারাই শানে নুযুলে বিদ্যমান মতপার্থক্য নিরসন করতে সক্ষম হবে। (অর্থাৎ উপরে যে ব্যাখ্যা আমি উপস্থাপন করেছি এথেকে বুঝা যায় যে, এসব বিষয়ে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। তাই সাহাবা ও তাবিঈন কোনো ঘটনাকে আয়াতের مصداق মনে করে বলে দিয়েছেন نزلت الأية في كذا। আর এক আয়াতের مصداق যেহেতু কয়েকটি ঘটনা হতে পারে, তাই ভিন্ন ভিন্ন বুযুর্গ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে نزلت الأية في كذا বর্ণিত হয়েছে। এভাবে এক আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা একত্রিত হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব কোনো ঘটনা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বুযুর্গ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বুযুর্গ ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন نزلت الأية في كذا। এসব বিরোধপূর্ণ মতের সমাধান ওই ব্যক্তি সহজে করতে পারবে যে আমার আলোচিত সূক্ষ্ম ধারাটিকে স্বরণ রাখতে পারবে।)

ইলমে তাফসীরে অপ্রয়োজনীয় কিছু বিষয়

প্রয়োজনীয় বিষয়াদির একটি হলো, ওই ঘটনাকে বিস্তরভাবে আলোচনা করা যার মূল বিষয়ের প্রতি কুরআনের শব্দে ইশারা রয়েছে। (এসব স্থানে) মুফাসসিরগণ ঘটনাটিকে ইসরাঈলী বর্ণনা ও ঐতিহাসিক পুস্তিকাদি থেকে সংগ্রহ করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন।

وههنا أيضا تفصيل : ان كانت الآية تشتمل على تعريض بالقصة بحيث يتوقف العارف باللغة هناك، ويبحث عنها، فذكرها من وظيفة المفسر، وما كان خارج منها —مثل ذكر "بقرة بني إسرائيل" اذكرا كانت ام أنثى؟ ومثل بيان كلب أصحاب الكهف : هل كان أبقع أو أحمر؟ —فذكره مما لا يعنيه، وكانت الصحابة رضي الله عنهم يكرهه، و يعدونه من قبيل تضيع الاوقات.

القدماء ربما يفسرون على سبيل الاحتمال

وليُحفَظْ ههنا ايضا نكتتان :

الأولى : أن الأصل المرعي في هذا الباب ايراد القصص المسموعة، كما رُوِيَتْ من غير تصرف عقلي فيها، وأما طائفة من قدماء المفسرين فيضعون ذلك التعريض نصب أعينهم، ويفرضون له محملا مناسبا،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এখানেও একটি ব্যাখ্যা রয়েছে ঃ আয়াতে যে ঘটনার প্রতি এমন ভাবে ইশারা রয়েছে যে, এখানে ভাষাবিদ ও (তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য) থেমে যায় (তার নিকট ঘটনা নাজানা পর্যন্ত আয়াতের অর্থ পরিষ্কার না হওয়ার কারনে) তাহলে মুফাস্‌সীরের দায়িত্ব হল ঘটনাটি বর্ণনা করে দেয়া। আর যা এরকম নয় (অর্থাৎ আয়াতের অর্থ বুঝে আসা ঘটনা জানার উপর নির্ভরশীল নয়) যেমন বনি ইসরাঈলের গাভীর আলোচনা যে, তা নর ছিল না মাদাহ? (অথবা এর মালিকের নাম কি ছিল ইত্যাদি) আর যেমন আসহাবে কাহাফ এর কুকুরের আলোচনা যে, তা সাদা-কালো ডোরাকাটা ছিল না লাল। এসবের আলোচনা একেবারে অযথা। (তাই এসবের পিছে সময় ব্যায় নাকরাই চাই) সাহাবায়ে কেরাম তা অপছন্দ করতেন এবং সময়ের অপচয় বলে গন্য করতেন।

পূর্ববর্তীগণ কখনো সম্ভাব্যের ভিত্তিতে তাফসীর করতেন

এখানে দুটি তাত্ত্বিক বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক ঃ

এক. এ বিষয়ে মূল কথা হল, শ্রবণকৃত ঘটনাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে কোনো প্রকার যৌক্তিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে বর্ণনা করে দেয়া। কিন্তু পূর্ববর্তী এক দল মুফাস্‌সিরীনগণ (এই মূলনীতি ছেড়ে কুরআনে বর্ণিত) ওই ইশারাকে নিদর্শন বানিয়ে এর উপযুক্ত সম্ভাব্য مصداق উপস্থাপন করে থাকেন

وَيُبَيِّنُوْنَه على سبيل الاحتمال، فيشتبه الأمرعلى المتأخرين، ولما لم تكن أساليب البيانُ منقحة في ذلك العصر، فربما يشتبه التفسير على سبيل الاحتمال بالتفسير مع الجزم، فيذكرون أحدهما مكان الآخر، وهذا أمر اجتهادي، وللنظر العقلى فيه مجال، وركض جياد القيل والقال هناك ممكن،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ এবং এই مصداق কে সম্ভাব্য পদ্ধতিতে বর্ণনা করে থাকেন। (যেমন-কুরআনের ইশারা অনুপাতে কাল্পনিক একটি ঘটনা নিজে থেকে বানিয়ে বলতেন সম্ভবতঃ ঘটনা এমন এমন হবে।) ফলে পরিবর্তীদের কাছে বিষয়টি সন্দেহজনক হয়ে যেত। (আর তারা তা বাস্তবিকই মনে করত। সন্দেহজনক হওয়ার কারণ হল এই যে,) যেহেতু তখনকার সময়ে (পূর্ববর্তীদের যুগে) বর্ণনার ধারা পরিষ্কার ছিল না, তাই অনেক ক্ষেত্রে তাদের আলোচনায় সম্ভাব্য তাফসীর সুনিশ্চিত তাফসীরের সাথে একাকার হয়ে যেত। আর তারা একটিকে অপরটির স্থলে বর্ণনা করে দিতেন। এটি হচ্ছে ইজতেহাদি বিষয়। তাতে نظر عقلي তথা যুক্তির অবকাশ রয়েছে। আর তথায় قيل وقال এর ঘোড়া দৌড়ানো সম্ভবপর রয়েছে। (এই সূক্ষ্ম বিষয়টির সারকথা হচ্ছে এই, ঘটনা বর্ণনায় তো উচিৎ ছিল যেভাবে শুনা হয়েছে হুবহু সেভাবে বর্ণনা করে দেয়া, ঘটনাকে ইশারার সাথে হুবহু মিলিয়ে যুক্তির নিরিখে তাতে কমবেশ না করা। কিন্তু পূর্বেকার মুফাস্‌সিরীদের কারো কারো থেকে এরকম ঘঠেছে। তারা ইশারাকেই মূল আখ্যাদিয়ে এর অনুপাতে একটি مصداق নির্ণয় করে সম্ভাব্য সূরতে তা উপস্থাপন করে যেমন বলতেন, আয়াতে যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে সম্ভবত তা এই রকম ঘটনা। আর এই সম্ভাব্য সুরতকে কখনো কখনো এমন শব্দ দিয়ে উপস্থাপন করতেন যদ্বারা সুনিশ্চিত মনে হয়। যেমন বলতেন ইঙ্গিতকৃত ঘটনা হচ্ছে এটিই। আর এথেকেই পরবর্তীদের কাছে সন্দেহজনক হয়ে যেত। আর একথা থেকে তারা বুঝে নিতেন যে, তা বস্তবিকই। অথচ তা ছিল একটি আনুমানিক ঘটনা মাত্র।

এখন প্রশ্ন হল, পূর্ববর্তীদের জন্য অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা শুদ্ধ হল কিভাবে? এর জবাব হল, আলোচ্য تعريضات এ পূর্ববর্তী গণের এ কাজ হচ্ছে একটি ইজতিহাদি বিষয় মাত্র। কেননা এসব স্থান হচ্ছে অস্পষ্ট আর অস্পষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যায় ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেহেতু এটি ইজতিহাদি বিষয়। আর ইজতিহাদি বিষয়ে যুক্তির দৌড় চলতেই পারে। আর প্রত্যেক মুজতাহিদ মুফাসসিরের স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী তাফসীরের অবকাশ রয়েছে। তাই এজাতীয় স্থানে পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরদের এমন করার স্বাধীনতা রয়েছে। এমন করা তাদের জন্য জায়েয হবে।)

ومن حفظ هذه النكتة فإنه يستطيع أن يحكم حكما فصلا في كثير من مواضع الاختلاف بين المفسرين، ويمكن أن يعلم في كثير من مناظرات الصحابة رضي الله عنهم، أنها ليست آراءهم القطعية، بل هي بحوث علمية، يتداولها المجتهدون فيما بينهم،

وعلى هذا المحمل يحمل العبد الضعيف قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفيسر قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} "لا أجد في كتاب الله إلا المسح، لكنهم أبو إلا الغسل ."فالذي يفهمه الفقير : أنه ليس هذا بذهاب منه إلى وجوب المسح، وليس فيه جزم بحمل الآية على ركنية المسح

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি এ সূক্ষ্ম বিষয়টি মনে রাখবে সে অনেক স্থানেই মুফাস্সিরদের এখতেলাফের সঠিক সমাধানে পৌঁছতে সক্ষম হবে। (অর্থাৎ تعريضي বিষয়ে যেখানে মুফাস্সির গণ ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন: এসমাধান দিতে পারবে যে, তাদের বর্ণিত ঘটনা গুলো আন্তরিক নয় বরং مصداق বর্ণনার ক্ষেত্রে তা আনুমানিক। অতএব কোনো বিরোধ নেই।) আর সাহাবাদের অনেক বিতর্কে একথা জানতে সক্ষম হবে যে, তা তাদের অকাট্য মত নয় বরং তা ইলমী আলোচনা মাত্র, যা এক মুজতাহিদ অপর মুজতাহিদের সামনে উপস্থাপন করে থাকেন। (অর্থাৎ সাহাবাগণ (রা.) তর্কস্থলে কোনো মাসআলা সংক্রান্ত কোনো মতব্যক্ত করে থাকেন। যে ব্যক্তি আলোচ্য সূক্ষ্ম বিষয়টি মনে রাখবে যাতে এ উল্লেখ রয়েছে যে, অনেক সময় মুতাকাদ্দিমীন গণ সম্ভাব্য বিষয়কে حتمی শব্দ দিয়ে উল্লেখ করে থাকেন-সে বুঝতে পারবে যে, অনেক তর্কস্থলে যদি ও তারা حتمی শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, যাদ্বারা বুঝা যায় যে, এটি তিনির মাযহাব ও অকাট্য মত কিন্তু বাস্তবে তা নয়।)

এ অধম আল্লাহু তায়ালার বানী وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين এর তাফসীরে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) যা বলেছেন যে, 'আমি কিতাবুল্লায় মাসাহ ছাড়া কিছু পাইনা। অথচ লোকেরা মাসাহকে ছেড়ে দৌত করাকে গ্রহণ করেছেন।' তার এ কথাকে এ প্রকারেরই অন্তর্ভূক্ত করে থাকে, এখান থেকে এ অধম এ অর্থই বুঝে যে, ইবনে আব্বাস (রা.) (একথার দ্বারা) مسح رجلين ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা হচ্ছেন না এবং তাতে আয়াতটিকে ركنيت مسح এর উপর হামল করার অকাট্যতা ও বুঝা যাচ্ছে না।

بل الذي ثبت عند ابن عباس رضي الله عنهما هو الغسل، ولكنه يقرر هنا إشكالا، ويبدي احتمالا، ليرى كيف يطبق علماء عصره في هذا التعارض، واى مسلك يسلكونه؟ فزعم الذي لم يطلع على حقيقة محاورات السلف، هذه قول ابن عباس رضي الله عنهما، وعده مذهباً له. حاشاه ثم حاشاه!

النقل عن بنى اسرائيل دسيسة دخلت في ديننا

النكتة الثانية : هى أن النقل عن بني إسرائيل دسيسة دخلت في ديننا بعد ما كانت قاعدة : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم." مقررة، فلزم لأجل ذلك أمران:

الأول : أن لا يرتكب النقل عن اهل الكتاب اذا وجد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيان لتعريض القرآن،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ বরঞ্চ ইবনে আব্বাস (রা.)'র মতে ধৌত করাই প্রমাণিত। কিন্তু তিনি এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে ও একটি সংশয়ের কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছেন যাতে জানা যায় যে, কেমন করে এ যুগের উলামারা এ দ্বন্দের মীমাংসা করেন। (আর এর সমাধানে কোন পথ অবলম্বন করেন)।

অতএব যে ব্যক্তি সালফে সালিহীনদের পরিভাষার হকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ সে ধারনা করে বসবে যে, এটি ইবনে আব্বাস (রা.)'র অভিমত আর এটিকে তার মাযহাব বলে গণ্য করে নিবে। حاشا وكلا

ইসরাঈলী রেওয়ায়েত একটি মহামারী যা আমাদের ধর্মে প্রবেশ করেছে

দ্বিতীয় সূক্ষ্ম বিষয়টি হল ঃ বনী ইসরাঈলী বর্ণনা ইসলামে অনুপ্রবেশ ঘটিত একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। অথচ একটি প্রামান্য মূলনীতি রয়েছে لاتصدقوا اهل الكتاب ولاتكذبوهم তোমর আহলে কিতাবের সত্যায়ন করবে না আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও করবে না। একারণে দুটি বিষয় জরুরী হয়ে পড়েছে।

এক. যখন কুরআনের কোনো تعريض বা ইশারার ব্যাখ্যা সুন্নতে রাসূলে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাওয়া যাবে তখন আহলে কিতাবী থেকে এ সম্পর্কে রিওয়ায়াত করা যাবে না।

শব্দার্থ ঃ دسيسة ষড়যন্ত্র।

مثلا حينما وجد لقوله تعالى : {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ} محمل في سنة النبوية ــ وهو قصة ترك "إن شاء الله" والمؤاخذة عليه ــ فاى حاجة الى ذكر قصة صخر المارد ؟

والثاني : ان يتكلم بقدر اقتضاء التعريض الى قاعدة : "الضروري يتقدر بقدر الضرورة" ليمكن تصديقه بشهادة القرآن، وليكف لسانه عن الزيادة عليه.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহু তায়ালার বাণী-

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

(আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিস্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হল।) এর একটি مصداق হাদীসে নববীতে পাওয়া গেল। আর তা হল ان شاء الله ছেড়ে দেয়ার ও এর উপর পাকড়াও এর ঘটনা। অতএব সখরে মারূদের ঘটনা বর্ণনার কি প্রয়োজন রয়েছে?

দুই. الضرورة يتقدر بقدر الضرورة এ মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে تعريض এর চাহিদা পরিমান ঘটনা বর্ণনা করবে। যাতে শাহাদতে কুরআনের মাধ্যমে এ পরিমাণ ঘটনার সত্যায়ন হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত বিশ্লেষণ থেকে যবানের হেফাজত হয়ে যায়। (অর্থাৎ যেহেতু আহলে কিতাবীদের রেওয়ায়ত সম্পর্কে মূলনীতি হচ্ছে "لاتصدقوا اهل الكتاب ولاتكذبوهم" তাই প্রয়োজন ছাড়া তাদের থেকে বর্ণনা করা সঠিক নয়। আর যা প্রয়োজনের তাগিদে জায়েয হয়ে থাকে তা প্রয়োজনানুপাতে জায়েজ হয়ে থাকে। তাই এখানে ও এ মূলনীতি কার্যকরী হবে। অতএব কুরআন শরীফে যে পরিমান ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে সে পরিমান আলোচনা করা যাবে, এ থেকে বেশী নয়। কেননা কুরআনের ইশারা দ্বারা এ পরিমানেরই সত্যায়ন পাওয়া যায়।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله : قصة ترك ان شاء الله বুখারী শরীফে রয়েছে,

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود قَالَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ

جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, উক্ত আয়াতে جسد দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিকলাঙ্গ বাচ্চা। সুলাইমান إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ছেড়ে দেয়ার ফলে তার স্ত্রীদের একজন ছাড়া কেউ গর্ভবর্তী হয়নি। আর সেও একজন বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মদেয়। এ ঘটনার পর তিনি তাওবা করে নেন। হাদীসে এ ব্যাখ্যা পাওয়ার পর আর صخر المارد এর ঘটনা এ আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা যাবে না।

قوله : قصة صخر المارد অনেক তাফসীরবিদগণ উক্ত আয়াতের مصداق ওই ঘটনাকে আখ্যা দিয়েছেন যা বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণিত। ঘটনাটি হল, আল্লাহু তায়ালা কিছু সময়ের জন্য সোলায়মান আলাইহিস সালাম-এর তখত এর ক্ষমতা সখরে মারীদ এক শয়তানকে দিয়েছিলেন। তাদের মতে আয়াতে جسد দ্বারা صَخْرُ المَارِدْ নামক শয়তান উদ্দেশ্য। যার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম-এর আমেনানামী স্ত্রী মূর্তি পূজক ছিল। সে স্বীয় পিতার মূর্তি বানিয়ে এর পূজা করত। তাই আল্লাহু তায়ালা হযরত সোলায়মানকে এ শাস্তি দিলেন যে, যতদিন আমেনা তার ঘরে মূর্তি পূজা করেছে ততদিন তাকে বাদশাহী থেকে বঞ্চিত করা হল। আর তার যে আংটিতে ইসমে আজম খুদাই করা ছিল তা তার হাজেরা নামী বাঁদীর মাধ্যমে শয়তানের হাতে চলে গেল। সে সোলায়মানের আকৃতি ধরে তার সিংহাসনে রাজত্ব করতে লাগল। অতঃপর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর শয়তানের হাত থেকে আংটিটি সমুদ্রে পড়ে গেল। একটি মাছ তা গিলে ফেলল। আর সেই মাছটি সোলায়মান আলাইহিস সালাম-এর হাতে শিকার হয়ে আসলে এর পেট থেকে আংটিটি বের করে এনে তিনিপুনরায় রাজত্বের মালিক হন। এঘটনায় একজন মহান নবীর প্রতি যেসব অশুভন বিষয়ের সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা একজন সাধারণ মানুষই সহজে বুঝতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষার সাথে এ জাতীয় বর্ণনার কোনো যোগসূত্র নেই।

وههنا نكتة لطيفة الى الغاية، لابد من معرفتها، وهي : انها قد تذكر في القرآن العظيم قصة في موضع بالإجمال، وفي موضع آخر بالتفصيل كما قال تعالى : {قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} ثم قال بعد ذلك : {أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ} فهذا القول الثاني هو القول الأول بنوع من التفصيل، فيمكن ان يعلم به تفسير ذلك الإجمال، ويركض من الإجمال نحو التفصيل،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর

এখানে খুবই সুন্দর একটি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। তা জেনে রাখা খুবই জরুরী। আর তা হল, কুরআন শরীফে কখনো একটি ঘটনাকে এক স্থানে সংক্ষেপে ও অপর স্থানে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়। যেমন আল্লাহু তায়ালা বলেন,

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.

আমি যা জানি তোমরা তা জাননা

এরপর আবার বলেন,

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

আমি কি তোমাদের বলিনি? যে, আমি আসমান জমিনের অদৃশ্যের খবর রাখি, আর তোমরা যা প্রকাশ্যে কর ও যা গোপনে কর তা জানি।

অতএব এ দ্বিতীয় আয়াতটি সামান্য ব্যাখ্যাসহকারে হুবহু প্রথম আয়াতই। (অর্থাৎ প্রথম আয়াতে ফেরেশতাদেরকে সংক্ষেপে বলা হয়েছে إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ আর দ্বিতীয় আয়াতে একটু ব্যাখ্যা সহকারে বলা হয়েছে।) অতএব এ সমস্ত স্থানে তাফসীল দ্বারা ওই ইজমালের তাফসীর জানা যাবে এবং ইজমাল থেকে তাফসীলের দিকে ক্রমোন্নতি হবে। (অর্থাৎ এসব স্থানে تفصيل ইজমালের তাফসীর হবে।)

ومثلا : ذكر في سورة مريم قصة سيدنا عيسى عليه السلام اجمالا، فقال الله تعالى : {وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا} وذكرت في سورة آل عمران تفصيلا : فقال الله تعالى : {وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} الآية، ففي هذه المقولة بشارة تفصيلية، وتلك المقولة بشارة إجمالية، فمن ثم استنبط العبد الضعيف أن معنى الآية" :وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مخبراً بأني قد جئتكم، وهذا كله داخل في حيز البشارة، ليس بمتعلق بمحذوف كما أشار إليه السيوطي حيث قال: "فلما بعثه الله تعالى الى بنى اسرائيل قال لهم : إني رسول الله إليكم بأني قد جئتكم" والله أعلم.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আর যেমন সূরা মরিয়মে হযরত ঈসা (আ.) এর ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহু তায়ালা বলেন:

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

আর সূরা আলে ইমরানে (এই ঘটনাই) বিস্তরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহু তায়ালা বলেন:

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

আর তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য রাসূল হিসাবে মনোনীত করবেন। যিনি বলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছি।

অতএব এই আয়াতে সুসংবাদটি বিস্তারিত ভাবে ও ওই আয়াতে সুসংবাদটি সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে। একারনেই অধম আয়াতটির এ অর্থ নিয়েছে ঃ আর বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করব এমতাবস্থায় তিনি একথার সংবাদ দাতা হবেন যে, আমি তোমাদের নিকট এসেছি (তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্দেশনাবলী নিয়ে।) এ তাফসীর অনুযায়ী) এসব কিছুই (অর্থাৎ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ থেকে নিয়ে فِي بُيُوتِكُمْ পর্যন্ত) সুসংবাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। (আর أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ الخ (উহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হয় না। যেমন ভাবে আল্লামা সূয়ুতী (রহ.) এ উহ্যের দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেছেন,

فلما بعث الله تعالى الى بنى اسرائيل قال لهم : انى رسول الله اليكم باني قد جئتكم. والله أعلم

(উল্লেখ্য যে, সূরা আলে ইমরানে হযরত ঈসা (আ.) এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ، قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ، وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

এই লম্বা ঘটনায় আল্লামা সুয়ূতী (র.) প্রমুখের মতে وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ পর্যন্ত ফেরেশতাদের প্রদত্ত্ব সুসংবাদ। আর أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم থেকে فِي بُيُوتِكُمْ পর্যন্ত সুসংবাদের অন্তর্ভূক্ত নয় বরং তা হযরত ঈসা (আ.) এর কথা। যখন তাকে সৃষ্টি করে নবুওয়াত দান করেছিলেন তখন তিনি তা বলেছিলেন। আর এটি একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। তা হল

فلما بعث الله تعالى قال : اني رسول الله اليكم باني قد جئتكم الخ

যখন আল্লাহু তায়ালা তাকে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহু তায়ালার প্রেরিত রাসূল। আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছি। তবে গ্রন্থকারের মতে اني قد جئتكم الخ পূর্বে বর্ণিত সুসংবাদ গুলোর অন্তর্ভূক্ত। এর উহ্য ইবারত হচ্ছে وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مخبراً أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم الخ তিনির এ তাফসীর মতে লম্বা ইবারত উহ্য মানা পড়ে না।)

اختلاف السلف في شرح غريب القرآن وكيف يخرج المفسر من العهدة في ذلك؟

ومن جملة ذلك : غريب، ومبناه على تتبع لغة العرب، أو التفطن بسياق الآية وسباقها، ومعرفة مناسبة اللفظ بأجزاء الجملة التي وقع هو فيها، فههنا أيضاً للعقل مدخل وللاختلاف مجال، لان الكلمة الواحدة تأتي في لغة العرب لمعان شتى، وتختلف العقول في تتبع استعمالات العرب والتفطن بمناسبة السابق واللاحق. ولهذا اختلفت أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في هذا الباب وسلك كل منهم مسلكا.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

কুরআনে দুর্লভ শব্দের ব্যাখ্যা পূর্ববর্তীদের এখতেলাফের কারণ ও কিভাবে মুফাস্‌সীর এর জিম্মদারী থেকে দায় মুক্ত হতে পারেন

এর (অর্থাৎ তাফসীরের কিতাবাদিতে বর্ণিত আছার গুলোর) একটি দিক হল দূর্লভ শব্দের ব্যাখ্যা। আর এর ভিত্তি হল আরবী ভাষার অনুসন্ধানের উপর, অথবা আয়াতের سياق ও سباق বুঝার উপর ও যেবাক্যে দুর্লভ শব্দ পতিত হয়েছে এর অংশগুলোর সাথে দুর্লভ শব্দের সম্পর্ক জানার উপর। সুতরাং এখানে ও যুক্তির সুযোগ ও এখতেলাফের অবকাশ রয়েছে। কেননা আরবী ভাষায় একই শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আরবী পরিভাষা অনুসন্ধান ও سياق ও سباق এর সম্পর্ক অনুধাবনে আক্বলেরও তারতম্য রয়েছে। (যদ্দরুণ سياق ও سباق ও استعمالات عرب দ্বারা দুর্লভ শব্দের অর্থ গ্রহণে عقل এর মধ্যে ভিন্নতা দেখা যাওয়া একেবারেই স্বাভাবিক) এজন্য এ ব্যাপারে সাহাবা ও তাবিয়ীনদের মত ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। আর (দুর্লভ শব্দের ব্যাখ্যায়) তারা একেকটি পথ অবলম্বন করেছেন।

শব্দার্থ ঃ تتبع ঃ অনুসন্ধান। التفطن ঃ বুঝা। سياق وسباق ঃ আগ-পাছ। مدخل ঃ প্রবেশ পথ। مجال ঃ অবকাশ।

ولابد للمفسر المنصف أن يزن شرح الغريب مرتين :

◀ مرة في استعمالات العرب حتى يعرف : أي وجه من وجوهها أقوى وأرجح،

◀ ومرة أخرى في مناسبة السابق واللاحق، حتى يعلم اي الوجهين اولى واقعد بعد إحكام المقدمات ، وتتبع موارد الاستعمال، وتفحص الآثار.

استنباطات العبد الضعيف في شرح الغريب

وقد استنبط الفقير في هذا الباب استنباطات طازجة، لا تخفي لطافتها الا على المتعسف غليظ الطبع، مثلا

◀ قوله تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ অতএব সত্যনিষ্ঠ মুফাস্সিরদের জন্য দুর্লভ শব্দের ব্যাখ্যা দু'বার পরখ করা উচিত। একবার আরবদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে, যাতে করে জানা যায় যে নীতিমালা কোনটি সর্বাধিক শক্তিশালী ও প্রাধান্যযোগ্য। দ্বিতীয়বার سياق ও سباق এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যাতে করে مقدمات প্রতিষ্ঠিত করার, প্রয়োগ ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও اثار এর ভালভাবে খোঁজ নেয়ারপর জানা যায় যে, কোন পদ্ধতি সর্বাধিক উপযুক্ত। (অর্থাৎ যেহেতু দুর্লভ বিষয়ের ব্যাখ্যায় সালফে সালিহীনের মধ্যকার মতবিরোধ পাওয়া যায় তাই তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতের কোনটি সর্বাধিক গ্রহণ যোগ্য ও তা জানার জন্য দু'বার পরখ করবে। একবার আরবদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়বার سياق ও سباق এর ক্ষেত্রে যে, তাদের মতের কোনটি سياق ও سباق এর সাথে সামঞ্জস্যশীল।)

দুর্লভ বিষয়াদির ব্যাখ্যায় অধমের ইজতিহাদকৃত নীতিমালা

এ অধ্যায়ে অধম কিছু সারগর্ব ইজতিহাদ করেছেন যার সৌন্দর্যতা কোনো বদমেজাজী ও আনাড়ী ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। যেমন আল্লাহু তায়ালার বাণী

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى

শব্দার্থ ঃ احكام ঃ সুদৃঢ় করা। موارد ঃ ক্ষেত্র। تفحص ঃ খোঁজ নেয়া। طازجة ঃ তাজা। لطافة সৌন্দর্য। المتعسف আনাড়ি। غليظ الطبع বদ মেজাজ।

حملته على معنى : تكافؤ القتلى ومشاركة بعضهم مع بعض في حكم واحد، لئلا يحتاج في تفسير قوله تعالى : {الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} إلى مؤونة النسخ، ولا يضطر إلى توجيهات تضمحل بأدنى التفات.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আমি আয়াতটিকে নিহতের মধ্যে সমতাবিধান ও একই বিধানে তাদের একে অপরের সাথে শরিক হওয়ার অর্থে প্রযোজ্য করেছি। যাতে আল্লাহু তায়ালার বাণী وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى এর তাফসীরে রহিত মানার কষ্টের প্রয়োজন না পড়ে এবং এমন ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হতে না হয় যা সামান্য চিন্তা করলেই ভেস্তে যায়।

(উল্লেখ্য জমহুর উলামায়ে কেরামগণ উক্ত আয়াতে কিসাসের অর্থ হত্যার পরিবর্তে হত্যা নিয়ে আয়াতের এ অর্থ নিয়েছেন যে, নিহতদের হত্যা করার কারণে হন্তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে, গোলামকে গোলামের পরিবর্তে, মহিলাকে মহিলার পরিবর্তে হত্যা করা যাবে, তখন আয়াতের مفهوم مخالف (উলটা অর্থ) দাঁড়ায়, গোলামের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে ও মহিলার পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করা যাবেনা। অথচ যারা مفهوم مخالف কে দলিল বলে বিবেচনা করেন, তারাও এর প্রবক্তা নয়। বরং তারা বলেন, মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষকে হত্যা করা যাবে। আর যেহেতু এ আয়াতটি নিজেদের মাযহাব বিরোধি হয়ে যায় তাই তারা বলেন এ আয়াতটি النفس بالنفس আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। এছাড়াও আরো অনেক বিশ্লেষণ করে থাকেন। কিন্তু গ্রন্থকার এখানে কিসাস অর্থ হত্যার পরিবর্তে হত্যা নেননি। বরং এর শাব্দিক অর্থ সমতা নিয়ে আয়াতের এই তাফসীর করেছেন যে, নিহতদের বেলায় সমতা রক্ষাকে ফরজ করা হয়েছে। অর্থাৎ রক্তপন ও হত্যার পরিবর্তে হত্যার বেলায় দুই ব্যক্তির হুকুম সমান হবে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির গোলাম গোলামের, মহিলা মহিলার সমান বলে বিবেচিত হবে। তাদের মধ্যে গুণগত বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য হবেনা। অতএব, ভদ্র-অভদ্র, সোধাম দেহী-জীর্ণকায়, সুন্দর-অসুন্দর ছোট-বড় তে কোনো পার্থক্য হবেনা। বরং ক্বাতল ও দিয়তের ক্ষেত্রে সবাই সমান বলে গন্য হবে। গুণগত বৈশিষ্ট্যে তারতম্য থাকা হুকুমের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারবে না। এ সুরতে আয়াতকে রহিত করতে হয় না। আর না تكلفات بعيدة এর দ্বারস্ত হতে হয়।)

শব্দার্থ ঃ الاضمحلال ঃ ভেস্তে যাওয়া।

◀ وكذلك حملت قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} على معنى : يسألونك عن الأشهر، أي أشهر الحج. فقال تعالى : {هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}،

◀ وهكذا قوله تعالى : {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ} أى لأول جمع الجنود، لقوله تعالى : {وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ} و قوله تعالى : {وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ}، وهذا أوفق بقصة بني النضير، وأقوى في بيان المنة.

اختلاف المتقدمين والمتأخرين في معنى "النسخ" مما أوجب الاختلاف في عدد الآيات الْمنسوخة

ومن جملة ذلك : بيان الناسخ والمنسوخ وينبغي أن تعرف هنا نكتتان :

الأولى : أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يستعملون "النسخ" بغير المعنى الاصطلاحي المعروف بين الأصوليين، ومعناهم قريب من المعنى اللغوي الذي هو "الإزالة"

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আর তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّة কে يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشهر اى الاشهر الحج এর অর্থে নিয়েছি। এর জবাবে আল্লাহু তায়ালা বলেছেন, هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (এ সুরতে প্রশ্ন-উত্তর উভয়টির পূর্ণ মিল পাওয়া যায়। আর কোনো আপত্তির ও মুখোমুখি হতে হয় না। অথচ জমহুর মুফাস্‌সিরীনগণ, الأهلّة দ্বারা চাঁদই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তাই আপত্তি উঠে যে, প্রশ্ন ও উত্তরে কোনো মিল নাই। অতএব এর সমাধান দিতে হয়।)

তেমনিভাবে আল্লাহু তায়ালার বাণী هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب من دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ অর্থাৎ لأَوَّلِ الْحَشْرِ দ্বারা আমি لأَوَّل جمع الجنود উদ্দেশ্য নিয়েছি। দলিল হচ্ছে আল্লাহু তায়ালার বাণী: وابعث فِي المدائن حاشرين (এখানে حاشرين অর্থ جامعين) ও আল্লাহু তায়ালার বাণী وحشر لسليمان جنوده (এখানেও حشر অর্থ جمع। এই দুই আয়াতে যেভাবে حشر

অর্থ جمع তদ্রূপ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ এর মধ্যেও حشر অর্থ جمع হবে।) এ তাফসীরই বনি নযীর এর ঘটনার সাথে সর্বাধিক সঙ্গতি পূর্ণ ও ইহসান বর্ণনার ক্ষেত এ খুবই শক্তিশালী।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের নসখ এর অর্থে এখতিলাফ, মানসূখ আয়াতের সংখ্যায় এখতিলাফ সৃষ্টির কারণ

তন্মধ্য থেকে একটি হচ্ছে, নাসিখ-মানসূখের বর্ণনা, এখানে ও দুটি সূক্ষ্ম বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক।

এক. সাহাবা ও তাবেঈনগণ উসূলিয়্যীনদের পরিভাষায় নসখ এর যে অর্থ রয়েছে সে অর্থ ছেড়ে এমন অর্থে ব্যবহার করতেন যা শাব্দিক অর্থ ازاله। (দূরিভূত করা) এর প্রায় কাছাকাছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله : لِأَوَّلِ الْحَشْرِ এর এক অর্থ হচ্ছে, একত্রিত করা। গ্রন্থকারের তাফসীর এর ভিত্তিতে হয়েছে। দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে একত্রিত করে বের করে দেওয়া। কোনো কোনো তাফসীরবিদ গণ এ অর্থ অনুপাতে তাফসীর করেছেন।

قوله : وهذا اوفق بقصة بنى اسرائيل উক্ত কিতাবে গ্রন্থকার যে তাফসীর করেছেন তা বনি নযীয়ের ঘটনার সাথে সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা বনী নযীরের ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে যে, মুসলমান সৈনরা তাদের উপর আক্রমণ করলে তারা ভীতশ্রদ্ধ হয়ে দুর্গে আটকা পড়ে। শেষ পর্যন্ত তারা বাধ্য হয়ে মদীনা ছেড়ে যাওয়ার উপর রাজী হয়। ঘটনাটির এ অংশের সাথে اول جمع الجنود। ব্যাখ্যাটি অন্যান্য তাফসিরের তুলনায় সর্বাধিক মিল রাখে। কেননা ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমান সৈন্যগণ একত্রিত হওয়ার পর তারা ভীত শ্রদ্ধ হয়ে মদীনা ছেড়ে যাওয়ার উপর রাজী হয়ে গেল। আলোচ্য তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ও তাই দাঁড়ায়। দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের যে অর্থ দাড়ায় তা ঘটনাটির সাথে পূর্ণ মিল রাখেনা।

قوله : واقوى في بيان المنة অর্থাৎ এহসান বর্ণনার ক্ষেত্রে আলোচ্য তাফসীর খুবই কার্যকরী। আল্লাহু তায়ালা এ ঘটনা বর্ণনার দ্বারা মুসলমানদের উপর নিজ অনুগ্রহের জানান দিচ্ছেন। এহসান বর্ণনায় এ তাফসীরটি সর্বাধিক কার্যকরী। কেননা এ তাফসীর দ্বারা জানা যায় যে, মুসলমান সৈন্যরা সমবেত হতেই তারা বেরিয়ে গেল। না যুদ্ধের কষ্ট সইতে হল আর না দীর্ঘ অবরোধের যাতনা ভোগ করতে হল। যা একটি মহা নেয়ামত। অন্যান্য তাফসীর এ নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করে না। তাই স্থানের চাহিদা ও হল প্রথম তাফসীর প্রাধান্য পাওয়া।

فمعنى النسخ عندهم : إزالة بعض أوصاف الآية المتقدمة بالآية المتأخرة، سواء كان ببيان انتهاء مدة العمل بها، أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر الى غير المتبادر، أو ببيان كون قيد من القيود مقحما، أو بتخصيص عام، أو ببيان الفارق بين المنصوص وبين ما قيس عليه ظاهراً، أوما اشبه ذلك.

وهذا باب واسع وللعقل فيه مجال، وللاختلاف فيه مساغ، ولهذا أبلغوا الآيات المنسوخة إلى خمس مائة آية.

ربما يجعل الاجماع علامة للنسخ

والثانية: أن الأصل في النسخ بالمعنى المصطلح هو معرفة تاريخ النزول، ولكنهم ربما يجعلون إجماع السلف الصالح أو اتفاق جمهور العلماء على شيء علامة للنسخ، فيقولون به،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ অতএব তাদের মতে নসখ এর অর্থ হচ্ছে, পূর্বে অবতীর্ণ আয়াতের কোনো وصف কে পরে অবতীর্ণ আয়াতের দ্বারা রহিত করে দেয়া চাই তা আমলের শেষ সময়সীমা বর্ণনার দ্বারা হোক বা বাক্যকে প্রসিদ্ধ অর্থ থেকে অপ্রসিদ্ধ অর্থের দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার দ্বারা হোক বা একথা বর্ণনা দ্বারা যে, আয়াতটির কোনে قيد অতিরিক্ত (অর্থাৎ একথা বলার দ্বারা যে, আয়াতটির অমুক কায়দ احترازي নয় বরং اتفاقي) বা আমকে খাছ করার দ্বারা বা মানসূখ ও তার উপর যা কিয়াস করা হয়েছে উভয়ের মধ্যখানে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনার দ্বারা বা এর মত অন্য কিছু দ্বারা হোক। এ বিষয়টি হচ্ছে একটু প্রশস্ত। আর তাতে যুক্তির দৌড়যাপ ও চলে। আর তাতে এখতেলাফের ও সুযোগ রয়েছে। তাই তারা মানসূখ আয়াতের সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত পৌয়িেছ দিয়েছেন।

কখনো ইজমাকে নসখ এর আলামত গণ্য করা হয়

দ্বিতীয় সূক্ষ্ম বিষয়টি হল, পারিভাষিক নসখের আলোচনায় মূলনীতি হল (কুরআনের আয়াত) অবতরণের তারিখ জানা। (যে আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে তা হবে ناسخ আর যে আয়াত পূর্বে অবর্তর্ণ হয়েছে তা হবে منسوخ) তবে তারা কখনো কখনো তারিখ না জেনে কোনো বিষয়ে সালফে সালেহীন বা জমহুর উলামায়ে কেরামের ইজমাকে নসখের আলামত বলে গণ্য করে নসখ এর প্রবক্তা হয়ে যায়।

وقد فعل ذلك كثير من الفقهاء، ويمكن أن يكون في مثل هذه المواضع، ما تصدق عليه الآية غير ما ينطبق عليه الاجماع.

وبالجملة : ففي الاثارالتى تنبئ الناسخ غمر عظيم، يصعب الوصول إلى غوره.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ অনেক ফেক্বাহবিদগণ এ ধরণের কাজ করেছেন। (অথচ এসব স্থানে তো নসখ এর প্রশ্নই আসে না। কেননা নসখ এর ক্ষেত্রে জরুরী হল উভয়ের مصداقও বিষয় বস্তু এক হওয়া। আর এখানে উভয়ের مصداق এক নয়) আর এসব ক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ভিন্ন বিষয়ের উপর আয়াত প্রযোজ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মোটকথা নসখ সম্পর্কে জ্ঞাতকারী আছারগুলোতে অনেক পানি রয়েছে, যার গভীরে পৌঁছা অনেক কঠিন। (দ্বিতীয় সূক্ষ্ম বিষয়ের সারকথা হল, নসখের মধ্যে আসল হল আয়াত অবতরণের তারিখ জানা। যে আয়াত পরে নাজিল হয়েছে তা হবে ناسخ তথা রহিতকারী, আর যা পরে নাজিল হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে তাহবে منسوخ অথচ অনেক ক্ষেত্রে সালফে সালেহীনের ইজমা ও জমহুর উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতকে নসখের আলামত আখ্যাদিয়ে অনেক ফেক্বাহবিদগণ নসখ এর ফায়সালা করে দেন, অথচ যে ইজমাকে ناسخ আখ্যা দেয়া হয়েছে এর مصداق ও আয়াতের مصداق এক না হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

মোটকথা, আছার ও আলামত দিয়ে নসখ পরিচয় করা অনেক দুরূহ ব্যাপার। কেণনা যাকে نسخ এর আলামত গণ্য করা হয়েছে এর مصداق অন্য কিছু হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। আর এমতাবস্থায় তা ناسخ ই বনতে পারে না। তাই আলামত দিয়ে نسخ এর ফয়সালা করা কঠিন।)

শব্দার্থ ঃ غمر অধিক পানি, সমুদ্রের গভীরতা, বহুবচন غمور এখানে غمر عظيم দিয়ে অত্যন্ত কঠিন বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ যেমনভাবে গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে মনি-মুক্তা বের করা কঠিন তেমনিভাবে আলামত দিয়ে نسخ পরিচয় করা খুবই কঠিন। তাই এ সুরতে অকাট্যভাবে نسخ এর দাবি করা যাবে না। غور গভীরতা।

امور اخر يذكرونها في التفسير

وللمحدثين اشياء آخر خارجة عن هذه الاقسام، يوردونها ايضا في تفاسيرهم، كمناظرة الصحابة رضي الله عنهم في مسئلة واستشهادهم بآية أو تمثيلهم بآية من الآيات، أو تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم آية من الآيات، أو رواية حديث يوافق الآية في أصل معناها، أو طريق التلفظ بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মুহাদ্দিসীনগণ আরো কতিপয় বিষয়াদি তাফসীরে উল্লেখ করে থাকেন

মুহাদ্দিসীনগণ আলোচিত প্রকারাদি ছাড়াও আরো কিছু বিষয়াদি নিজেদের তাফসীরে উল্লেখ করে থাকেন। যেমন- কোনো মাসআলায় সাহাবাদের বিতর্ক ও কোনো এক আয়াত দিয়ে তাদের দলিল উপস্থাপন, বা কোনো আয়াত দ্বারা উপমা পেশ করা, বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কোনো (দলিল উপস্থাপনের নিমিত্ত্ব) তিলাওয়াত করা, বা আয়াতের মূল অর্থের সমর্থনকারী কোনো হাদীস বর্ণনা করা, বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবা (রা.) থেকে বর্ণিত উচ্চারণ পদ্ধতি বর্ণনা করা।

الفصل الثالث
في
بقية لطائف هذا الباب

الكلام حول استنباط الأحكام :

ومن جملة ذلك : استنباط الأحكام ـــ وهذا الباب واسع جدا، وللعقل مجال فسيح في الاطلاع على فحاوى الآيات، وإيماءاتها، واقتضاءاتها، والاختلاف بحذافيره حاصل فيه، وقد ألقى الله تعالى في روع الفقير حصر الاستنباطات في عشرة أقسام، والترتيب فيما بينها، وتلك المقالة ميزان عظيم لوزن كثير من الأحكام المستنبطة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**

এ অধ্যায়ের অবশিষ্ট তাত্ত্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে

আহকাম ইস্তিম্বাত সংক্রান্ত আলোচনা ঃ জরুরী আলোচনার একটি হল استنباط احكام-এ বিষয়টি সু-বিস্তৃত। আয়াতের মর্ম اشارات ও اقتضاءات সম্পর্কে অবগতি লাভের ক্ষেত্রে যুক্তি তর্কের ময়দান সুবিস্তৃত এবং তথায় মতানৈক্যের সব দিক ও বিদ্যমান। (অর্থাৎ ইস্তিম্বাতে আহকাম ক্বালামের فحوىٰ، اشارات ও اقتضاءات ইত্যাদি দ্বারা হয়ে থাকে। আর এগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। প্রত্যেক মুজতাহিদই নিজ নিজ অবিজ্ঞতার আলোকে এক এক মর্ম, এক এক اشاره ও এক এক اقتضاء বুঝে থাকেন। কেননা আক্বলের মধ্যে তারতম্য হয়েই থাকে) আল্লাহু তায়ালা এ অধমের অন্তরে মাসআলা বের করার পদ্ধতি দশ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা, ও এগুলোর মধ্যকার শ্রেণী-বিন্যাস কে ঢেলে দিয়েছেন। (যা حجة الله البالغه নামক গ্রন্থে বিস্তর ভাবে উল্লেখ রয়েছে।) এ আলোচনাটি ইজতিহাদ প্রসূত অনেক বিধি-বিধান যাচাইয়ের এক মহান মানদন্ড।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ لطائفটি لطيفة এর বহুবচন, সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট, কোমল। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান আলোচনা উদ্দেশ্য। الفحاوى এটা فحوى এর বহুবচন বাক্যের মর্ম ও বিষয় বস্তু। এর পারিভাষিক অর্থ শাহ সাহেবের বক্তব্যে আসছে। الايماءات ঃ দ্বারা اشارة النص উদ্দেশ্য। اشارة النص ও اقتضاء النص এর সংজ্ঞা উসূলে ফেক্বহের কিতাবাদিতে রয়েছে এবং শাহ সাহেবের নিম্মোক্ত বক্তব্যেও রয়েছে।

قوله : قد القى الله في ورع الخ ঃ শাহ্ সাহেব (রহঃ) حجة الله البالغه নামক গ্রন্থে দশ প্রকারেরযে আলোচনা করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত করা হল-

اعلم أن تعبير المتكلم عما في ضميره وفهم السامع إياه يكون على درجات مترتبة في الوضوح والخفاء :

(1) أعلاها ما صرح فيه بثبوت الحكم للموضوع له عينا ، وسيق الكلام لأجل تلك الإفادة ، ولم يحتمل معنى آخر،

(2) ويتلوه ما عدم فيه أحد القيود الثلاثة ، إما أثبت الحكم لعنوان عام يتناول جمعا من المسميات شمولا أو بدلا مثل الناس والمسلمون والقوم والرجال ، وأسماء الإشارة إذا عمت صلتها والموصوف بوصف عام والمنفي بلا الجنس،

(3) وإما لم يسبق الكلام لتلك الإفادة إن لزمت مما هنالك ، مثل جاءني زيد الفاضل بالنسبة إلى الفضل،

(4) وإما احتمل معنى آخر أيضا كاللفظ المشترك والذي له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف والذي يكون معروفا بالمثال والقسمة غير معروف بالحد الجامع المانع كالسفر معلوم أن من أمثلته الخروج من المدينة قاصدا لمكة ، ومعلوم أن من الحركة تفرج ، ومنها تردد في الحاجة بحيث يأوي إلى القرية في يومه ، ومنها سفر ولا يعرف الحد والدائر بين شخصين كاسم الإشارة والضمير عند تعارض القرائن أو صدق الصلة عليهما ، ثم يتلوه ما أفهمه الكلام من غير توسط استعمال اللفظ فيه ، ومعظمه ثلاثة ،

(5) الفحوى وهو يفهم أن الكلام حال المسكوت عنه بواسطة المعنى الحامل على الحكم مثل : (ولا تقل مما أف) . يفهم منه حرمة الضرب بطريق الأولى ،

(6) والاقتضاء وهو أن يفهمها بواسطة لزومه للمستعمل فيه عادة أو عقلا أو شرعا ،(مثل) اعتقت ، وبعت – يقتضيان سبق ملك ، 'مشى' : يقتضي سلامة الرجل ، 'صلى' يقتضي أنه على الطهارة ،

(7) والإيماء وهو أن أداء المقصود يكون بعبارات بإزاء الاعتبارات المناسبة ، فيقصد البلغاء مطابقة العبارة للاعتبار المناسب الزائد على أصل المقصود ، فيفهم الكلام الاعتبار المناسب له كالتقييد بالوصف أو الشرط يدلان على عدم الحكم عند عدمهما حيث لم يقصد مشاكلة السؤال ولا بيان الصورة المتبادرة إلى الأذهان ولا بيان فائدة الحكم وكمفهوم الاستثناء والغاية والعدد ، وشرط اعتبار الإيماء أن يجري التناقض به في عرف أهل اللسان مثل – على عشرة إلا شيء إنما على واحد – يحكم عليه الجمهور بالتناقض ، وأما ما لا يدركه إلا المتعمقون في علم المعاني ، فلا عبرة به ، ثم يتلوه ما استدل عليه بمضمون الكلام ومعظمه ثلاثة ،

(8) الدرج في العموم مثل الذئب ذو ناب وكل ذي ناب حرام ، وبيانه بالاقتراني

(9) والقياس ، وهو تمثيل صورة بصورة في علة جامعة بينهما مثل الحمص ربوى كالحنطة

শব্দার্থ ঃ المقالة প্রবন্ধ. রচনা ميزان মাপ যন্ত্র, পাল্লা। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মানদন্ড।

ومن جملة ذلك : التوجيه — وهو فن كثير الشعب ، يستعمله الشراح في شرح المتون، ويختبر به ذكاؤهم، ويظهر به تفاوت درجاتهم.

وقد تكلم الصحابة رضي الله عنهم وان لم تكن اصول التوجيه منقحة في عصرهم — في توجيه الآيات الكريمة، وأكثروا منه.

وحقيقة التوجيه: أنه إذا وقعت صعوبة في فهم كلام المؤلف يقف الشارح هناك، فيحل تلك الصعوبة.

ولما لم تكن أذهان قراء الكتاب في مرتبة واحدة، لم يكن التوجيه ايضا في مرتبة واحدة، فالتوجيه بالنسبة الى المبتدئين غير التوجيه بالنسبة الى المنتهين : اذ ربما يخطر ببال المنتهي صعوبة فهم، فيحتاج إلى حلها، والمبتدئ غافل عنها، بل لا يقدر ان يحيط بها،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ কুরআনে করীমে তাফসীরে التوجيه

তন্মধ্য থেকে একটি হল التوجيه-এটি প্রচুর প্রশাখামূলক একটি শাস্ত্র। ব্যাখ্যাকারগণ متون তথা মূলভাষ্যের ব্যাখ্যায় তা ব্যবহার করে থাকেন। এর দ্বারা তাদের মেধার পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং এর দ্বারাই তাদের পদমর্যাদার পার্থক্য সুচিত হয়। আর সাহাবা গণ কুরআনে কারীমের আয়াতের তাওজীহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাওজীহ সংক্রান্ত তাদের আলোচনা খুবই দীর্ঘ। যদিও তাদের যামানায় توجيه এর নীতিমালা পরিস্কার ছিল না।

তাওজীহ এর হাকীকত

তাওজীহ্ এর হাকীকত হল এই যে, যদি গ্রন্থকারের কথা বুঝতে কোনো প্রকার কাঠিন্য সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে ব্যাখ্যাকার এখানে থেমে সেই জড়তা দূর করে দিবেন। আর যেহেতু কিতাবের পাঠকের মেধা এক নয়, অতএব তাওজীহ ও এক হয়না। অতএব নবীনদের অনুপাতের তাওজীহ প্রবীনদের অনুপাতের তাওজীহ্ থেকে ভিন্ন। কেননা কখনো প্রবীনদের মনে কোনো কোনো জায়গা দূর্বোধ্য মনে হয়। অতএব সে তা বুঝার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অথচ নবীনরা এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকে। বরং সে তা বুঝার ক্ষমতা রাখে না।

وكثير من الكلام يستصعبه المبتدى، ولا يحصل في ذهن المنتهي شيء من الصعوبة هناك، فالذى احاط بجوانب العقول، يراعى حال جمهور القراء، ويتكلم على قدز عقولهم.

فعمدة التوجيه

- في آيات الجدل : تحرير مذاهب الفرق الباطلة، وتنقيح وجوه الإلزام.
- وفي آيات الأحكام : تصوير صورة المسألة وبيان فوائد القيود من احتراز أو غيره.
- وفي آيات التذكير بآلاء الله:تصوير تلك النعم ، وبيان مواضعها الجزئية.
- وفي آيات التذكير بأيام الله : بيان ترتب بعض على بعض، وإيفاء حق التعريض الذي يرد في أثناء سرد القصة.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ আর অনেক কথা নবীনরা কঠিন মনে করে, অথচ প্রবীনদের স্মৃতিপটে তা নূন্যতম কঠিন মনে হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি মেধার সর্বাদিক সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, সে সাধারন পাঠকবর্গের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে সক্ষম হবে এবং তাদের মেধাও মনন অনুপাতে আলোচনা করতে পারবে।

সর্বোত্তম তাওজীহ্

- মুখাসামা সংক্রান্ত আয়াতে উত্তম তাওজীহ্ বাতিল ফেরক্বাদের মত উল্লেখ করাও الزام এর দিকগুলো পরিস্কার করে দেয়া
- আহকাম বিষয়ক আয়াত সমূহে উত্তম তাওজীহ হল, মাসআলার রূপরেখা চিত্রিত করা ও فوائد قيود احترازى وغير احترازى বর্ণনা করা।
- التذكير بالاء الله সংক্রান্ত আয়াতে উত্তম তাওজীহ্ হল, ওই সব (কুরআনে আলোচিত) নিয়ামতসমূহকে চিত্রিত করে দেয়া ও তার বিশেষ বিশেষ স্থান গুলো বাতলে দেয়া।
- تذكير بايام الله বিষয়ক আয়াতে উত্তম তাওজীহ হল, ঘটনাবলির পারস্পরিক শ্রেণী বিন্যাস বর্ণনা করা (কেননা কুরআন মজীদে ধারাবাহিকতা নেই। কখনো আগের ঘটনাকে পরে ও পরের ঘটনাকে আগে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।) এবং ঘটনা বর্ণার ক্ষেত্রে যেসব تعريض এসেছে এর হক পুরোপুরি আদায় করা। (অর্থাৎ কুআনে কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ কোনো ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অতএব এই ইঙ্গিতকৃত ঘটনাটিকে যথাযত ভাবে বর্ণনা করে দেয়া।)

◀ وفي التذكير بالموت وما بعده : تصوير تلك الأمور، وتقرير تلك الحالات.

أنواع التوجيه

ومن فنون التوجيه :

١ــ تقريب ما كان بعيدا عن الفهم بسبب عدم الإلفة به.

٢ــ ودفع التعارض بين الدليلين أو التعريضين أو فيما بين المعقول والمنقول.

٣ــ والتفريق بين الملتبسين.

٤ــ والتطبيق بين المختلفين.

٥ــ وبيان صدق الوعد الذي وردت به الآية.

٦ــ وبيان كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به في القرآن العظيم.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▸ মৃত্যু ও মৃত্যুত্তর অবস্থা আলোচনার ক্ষেত্রে উত্তম তাওজীহ্ হল, ওই সব বিষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তুলা ও ওই সব অবস্থার বিবরণ যথাযত আলোচনা করা।

তাওজীহ্ এর প্রকারভেদ

তাওজীহ্ এর প্রকার সমূহের কয়েকটি হচ্ছে,

১. অপরিচিত হওয়ার দরুন যা দুর্বোধ্য হয়ে থাকে, তা বুঝার উপযুক্তকরে তোলা।

২. দুটি দলিল বা দুটি تعريض এর মধ্যকার এবং معروض ও منقول এর মধ্যকার দ্বন্দ্বের নিরসন করা।

৩. দুটি ملتبس বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য করে দেয়া।

৪. দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ে সমন্বয় সাধন করা।

৫. আয়াতে নির্দেশিত কোনো ওয়াদার সত্যতা উপস্থাপন করা (অর্থাৎ- এই অঙ্গীকারটি কিভাবে পূর্ণ হবে? তা বর্ণণা করা)

৬. কুরআনে নির্দেশিত বিষয়াদির বেলায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম পদ্ধতি বর্ণনা করা।

وبالجملة : فالتوجيه كثيرة في تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقضى حقه حتى يبين المفسر وجه الصعوبة مفصلا، يتكلم في حل الصعوبة بالتفصيل، ثم يزن تلك الأقوال وزنا عادلا.

غلو المتكلمين

وأما غلو المتكلمين في تأويل المتشابهات وبيان حقيقة الصفات، فليس هذا من مذهبي، بل مذهبي مذهب مالك والثوري وابن المبارك وسائر المتقدمين، وهو: إمرار المتشابهات على ظواهرها وترك الخوض في تأويلها.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মোটকথা, সাহাবাদের তাফসীরে অনেক তাওজীহাত রয়েছে। আর এর হক (আদায় হবেনা, যতক্ষননা কাঠিন্যের কারণ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করবে, অত:পর ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে যেসব স্থানে) ইনসাফের সাথে এসব উক্তির বিচার বিশ্লেষন করবে।

মুতাকাল্লিমীনদের অতিরঞ্জন

المتشاهباتএর ব্যাখ্যায়ও আল্লাহু তায়ালার সিফাতের তত্ত্ব উদঘাটনে মুতাকাল্লিমীনগণ সীমালঙ্গন করেছেন। এটা আমার মাযহাব নয়। বরং ইমাম মালিক, সাওরী, আব্দুল্লাহ বিন মোবারক ও সকল মুতাকাদ্দিমীন গণের মাযাহাবই হচ্ছে আমার মাযহাব। আর তা হচ্ছে মুতাশাবিহাতকে তার বাহ্যিক অর্থে উপর রাখা ও এর ব্যাখ্যায় মনোবিবেশ না করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ المتشاهبات আল্লাহু তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস। যেমন-

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِه، يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ، علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، فَإِنِّي قَرِيبٌ، إن قلوب العباد بَيْن أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَن.

এছাড়াও কোনো কোনো হাদীসে আল্লাহু তায়ালার পা, হাসি ইত্যাদির আলোচনা এসেছে। এসবের ব্যাখ্যায় মুতাকাল্লিমীনগণ অনেক লৌকিকতা অবলম্বন করেছেন। যেমন-اسْتَوَى দ্বারা স্থির হওয়া, وجه দ্বারা সত্ত্বা, يد দ্বারা শক্তি বা ক্ষমতা عين দ্বারা বিশেষ হেফাজত مجئ رب দ্বারা তার হুকুম আসা,

রব নিকটবর্তী হওয়া দ্বারা তার রহমত নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে থাকেন। সাধারণ মুফাসসিরীন গণ ও তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে এ জাতীয় ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু মুতাক্বাদ্দিমীন আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব হল, মুতাশাবিহাত সম্পর্কে ঈমান রাখা যে, এ গুলো হচ্ছে আল্লাহু তায়ালার বিশেষ বিশেষ সিফাত বা গুন। এর كيفيت তথা প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। তবে এতটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তা আমাদের হাত, অঙ্গুলী ও চোখ ইত্যাদির ন্যায় নয় বরং আল্লাহু তায়ালার শান ও শওকত অনুযায়ী। কেননা কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

অতএব ইমাম আবু হানিফা (রহ:) মুতশাবিহাত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ফেক্বাহ আকবর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন

وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته او نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف

ইমাম তিরমীযী (রহ:) বলেন এটি হচ্ছে বিখ্যাত উলামা সুফিয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, আব্দুল্লাহ্ বিন মোবারক ইবনে উয়াইনা, ওকি (রা:) প্রমুখের মত। আবুল কাসিম লালকায়ী (রহ:) ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিমের সকল ফেকৃহবিদগন কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই মুতশাবিহাতের উপর ঈমান রাখা সম্পর্কে একমত পোষন করে থাকেন। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়অতের ইমাম আশআরী (রহ:) স্বীয় আকাঈদ বিষয়ক الابانة নামী গ্রন্থে المتشابهات এর ব্যাখ্যার তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

قوله : وبيان حقيقة الصفات উদাহরণ স্বরূপ একথা বলা যে, رحمت আল্লাহু তায়ালার সিফাত বা গুন। رحمت এর অর্থ হচ্ছে অন্তরের কোমলতা যার ফল শ্রুতিতে কারো উপর অনুগ্রহ হয়ে থাকে। অতএব ফলাফলের দিক বিবেচনায় رحمت আল্লাহু তায়ালার সিফাত বা গুন। এটি মুতাক্বাদ্দিমীনেদের মাযহাব পরিপন্থী। তাদের মাযহাব হল আল্লাহু র সিফাতের উপর ঈমান আনা এবং এর তত্ত্ব তালাশে না লাগা।

النزاع في الأحكام المستنبطة، وإحكام مذهب نفسه، وهدم مذهب الآخرين، والاحتيال لدفع الأدلة القرآنية، كل ذلك ليس بصحيح عندي، وأخشى أن يكون ذلك من قبيل "التدارؤ بالقرآن"، وانما اللازم ان يطلب مدلول الآيات، ويتخذه مذهبا له، سواء ذهب اليه الموافق أو المخالف.

لغة القرآن

وأما لغة القرآن فينبغي أخذها من استعمالات العرب الأولين، وأن يعتمد كلياً على آثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ইজতেহাদী মাসআলায় এখতোফ করে নিজের মাযহাবকে সুদৃঢ় করা ও অন্যদের মাযহাবকে ফেলে দেয়া (অর্থাৎ ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া) এবং (নিজ মাযহাবের বিরোধি হওয়ায়) কুরআনী দলিল প্রতিহত করার বাহানা খুজাঁ আমার মতে সঠিক নয়। আমি তা تدارء بالقرأن (কুরআন নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি)র অন্তগর্ত হয়ে যাওয়ার ভয় করছি। অবশ্যই জরুরী হল আয়াতের মর্ম উদঘাটনে চেষ্ঠা করা এবং তা নিজের মাযহাব বানিয়ে নেয়া, সে মাযহাব যে কারোই হয়না কেন। চাই পক্ষের হোক বা বিপক্ষের।

কুরআনের অর্থ কোত্থেকে গ্রহণ করা হবে

কুরআনের অর্থ পূর্ববর্তী আরবদের ব্যবহার ও প্রয়োগ থেকে গ্রহণ করা সমীচিন। আর (অর্থ গ্রহণে) সাহাবা ও তাবিয়ীনদের বানী সমূহের উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

শব্দার্থ ঃ قوله : التدارؤ তর্ক বিতর্কে কথা একে অপরের উপর চাপিয়ে দেয়া। শাহ্ সাহেব حجة الله البالغة নামক গ্রন্থে تدارء بالقرآنএর এই ব্যাখ্যা করেছেন।

أقول : يحرم التدارؤ بالقرآن ، وهو أن يستدل واحد بآية ، فيرده آخر بآية أخرى طلبا لإثبات مذهب نفسه ، وهدم وضع صاحبه ، أو ذهابا إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض ، ولا يكون جامع الهمة على ظهور الصواب والتدارؤ بالسنة مثل ذلك .

وقد وقع في نحو القرآن خلل عجيب، وهو أن طائفة من المفسرين اختاروا مذهب سيبويه، فيؤولون كل ما خالف مذهبه ، وإن كان التأويل بعيداً، وهذا لا يصح عندي، بل ينبغي اتباع القوى، والأوفق بالسياق والسباق، سواء كان مذهب سيبويه أو مذهب الفراء.

وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في مثل قوله تعالى : {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} "ستقيمها العرب بألسنتها".

وتحقيق هذه الكلمة عندي : أن مخالفة التعبيرات المشهورة أيضا تعبير صحيح وكثيرا ما يتفق للعرب الأولين ان يجرى على ألسنتهم في أثناء الخطب والمحاورات ما يخالف القاعدة المشهورة، ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب الأولين، فلا عجب ان جاءت فيه "الياء" في موضع "الواو" أحيانا، أو وقع المفرد مقام التثنية، و ورد المؤنث مقام المذكر،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ কুরআনের ব্যাকরনিক ধারা

কুরআনের ব্যাকরনিক ধারায় বাহ্যত একটি অদ্ভুদ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আর তা হচ্ছে, একদল মুফাস্‌সিরীন ইমাম সিবওয়াইহ এর মাযহাব অবলম্বন করেছেন। ফলে তারা তিনির মাযহাব পরিপন্থী যা রয়েছে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চাই সে ব্যাখ্যাটি যতই দূরের হোক না কেন। আমার মতে তা বিশুদ্ধ নয়। বরং যে মতটি সর্বাধিক শক্তিশারী ও سباق ও سياق এর সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল, সেই মত গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়। চাই সিবওয়াইহ এর মাযহাব হোক বা ফাররার। হযরত উসমান (রা:) আল্লাহু তায়ালার বানী وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ জাতীয় আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, ستقيمها العرب بالسنتها আরবরা স্বীয় ভাষা দিয়ে তা ঠিক করে দিবে। আমার মতে একথার তাৎপর্য হচ্ছে, প্রসিদ্ধতম কোনো পরিভাষার বিরোধিতা করা ও এক প্রকার পরিভাষা। আর পূর্ববর্তী আরবদের বেলায়ও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, তাদের বক্তব্য ও পরিভাষার মধ্যকার তাদের মুখ দিয়ে প্রসিদ্ধ নীতিমালা বিরোধি শব্দ বের হয়েছে (অথচ তা فصاحت তথা সাহিত্য পরিপন্থী বলে গন্য হতনা) আর যেহেতু কুরআন মরীফ পূর্ববর্তী আরবদের ভাষারীতিতে নাজিল হয়েছে তাই আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয় যে, (পূর্ববর্তী আরবদের পরিভাষা অনুযায়ী) কখনো কখনো واو এর স্থলে ياء এসে যায় অথবা দ্বিবচনের স্থলে একবচন, ও স্ত্রীলিঙ্গের স্থলে পুংলিঙ্গ এসেযায়।

فالمحقق عندي ان يفسر : {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ} بمعنى المرفوع والله أعلم.

علم المَعَانِي والبيان

واما المعاني والبيان فإنه علم حادث بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فما كان منه مفهوما في عرف جمهور العرب فهو على الرأس والعين، وأما ما كان منه مخفيا لا يدركه إلا المتعمقون من ارباب الفنّ، فلا نسلم أنه مطلوب في فهم القرآن.

إشارات الصوفية

وأما إشارات الصوفية، واعتباراتهم فإنها ليست في حقيقة الأمر من علم التفسير،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ অতএব আমার মতে বিশুদ্ধতম হল الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ কে مرفوع তথা المقيمون এর অর্থে ব্যাখ্যা করা والله أعلم (প্রকাশ থাকে যে, এসব স্থানে গ্রন্থকার যে, তাওজীহ উপস্থাপন করেছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ও মুফাস্‌সিরদের অনেক লৌকিকতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন কেউ কেউ বলেছেন المقيمينটি يؤمنون بما أنزل এরماএর উপর আতফ হয়ে مجرور হয়েছে। এর অর্থ দাড়ায় يؤمنون بالمقيمين الصلاة يعنى الأنبياء

কেউ কেউ বলেছেন قبلك এর ك এর উপর আতফ হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন إليك এর ك এর উপর আতফ হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক অনেক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।)

ইলমে মাআ'নী ও ইলমে বয়ান

ইলমে মাআ'নী ও ইলমে বয়ান সাহাবী ও তাবিঈনদের যুগের পর আবিস্কৃত হয়েছে। অতএব জমহুর আরবের পরিভাষায় এ শাস্ত্রদ্বয়ের যে অংশ বোধগম্য হয় তাই শিরোধার্য (অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য) আর যা এমন সূক্ষ্ম যা এবিষয়ের দক্ষ পন্ডিতজন ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না, তা কুরআনে কারীমে উদ্দিষ্ট বলে আমরা মনে করি না।

সূফী সাধকদের সূক্ষ্মতত্ত্ব

সূফী সাধকদের إشارات ও اعتبارات (যেমন একথা বলা যে, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ এই আয়াতে الَّذِينَ يَلُونَكُم দ্বারা نفس উদ্দেশ্য। আর আয়াতের অর্থ হল, হে ঈমানদার গণ তোমরা নিজেদের নফসের সাথে লড়াই কর, যা তোমাদের নিকটতম কাফের। অথচ এই আয়াত কাফিরদের সাথে যুদ্ধকরার হুকুমে নাজিল হয়েছে। তেমনিভাবে প্রত্যেক আয়াতের বিষয় বস্তুর উপর কিয়াম করে নিজ চাহিদা ও প্রকৃতি অনুযায়ী এক একটি বিষয় লিখে নেন। এসব) বাস্তব অর্থে ইলমে তাফসীরের অংশ নয়।

بل يحدث عند استماع القرآن الكريم أشياء في قلب السالك، وتتولد تلك الأشياء في قلبه بين النظم القرآنى، وبين الحالة التى يتصف بها أو بين المعرفة التي يملكهاكمثل رجل يسمع قصة ليلى ومجنون ، فيتذكر عشيقته، ويستعيد الذكريات التي بينها وبينه.

فن الاعتبار

وهنا فائدة مهمة ينبغي الاطلاع عليها، وهي : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فن الاعتبار معتبرا، وسلك ذلك المنهج ، ليكون سنة لعلماء الأمة، وفتحا لباب العلوم الموهوبة التي لهم ، كما :

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ বরং কুরআন শ্রবণের সময় সূফীগণের অন্তরে কিছু বিষয় প্রকাশপায়, যা কুরআনের ভাষ্য ও ওই হালত যাতে সূফী ব্যক্তি উপনিত হয় অথবা (কুরআনের ভাষ্য ও) সূফী ব্যক্তির অর্জিত মা রেফাতের মধ্যকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। (অর্থাৎ সূফী ব্যক্তি কুরআনের আয়াত শুনে এর বিষয় বস্তু নিয়ে গবেষনা করে। আর এ বিষয়ের উপর কিয়াস করে নিজ অবস্থা বা মারেফাতের চাহিদা অনুযায়ী একটি বিষয় বস্তু গ্রহণ করে। এ জাতীয় বিষয় বস্তু اشارات الصوفية واعتبارهم দ্বারা উদ্দেশ্য। এ জাতীয় বিষয়াদি যেহেতু সরাসরি কুরআন থেকে অর্জিত নয়, বরং কুরআন ও সূফী ব্যক্তির অবস্থার সমন্বয়ে অর্জিত তাই) এর উদাহরণ হল ওই প্রেমিক ব্যক্তির ন্যায় যে লায়লা ও মজনুর প্রেম কাহিনী শুনে. তার নিজ প্রেমিকার কথা স্বরণ হয়ে যায় এবং তার ও প্রেমিকার মধ্যকার যেসব কর্মকান্ড হয়েছে তা চোখের সামনে ভেষেই উঠে।

فن الاعتبار বা সূফী সাধকদের এ'তেবার শাস্ত্র

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে যা জেনে রাখা বাঞ্চনীয়। আর তা হচ্ছে যে, (সূফীগণের اعتبارات যদিও তাফসীর নয়, তথাপি শরয়ী দৃষ্টি কোন থেকে একেবারে অগ্রহণযোগ্য নয়।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম فن الاعتبار কে গ্রহণ যোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এবং নিজেও এপথ অবলম্বন করেছেন (অর্থাৎ তিনি নিজেও কোনো কোনো আয়াতে এরকম অনুমান নির্ভর আলোচনা করেছেন) যাতে এ উম্মতের উলামাদের জন্য একটি তরীকা আবিস্কৃত হয় ও তাদের জন্য ঐশী জ্ঞানের দ্বার উম্মুক্ত হয়। যেমন ঃ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله : اشارات الصوفية واعتبارهم এখানে واعتبارهم হচ্ছে আতফে তাফসীরী। اعتبار এর বহুবচন হচ্ছে اعتبارات। اعتبار এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, আন্দাজ করা, গুরুত্ব দেয়া ইত্যাদি। আর উপদেশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ও ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন-পূর্ববর্তী উম্মত ও অতীত ঘটনাবলির মধ্যে চিন্তা-গবেষনা করে উপদেশ গ্রহণ করা

كما في المعجم الوسيط 'العبرة الاتعاظ والاعتبار بالماضى،' وفي الوسيط ' الاعتبار النظر في الامور ليعرف بها شئ أخر من جنسها'

ফেক্বাহাবিদদের পরিভাষায় اعتبار হল قياسএর সমার্থক। যেমন ক্বাওয়াইদে ফেক্বাহ নামক গ্রন্থে রয়েছে

الاعتبار هو النظر في الحكم الثابت انه لاى معنى يثبت والحاق نظيره به وهذا عين القياس.

সূফীগণের পরিভাষায় اعتبار বলা হয় কুরআনের বিষয় বস্তুর সাথে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে গ্রহণ করা। যেমন হযরত থানবী (রহ:) বলেন

لكن له (القرآن) دلالة على مايناسبه نحو من المناسبة ويسمى اعتبارا

قوله : ليست في حقيقة من فن التفسير এ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ থানবী (রহ:) مسائل السلوك নামী গ্রন্থে লিখেন

مسائل التصوف قسمان : قسم دل عليه القرأن بوجوه الدلالات المعتبرة عند اهل العلم والاجتهاد تنصيصها ويسمى تفسيرا او استنباطا ويسمى فقها، ولا كلام في هذا القسم مدلولا للقرأن وقسم لادلالة القرأن عليه بعينه ولاعلى ما يشاركه في العلة الشرعية ولكن له دلالة على مايناسبه بنحو من المناسبة ويسمى اعتبارا، وهذا القسم مما تكلموا في كونه مدلولا له، فكم من مثبت له؟ وهو ظاهر صنيع كثير من الصوفية، وكم من ناف له وهو ظاهر الكلام جملة العلوم الظاهرة، والقول الفصل في الباب ان النفى حق ان اريد بالدلالة كون ذلك المعنى مقصود بلا واسطة كالمنصوص او بواسطة كالثابت بالقياس،والاثبات حق ان اريد بالدلالة ما هو أعم من ثبوته بأحد الطريقين المذكورين، ومن ثبوت الشئ من اصله بنحو من الاصالة من غير ان ان يصدق مع القول بارادة المعنى الظاهري قطعا.

قوله : بين الحالة التى يتصف الخ দ্বারা সালিকের প্রাথমিক অবস্থার প্রতিও المعرفة التى يملكها দ্বারা চূড়ান্ত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে অবস্থায় পৌঁছাঁর পর সে عارف উপাধিতে ভূষিত হয়ে যায়।

◀ ان النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بقوله تعالى : {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} في مسألة القدر، وان كان منطوق الآية : أن من يعمل بهذه الأعمال هديه ال طريق الجنة والنعيم ، ومن عمل بضد التعذيب له طريق النا روالتعذيب، ولكن يمكن ان يعلم بطريق الاعتبار أن الله تعالى خلق كل احد لحالة خاصة، ويجرى عليه تلك الحالة من حيث يدري أو لا يدري، فبهذا الاعتبار كان لهذه الآية الكريمة ارتباط بمسئلة القدر.

◀ وكذلك قوله تعالى {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا}فالمعنى المنطوق لهذه الآية الكريمة أن الله تعالى عرف كل نفس بالبر والإثم، ولكن لما كانت بين خلق الصورة العلمية للبر والإثم الموجودان بالاجمال وقت نفخ الروح مشابهة، يمكن الاستشهاد بهذه الآية في مسألة القدر أيضا من طريق الاغتبار والله أعلم.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▶ রাসুল সাল্লাল্লাহু আ্লাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহুর বানী فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى الخ

কে তাকদীরের মাসআলায় উপমা স্বরূপ তিলাওয়াত করেছেন। যদিও আয়াতের পরিস্কার অর্থ হচেছ এই যে, যে ব্যক্তি এসব আমল করবে, আমি তাকে সুখময় জান্নাতের পথে চালাব, আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত আমল করবে আমি তার জন্য দোযখ ও আযাবের রাস্তা খুলে দিব। কিন্তু কিয়াছের ভিত্তিতে (আয়াত থেকে) এ ও জানা যেতে পারে যে, আল্লাহু তায়ালা প্রত্যেককে বিষেশ ওই হালতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যে হালত তার উপর পতিত হয়ে থাকে চাই সে এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক (অর্থাৎ এ আয়াত থেকে এ কথা ও জানার অবকাশ রয়েছে যে, তারা নেকি ও বদির ওই রাস্তায় চলে যা তাদের তাকদীরে ছিল। তেমনি ভাবে প্রত্যেক মানুষের যে হালত তাকদীরে রয়েছে, ওই হালত তার উপর আপতিত হবেই। চাই সে এ হালত সম্পর্কে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক।) অতএব এ হিসাবে তাকদীরের মাসআলার এ আয়াতের সাথে যোগসূত্র রয়েছে। (এ হিসেবেই তাকদীরের মাসআলার উপর এ আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন।

▸ তেমনিভাবে আল্লাহু তায়ালার বানী

وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

(শপথ প্রানের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। অত:পর তাঁকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন)

এ আয়াতের স্পষ্ট মর্ম হচ্ছে এই, আল্লাহু তায়ালা মানুষকে সৎ ও অসৎ কাজ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। (এই আয়াতে তাকদীরের কোনো আলোচনাই নেই) তবে যেহেতু পূণ্য ও পাপের আকৃতিকে মেধা ও মননে সৃষ্টি করা ও প্রানদানের সময় পূণ্য ও পাপকে সৃষ্টি করার মধ্যে সাদৃশ্যতা রয়েছে। তাই এ আয়াতের দ্বারা তাকদীরের মাসআলার উপর দলিল পেশ করার অবকাশ রয়েছে । (যেমনি ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আ্লাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন,

عن عمران بن حسين أن رجلين من مزينة اتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقالا يا رسول الله : أرأيت ما يعمل الناس و يكدحون فيه أشيء قضي عليهم من قدر قد سبق ؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم و ثبتت عليهم به الحجة ؟ قال لا بل شيء قضي عليهم قال : فهل يكون ذلك ظلما ؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا و قلت ليس شيئا إلا و هو خلق الله و ملكه لا يسأل عما يفعل و هم يسألون قال فقال لي برحمك الله ! إني و الله ما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين — أو قال رجل — من مزينة أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أرأيت ما يعملون و يكدح الناس فيه اليوم و يعملون فيه أقضي شيء عليهم و مضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم و اتخذت عليهم به الحجة ؟ قال : لا بل شيء قضى عليهم و مضى عليهم قال و فيما نعمل إذا ؟ قال : من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين فييسره لها و تصديق ذلك في كتاب الله عز و جل : {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} —رواه البيهقي في شعب الإيمان

প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ قوله : سلك ذلك المنهج কিতাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আ্লাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে اعتبار এর দুটি উপমা পেশ করা হয়েছে এছাড়া আরো ও দুটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত্ব হল। এক মসজিদে কুবা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি اعتبار এর পদ্ধতিতে মসজিদে নববী সম্পর্কে তিলাওয়াত করেছেন। দুই. হুজুরের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্নীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আ্লাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা, আলী ও হুছাইনকে এক চাদরে ঢেকে দোয়া করলেন,

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا

এর দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এই আয়াত যদিও পত্নীদের বেলায় নাজিল হয়েছে। কিন্তু এরা ও এ ফজিলতের সর্বাধিক যোগ্য।

قوله : منطوق এটি মাসদার اسم فاعل অর্থে ব্যবহৃত। قوله : فتحا পরিস্কার উল্লেখিত। এখানে স্পষ্ট মর্ম উদ্দেশ্য।

قوله : يمثل بقوله تعالى : فاما من اعطى الخ বুখারী শরীফে হযরত আলীর (রাঃ) বর্ণনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}

قوله : ولكن بين خلق الصورة العلمية الخ প্রকাশ থাকে যে, علم এর অর্থ হচ্ছে, কোনো বস্তুর স্বরূপ স্মৃতিপটে ভেষে উঠা। এ থেকে اعلام হচ্ছে متعدى অতএব এর অর্থ হবে কারো মানসপটে কোনো বস্তুর স্বরূপ ফোটিয়ে তোলা। উপরোল্লিখিত আয়াত পূণ্য ও পাপের الهام و اعلام কে গ্রন্থকার خلق الصورة العلمية দ্বারা উল্লেখ করেছেন।

قوله : البر والإثم الموجدان بالإجمال الخ প্রকাশ থাকে যে, মায়ের গর্ভে একশত বিশ দিন পার করার পর রূহ ফুৎকারের সময় আল্লাহু তায়ালা এক ফেরেশতা পাঠিয়ে তাকদীরের চারটি কথা লিখিয়ে দেন। তন্মধ্য থেকে একটি হচ্ছে আমল। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে,

أَنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

হতে পারে গ্রন্থকার এ বাক্য দিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قوله : فيمكن الاستشهاد به هذه الأية অর্থাৎ সেহেতু মানুষ বড় হওয়ার পর তাদের অন্তরে পূণ্য ও পাপের ধারনা সৃষ্টি করে দেয়া, রূহ ফুৎকারের সময় মানুষের স্বভাবে পূণ্য ও পাপকে সুদৃঢ় করে দেয়ার সাথে خلق এ وصف সাদৃশ্যতা রাখে। আর রূহ ফুৎকারের সময় যেসব বিষয়াদি মানুষের স্বভাবে সুদৃঢ় করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে তাকদীরের বিষয়াদি। তাই এ আয়াতকে তাকদীরের মাসআলায় দলিল হিসাবে উপস্থাপনের অবকাশ রয়েছে। والله أعلم

الفصل الثالث

في

بيان غرائب القرآن الكريم

ليعلم أن غرائب القرآن الكريم التي خصصت في الأحاديث بمزيد من الاهتمام وببيان الفضل أنواع :

١ــ فالغريبة في فن التذكير بآلاء الله : هى آية جامعة لجملة عظيمة من صفات الحق تعالى، مثل آية الكرسي، وسورة الإخلاص، وآخر سورة الحشر، وأول سورة المؤمن.

٢ــ والغريبة في فن التذكير بأيام الله : هى آية يبين فيها قصة نادرة، أو قصة معلومة بجميع تفاصيلها، أو قصة جلية الفوائد التى تكون محلا للاعتبارات الكثيرة،

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কুরআনে করীমের দূলর্ভ বিষয়াদি সম্পর্কে

জেনে রাখা উচিৎ যে, কুরআনে কারীমের ওই সব দূলর্ভ বিষয়াদি যা হাদীসে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ও ফজিলত বর্ণনা সহ আলোচিত হয়েছে, তা কয়েক প্রকার ঃ

১ تذكير بآلاء الله সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হচ্ছে, যা মহান আল্লাহুর গুণাবলির একটি বিরাট অংশ সম্বলিত। যেমন-আয়াতুল কুরসী, সূরা এখলাস, সূরা হাশরের শেষাংশ (هو الله الذي) ও সূরা মুমিনের প্রথমাংশ। (কেননা হাদীস শরীফ উল্লেখিত অংশগুলোর এনে ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, এবং এগুলোর মধ্যে অনেক দূলর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি রয়েছে।)

২. التذكير بايام الله বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হচ্ছে যেসব আয়াতে দুস্প্রাপ্য ঘটনা, বা পূর্ণ ব্যাখ্যা সহ জানা কোনো ঘটনা, অথবা অনেক তত্ত্ববহুল ঘটনা যা বহু উপদেশ গ্রহণের পাত্র বনে থাকে-বিবৃত হয়েছে। এ কারনেই (অর্থাৎ কোনো কোনো ঘটনা যেহেতু অনেক উপদেশ সম্বলিত হয়ে থাকে।)

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر عليهما السلام " وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما"

٣ــ والغريبة في فن التذكير بالموت وما بعده : هى آية التي جامعة لأحوال القيامة مثلا، ولذا ورد في الحديث الشريف : "من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين، فليقرأ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}، {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}.

٤ــ والغريبة في فن الأحكام : هى آية تكون مشتملة على بيان الحدود وتعيين الأوضاع الخاصة، كمثل تعيين مائة جلدة في حد الزنا، وتعيين ثلاث حيَض أو ثلاثة أطهار لعدة المطلقة، وتعيين أنصباء المواريث.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা ও খাযির আ, এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন আমার আকাঙ্খা হয় যে, যদি হযরত মুসা আ: (হযরত খাযির আ: এর সাথে) ধর্য্য ধরতেন তা হলে আল্লাহু তায়ালা তাদের ঘটনা আমাদের সামনে (আরো প্রলম্বিত করে) বর্ণনা করতেন (আর আমরা তাদের ঘটনা থেকে আরো অনেক উপদেশ গ্রহণ করতে পারতাম)

৩. মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওই আয়াত যা কিয়ামতের সার্বিক অবস্থা সম্বলিত। এ কারনেই হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসকে প্রত্যক্ষ করতে চায় যেন চাক্ষুষিক ভাবে, সে যেন إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ ও إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ তিলাওয়াত করে। (كذا في الترمذى في تفسير سورة التكوير)

৪. আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওই আয়াত যা শরয়ী দন্ড ও বিশেষ অবস্থা নির্ণয়ের বর্ণনা সম্বলিত হয়ে থাকে। যেমন- ব্যভিচারের শাস্তির বেলায় একশত বেত্রাঘাত নির্ধারন, তালাক প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতের জন্য (হানাফীদের মতে) তিন হায়েয বা (শাফী মতালম্বীদের মতে) তিন তুহুর নির্ধারণ (আল্লাহু তায়ালার বানী يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ দ্বারা) এবং মীরাসের অংশ নির্ধারণ।

٥ــ والغريبة في فن الجدل : هى آية يرد فيها سوق الجواب بنهج غريبة يقطع الشبه بأبلغ وجه، أو يبين فيها حال فريق من تلك الفرق بمثل واضح، كقوله تعالى : {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} و كذا يبين فيها شناعة عبادة الأصنام، والفرق بين مرتبة الخالق والمخلوق والمالك والمملوك بأمثلة عجيبة، أو احباط أعمال أهل الرياء والسمعة بأبلغ الوجه.

٦ــ وغرائب القرآن : ليست بمحصورة في الأبواب المذكورة فأحيانا تكون غريبة من جهة بلاغة القرآن، واناقة أسلوبه، مثل سورة الرحمن، ولهذا سميت في الحديث الشريف بعروس القرآن، وأحياناً تكون غريبة من جهة تصوير صورة سعيد وشقي.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ৫. কাফিরদের সাথে মুখাছামাহ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওই আয়াত যাতে ভ্রান্ত দলের জবাবের বর্ণনা এমন অদ্ভুদভাবে হয়েছে যা (প্রতিপক্ষের) সন্দেহ কে একেবারে দূর করে দেয় অথবা ওইসব দলের মধ্য হতে কোনো এক দলের অবস্থা সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। যেমন আল্লাহু তায়ালার বানী

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (إلى) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً.

তেমনি ভাবে যে গুলোতে মুর্তিপূজার অনিষ্টিতা, স্রষ্টা ও সৃষ্টির এবং মালিক ও ভূত্যের মধ্যকার পার্থক্য সুন্দর উদাহরণ সহ এবং যশ ও খ্যাতিপ্রিয় ব্যক্তিদের আমলের বাতুলতা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

৬. غرائب القرأن আলোচিত বিষয়াদিতে সীমিত নয়। বরং কখনো কখনো اناقة أسلوبه এর বিবেচনায় আয়াত গুরুত্বপূর্ণ ও দূর্লভ হয়ে তাকে। যেমন সূরা আর রাহমানে হয়েছে। এ কারনেই হাদীস শরীফে এই সূরাকে عروس القرأن নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর কখনো কখনো পূণ্যবান ও পাপীদের চিত্র ফুটিয়ে তোলার বিবেচনায় দূর্লভ হয়ে থাকে।

ظهر القرآن وبطنه

لقد ورد في الحديث الشريف "لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع" فينبغي أن يعلم أن ظهر هذه العلوم الخمسة : هو مدلول الكلام ومنطوقه والبطن.

- في التذكير بآلاء الله : هو التفكر في آلاء الله ومراقبة الحق سبحانه وتعالى،
- وفي التذكير بأيام الله : معرفة مناط المدح والذم والثواب والعقاب من تلك القصص والاتعاظ بها.
- وفي التذكير بالجنة والنار : هو ظهور الخوف والرجاء، وجعل تلك الأمور كأنها بمرأى منه.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ কুরআনের পেট ও পিঠ

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক আয়াতের পেট ও পিঠ (তথা একটি বাহ্যিক অর্থ ও একটি তাত্ত্বিক অর্থ) রয়েছে ও প্রত্যেকটি হরফের এক একটি حد রয়েছে ও প্রত্যেক حد সম্পর্কে অবগত হওয়ার একেকটি স্থান রয়েছে। অতএব জেনে রাখা ভাল যে, এসব পঞ্চ ইলমের পিট তথা বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ ও স্পষ্ট মর্ম। আর পেট দ্বারা উদ্দেশ্য হল:

- التذكير بالاء الله সংক্রান্ত আয়াতে (তাত্ত্বিক অর্থ হল) আল্লাহু তায়ালার নেয়ামত সমূহে চিন্তা-ফিকির করা ও আল্লাহুর (জাত ও সিফাতের) মুরাকাবা করা।

- التذكير بايام الله সংক্রান্ত আয়াতে (তাত্ত্বিক অর্থ হচ্ছে) এসব ঘটনা থেকে প্রশংসা ও ভর্ৎসনা, সওয়াব ও আযাবের কারণ জেনে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।

- জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় (তাত্ত্বিক বিষয় হল) অন্তরে ভীতি ও আশার সঞ্চার হওয়া এবং সেসব বিষয় (পরকাল) কে চাক্ষুষিক স্ত রে নিয়ে যাওয়া।

◀ وفي آيات الأحكام : هواستنباط الأحكام الخفية بالفحاوى والإيماءات،

◀ وفي محاجة الفرق الباطلة : هو معرفة أصل تلك القبائح وإلحاق مثلها بها.

ومطلع الظهر: هو معرفة لغة العرب والآثار المتعلقة بعلم التفسير،

ومطلع البطن : هو لطف الذهن واستقامة الفهم مع نور الباطن وسكينة القلب، والله أعلم

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ▸ আহকামাত সংক্রান্ত আয়াতে (তাত্ত্বিক বিষয় হচ্ছে) এর উদ্দেশ্য ও ইশারা দিয়ে অন্তর্নিহিত বিধান উদঘাটন করা।

▸ বাতিল ফেরকাদের সাথে তর্কস্থলে সে সকল দোস-ক্রটির উৎস উদঘাটন করা এবং (পরবর্তিতে আগত) এ জাতীয় দোষ-ক্রটি এর সাথে মিলানো (অর্থাৎ কুরআন শরীফে উল্লেখিত দোষ-ক্রটির উৎস জেনে পরবর্তিতে আগত এ জাতীয় দোষ-ক্রটির সাথে একই হুকুম লাগানো।)

(لكل حد এর মধ্যে حد দ্বারা আয়াতের দুই দিক তথা পেট ও পিঠ উদ্দেশ্য। حد শব্দের অর্থ হল পার্শ্ব مطلع এটি ইসমে যরফ অর্থ অবগত হওয়ার স্থান। এটি اطلع على شيئ থেকে নির্গত হয়েছে। অতএব لكل حد مطلع এর অর্থ দাড়াল, প্রতিটি দিক সম্পর্কে জানার এক একটি স্থান রয়েছে। তাই প্রত্যেকটিকে তার নির্ধারিত স্থানে তালাশ করা হবে) আর আয়াতের পিঠ তালাশের স্থান হচ্ছে আরবী ভাষা জানা ও ইলমে তাফসীর সম্পর্কিত বর্ণিত اثار সমূহ জানা। (এগুলো জানার দ্বারা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ও সুস্পষ্ট মর্ম জানা যায়) আর আয়াতের পেট জানার স্থান হচ্ছে বাতেনী নূর ও শান্ত অন্তরের সাথে তীক্ষ্ণ মেধা ও সুস্থ বিবেক জ্ঞান থাকা। (سكينه قلب তথা মনের প্রশান্তি, রিয়াজত, মুজাহাদা ও তাকওয়া অবলম্বনের দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, হাদীছটির উল্লেখিত ব্যাখ্যা ছাড়াও মুহাদ্দিসীনগনের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে)

শব্দার্থ ঃ فحاوى : قوله ঃ বিষয় বস্তু।

الفصل الرابع

في

بيان بعض العلوم الوهبية

من العلوم الوهبية في علم التفسير التي سبقت الإشارة إليها

١ـــ تأويل قصص الأنبياء - عليهم الصلوات والتسليمات – وقد ألف الفقير رسالة في هذا الموضوع أسماها" تأويل الأحاديث والمراد بالتأويل هنا، أن كل قصة وقعت (وورد ذكرها في القرآن الكريم) كان لها مبدأ وأساس من صلاحية الرسول واستعداده، واستعداد قومه، حسب تدبير الله – عز وجل – الذي أراده – سبحانه – في حينه، ولعل هذا المعنى هو ما يشير إليه قوله – تعالى :-{وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ}.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল্লাহু প্রদত্ত কিছু জ্ঞান সম্পর্কে

ইলমে তাফসীরে আল্লাহু প্রদত্ত্ব যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, যার প্রতি পূর্বেই ইঙ্গিত রয়েছে (অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বলেছিলেন قد حصل للفقير بحمد الله وتوفيقه في كل فن من هذه الفنون مناسبة الخ) এর কয়েকটি হল এই ঃ

১. আম্বিয়া আ:দের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে অধমের تاويل الأحاديث নামক একটি পুস্তিকা রয়েছে। আর تاويل তথা ব্যাখ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রতিটি ঘটনা যা (আম্বিয়াদের আ: যামানায়) সংঘটিত হয়েছে রাসূল ও তার কাওম এর প্রস্তুতির ভিত্তিতে আল্লাহু তায়ালার ওই তদবীর (তথা تكويني انتظام) অনুযায়ী যা আল্লাহু তায়ালা তখন মনস্থ করেছিলেন। আর যেন আল্লাহু তায়ালা তার বানীতে وَيُعَلِّمُكَ من تَأْوِيل الأَحَادِيث) এবং আপনাকে শিক্ষাদেবে বানী সমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব অর্থাৎ স্বপ্নের তা'বির শিক্ষাদেব।) এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (অর্থাৎ এই আয়াত যেভাবে تعبير الرؤيا উদ্দেশ্য, কিন্তু আম্বিয়াদের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা تاويل الأحاديثদ্বারা অর্থাৎ এর ইশারা ইঙ্গিত ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি ও এর আওতাধীন করা যাবে)

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ঃ قول : مسماة بـــ تاويل الأحاديث فحاوى : قولهবিষয় বস্তু এতে হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ্লাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত ওই সব আম্বিয়াদের কাহিনী উল্লেখ করেছেন যার আলোচনা কুরআনে এসেছে। সাথে সাথে এসব ঘটনার মূল রহস্য ও উল্লেখ করেছেন।

قوله : من استعداد الرسول এখানে من হচ্ছে بيانية আর استعداد الرسول হচ্ছে مبتداء থেকে بيان। قوله : تدبير ঃ ব্যবস্থাপনা করা।

٢ــ ومنها تنقيح العلوم الخمسة التى هى منطوق القرآن العظيم وقد مر تفصيلها في اول الرسالة، فليرجع اليه.

٣ــ ومنها ترجمة القرآن الكريم باللغة الفارسية، بوجه غريب من النص العربي في مقدار الكلمات، وفى التخصيص والتعميم، وغير ذلك، وسميتها بــ"فتح الرحمن في ترجمة القرآن" وقد تركت هذا الشرط في بعض المواضع خوفا من عدم فهم القارئ بدون تفصيل.

٤ــ ومنها : علم خواص القرآن الكريم، وقد تكلم جماعة من المتقدمين في خواص القرآن من وجهين : وجه كالدعاء، و وجه كالسحر، أعوذ بالله منه، وقد فتح الله على الفقير بابا وراء ما نُقل من خواص القرآن ووضع في حجري جميع الأسماء الحسنى، والآيات العظمى والأدعية المباركة مرة واحدة، وقال "هذا عطاؤنا للإستعمال"، ولكن كل آية واسم ودعاء مشروط بشروط، لا تضبطها قاعدة، بل قاعدتها انتظار عالم الغيب، كما يكون في حالة الاستخارة، حتى ينظر بأي آية أو اسم يشار عليه من عالم الغيب فيقرأ تلك الآية أو الاسم على طريقة مقررة عند أهل الفن،

وهذا ما قصدت إيراده في هذه الرسالة، والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ ২. তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য থেকে প্রমানিত পঞ্চ ইলমের বিশ্লেষন। এর (এক অংশের) আলোচনা পুস্তিকার প্রথমে চলে গেছে। সেখান দেখে নিবে।

৩. তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ফার্সী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ এমন ভাবে করা যে, বাক্যের পরিমাণ ও تخصيص و تعميم ইত্যাদির বেলায় আরবী ইবারতের সদৃশ। আমি এটিকে فتح الرحمن في ترجمة القرأن নামে নামকরন করেছি। যদি ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশদ ব্যাখ্যা ছাড়া পাঠকবর্গের বোধগম্য না হওয়ার ভয়ে উক্ত শর্ত পরিহার করেছি।

৪. তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলির ইলম। মুতাকাদ্দিমীনদের একদল لقو أ القرآن সম্পর্কে দুই প্রক্রিয়ায় আলোচনা করেছেন। এক প্রক্রিয়া হল দোয়ার ন্যায়। আরেক প্রক্রিয়া হল জাদুর ন্যায়। আমি আল্লাহু তায়ালার নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহু তায়ালা অধমের জন্য (এ বিষয়ে) خواص القرآن এর বর্ণিত প্রক্রিয়া গুলো ছাড়া অপর একটি বিষয়ের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন। একবার আমার ক্রোড়ে সকল আসমাউল হুসানা, বিশেষ বিশেষ আয়াত এবং বরকতময় দোয়া সমূহ রেখে বলেছিলেন, এটি গ্রহণ কর, এটি তোমাদের তদবীরে আমার উপঢৌকন। তবে প্রতিটি আয়াত, ইসম ও দোয়া কিছু শর্তের সাথে সম্পৃক্ত যা কোনো নিয়ম-নীতি বেধে রাখতে পারেনা। বরং এর মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহু র পক্ষ থেকে ইশারা ইঙ্গিতের অপেক্ষা করা। যেমনটি ইস্তে খারার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কাজেই দেখা যাবে যে, কোনো আয়াত বা ইসমের প্রতি আলমে গাইব থেকে ইশারা করা হয়। অতএব ওই আয়াত ও ইসম এশাস্ত্রের পন্ডিতদের সুনির্ধারিত নিয়মে পাঠকরা হবে। এই হল যা আমি এই পুস্তকে আলোচনা করতে চেয়েছি।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা ঃ خواص القرآن : قوله ঃ خواص এটি خاصة এর বহুবচন। এটি خاصة البنات উদ্ভিদের শক্তি ও কার্যকরিতা থেকে নির্গত। অতএব خواص القرآن এর অর্থ হবে, কুরআনের কার্যকারিতা অর্থাৎ কুরআনে কারীমের আয়াত সূরা গুলো তিলাওয়াতের মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়া ও উপকারীতা লাভ হয় এগুলোকে خواص القرآن বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ৩৩ আয়াতের কার্যকারিতা হচ্ছে জিন ইত্যাদির থেকে হেফাজত ও ঘুমানোর সময় সূরা নূহ তিলাওয়াতের কার্যকারিতা হচ্ছে সপ্নদোষ থেকে হেফাজত এবং منصوص তথা সূরা নাস ও ফালাক এর কার্যকারিতা হচ্ছে জিন ও জাদুর প্রভাব প্রতিক্রিয়া দূর করে দেয়া ইত্যাদি। আবার خواص القرآن এর কিছু রয়েছে غير منصوص যা সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে সংগৃহিত নয়। যেমন-বায়হাক্বী ইত্যাদির হাদীসে রয়েছে, সূরা ফাতেহা সকল প্রকার রোগের আরোগ্য। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে, যেসবে সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করা হয় যেসবে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

قوله : قد تكلم جماعة الخ এ বিষয়ে উলামারা সতন্ত্র পুস্তিকাদি রচনা করেছেন। তন্মধ্যে শায়খ তামীমী, গাজ্জালী ও ইয়াফেয়ী প্রমুখ।

قوله : وجه كالدعاء ووجه كالسحر অর্থাৎ خواص القرآن দুভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক দোয়ার সুরতে অর্থাৎ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কুরআনের আয়াত দোয়ার পর্যায়ে ব্যবহার করা যাবে এবং এতে উপকার ও

হবে। আর দ্বিতীয় সুরত হল জাদুর ন্যায় অর্থাৎ আয়াতগুলো ব্যবহারে জাদুর ন্যায় প্রতিক্রিয়াশালী হবে।

قوله : على طريقة مقررة عند اهل الفن অর্থাৎ তদবীর বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিরা আয়াত বা আল্লাহু তায়ালার নাম কে যে পদ্ধতিতে পড়তে বলেন সেভাবে পড়া। যেমন- إنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إلَى مَعَاد এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ আয়াত তিলাওয়াত করলে পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসবে। এ আয়াত পড়ার পদ্ধতিতে বলা হয়েছে যে, দু'রাকাত নামায পড়ে এ আয়াত ১১৯ বার পড়ে দোয়া করবে। এভাবে ৪০ দিন পর্যন্ত আমল করবে।

والفصل الخامس الذي يبحث فيه عن الحروف المقطعات خارج من الباب الرابع كما يدل عليه هذا الاختتام وكذا ليس بشامل في الدروس، فلذا هذفناه من الكتاب اذ ليس فيه كبير فائدة، قاله البالن بورى.

....

تمت بحمد الله

فالحمد لله حمدا لايعد ولايحصى،وأسأله أن يقبل من هذا السعى الضئيل
ويعطيني أجرا يكفيني في الأخيرة (شارح)

প্রশ্নোত্তরে আল-ফাউযুল কাবীর

মাওলানা সালেহ আহমদ সালিক

সূচী

১৫	هل وقع التحريف في الكتب السماوية بكل نحو من اللفظى والمعنوى؟ وماذا رأى الامام المصنف، وما القول الراجح في ذلك؟	৩০৪
১৬	هات مثالا من امثلة التحريف المعنوى؟	৩০৪
১৭	أكتب أسباب افتراء اليهود ثم أوضح مراد 'الاستحسان' منها.	৩০৬
১৮	أكتب منهج النبوة في اصلاح الناس وفق كتابك.	৩০৭
১৯	أوضح قوله : 'اختلاف الشرائع كاختلاف وصفات الطبيب'.	৩০৭
২০	يعتقد النصارى بعيسى عليه السلام انه ابنه فيما يتمسكون على اعتقادهم وما الجواب لديكم عن تمسكاتهم؟ بين بالتوضيح التام.	৩০৮
২১	أكتب عقيدة التثليث والرد عليها بأوضح تبيان.	৩০৯
২২	أكتب عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها باتم وجه.	৩১০
২৩	ماذا تحريف النصارى في بشارة الفارقليط وما هو الرد عليه؟	৩১১
২৪	كم قسما للنفاق؟ أكتب مظاهر نفاق العمل وفق كتابك.	৩১৩
২৫	ا هو ا لغض من على كل قسم من النفاق؟ ماهو الغرض من ذكر أحوال المنافقين في القرآن؟ هل كانت المخاصمة في القرآن مع قوم انقرضوا؟	৩১৪
২৬	كيفية اثبات ذات البارى تعالى وصفاته في القرآن الكريم ماهى؟	৩১৫
২৭	صفاته تعالى توفيقية ام للقياس مدخل فيه؟ أكتب بتفكر عميق.	৩১৫
২৮	ما اختار الله سبحانه وتعالى في كلامه من الوقائع الماضية؟ ولِمَ يسرد الله تعالى القصص بتمامها؟	৩১৬
২৯	ما هى القاعدة الكلية في مباحث الأحكام؟	৩১৬
৩০	ماهى أسباب صعوبة فهم المراد من كلام الله تعالى بالنسبة الى أهل هذا العصر؟ أكتب مفصلا.	৩১৬
৩১	أكتب طرق شرح غريب القرآن وفق كتابك.	৩১৭

৩২	ما معنى النسخ عند المتقدمين والمتأخرين؟ الأيات المنسوخة عند المتأخرين وعند المصنف العلام كم هى؟ قوله تعالى : "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" منسوخة ام محكمة؟ وما رأى المصنف في ذلك المقام؟ بين بالتوضيح التام.	৩১৭
৩৩	ما معنى 'نزلت في كذا' عند المتقدمين؟ بين مفصلين.	৩১৯
৩৪	ما حكم الرواية عن أهل الكتاب؟ ماذا شرط المفسر في باب أسباب الترول؟.	৩২০
৩৫	إلى أية نكتة اشار ابو الدرداء رضى الله عنه بقوله ' لايكون الرجل فقيها حتى يحمل الأية الواحدة على محامل متعددة'	৩২১
৩৬	ما معنى التوجيه وماذا حاصله؟ أكتب مع أمثاله.	৩২১
৩৭	عرف المحكم والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلى وأوضح كل ذلك بالأمثلة.	৩২৩
৩৮	ماذا وجه التكرار في العلوم الخمسة وعدم التركيب في بيانها؟	৩২৫
৩৯	بينوا وجوه اعجاز القرآن كما في كتابكم.	৩২৬
৪০	بينوا أصناف المفسرين كما في كتابكم	৩২৮

(١) السوال : أكتب ترجمة الإمام المصنف في سطور.

জবাব ঃ **লেখকের জীবনী**

গুণ ও বৈশিষ্ট ঃ হযরত ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রাহঃ) ভারতের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একজন ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। দক্ষ ও শ্রেষ্ঠ আলিম। পাঠে ও রচনায় স্বাধীন গবেষণাকারী। তিনি ইলম প্রচার করে প্রত্যেক জ্ঞান পিপাসুকে তৃপ্তি দান করেছেন। তাঁর মাধ্যমে এবং তাঁর সন্তানাদি, ছাত্র এবং তাঁর ছাত্রদের ছাত্র দ্বারা আল্লাহ পাক ভারতীয় উপ-মহাদেশের হাদীস-সুন্নাহর ইলমকে সজীবতা দান করেছেন। ভারতীয় অঞ্চলে তাঁর কিতাবাদিও সনদের উপরই নির্ভর। তাই তাঁর দৃষ্টান্ত ঐ 'তুবা' বৃক্ষের ন্যায়, যার শিকড় তাঁর ঘরে ও শাখা-প্রশাখা প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে।

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ তাঁর নাম আবু আব্দুল আযীয কুতবুদ্দীন ওয়ালী উল্লাহ আহমদ। তাঁর পিতার নাম ঃ আব্দুর রহীম ফারুকী দেহলভী। মাতার নাম সায়্যিদা ফাখরুন্নিসা। তিনি হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর। তাঁর নসব নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ওয়ালী উল্লাহ আহমদ ইবনে আব্দুর রহীম ইবনে ওয়াজীহুদ্দীন ইবনে মুআয্যাম ইবনে মানসূর ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ।

জন্ম ঃ তিনি বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের মযজাফফরনগর জেলার 'পুলত' নামক গ্রামে বাদশাহ আলমগীরের শাসনামলে ১৪ শাওয়াল ১১১৪ হিজরী, রোজ বুধবার সূর্যোদয়ের সময় জন্ম গ্রহণ করেন।

রচনা ঃ ইমাম ওয়ালী উল্লাহ সব বিষয়ে লিখেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রায় ৫০টি। বিশেষতঃ হাদীস, তাফসীর, উসূলে হাদীস ইসূলে তাফসীর রচনা করেছেন। তাঁর রচনাগুলোই সমস্ত ইসলামী জ্ঞানে তাঁর উঁচু অবস্থান, অগাধ পাণ্ডিত্য অধিক জ্ঞান ও প্রশস্ত দৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১. 'ফতহুর রাহমান' । এটি কুরআনের ফার্সী অনুবাদ।
২. 'আল-ফাউযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর'।
৩. 'আল-মুসাওওয়া' মুআত্তা ইমাম মালিকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। (আরবী)
৪. 'আল-মুসাফ্‌ফা' মুআত্তা ইমাম মালিকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। (উর্দু)

৫. 'আল-ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতে ইলমিল ইসনাদ।'

৬. 'হুজ্জাতুল্লাহি বালিগাহ্' ঃ দ্বীনের মূলনীতি ও শরীয়তের নিগূঢ় রহস্য বিষয়ে লিখিত।

৭. ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওায়ত তাকলীদ।

৮. আল-ইনসাফ ফী বয়ানে সবাবিল ইখতিলাফ।

৯. আল-মুকাদ্দিমাতুছ্ছানিয়্যাহ্ ফী ইনতিছারিল ফিরকাতুছ্ছুন্নিয়্যাহ্।

১০. এযালাতুল খাফা আনিল-খিলাফাতিল খুলাফা।

১১. কুররাতুল আইনাইন ফী তাফসীলিশ শায়খাইন।

১২. আত-তাফহীমাতুল এলাহিয়্যাহ্।

তিনি হযরত আবু হানীফা (রাহঃ) এর মাযহাবের অনুসারী, সুফী তরীকার অনুসারী, হানাফী মাযহাবে আমলকারী, পাঠদানে হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণকারী, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আরবী ভাষা ও ইলমে কালামের সেবক ছিলেন।

ইন্তিকাল ঃ ২৯ মুহাররাম ১১৭৬ হিজরীত রোজ শনিবার যোহরের সময় দিল্লী শহরে তাঁর ওফাত হয়।

(٢) السوال : ما التفسير لغة واصطلاحا؟ وما فوائد قيدوه وموضوعه وغرضه وفضائله؟

জবাব ঃ

তাফসীরের আভিধানিক অর্থ ঃ স্পষ্ট করা, ব্যাখ্যা করা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ، مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِه عَلَى مُرَادِ اللهِ تَعَالَى ، بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ.

অর্থ ঃ পরিভাষায় 'তাফসীর' ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে মানুষের সামর্থ্য অনুপাতে কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ফাওয়াইদে কুয়ূদ ঃ 'ইলমে তাফসীর' থেকে 'কিরাত শাস্ত্র' বের হয়ে গেছে। কেননা, কিরাত শাস্ত্রে কুরআন কারীমের শাব্দিক বিন্যাস ও উচ্চারণ পদ্ধতির অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তাফসীরের আলোচ্য বিষয় ঃ কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কথায় কিভাবে তাঁর উদ্দেশ্য বিকশিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা।

তাফসীরের উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ, মজবুত রশী (শরীয়ত) দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করা।

তাফসীরের মর্যাদা বা গুরুত্ব ঃ (১) আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

অতঃপর আমার উপরই তার ব্যাখ্যার দায়িত্ব। (সূরা কিয়ামাহ্ ঃ ১৯)

তাই আল্লাহ তা'আলা নিজ সনাতন কালামের প্রথম মুফাসসির (ব্যাখ্যাকার)। আর এটুকুই তাফসীরের মর্যাদার জন্য যথেষ্ট।

(২) কুরআন শরীফের তাফসীর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আপনার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।' (নাহাল ঃ ৪৪)

তাফসীর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং তিনি কুরআনের দ্বিতীয় মুফাসসির এবং অনুসরণের জন্য তিনিই যথেষ্ট।

(৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও!' (হাকিম)

(৪) যারা কুরআন শিক্ষা করে বা লোকজনকে শিক্ষা দেয় তাদেরকে সর্বোত্তম লোক বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। একথাটি কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং অর্থের দিকটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শামিল।

(٣) السوال : ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ وما التفسير بالرأى وما حكمه؟

জবাব ঃ تفسير ও تأويل এর মধ্যে পার্থক্য

মুতাকাদ্দিমীন উলামাদের মতে تفسير ও تأويل এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মুতাআখখিরীন উলামাদের মধ্য থেকে ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদী বলেন, 'তাফসীর' মানে নিশ্চিতভাবে বলা যে, শব্দের অর্থ এটিই এবং আল্লাহর উপর সাক্ষ্য দিয়ে বলা যে, তিনি শব্দ দিয়ে একথাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যদি একথার উপর কোন অকাট্য প্রমাণ থাকে তাহলে কথা সঠিক। নতুবা তা মনগড়া তাফসীর আর এ তাফসীর নিষিদ্ধ। আর تأويل মানে কোন নিশ্চয়তা ও আল্লাহর উপর সাক্ষি ব্যতিরেকে কয়েক সম্ভবনার মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেয়া।

التفسير بالرأى ঃ التفسير بالرأى মানে ইচ্ছা মত তাফসীর, নিজের পক্ষ থেকে তাফসীর, যার মাধ্যমে কোন অকাট্য ঐক্যমত্য বিষয় পরিবর্তন করে ফেলা বা পূর্বসূরীদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আকীদা-বিশ্বাসকে পরিবর্তন করা।

হুকুম ঃ কোন লক্ষণ (قرينه) ও প্রমাণের মাধ্যমে যদি তাফসীর হয় তাহলে তা শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় গ্রহণযোগ্য নয়।

(٤) السوال : أكتب العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن العظيم نصا.

জবাব ঃ

কুরআনে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত পাঁচ প্রকার বিষয় এই ঃ

এক. ইলমুল আহকাম বা সাংবিধানিক জ্ঞান। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী, লেনদের, ঘর-সংসার, রাষ্ট্র বা সমাজনীতিসহ যে কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব, মুস্ত াহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম জ্ঞানই হল সাংবিধানিক জ্ঞান।

দুই. ইলমুল জাদাল বা তর্কজ্ঞান। অর্থাৎ ইয়াহুদী, নাসারা, মুশরিক, মুনাফিক এ চার ভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্ক সম্পর্কিয় জ্ঞান।

তিন. ইলমুত তাযকীর বে-আলা ইল্লাহ বা আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ দেওয়ানো সম্পর্কিত জ্ঞান। অর্থাৎ আসমান-যমীন সৃষ্টির বর্ণনা, বান্দাগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়, সে সমস্ত বিষয়ের

প্রতি তাদের অনুপ্রেরণা দানের বর্ণনা এবং আল্লাহর সিফাতে কামেলার বর্ণনা হল ইলমুত তাযকির বে- আলা ইল্লাহ।

চার. ইলমুত তাযকীর বে-আইয়ামুল্লাহ বা আল্লাহর সৃজিত ঘটনাবলীর জ্ঞান। আর তা হল, আল্লাহ কর্তৃক স্বীয় অনুগত বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং পাপিষ্ঠ বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা।

পাঁচ. ইলমুত তাযকীর বিল মাউত ওমা বা'দাহু বা মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী বিষয়াদি। হাশর, নশর, হিসাব, মীজান, জান্নাত ও নারকে স্মরণ করানো সংক্রন্ত জ্ঞান।

(٥) السوال : ماذا أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم الخمسة؟

জবাব ঃ

কুরআনে কারীমে পঞ্চ ইলমের বর্ণনায় কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকালীন আরবদের রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। পরবর্তী আলিমগণের রীতি অবলম্বন করা হয়নি। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা আহকাম সংক্রান্ত আয়াত গ্রন্থকারদের ন্যায় ইবারত সংক্ষেপ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। উসূলবিদগণের অনুসরণে অপ্রয়োজনী শর্ত দ্বারা কায়দা-কানুনকে পরিমার্জনাও করেননি। মুখাসামার আয়াতসমূহ আল্লাহ তা'আলা সর্বস্বীকৃত প্রসিদ্ধ প্রমাণাদি এবং বিশেষ উপকারী সাধারণ আস্থাযোগ্য কথা দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করাকে পছন্দ করেছেন। তর্ক শাস্ত্রবিদদের মত দলীল-প্রমাণকে পরিমার্জিতরূপে পেশ করেননি। পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের ন্যায় এক বিষয়ের আলোচনা থেকে অপর বিষয়ের আলোচনায় যেতে উভয় বিষয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্য বিধানের তোয়াক্কা করেননি। বরং বান্দাদের জন্যে যখন যা প্রয়োজন মনে করেছেন তাখন তা বলে দিয়েছেন। চাই তা সুবিন্যস্তরূপে হোক বা না-ই হোক।

(٦) السوال : هل يحتاج كل آية إلى سبب النزول؟ أكتب المقام بحيث ينكشف المرام.

জবাব ঃ

অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ তর্কশাস্ত্রীয় ও বিধান শাস্ত্রীয় প্রতিটি আয়াতকে একটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। তাদের ধারনা এই ঘটনা উক্ত আয়াতের শানে নুযূল। কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি আয়াতের শানে নুযুল থাকা আবশ্যক নয়।

কুরআন অবতীর্ণ করার মুখ্য উদ্দেশ্য হল মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা, খারাপ কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা। তাই বান্দাদের অন্তরে ভ্রান্ত আকীদা-শ্বিাসের অস্তিত্বই তর্ক শাস্ত্রীয় আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, গর্হিত কাজের অস্তিত্ব এবং বান্দাদের মধ্যে জুলুম-অত্যাচারের প্রসার বিধান শাস্ত্রীয় আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। আর আল্লাহর নিয়ামতসমূহের বর্ণনা, অতীতের শিক্ষনীয় ঘটনাবহুল দিনগুলোর আলোচান, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ভয়ংকর অবস্থাবলীর আলোচনা ছাড়া তাদের সতর্ক না হওয়াই হল তাযকীর সংক্রান্ত আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য।

(٧) السوال : بكم فرقة وقعت المخاصمة في القرآن وعلى أى طريق وقعت هذه المخاصمة؟ أكتب مفكرا.

জবাব ঃ

কুরআন কারীমে তর্কযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে চারটি ভ্রষ্ট দলের সাথে। পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুনাফিক। তাদের সাথে তর্কযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে দুটি পদ্ধতিতে।

এক. আল্লাহ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত আকীদা উল্লেখ করতঃ শুধু এর ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন। (এর খণ্ডনে কোন দলীল-প্রমাণ তুলে ধরেননি। যেমন- قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ।

দুই. তাদের ভ্রান্ত মতবাদ উল্লেখ করত তা খণ্ডন করেছেন অকাট্য যৌক্তিক প্রমাণাদি বা গ্রহণযোগ্য ধারণা প্রসূত যৌক্তিক প্রমাণাদি দ্বারা। যেমন- وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ।

(٨) السوال : (الف) الحنيف من هو؟ (ب) وشعائر الملة الإبراهيمية كم هي وما هي؟ (ج) وما ذا شرائعها وعقائدها؟ أكتب وفق شئونك.

জবাব ঃ (الف)

حنيف বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ইব্রাহীমের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর ধর্মের প্রতীকগুলো আঁকড়ে ধরেছে।

(ب)

ইব্রাহীমী ধর্মের প্রতীকসমূহ

দ্বীনে ইব্রাহীমের প্রতীক ১০টি ঃ (১) বায়তুল্লাহর হজ্জ, (২) নামাযে কিবলামুখী হওয়া, (৩) জানাবতের গোসল করা, (৪) খতনা করা এবং বাকি ফিতরত তথা প্রকৃতিগত কার্যাবলী পালন করা, (৫) হারাম মাসগুলো (জিলহজ্জ, মহররম, সফর ও রজব) কে হারাম মনে করা, (৬) মসজিদে হারামকে সম্মান করা, (৭) বংশগত সূত্রে এবং দুগ্ধ পান সূত্রে যাদেরকে বিবাহ করা অবৈধ হয়েছে, তাদেরকে হারাম জ্ঞান করা, (৮) গরু, বকরী ইত্যাদিকে গলায় জবাই করা, (৯) উটের বক্ষ চূড়ায় নহর করা, (১০) জবাই ও নহর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা বিশেষতঃ হজ্জ মৌসুমে।

(ج)

দ্বীনে ইব্রাহীমের বিধান

১. ওযু করা, ২. নামায পড়া, ৩. ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখা, ৪. ইয়াতীম, মিসকিনদেরকে সদকা করা, ৫. সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কারণে কারো উপর বিপদ এলে তার সাহায্য করা, ৬. আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ। ৭. হত্যা, চুরী, ব্যভিচার, সুদ ও রাহাজানী ইত্যাদি হারাম।

দ্বীনে ইব্রাহীমের আকীদা

দ্বীনে ইবরাহীমে আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস ছিল এবং এ বিশ্বাসও ছিল যে, তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, বড় বড় ঘটনাবলীর উদ্ভাবক, তিনি নবী প্রেরণ করতে এবং বান্দার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দান করতে সক্ষম, সকল ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তিনি অবহিত। ফিরিশতাগণ তাঁর নৈকট্যশীল বান্দা এবং তাঁরা সম্মানের পাত্র।

(٩) السوال : ضلال المشركين كم هي وما هي؟ أكتب واحدا فواحدا.

জবাব ঃ

মুশরিকদের ভ্রান্তি

মুশরিকদের উল্লেখযোগ্য ভ্রান্তি ১০টি। তা নিম্নরূপ ঃ

১. শিরক, ২. আল্লাহকে মানুষের মত মনে করা, ৩. ধর্ম বিকৃতি, ৪. আখেরাতকে অস্বীকার, ৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালতকে অসম্ভব মনে করা, ৬. তাদের ধর্মে গর্হিত কাজ ও জুলুম-নির্যাতনের প্রসার, ৭. অন্ধ অনুকরণের আবিষ্কার, ৮. ইবাদত-বন্দেগীর বিলুপ্তি।

(১০) السوال : ماذا شرك المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الرد عليه في القرآن الكريم؟ أكتب موضحا.

জবাব ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে পৌত্তলিকগণ কোন বস্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং বড় বড় বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করত না এবং আল্লাহ কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এর মুকাবেলা করার শক্তি কারো আছে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল না। বরং তারা কোন কোন বান্দার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিরকের আকীদা পোষণ করত। তাদের ধারনা ছিল যে, রাজাধিরাজ যেভাবে তার বিশেষ প্রজাদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সে অঞ্চলের প্রশাসক বানিয়ে পাঠিয়ে তাদেরকে ছোটখাট বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিয়েছেন। সে আঞ্চলিক প্রশাসক রাজাধিরাজের পক্ষ থেকে কোন স্পষ্ট নির্দেশ না আসা পর্যন্ত খুটিনাটি বিষয়ে তারাই সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। রাজাধিরাজ সরাসরি প্রজাদের খুটিনাটি বিষয়ে মাথা ঘামান না; বরং তারা প্রজাদের বিষয়কে প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার ও প্রশাসকদের হাতে অর্পণ করে থাকেন। আর যে সকল প্রজা আঞ্চলিক সরকার বা প্রশাসকের সেবা করে বা তাদের শরণাপন্ন হয়, আঞ্চলিক সরকার রাজাধিরাজের নিকট তাদের জন্য যে সুপারিশ করেন রাজাধিরাজ তা গ্রহণ করেন। ঠিক তদ্রূপ সৃষ্টিকুলের রাজা (আল্লাহ তা'আলা) তার কিছু বান্দাকে প্রভুত্ব দান করেছেন এবং তারা অন্যান্য বান্দাদের উপর রাজি হলে আল্লহও রাজি হন; আর তারা নারাজ হলে আল্লাহও নারাজ হন।

এ বিশ্বাসেরই ভিত্তিতে পৌত্তলিকরা সে বিশেষ বান্দাদের নৈকট্য লাভকে জরুরী মনে করত, যাতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর নিকট তারা সহজে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে যেন তাদের নৈকট্য লাভকারীদের বেলায় তাদের সুপারিশ গৃহীত হয়ে যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা আল্লাহর এ বিশেষ বান্দাদেরকে সেজদা করা, তাদের জন্যে জবাই করা, তাদের নামে কসম করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তাদের অসীম কুদরতের সহায়তা চাওয়াকে তারা বৈধ মনে করত। তারা পাথর ও পিতল দ্বারা ঐ বিশেষ বান্দাদের মূর্তি নির্মাণ করতঃ এ মূর্তিগুলোকে ঐ মহাত্মাদের দিকে মনোযোগ ফিরানোর লক্ষ্যে কিবলাস্বরূপ ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। কালক্রমে মূর্খরা ঐ মূর্তিগুলোকেই স্বয়ং উপাস্য মনে করতে লাগল। ফলে আকীদা-বিশ্বাসে বিরাট ভ্রান্তি সৃষ্টি হল।

কুরআনে শিরকের খণ্ডন

কুরআনে শিরকের খণ্ডন করা হয়েছে প্রথমতঃ মুশরিকদের চিন্তাধারার সমর্থনে তাদের নিকট দলীল তলব এবং তাদের বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণকে বাতিল সাব্যস্ত করার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল বান্দাহকে তারা তাদের মা'বূদ বানিয়েছে তাদের এবং আল্লাহর মধ্যে ব্যবধান তুলে ধরার মাধ্যমে এবং অসীম সম্মানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ, তাদের মনগড়া মা'বূদগণ নয়– একথা তুলে ধরার মাধ্যমে।

তৃতীয়তঃ এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, মাসআলায়ে তাওহীদের উপর সকল নবী একমত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার পূর্বে আমি যে নবীই প্রেরণ করেছি আমি তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করছিলাম যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাই তোমরা আমার উপাসনা কর।

চতুর্থতঃ মূর্তিপূজার অসারতা বর্ণনার মাধ্যমে এবং এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, মানুষের মর্যাদা পাথরের মার্যাদার নীচে। কাজেই তা কিভাবে প্রভুত্বের মার্যাদা লাভ করতে পারে!

(١١) السوال : ما معنى التشبيه من ضلال المشركين وما هو الرد عليه في القرآن الكريم؟ بين مفصلا.

জবাব ঃ

তাশবীহ বল হয় মানবীয় গুণাবলী আল্লাহর সাথে সাব্যস্ত করা। আরবের পৌত্তলিকরা বলত, ফিরিশতাগণ আল্লাহর কন্যা। যেভাবে বাদশাহগণ অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভাবশালী নেতাদের সুপারিশ গ্রহণে বাধ্য থাকেন, তেমনি আল্লাহ তা'আলার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ বান্দদের সুপারিশ গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য। যখন তারা আল্লাহর জ্ঞান, শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির মাহাত্ম্য তাঁর শান মাফিক উপলব্ধি করতে পারেনি, তখন তারা এগুলোকে নিজেদের জ্ঞান, শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির উপর অনুমান করল। ফলে তাদের এই বিশ্বাস হলো যে, তিনি দেহবিশিষ্ট এবং দারা এই দাবি করতে লাগল যে, তিনি এক নির্দিষ্ট স্থানে স্থিতিশীল আছেন।

কুরআনে তাশবীহের খণ্ডন

কুরআনে তাশবীহের খণ্ডন করা হয়েছে প্রথমতঃ দলীল তলবের মাধ্যমে এবং বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণকে বাতিল সাব্যস্ত করার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়তঃ এ কথা বলার মাধ্যমে যে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সমজাতিত্ব থাকা জরুরী; অথচ তা আল্লাহ এবং যাদেরকে তার সন্তান বলা হচ্ছে, এতদুভয়ের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত।

তৃতীয়তঃ নিজের নিকট যা পছন্দনীয় ও নিন্দনীয় তা আল্লাহর সাথে সাব্যস্ত করার অসারতা বর্ণনা করার মাধ্যমে।

এ খণ্ডনটি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করা হয় যারা সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকাসম্পন্ন বা প্রতিপক্ষের নিকট স্বীকৃত ভূমিকাসম্পন্ন যুক্তির এবং কল্পনা প্রসূত অলীক যুক্তির অভ্যস্ত। অধিকাংশ মুশরিক এ প্রকারেরই ছিল।

(١٢) السوال : لِمَ كانت الكفار يستبعدون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ردّ الله عليهم في كتابه؟

জবাব ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালতকে কাফিরদের অসম্ভব মনে করার কারণ

প্রধানত দু'টি কারণে কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালতকে অসম্ভব মনে করেছিল। **এক.** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানবীয় গুণাবলী। তাদের ধারনা ছিল, তিনি যদি নবী হন, তাহলে আমাদের মত পানাহার, পেশাব-পায়খানা ও বিয়ে-শাদী করেন কেন? তারা বলত ঃ مَالِهَذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاق। তাঁর এসকল মানবীয় গুণাবলী দেখে তাঁর রেসালত তারা মেনে নিতে পারেনি।

দুই. তারা আল্লাহ তা'আলার পরিচালনা বিধানের গূঢ় রহস্যটি বুঝতে না পারায় তারা রিসালতকে অসম্ভব মনে করেছে। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রেরিত নবীর গুণাবলী প্রেরক আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। এজন্য তারা এমন সব দুর্বল সংশয় পেশ করত যা শ্রবণযোগ্য নয়। যেমন তারা বলত, নবী পানাহারের মুখাপেক্ষী হবেন কিভাবে? আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাকে রাসূল বানিয়ে কেন পাঠালেন না? কেনই বা তিনি প্রত্যেকের নিকট পৃথক পৃথকভাবে ওহী প্রেরণ করলেন না? ইত্যাদি।

রিসালত অস্বীকারকারীদের খণ্ডন

তাদের রিসালত অস্বীকারের খণ্ডন করা হয়েছে প্রথমতঃ এ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, রিসালতের অস্তিত্ব শুধু এ উম্মতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ

'আমি তোমার পূর্বে বস্তিবাসীর মধ্য থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছি তারা পুরুষ ছিল। তাদের নিকট আমি ওহী প্রেরণ করতাম।'

অন্যত্র বলেন,

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

'কাফিররা বলে, তুমি প্রেরিত নয়। আপনি বলুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীর জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং ঐ সকল লোক যাদের মধ্যে কিতাবের ইলম রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ঐ বক্তব্য দ্বারা রিসালতের অসম্ভবতাকের দৃঢ় করার মাধ্যমে যে, এখানে রিসালত দ্বারা ওহী উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ

'আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়।'

অতঃপর ওহীর এমন ব্যাখ্য প্রদান করা যা দ্বারা তা আর অসম্ভব থাকে না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

'আর কোন মানুষের সাধ্য নেই যে, আল্লাহর সাথে কথোপকথন করবে ওহী বা পর্দার আড়াল ব্যতীত। অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন। অতঃপর সেই দূত তার অনুমতি বা ইচ্ছানুক্রমে ওহী নিয়ে অবতরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সুমহান ও প্রজ্ঞাময়।'

তৃতীয়তঃ ঐ কথা বর্ণনার মাধ্যমে যে, পৌত্তলিকগণ যে সকল মু'জিজা প্রকাশের আবেদন নবীর নিকট করে, তা নবী থেকে প্রকাশ না হওয়া, তারা যাকে নবী বানানোর প্রস্তাব করে তাদের সে প্রস্তাবের সমর্থনে আল্লাহ্ কর্তৃক তাকে নবী না বানানো, আল্লাহ কর্তৃক ফিরিশতাকে রাসূল না বানানো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ওহী প্রেরণ না করা, এ প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্যে মৌলিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যা উপলব্ধি করা তাদের জ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়।

(١٣) السوال : ما هو الرد على استبعاد الحشر والنشر في القرآن العظيم؟

জবাব ঃ **কুরআনে হাশর-নশরকে অসম্ভব মনে করার খণ্ডন**

প্রথমতঃ করআনে মৃত্যুর পর পুনঃজীবিত হওয়াকে প্রমাণিত করা হয়েছে মৃত জমীনকে জীবিত করার উপর বা এমন অন্যান্য বিষয়ের উপর কিয়াসের মাধ্যমে এবং হাশর-নশর সম্ভব হওয়ার ভিত্তি যে বিষয়ের উপর তা পরিষ্কার করার মাধ্যমে। আর তা হল আল্লাহর কুদরত অসীম। তাই তাঁর পক্ষে পুনরুত্থিত করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ এই কথা বর্ণনা করার মাধ্যমে যে, শুধু কুরআন হাশর-নশরের সংবাদ দেয়নি; বরং আসমানী কিতাবধারী সকল ধর্মাবলম্বী এ সংবাদ দিয়ে থাকেন এবং তা সমর্থনও করেন।

(١٤) السوال : ضلال اليهود كم هى وما هى؟ أكتب واحدا فواحدا.

জবাব ঃ **ইহুদীদের ভ্রান্তি**

ইহুদীদের ভ্রান্তি সাতটি। তা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১. তাওরাতের বিধানের বিকৃতি। তারা শব্দগত বিকৃতিও ঘটিয়েছে এবং অর্থগত বিকৃতিও ঘটিয়েছে।

২. তাওরাতের আয়াতসতূহ গোপন করা।

৩. নিজের মনগড়া অনেক বিধান তাওরাতে সংযোজন করা।

৪. তাওরাতের বিধান বাস্তবায়নে ত্রুটি করা।

৫. নিজেদের ধর্ম রক্ষার্থে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেয়া।

৬. আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালতকে অস্বীকার করা, তাঁর সাথে বেআদবী করা এবং তাঁর প্রতি এমনকি স্বয়ং আল্লাহর প্রতি কটাক্ষ করা।

৭. কৃপণতা, লোভ-লালসা ইত্যাদি কদর্য কাজে লিপ্ত হওয়া।

(১৫) السوال : هل وقع التحريف في الكتب السماوية بكل نحو من اللفظى والمعنوى؟ وماذا رأى الامام المصنف، وما القول الراجح في ذلك؟

জবাব ঃ **আসমানী কিতাবে তাহরীফ**

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে শব্দগত ও অর্থগত সথা সর্বতোপায়ে বিকৃতি ঘটেছে। এব্যাপারে মুসান্নিফ রাহ.-এর অভিমত হলো, তাদের শাব্দিক বিকৃতি ছিল তাওরাতের অনুবাদ ও এজাতীয় ক্ষেত্রে; মূল তাওরাতে নয়। এটা ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার অভিমতও।

আর অর্থগত বিকৃতি হল, আয়াতের প্রকৃত অর্থ না নিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করার মাধ্যমে বিকল্প ভ্রান্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা বিপথগামী হওয়ার কারণে এবং সঠিক রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার কারণে। বস্তুত এব্যাপারে এ অভিমতই সঠিক এবং রাজেহ।

(১৬) السوال : هات مثالا من امثلة التحريف المعنوى؟

জবাব ঃ **অর্থগত বিকৃতির কতিপয় উদাহরণ**

১. অর্থগত বিকৃতির একটি উদাহরণ হল, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধর্মে ধার্মিক, ফাসিক ও অস্বীকারকারী কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। কাফিরকে চিরকাল দোযখে থাকার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন এবং ফাসিকের জন্য নবীদের সুপারিশে দোযখ থেকে মুক্তি লাভের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তি লাভকারীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রত্যেক ধর্মে তাদেরকে সে ধর্মবলম্বীদের নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন তাউরাতে সে মর্যাদাটি সাব্যস্ত করা হয়েছে ইহুদী ও ইবরীদের জন্য, ইঞ্জিলে খৃষ্টনদের জন্য, কুরআনে মুসলমানদের জন্য। অথচ সে মুক্তি বিধানটি আল্লাহ ও আখেরাত-দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, যে নবী তাদের প্রতি প্রেরিত তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর আনীত ধর্মের বিধি-বিধানের প্রতি আমল করা ও তাঁর ধর্মের নিষিদ্ধ বিষয়াদিকে বর্জন করার উপর নির্ভরশীল। সে মুক্তি বিধানটি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সাথে খাস করা হয়নি। কিন্তু ইহুদীরা মনে করল যে, যারা ইহুদী বা ইবরী হবে শুধু তারাই জান্নাতবাসী হবে, নবীদের সুপারিশ শুধু তাদেরকেই মুক্তি দেবে এবং জাহান্নামে তারা মুষ্টিমেয় কয়েক দিনই অবস্থান করবে; যদিও তাদের মধ্যে মুক্তির সে মানদণ্ডটি নাও পাওয়া যায়, সহীহ্ তরীকায় আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস নাও থাকে, আখেরাতের প্রতি এবং তাদের দিকে প্রেরিত রাসূলের রিসালতের প্রতি তাদের কোন প্রকার বিশ্বাস নাও থাকে।

এটি তাদের মারাত্মক ভুল ধারণা এবং চরম মুর্খতা। যেহেতু কুরআনে কারীম পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের রক্ষক এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যে সমস্ত সংশয় সৃষ্টি হয় সে সমস্ত সংশয়ের নিরসনকারী, সেই জন্য কুরআন কারীম ইহুদীদের সে সংশয়ের নিরসন পূর্ণভাবে করেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'যারা মন্দ কাজ করে এবং পাপরাশি তাদেরকে ঘিরে ফেলে, তারা হল জাহান্নামী। তারা ইহাতে সর্বদা থাকবে।'

২. অর্থগত বিকৃতির আরেকটি উদাহরণ হল, যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধর্মে এমন সব বিধান বর্ণনা করেছেন যা সেকালের জন্য কল্যাণকর এবং বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সেকালের মানুষের ভাল অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আর জোরালোভাবে সে বিধানগুলোকে আঁকড়ে ধরার, এগুলোর প্রতি সর্বদা আমল করার এবং এগুলোর প্রতি সদা বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ করতঃ সত্যকে উক্ত ধর্মের উপর সীমাবদ্ধ করেছেন। সত্যকে উক্ত ধর্মের উপর সীমবদ্ধ করার মর্ম ছিল যে, সেকালে সত্য ঐ ধর্মের উপরই সীমাবদ্ধ, সর্বকালে নয়।

আর সর্বদা সে ধর্মের উপর অটল থাকার মর্ম ছিল, অন্য নবীর আগমন ও তাঁর রিসালত প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সে ধর্মের উপর অটল থাকবে। তাই সদা অটল থাকার বিষয়টি ছিল আপেক্ষিক, প্রকৃত নয়।

কিন্তু ইহুদীরা ইহুদী ধর্মের উপর সদা অটল থাকার মর্ম নিয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদী ধর্ম অনুসরনীয় থাকবে। তা রহিত হবে না। তদ্রূপ ইয়া'কূব (আঃ) ইহুদী ধর্ম আঁকড়ে ধরার যে ওয়সীয়ত করে গিয়েছিলেন এর প্রকৃত মর্ম ছিল, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন ও সৎ কাজকে আঁকড়ে ধরার ওসীয়ত করা। এরদ্বারা ইহুদী ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু ইহুদীরা এরদ্বারা ইহুদী ধর্মের বৈশিষ্ট্য বুঝে নিয়েছে। তাদের ধারণা হল যে, ইয়া'কূব (আঃ) তাঁর ছেলেদেরকে সর্বকালে-সর্বযুগে ইহুদী ধর্মকে আঁকড়ে ধরার ওসীয়ত করে গেছেন। এটাও তাদের অর্থগত বিকৃতি।

৩. অর্থগত বিকৃতির আরেকটি উদাহরণ হল, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধর্মে নবীদেরকে এবং তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারীদেরকে ঘনিষ্ট বন্ধু বা প্রিয়জন আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন এবং ধর্মদ্রোহীদেরকে অভিশপ্ত আখ্যা

দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন এবং এক্ষেত্রে যে জাতির নিকট যে শব্দটি প্রচলিত সে শব্দই প্রয়োগ করেছেন।

সুতরাং যে জাতির মধ্যে প্রিয়জনকে ছেলে বলার প্রচলন রয়েছে, সে জাতির ধর্মগ্রন্থে প্রিয়জনকে ছেলে বলা বিচিত্র নয়। এরই ভিত্তিতে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে নবী বা তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহ তাঁর ছেলে বলেছেন। কিন্তু ইহুদীরা মনে করে যে, সে প্রিয়জন গুণ দ্বারা গুণান্বিত হওয়ার মর্যাদাটি শুধু তথাকথিত ইবরী ও ইস্রাঈলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ সে মর্যাদাটি আনুগত্যও খোদা কর্তৃক নবীদের উপর যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, ইহার অনুসরণের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ অন্য কিছুর মধ্যে নয়, তা তারা বুঝতে পারেনি।

এ জাতীয় অসংখ্য অপব্যাখ্যা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, যা তাদের বাপ-দাদা থেকে তারা বংশানুক্রমে পেয়ে ছিল। কুরআনে কারীম তাদের সে ভ্রান্তিগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়েছে।

(١٧) السوال : أكتب أسباب افتراء اليهود ثم أوضح مراد 'الاستحسان' منها.

জবাব ঃ ইহুদীদের মনগড়া বিধান সংযোজনের কারণসমূহ

ইহুদীদের মনগড়া বিধান সংযোজনের কারণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. তাদের আলিম ও সন্যাসীদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামীর অনুপ্রবেশ,

২. বিধানদাতা আল্লাহর নির্দেশনা ব্যতীত মানুষের কল্যাণার্থে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিধান প্রনয়ণ,

৩. মনগড়া গবেষণার প্রসারণ।

استحسان এর তাৎপর্য

শরীয়ত প্রবর্তক শরীয়তের কোন হুকুম প্রবর্তনের ভিত্তি হেকমত ও মুসলেহতের উপর রেখেছেন বলে যখন কেউ দেখতে পায়, তখন কোন কোন হেকমত সে জেনে নেয় এবং সে তা দিয়ে শরয়ী হুকুম প্রমাণ করে। যেমন- ইহুদীরা দেখল যে, শরীয়ত প্রবর্তক হুদুদ আইন প্রবর্তন করেছেন অপরাধ প্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য। কিন্তু তারা যখন দেখল রজম আইন পরস্পর বিভেদের জন্ম দেয় এবং সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করে, তখন তারা রজমের পরিবর্তে মুখমন্ডল কালো করা এবং বেত্রাঘাত করা শ্রেয় মনে করল। এরূপ মনগড়া বিধান প্রবর্তনকে استحسان বলা হয়।

(১৮) السوال : أكتب منهج النبوة في اصلاح الناس وفق كتابك.

জবাব ঃ মানব সংশোধনে নবুওয়াতের রীতি

নবূওয়াতের বিষয়ে মূল কথা হল এই যে, নবূওয়াত মানবাত্মার পরিশুদ্ধি এবং তাদের ইবাদত ও অভ্যাসের সংশোধনের জন্য, পাপ-পুণ্যের রীতি নির্ধারণের জন্য নয়। প্রত্যেক জাতির ইবাদত-উপাসনা, সংসার পরিচালনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু পদ্ধতি থাকে। সে জাতির মধ্যে যখন নবূওয়াতের অবির্ভাব ঘটে তখন নবূওয়াত সে পদ্ধতিগুলোকে সমূলে বাতিল করতঃ নতুন রীতি প্রণয়ন করে না; বরং নবূওয়াত সে রীতি-নীতির বেলায় ভাল-মন্দ বিবেচনা করে। যা কল্যাণকর ও আল্লাহর সন্তুষ্টি মুতাবিক হয় তা বহাল রেখে দেয় এবং যা ধর্মীয় মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস পরিপন্থী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিরোধী হয়, নবূওয়াত প্রয়োজনানুসারে তার মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন আনে।

তদ্রূপ আল্লাহর নিয়ামতরাজির আলোচনা ও তার বিশেষ দিবসসমূহের আলোচনা ঐ পদ্ধতি মতে হয়, যা তাদের নিকট প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। নবীদের ধর্মসমূহে ভিন্নতা সৃষ্টির এটাই কারণ।

(১৯) السوال : أوضح قوله : 'اختلاف الشرائع كاختلاف وصفات الطبيب'.

জবাব ঃ 'اختلاف الشرائع كاختلاف وصفات الطبيب'.

অর্থ ঃ বিভিন্ন শীয়তের পার্থক্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের পার্থক্যের ন্যায়

ব্যাখ্যা ঃ বিভিন্ন শরীয়তের মধ্যকার পার্থক্য রয়েছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের পার্থক্যের মত। কারণ, ডাক্তার দীর্ঘক্ষণ একই রোগে আক্রান্ত দুই রোগীর বেলায় চিন্তা-ভাবনা করতঃ একজনের জন্য ঠান্ডা ঔষধ ও ঠান্ডা খাবারের পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং অপরজনের জন্য গরম ঔষধ ও গরম খাবার নির্দেশ করে থাকে। উভয়ের চিকিৎসায় ডাক্তারের উদ্দেশ্য একই। আর তা হল উভয়ের শরীরকে রোগমুক্ত করা এবং তাদের শরীরের রোগ সৃষ্টিকারী উপসর্গ দূর করা। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়। অনেক সময় ডাক্তার যে এলাকাবাসীর জন্য যে ঔষধ ও যে খাদ্য উপযোগী সে এলাকার রোগীকে সে ঔষধ ও সে খাদ্য খাওয়ার নির্দেশ দেন। প্রত্যেক মৌসুমে সে ডাক্তর সে মৌসুমের উপযোগী ঔষধ চয়ন করে থাকেন।

ঠিক তদ্রূপ আসল চিকিৎসক আল্লাহ তা'আলা যখন আত্মীক রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা, তাদের ফিরিশতাসূলভ গুলাবলীর প্রবৃদ্ধি এবং তাদের উপর আপতিত ভ্রান্তিকে দূর করতে চান, তখন বিভিন্ন যুগের জাতি-গোষ্টি, তাদের রীতি-নীতি, তাদের নিকট প্রসিদ্ধ বিষয়াদি এবং তাদের নিকট স্বীকৃত বিষয়াদির মধ্যে প্রভেদ থাকার কারণে তাদের আত্মার চিকিৎসায়ও প্রভেদ দেখা দেয়।

(٢٠) السوال : يعتقد النصارى بعيسى عليه السلام انه ابنه فيما يتمسكون على اعتقادهم وما الجواب لديكم عن تمسكاتهم؟ بين بالتوضيح التام.

জবাব ঃ

খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে। তারা তাদের এ বিশ্বাসের সমর্থনে দু'টি প্রমাণ পেশ করে। **এক.** ইঞ্জিলের ঐ সমস্ত উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করে যেগুলোতে হযরত ঈসা (আঃ) কে পুত্র বলা হয়েছে।

দুই. ইঞ্জীলের ঐ সমস্ত আয়াত দ্বারাও প্রমাণ পেশ করে যেগুলোতে ঈসা (আ.) আল্লাহু তা'আলার কোন কোন কাজকে নিজের দিকে নিসবত করেছেন।

তাদের প্রথম প্রমাণের জবাব ঃ

বর্তমান ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ার কারণে এ সকল উক্তিও বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য এসকল উক্তি তিনি ঈশ্বরপুত্র হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। আর ইঞ্জিলের এ উক্তিগুলো যদি শুদ্ধ ও অবিকৃত বলে ধরে নেওয়া হয়, তবুও তা তিনি ঈশ্বরপুত্র হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কেননা, প্রাচীন কালে পুত্র রূপক অর্থে প্রিয়, ঘনিষ্ট, মনোনীত অর্থে ব্যবহৃত হত। তাই ইঞ্জিলের যে সকল স্থানে ঈসা (আঃ) কে ঈশ্বরপুত্র বলা হয়েছে, সে স্থানগুলোতেও রূপক অর্থে প্রিয় বা মনোনীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা প্রকৃত অর্থ বুঝানো হয়নি।

তাদের দ্বিতীয় প্রমাণের জবাব ঃ

হযরত ঈসা (আঃ)ও নিজের দিকে আল্লাহর কাজকে নিসবত করেছেন হেকায়ত স্বরূপ। এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সে কাজ তিনি নিজে

করেছেন বা করবেন। যেমন, রাষ্ট্র প্রধানের দূত বা মুখপাত্র বলে থাকেন, আমরা অমুক শহর জয় করেছি এবং আমরা অমুক দুর্গ ধ্বংস করেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক ঘটেছে। দূত একথাটি রাষ্ট্র প্রধানের ভাষ্যকার হিসেবে বলে থাকেন মাত্র।

(٢١) السوال : أكتب عقيدة التثليث والرد عليها بأوضح تبيان.

জবাব ঃ

ত্রিত্ববাদ এবং এর খণ্ডন

নবী যুগের খৃষ্টানরা আল্লাহ তিন সত্তার সমষ্টির নাম। ১. বিশ্বস্রষ্ট যাকে পিতা বলা হয়। ২. খোদার সিফাতে কালাম বা বাণী, যাকে পুত্র বলা হয়। সে সিফাতে কালামটি মানব রূপ ধারণ করে মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বে এসেছে। আর সে মানবরূপটি হল হযরত ঈসা (আঃ)। ৩. খোদার সিফাতে হায়াত ও মুহাব্বাত; যাকে রূহুল কুদুস বলা হয়। এই তিনজনের প্রত্যেকই একজন খোদা। কিন্তু এই তিনজন মিলিত হয়ে তিন খোদা নয়; বরং এক খোদা।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে খৃষ্টানদের বাতিল মতাদর্শকে অনেক আয়াতে খণ্ডন করেছেন। যেমন-

(١) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

(٢) وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّه قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوب.

(٣) وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيه مِن رُّوحِنَا.

(٤) إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّه وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ.

(٥) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّه آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا.

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এর মাধ্যমে তাঁকে সহায়তা করা প্রসঙ্গে বলেন,

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.

(২২) السوال : أكتب عقيدة مصلوبية المسيح والرد عليها باتم وجه.

জবাব ঃ

হযরত ঈসা (আঃ) শূল বিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস ও তার খণ্ডন

খৃীষ্টনদের বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে শূলকাষ্ঠে ঝুলিয়ে ইহুদীরা হত্যা করেছে। কুরআন তাদের সে বিশ্বাসের বিরোধিতা করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে ঃ

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ

'তারা তাঁকে হত্যাও করেনি এবং শূলিবুদ্ধও করেনি; বরং তারা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল।'

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তারা ধাঁধায় পড়ার কারণ ছিল এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) কে ধরার জন্য তাদের এক সাথী ইহুদা আসকর ইউতীকে তাঁর ঘরে ঢুকিয়ে ছিল। সে প্রবেশ করা মাত্রই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ) কে আকশে উঠিয়ে নেন এবং সে ইহুদীর আকৃতিকে হযরত ঈসা (আঃ) এর আকৃতির অনুরূপ করে দেন। ইহুদীরা তাকে হযরত ঈসা (আঃ) মনে করে শূলবিদ্ধ করে।

স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সম্পর্কে ইঞ্জিলে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। যেমন- তিনি তাঁর বারজন শিষ্যকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'দেখ আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি। সেখানে ইবনে আদমকে [হযরত ঈসা (আঃ)] প্রধান ইমামদের ও আলেমদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে। তারা তাঁর বিচার করে মৃত্যুর উপযুক্ত স্থির করবে। তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার জন্য এবং চাবুক মারার জন্য ও ক্রুশের উপর হত্যার জন্য অ-ইহুদীদের হাতে দেবে। এরদ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁকে শূল বিদ্ধ করা হবে।'

তাদের এ দলীলের খণ্ডনে আমরা বলি। ১. ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ার কারণে তা হযরত ঈসা (আঃ) এর উক্তি বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না; বরং খৃীষ্টনরা তা পরবর্তীতে সংযোজন করেছে। খোদ হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর শিষ্য বা হওয়ারী হযরত বার্ণাবাস স্বরচিত ইঞ্জীলে এবং অপর শিষ্য তার রচিত ইঞ্জীলে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর শূলবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাসকে খণ্ডন করেছেন। এটাই প্রমাণ করে যে, বর্তমান খৃীষ্টানদের হাতে যে ইঞ্জীল রয়েছে সে ইঞ্জীলে উপরোক্ত উক্তি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

২. যদি ধরে নেয়া যায় যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর উক্তিগুলো সত্য, তাহলে এর জবাব হল যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর সে সকল উক্তির মর্ম তা নয় যে, তাঁকে শূলবিদ্ধি করা হবে; বরং এর মর্ম হল যে, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে এক পর্যায়ে আমাকে হত্যা করার দুঃসাহস দেখাবে।

বর্তমান ইঞ্জীলে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে শূলবিদ্ধ করা হয়েছে বলে কোন কোন হাওয়ারীর উক্তি রয়েছে। আমরা এর জবাবে বলি, ইঞ্জীল বিকৃত হওয়ারে কারণে তা বাস্তবিক হওয়ারীদের উক্তি তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। যদি মেনে নেয়া হয় যে, তা হওয়ারীদের উক্তি তাহলে এর জবাবে আমরা বলব যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে যখন গ্রেফতার করার উদ্যোগ ইহুদীরা নেয়, তখন তাঁর হাওয়ারীগণ পালিয়ে গিয়েছিলেন। যার বর্ণনা খোদ ইঞ্জীলে রয়েছে। তাই তারা এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নয়। এজন্য তাদের উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে তারা সে উক্তি করেছেন সংশয়ের বশিভূত হয়ে। কারণ, একদিকে ইহুদীরা দাবি করল যে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে তারা হত্যা করে ফেলেছে, অপর দিকে তারা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে খোঁজে পায়নি। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) যে আকাশে উঠে যাবেন তাও তাদের ধারণা বহির্ভূত ছিল এবং অতীতে কেউ আকাশে উঠেছেন তাও তারা শোনেনি। এসকল কারণে তারা সংশয়ের বশীভূত হয়ে এমন উক্তি করেছেন। তাদের সে উক্তির পিছনে কোন মজবুত দলীল ছিল না বিধায় তাদের সে উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

(۲۳) السوال : ماذا تحريف النصارى في بشارة الفارقليط وما هو الرد عليه؟

জবাব ঃ

ফারাকলিতের আগমণ সম্পর্কিত সুসংবাদে খৃষ্টনদের বিকৃতি ও এর খন্ডন

তাদের গোমরাহির মধ্যে তাও একটি যে, তারা বলে যে, ইঞ্জীলে যে ফারাকলীতের (পেরাবলুতুস বা পারাকলুতুসের) আগমণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তিনি হযরত ঈসা (আঃ) স্বয়ং নিজেই। যিনি নিহত হওয়ার পর হাওয়ারীদের নিকট এসে তাদেরকে ইঞ্জীল আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিয়েছিলেন। তারা আরোও বলে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে ওসীয়ত

করে গিয়েছিলেন যে, নবূওয়াতের দাবিদার অনেক হবে। তাই যে আমার কথা উল্লেখ করবে, তার কথা মানবে; নচেৎ না।

মহান কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম প্রদত্ত সুসংবাদটি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

মহা ঐশীগ্রন্থ কুরআনে আছে ঃ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

কুরআনের উক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরই বর্তে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর আত্মিক রূপের উপর নয়। কেননা, ইঞ্জীলে স্পষ্ট ভাষায় বল হয়েছে যে, পারাক্লীতুস তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করবেন, ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিবেন এবং মানুষের আত্মশুদ্ধি করবেন। আর এ গুণাবলী আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পর আগত আত্মার উপরও না। কারণ ইঞ্জীলের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সে আত্মা দীর্ঘকাল থাকেনি; বরং তিনি নিহত হওয়ার তিনদিন পর হাওয়ারীদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতঃ কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু ওসীয়ত-নসীয়ত করে আবার চলে যান। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘকাল থেকে মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের আত্মশুদ্ধি করেছেন।

এখন রইল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে বলেছেন, যে তাঁর নাম উল্লেখ করবে, তাঁকে মানবে, এর মর্ম হল, যে ব্যক্তি তাঁর নবূওয়াতকে বিশ্বাস করবে, তাঁকে মানবে। এর মর্ম ইহা নয় যে, যে ব্যক্তি তাঁকে প্রভু বানাবে বা তাঁকে ঈশ্বরপুত্র বিশ্বাস করবে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু তাঁর নবূওয়াতকে স্বীকার করে গেছেন, তাই তাঁকে মেনে চলার কথাই বলা হয়েছে।

(٢٤) السوال : كم قسما للنفاق؟ أكتب مظاهر نفاق العمل وفق كتابك.

জবাব ঃ

নেফাত দুই প্রকার ঃ বিশ্বাসগত নেফাক ও আমলগত নেফাক।

১. একদল ছিল যারা মুখে বলত, لا إِلَهَ إِلاَّ الله محمد رسول الله অথচ তাদের অন্তর কুফর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং তারা খালিস কুফরকে তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখত। তাদের বিশ্বাসগত মুনাফিক বলা হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

২. আরেক দল হল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বটে; কিন্তু তাদের ঈমান ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এদেরকে আমলগত মুনাফিক বলা হয়।

আমলী নেফাকের লক্ষণ

১. তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বজাতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার অভ্যস্ত ছিল। স্বজাতি ঈমানের উপর অটল থাকলে তারাও অটল থাকতো এবং স্বজাতি কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তারাও প্রত্যাবর্তন করতো।

২. তাদের কেউ কেউ এমন ছিল যে, তাদের অন্তরে নিকৃষ্ট দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের উপর চলার তাড়না এমন প্রবল হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতের জন্য কোন স্থান রাখেনি।

৩. তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল যাদের অন্তরকে অর্থ লিপ্সা হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি কু অভ্যাস এমনভাবে দখল করে নিয়েছিল যে, তাদের অন্তরে কান্নাকাটি ও দোয়ার স্বাদ উপভোগ ও ইবাদত-বন্দেগীর বরকত অনুভবের জন্য কোন স্থান থাকেনি।

৪. তাদের কেউ কেউ জীবিকা উপার্জনে এমনভাবে নিমজ্জিত ব্যস্ত ছিল যে, আখেরাতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়ার এবং ইহার ব্যাপারে প্রত্যাশা ও চিন্তা-ফিকিরের অবকাশ ছিল না।

৫. তাদের কেউ কেউ এমন ছিল যে, যাদের অন্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালত সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণা ও অহেতুক সংশয়-সন্দেহ ঘোরপাক খেত। যদিও তারা ইসলামের রশিকে তাদের গলা থেকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি এবং নিজের হস্তকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে নেয়নি।

এসব সংশয়-সন্দেহের কারণ ছিল, ১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মানবীয় বিধান জারি হওয়া, ২. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম রাজা-বাদশাহদের দাপটের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করা ইত্যাদি।

৬. তাদের কেউ কেউ এমন ছিল যে, তাদেরকে স্বগোত্রের ও স্বজাতির প্রীতি তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করার উপর তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে দিত; যদিও তা মুসলমানদে বিরুদ্ধে হয়। আর তারা মোকাবেলার সময় ইসলামের বিধিবিধানকে দুর্বল সাব্যস্ত করতো এবং ইসলামের ক্ষতি সাধন করতো।

(٢٥) السوال : هل يمكن الاطلاع على كل قسم من النفاق؟ ماهو الغرض من ذكر أحوال المنافقين في القرآن؟ هل كانت المخاصمة في القرآن مع قوم انقرضوا؟

জবাব ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর প্রথম বিশ্বাসগত মুনাফিকি সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এটা তো অদৃশ্যের বিষয়। অন্তরে লোকায়িত অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আর আমলী নেকাফ বহুল প্রচলিত একটি বিষয়, বিশেষত আমাদের এই যুগে। এই প্রকারের নেফাকের দিকে ইঙ্গিত করে হাদীসে বলা হয়েছে, যে মানুষের ভেতরে এই চারটি জিনিষ থাকবে সে নির্জলা মুনাফিক। আমনত রাখলে খেয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, ঝগড়ার সময় গালি গালাজ করে। এ সম্পর্কিত আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

কুরআনে কারীমে মুনাফিকদের অবস্থা বিবৃত করার উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে মুনাফিকদের দোষ-ত্রুটি ও ক্রিয়াকর্ম স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং উভয় প্রকারের মুনাফিকদের ব্যাপারে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন, যাতে গোটা উম্মত এধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে।

অতীত লোকদের সম্পর্কে কুরআনের বিরোধীতা

কুরআনে কেবল সে সকল লোকদের বিরোধিতা করা হয়নি যারা ইহজগত থেকে চলে গেছে। বরং বাস্তবতা হল, অতীতকালের এমন কোনো ফিতনা নেই, যা নমুনা স্বরূপ বর্তমানকালে আসেনি। যেমন হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করবে।'

(২৬) السوال : كيفية اثبات ذات البارى تعالى وصفاته في القرآن الكريم ماهي؟

জবাব ঃ

আল্লাহ তা'আলার সত্তার অস্তিত্বকে তিনি সংক্ষেপে প্রমাণিত করেছেন। কেননা আল্লাহ পাকের সত্তার ইলম প্রত্যেক বনী আদমের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে অংকিত আছে। আপনি সভ্য শহর ও উন্নত এলাকার লোকদের মাঝে এমন একদল লোক পাবেন না যারা আল্লাহ পাককে অস্বীকার করে। এজন্য আল্লাহ পাকের অস্তিত্বকে খুব ভালোভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

আর যেহেতু মানুষের জন্য গভীর দৃষ্টিতে ও হাকীকতের নিগূঢ়ে প্রবেশ করে আল্লাহ পাকের সিফাতকে জানা অসম্ভব, এদিকে যদি আল্লাহ পাকের সিফাতের মোটেও জ্ঞান না থাকে, তাহলে মানুষ আল্লাহ পাকের রবূবিয়াত বা প্রভুত্বের পরিচয় লাভ করতে পারবে না। অথচ নফসের ইসলাহের জন্য এটা সবচে বেশি কার্যকর। এজন্য আল্লাহ পাকের হিকমতের চাহিদা মোতাবেক মানবীয় কিছু পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি যা মানুষ চিনে ও জানে এবং তা কারো মাঝে পাওয়া গেলে সে প্রশংসারপাত্র হয়, সেসব গুণাবলিকে নির্বাচন করে আল্লাহর সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য গুণাবলির স্থলে পেশ করা হয়েছে। যাতে মানুষ সে সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা লাভ করতে পারে।

(২৭) السوال : صفاته تعالى توفيقية ام للقياس مدخل فيه؟ أكتب بتفكر عميق.

জবাব ঃ

আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহ আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত

আপনি যদি আল্লারহ সিফাতসমূহের ব্যাপারে গভীর দৃষ্টি দেন, তাহলে আপনার সামনে ফুটে উঠবে যে, গায়র কসবী মানবিক জ্ঞান বিজ্ঞানের রেখা অনুসরণ করে চলা এবং এমন সিফাতসমূহকে পৃথক করা যেগুলোকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা সম্ভব এবং যেগুলো দ্বারা কোনো বিশ্বাসগত ভ্রান্তি সৃষ্টি হবে না– সেসব সিফাত থেকে বেশ সূক্ষ্ম ও ঝুকিপূর্ণ কাজ যেগুলো দ্বারা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের জ্ঞান-মেধা সে পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হয় না। এজন্য অবশ্যই আল্লাহ পাকের সিফাত সংক্রান্ত জ্ঞান তাওকীফী বা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। এতে সাধারণ মানুষের জন্য ইচ্ছামত লাগামহীন কথা বলা ও কোনো চিন্দা-যুক্তি খরচ করার সুযোগ নেই।

(২৮) السوال : ما اختار الله سبحانه وتعالى في كلامه من الوقائع الماضية؟ ولِمَ يسرد الله تعالى القصص بتمامها؟

জবাব ঃ

আল্লাহু তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে অতীত ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন কাফির-মুশরিকদের সতর্ক করার জন্য যে, তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে তারা পূর্বেকার ঈমানদারদের মতো পুরস্কার লাভ করবে। আর যারা ঈমান আনবে না তাদেরকে পূর্বেকার বেঈমানদারদের মতো শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ পাক বিখ্যাত ঘটনাবলীর কেবল ততটুকুই উল্লেখ করেছেন, যতটুকু উপদেশ গ্রহণের জন্য উপকারী হয়। পূর্ণ ঘটনা তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেননি।

আল্লাহ পাক পুরো ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেননি এজন্য যে, পুরো ঘটনা জানতে পারলে ওরা ঘটনা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন মূল লক্ষ্য নসীহত গ্রহণ হারিয়ে যাবে। একারণে ঘটনাবলীর কেবল ততটুকুই উল্লেখ করেছেন, যতটুকু উপদেশ গ্রহণের জন্য উপকারী।

(২৯) السوال : ما هى القاعدة الكلية في مباحث الأحكام؟

জবাব ঃ

বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি হল, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীনের ওপর প্রেরণ করা হয়েছে, এজন্য উক্ত ধর্মের মাসআলা-মাসাঈল ও বিধিবিধান অবশিষ্ট থাকা এবং এসব মাসআলা মাসাঈলে পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে ব্যাপক হুকুমকে সীমাবদ্ধ করা এবং সময়ের সাথে নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ হুকুমকে পরিবর্তন করতে কোনো অসুবিধা নেই।

(৩০) السوال : ماهى أسباب صعوبة فهم المراد من كلام الله تعالى بالنسبة الى أهل هذا العصر؟ أكتب مفصلا.

জবাব ঃ

কুরআনে কারীম বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর আরবরা আপন সৃষ্টিগত যোগ্যতা বলেই কুরআনের ইবারতের মর্ম বুঝে নিত।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী সময়ে যখন মুসলমানদের সাথে অনারবীদের সংমিশ্রণ ঘটল এবং সেই যুগের মূল ভাষা পরিত্যক্ত হল, তখন

কোনো কোনো স্থানে কুরআনের মর্ম বোঝা কঠিন হয়ে গেল এবং লুগাত ও ব্যাকরণ ঘাটাঘাটির প্রয়োজন দেখা দিল। এ খোঁজাখোজির সময় লোকদের পরস্পরের মাঝে নানা ধরণের প্রশ্নোত্তর এসে গেল এবং তাফসীরের কিতাবসমূহ রচিত হতে লাগল।

(٣١) السوال : أكتب طرق شرح غريب القرآن وفق كتابك.

জবাব ঃ **কুরআনের দূলর্ভ শব্দের ব্যাখ্যার বিবরণ**

কুরআনের দূলর্ভ শব্দের ব্যাখ্যায় সর্বোৎকৃষ্ট তরীকা হল তা, যা কুরআনের ভাষ্যকার হযরত ইবনে আব্বাস থেকে সহীহ্ সনদে আবু তালহা থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী রহঃ আপন সহীহ বুখারীতে বেশির ভাগ এই সূত্রের উপরই ভরসা করেছেন। তার পরের স্তরে ইবনে আব্বাস থেকে যাহ্হাকের সূত্রে বর্ণিত পদ্ধতির এবং ইবনে আব্বাসের ওইসব উত্তরের যা নাফেবিন আজরকের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। ইমাম সূয়ূতী এই তরীকাত্রয়কে আপন গ্রন্থ আল ইতকানে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী রহঃ তাফসীরের ইমামগণের সূত্রে কুরআনের দূর্লভ বিষয়াদির যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এর স্তর হল চতুর্থ নম্বরে। তারপর কুরআনে দূলর্ভ বিষয়াদীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে সাহাবা, তাবিয়ীন এবং তবে তাবিয়ীনগণ থেকে সকল মুফাস্সিরগণ- যা বর্ণনা করেছে-তার স্তর।

(٣٢) السوال : ما معنى النسخ عند المتقدمين والمتأخرين؟ الأيات المنسوخة عند المتأخرين وعند المصنف العلام كم هى؟ قوله تعالى : "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" منسوخة ام محكمة؟ وما رأى المصنف في ذلك المقام؟ بين بالتوضيح التام.

জবাব ঃ **মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীনের দৃষ্টিতে নসখের অর্থ**

সাহাবা ও তাবিয়ীগণ নসখ শব্দকে তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আর তার শাব্দিক অর্থ হল, এক বস্তুকে অপর বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া। উসূলবিদগণের পারিভাষিক অর্থে তারা নসখ শব্দটিকে ব্যবহার করেননি। সূতরাং সাহাবা ও তাবিয়ীনগণের দৃষ্টিতে নসখের অর্থ হল, কোনো আয়াতের কোনো গুণকে অন্য কোনো আয়াত দ্বারা বিদূরিত করে ফেলা, তা কোনো আমকে খাস করার দ্বারা হোক চাই জাহিলী যুগের কোনো অভ্যাসকে বিলোপ্ত করার দ্বারা ইত্যাদি।

আর পরবর্তী যুগের উসূলবিদগণের পরিভাষায় নসখ বলা হয় এমন নির্দেশকে যা আগে থেকে প্রচলিত হুকুম রহিত করানের উপর এমনভানে দালালত করে যে, যদি সে নির্দেশ না আসত তা হলে হুকুম বহাল থাকত।

মনসূখ আয়াতের পরিমাণ

মুতাকাদ্দিমীনগণের মজহব অনুযায়ী নস্খের ময়দান অনেক ব্যাপক। মানসুখ আয়াতের পরিমাণ তাদের নিকট পাঁচশতে পৌঁছে যায়। বরং গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, মানসূখ আয়াতের সংখ্যা অসংখ্য।

কিন্তু মুতাআখখিরীনের পরিভাষা মতে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা একেবারে অল্প। বিশেষত মুসান্নিফ রাহ. যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী।

শায়খ জালালুদ্দীন সুযুতী (রহ.) আল-ইতকান-গ্রন্থে মুতাআখখিরীনগণের রায় মোতাবেক এবং শায়খ ইবনুল আরাবীর মতানুকুল্যে যেসব আয়াত মানসুখ তা উল্লেখ করেছেন। তিনি মানসূখ আয়াতের সংখ্যা সাব্যস্ত করেছেন বিশটির কাছাকাছি। এ বিশটির অধিকাংশের ব্যাপারে মুসান্নিফ রাহ. এর আপত্তি আছে। তিনি তার মন্তব্য সহকারে তা কিতাবেটিতে তুলে ধরছেন।

قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

কারো কারো মতে وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ আয়াতখানা فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ দ্বারা মানসূখ হয়েছে। কেননা প্রথম আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ফিদিয়া দানপূর্বক রোজা পত্যািগ করা জায়েয। আর দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে কেউই রমজান মাস পাবে, তার জন্য রোজা রাখা জরুরী। তাই এ আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াত মনসূখ হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি মানসূখ হয়নি। আর يُطِيقُونَهُ এর পূর্বে لا অব্যয়টি উহ্য রয়েছে।

মুসান্নিফ বলেন, আমার দৃষ্টিতে আয়াতের অপর একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। আর এটা হল আয়াতের অর্থ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الطَّعَامُ فدية هى طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থাৎ যেসব লোক খাবার বিতরণে সক্ষম মানে যেসব লোক সদকায়ে ফিতর আদায়ে সক্ষমতা রাখে, তাদের উপর ফিদিয়া অর্থাৎ সদকায়ে ফিতর আসবে।

মোটকথা সকল মুফাসসিরগণ يُطِيقُونَهُ এর যমীরের مرجع সাব্যস্ত করেছেন صوم শব্দকে এবং এ অনুপাতেই তাফসীর করছেন। কিন্তু শাহ

ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) যমীরের مرجع সাব্যস্ত করেছেন فدية শব্দকে এবং ফিদিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সদকায়ে ফিতির।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, فدية কে يُطِيقُوْنَهُ এর مرجع সাব্যস্ত করলে إضمار قبل الذكر হয়ে যায় যা অবৈধ। কারণ, আয়াতে فدية এর উল্লেখ পরে হয়েছে এবং ضمير এর উল্লেক আগে হয়েছে। এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, مرجع উল্লেখ করার পূর্বে যমীর উল্লেখ করেছেন। কেননা مرجع অবস্থানগত দিক দিয়ে যমীরের পূর্ববর্তী।

জবাবের মর্ম হল আয়াতে যদিও ضمير আগে এসেছে এবং তার مرجع পরে এসেছে কিন্তু فدية হল رتبةً আগে। কেননা, فِدية طعام مسكين হল مبتداء এবং على الذين يطيقونه হল খবর। مبتداءটি لفظا পরে হলেও رتبةً আগে। তাই إضمار قبل الذكر- لفظا হলেও رتبةً হয়নি। এজন্য ইহা বৈধ।

এখন প্রশ্ন হল, এখানে مرجع- مؤنث জমীর مذكر কেন? এর জবাবে মুছান্নিফ রাহ. বলেন, যমীরকে পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহার করেছেন একারণে যে, ফিদিয়া দ্বারা طَعَامُ উদ্দেশ্য। طعام শব্দ পুংলিঙ্গ। আর যখন শব্দ مؤنث হয়ে অর্থ مذكر হয় অথবা এর উল্টো হয় তখন যমীর বা সর্বনামকে مذكر ও مؤنث উভয়ভাবে ব্যবহার করা বৈধ। আর طعام দ্বারা সাদকায়ে ফিতির উদ্দেশ্য।

(৩৩) السوال : ما معنى 'نزلت في كذا' عند المتقدمين؟ بين مفصلين.

জবাব ঃ মুতাকাদ্দিমীনগণের দৃষ্টিতে "نزلت في كذا"এর অর্থ

(মুতাআখখিরীগণ যদিও "نزلت في كذا" দ্বারা কেবল শানে নুযুল অর্থাৎ সেই কাহিনী উদ্দেশ্য নেন যার ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।) কিন্তু সাহাবা ও তাবিয়ীগণের বক্তব্য যাচাই-বাছাই করলে একথা ফুটে উঠে যে, তারা "نزلت في كذا" দ্বারা কেবল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত ঘটনা বুঝাতেন না, যা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা শানে নুযুল ছিল বরং

- কখনো তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত বা পরে সংঘটিত এমন কোনো বিষয়কে উল্লেখ করতেন যা আয়াতের মিসদাক হতে পারে এবং সেই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে আয়াতের ব্যাপারে বলতেন "نزلت في كذا"।

এমতাবস্থায় তারা আয়াতের সকল পয়েন্ট সেই বিষয়ের সাথে খাপ খাওয়া জরুরী মনে করতেন না। বরং মুল হুকুমের সাথে সামঞ্জস্য থাকাটাকেই যথেষ্ট মনে করতেন।

▸ কখনো কখনো তারা এমন ঘটনার বা এমন প্রশ্নের বিবরণ দিয়ে "نزلت في كذا" বলতেন যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত হয়েছিল। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ঘটনার হুকুম সে আয়াত থেকে বের করেছেন এবং আয়াতকে সে প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের সামনে তেলাওতও করেছেন। কখনো কখনো তারা এক্ষেত্রে فانزل الله قوله كذا অথবা فنزلت বলে ফেলতেন। সম্ভবত এর দ্বারা তারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই হুকুমকে উক্ত আয়াত থেকে বের করেছেন। আর আয়াতকে সে সময় (অর্থাৎ সেই ঘটনা সংঘটনের সময়।) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অন্তরে ঢেলে দেয়াও এক প্রকার ওহী ও ইলহাম। এ কারণে আলোচ্য- অবস্থায় আয়াতের ব্যাপারে فانزلتবলাও যেতে পারে। যদিও ঘটনার অনেক পূর্বেই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর যদি কেউ এসুরতটিকে পুণঃঅবতরণ দ্বারা প্রকাশ করে তারও অবকাশ রয়েছে।

(٣٤) السوال : ما حكم الرواية عن أهل الكتاب؟ ماذا شرط المفسر في باب أسباب النزول؟

জবাব ঃ **আহলে কিতাবদের বর্ণনার হুকুম**

পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাবলী হাদীসের কিতাবসমূহে খুব অল্পই পাওয়া যায়। মুফাসসিরগণ যেসব লম্বা চওড়া কাহিনী বর্ণনা করার কষ্ট করে থাকেন, সেগুলোর দু'একটি ব্যতীত সবগুলোই আহলে কিতাবদের থেকে নকলকৃত। দ্বীনের মধ্যে এসব কিস্‌সাকাহিনীর অবস্থান কী? এ ব্যাপারে সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের সত্যায়নও কর না, আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও কর না।

শানে নুযুলের ক্ষেত্রে মুফাসসিরের জন্য শর্ত

আয়াতের তাফসীর আত্মস্থ করার জন্য মুফাসসিরের পক্ষে কেবল দু'টি জিনিস জানা শর্ত। একঃ আয়াতসমূহে যে কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা সম্পর্কে অবগত হওয়া। কেননা আয়াতে প্রদত্ত ইঙ্গিত বোঝা ওই ঘটনা জানা ব্যতীত সহজ হবে না।

দুইঃ সেসব ঘটনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা, যা আমকে খাস করে দেয় অথবা এমন কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি করে যা বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে দেয়। কেননা আয়াত সমূহের মূল উদ্দেশ্য বুঝে ওঠা এসব ঘটনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা ব্যতীত সম্ভব নয়।

(٣٥) السوال : إلى أية نكتة اشار ابو الدرداء رضى الله عنه بقوله :

'واحد ةعلى محامل متعد د بحمل الأية الواحدة على محامل متعددة'

জবাব ঃ

সাহাবা ও তাবিয়ীন কখনো কখনো মুশরিক ও ইহুদীদের কর্মপদ্ধতি ও তাদের অভ্যাস সংশ্লিষ্ট কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতেন, যাতে এর দ্বারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অন্ধ অনুকরণ সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সেই ঘটনার ব্যাপারে বলে ফেলতেন نزلت الآية في كذا এবং এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হত, এ আয়াত এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতর্ণ হয়েছে। চাই সে আয়াত বাস্তবিকই হুবহু সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হোক, অথবা এতদসদৃশ বা এর নিকটবর্তী কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হোক। অবস্থা প্রকাশ করা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হত, সেই বিশেষ ঘটনা উদ্দেশ্য হত না। বরং এটা বোঝানোর জন্য বর্ণনা করতেন যে, এ অবস্থা মুশরিক ও ইহুদীদের সার্বিক অবস্থার সাথে খাপ খায়। এজন্য অনেক জায়গায় তাদের কথার মধ্যে মতবিরোধ বেঁধে যেত। একই আয়াতকে একজন একঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে نزلت الآية في كذا বলতেন, আবার অন্যজন অপর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে نزلت الآية في كذا বলতেন। প্রত্যেকেই কালামকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করতেন। অথচ উদ্দেশ্য সকলের অভিন্ন। কেননা সকলের উদ্দেশ্য হল, আয়াত এজাতীয় ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। খাস কোন ঘটনার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, এটা উদ্দেশ্য নয়। সূতরাং উদ্দেশ্যগতভাবে তাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আবু দারদা রাযি বলেন,

لايكون الرجل فقيها حتى بحمل الأية الواحدة على محامل متعددة

কোনো ব্যক্তি ততক্ষন ফকীহ হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত একটি আয়াতকে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থে প্রয়োগ করতে না পারে।

(٣٦) السوال : ما معنى التوجيه وماذا حاصله؟ أكتب مع أمثاله.

জবাব ঃ

তাওজীহের অর্থ হল, بيان وجه الكلام বা সূরতে কালামের বিবরণ দেয়া। এর حاصل বা সার কথা হল ঃ

- কখনো কোনো আয়াতে এক ধরনের বাহ্যিক সন্দেহ সৃষ্টি হয় আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ) দুর্বোধ্য হওয়ার কারণে অথবা দুই আয়াতের মধ্যখানে ধন্দ হওয়ার কারণে।

▸ অথবা প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বিবেক-বুদ্ধির কাছে আয়াতের মিসদাক দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

▸ অথবা আয়াতের কোনো অংশের ফায়েদা প্রাথমিক শিক্ষার্থীর অন্তরে ফিট হয় না; বরং অস্পষ্ট থেকে যায়। সুতরাং যখন মুফাস্‌সির এ সকল জটিলতার সমাধান দিতে সচেষ্ট হন, তখন এ সমাধানকে তাওজীহ্ বলে।

তাওজীহের উদাহরণ

তাওজীহের উদাহরণ অসংখ্য। তাওজীহের অর্থ বোঝানোই উদ্দেশ্য বিধায় মুসান্নিফ রাহ. চারটি উদাহরণ দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। উদাহরণগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) কুরআনের কারীমের আয়াত يَا أُخْتَ هَارُونَ এর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হল যে, মূসা আঃ এর ভাই হারূন মরিয়ম আঃ এর ভাই হন কীভাবে? কারণ মরিয়ম ও মুসাঃ এর মধ্যখানে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে।

তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবাব দিয়ে বলেছেন যে, বনী ইসরাঈলগণ অতীতের নেককার বুযুর্গগণের নামে আপন সন্তানদের নাম রাখত। এজন্য মরিয়ম আঃ এর ভাইয়ের নাম হযরত হারুন আঃ এর নামে রাখা হয়েছিল। সুতরাং এ হারুন মুসা আঃ এর যুগের হারুন নন।

(২) যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, হাশরের দিন মানুষ কীভাবে আপন চেহারা দিয়ে হাটবে? তখন-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, যে সত্তা দুনিয়াতে মানুষকে পায়ের উপর চালাতে সক্ষম, তিনি হাশরের মাঠে চেহারার মাধ্যমে হাটাতে সক্ষম হবেন।

(৩) যেভাবে লোকেরা ইবনে আব্বাস রাযিঃ কে এই দুই আয়াতের মধ্যখানে সামঞ্জস্যের সুরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল আয়াত দুটির একটি হল আল্লাহ তায়ালার বানী فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

(এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কেয়ামতের দিন লোকেরা একে অপরকে কোনো প্রশ্ন করবে না।)

আর দ্বিতীয় আয়াত وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, একে অপরকে প্রশ্ন করবে) তখন ইবনে আব্বাস রাযিঃ এ উভয় আয়াতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেন যে, আয়াতে প্রশ্ন না

করার কথা বলা হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হাশরের ময়দানে একে অপরকে প্রশ্ন করবে না। আর যে আয়াতে একে অপরকে প্রশ্ন করার সংবাদ দেয়া হয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাতে প্রবেশ করার পর একে অপরকে প্রশ্ন করবে। সুতরাং এখানে কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই।

(৪) আর যেমন হযরত আয়েশা রাযিঃ কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল যে, যদি সাফা মারওয়ার মধ্যখানে সায়ী করা ওয়াজিব হয়, তা হলে আয়াতে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا বলার কারণ কি? কেননা তাতে বলা হয়েছে যে, সাফা মারওয়ার মধ্যখানে সায়ী করতে কোনো অসুবিধা নেই। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সাফা মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করা ওয়াজিব নয় বরং জয়িয। তখন জবাবে বলেছিলেন, একদল লোক সাফামারওয়ার মধ্যখানে সায়ী করা থেকে বিরত থাকত এবং এ কাজকে গোনাহ মনে করত। এজন্যই আল্লাহ পাক বলেছেন لَا جُنَاحَ । তার জবাবের সার কথা হল, এই আয়াত সায়ীর মূল হুকুম বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। মূল হুকুম অন্য নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। বরং এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কিছু লোকের অমুলক সন্দেহ দূর করার জন্য। এজন্য আয়াতে لَا جُنَاحَ বলা হয়েছে।

(৫) যেমন হযরত উমর রাযিঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আল্লাহর বানী (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) এর মধ্যে إِنْ خِفْتُمْ শব্দের ব্যাপারে যে, এর মর্ম কী? তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, এটি একটি দান, যা আল্লাহপাক তোমাদেরকে দান করেছেন, সুতরাং তোমরা তাঁর দান গ্রহণ কর। অর্থাৎ দাতাগণ দান করতে কোনো ধরণের কৃপন তার আশ্রয় নেন না। (আর যেহেতু আল্লাহপাক সবচেয়ে বড় দাতা) এজন্য আল্লাহপাক إِنْ خِفْتُمْ শব্দটিকে কোনো সীমাবদ্ধতার জন্য অবতীর্ণ করেননি। বরং এটি হল কয়দে ইত্তেফাকী। সুতরাং ভয় থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় কসর পড়া যাবে। মোট কথা এ ধরণের প্রশ্নের সমাধান দেয়াকে তাওজীহ বলে।

(٣٧) السوال : عرف المحكم والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلي وأوضح كل ذلك بالأمثلة.

জবাব ঃ

محكم বলা হয় এমন শব্দ বা উক্তিকে যা থেকে ভাষাবিদ ব্যক্তি একটি মাত্র অর্থই বুঝতে পারে। এখানে পূর্ববর্তী আরবদের فهم তথা অনুধাবনই

গ্রহণযোগ্য, আমাদের যুগের তাত্ত্বিক ব্যক্তিদের অনুধাবণ নয়, বরং যারা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে থাকেন।

متشابه বলা হয় ওই শব্দকে যা দুই অর্থের সম্ভাবনা রাখে। (বিভিন্ন কারণে متشابه হয়। কারণগুলো এই,)

উদাহরণ ঃ

ان الامير امرني ان العن فلانا، لعنه الله (আমির আমাকে অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন। এখানে لعنهএর ضمير منصوب আমিরের দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে আবার অমুক ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভবনা রাখে)

الكناية বলা হয় কোনো হুকুম সাব্যস্ত করা তবে এর দ্বারা সরাসরি এ হুকুম সাব্যস্ত হওয়া উদ্দেশ্য হয় না, বরং উদ্দেশ্য হয় শ্রুতার মন এ হুকুমের لازم তথা অপরিহার্য অর্থের প্রতি ধাবিত হওয়া। চাই لزوم স্বাভাবিক হোক বা যুক্তিক।

উদাহরণ ঃ

عظيم الرماد যার মূল অর্থ অত্যাধিক ছাইয়ের মালিক। এর উদ্দিষ্ট অত্যাধিক মেহমানদারীকারী। কেননা অত্যাধিক ছাই দ্বারা অত্যাধিক রান্না প্র,াণিত করে, আর অত্যাধিক রান্না দ্বারা অত্যাধিক মেহমানদারী প্রমাণিত হয়। আর আল্লাহ তায়ালার বাণী بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان (আল্লাহর উভয় হাত সম্প্রসারীত) থেকে বদান্যতা এর অর্থ বুঝা যায়। অর্থাৎ আল্লাহ দানশীল। এখানেও মুল অর্থ ছেড়ে لازم তথা অপরিহার্য অর্থ নেয়া হয়েছে।

التعريض বলা হয় আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কোনো ব্যাপক বা অনির্দিষ্ট হুকুম উল্লেখ করা, আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কোনো ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা অথবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার উপর সতর্ক করা।

উদাহরণ ঃ

আল্লাহ তায়ালার বাণী وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا এ আয়াতটিতে হযরত যায়নাব ও তার ভাই এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত যায়নাব (রা.) এর ঘটনা হচ্ছে এই, হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছাছিল স্বীয় আযাদকৃত গোলাম ও পালক পুত্র হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. সাথে স্বীয় ফুফুত বোন হযরত যায়নাব (রা.) কে বিবাহ্ দিবেন। বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর হযরত যায়নাব ও তার ভাই আব্দুল্লাহ এ বিয়ে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাজিল হয়। লক্ষনীয় যে, এই আয়াতে হুকুমটি অনির্দৃষ্টভাবে لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ এসেছে। অথচ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যায়নাব ও তার ভাই আব্দুল্লাহ এর ঘটনা।

مجاز عقلى العقلى বলা হয় فعل কে فاعل ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সম্বদ্ধ করা অথবা যা مفعول به নয় তা مفعول به এর স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া উভয়ের মধ্যখানে مشابهت তথা সাদৃশ্যতার সম্পর্ক থাকার কারণে।

উদাহরণ ঃ

بنى الأمير القصرَ আমীর সাহেব বালাখানা বানিয়েছেন। অথচ নির্মানকারীতো কতেক রাজমিস্ত্রীরা আমীর নন, (আমীর তো শুধু হুকুম দাতা। এ উদাহরনে নির্মানের সম্বন্ধ মূল فاعل তথা معمار এর দিকে না করে امير এর দিকে করা হয়েছে যিনি শুধু হুকুমদাতা। উভয়ের মধ্যে مشابهت এর সম্পর্ক থাকার কারণে। কেননা, আমীর হুকুম দাতা হওয়ার কারণে নির্মাতার ন্যায় হয়ে গেছেন। যেন তিনিই প্রসাদটি নির্মান করেছেন।)

(٣٨) السوال : ماذا وجه التكرار في العلوم الخمسة وعدم التركيب في بيانها؟

জবাব ঃ পঞ্চ ইলমের বিষয়বস্তুকে বারবার আলোচনা করার রহস্য

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কুরআন মাজীদে কেন পঞ্চ ইলমের বিষয় বস্তুর আলোচনা বারংবার করা হয়েছে? এক স্থানে এর আলোচনা করে আল্লাহ তায়ালা ক্ষান্ত হননি কেন?

আমরা জবাবে বলি, আমরা যেসব আলোচনা দিয়ে শ্রুতাকে উপকৃত করতে চাই তা দু'প্রকার ঃ

এক. ওখানে উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র অজনা বস্তুর জানান দেয়া। কাজেই শ্রুতা যে হুকুম সম্পর্কে অবগত নয় এবং তার মস্তিষ্ক এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা, সে যখন একথা শুনবে, তার অজানা বিষয়টি জানা হয়ে যাবে।

দুই. ওই বিষয়টির স্বরূপ শ্রুতার স্মৃতিপটে উপস্থিত করা উদ্দেশ্য হবে যাতে তা থেকে পুরোমাত্রায় স্বাদ নিতে পারে এবং আত্মিক ও ইন্দ্রিয় ক্ষমতা সে বিষয়ের একেবারে নিগুড়ে পৌছে যায় এবং সেই ইলমের রং এসব আত্মিক ও ইন্দ্রিয় শক্তির উপর বিজয়ী হয়ে যায়, এমনকি এগুলো ইলমের রং এ রঙ্গীন হয়ে যায়। যেমনিভাবে আমরা ঐ কবিতা বা গান বারবার আবৃত্তি করে থাকি, যার মর্ম আমরা বুঝি। আর প্রত্যেকবারই আমরা নতুন স্বাদ উপভোগ করি। আর এস্বার্থেই তা বারবার আবৃত্তি করাকে পছন্দ করে থাকি।

পবিত্র কুরআন মজিদ পঞ্চ ইলমের আলোচনার প্রত্যেকটিতে উভয় প্রকার উপকার সাধন করতে চাচ্ছে। অতএব অজ্ঞদের বেলায় অজানাকে জানাতে চাচ্ছে। আর আলেমদে বেলায় এসব বিষয়কে বারবার আলোচনা করে এরদ্বারা অন্তরকে সুশোভিত করা উদ্দেশ্য। একারনেই কোনো কোন বিষয়ের আলোচনা বার বার এসেছে।

পঞ্চ ইলমকে বিক্ষিপ্তভাবে আনার রহস্য

কুরআন শরীফে এসব পঞ্চ ইলমকে বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্তভাবে আনার কারণ হচ্ছে দুটি ঃ

এক. এ বিষয়ে আরবরা একেবারে অপরিচিত ছিল। অতএব, যদি বিন্যস্তভাবে আনা হত তাহলে তারা অপরিচিত বিষয়ে দেখে হতভম্ভ হয়ে যেত।

দুই. ভালভাবে বোধগম্য করে তোলার জন্য বারবার পুনরাবৃত্ত করা হল কুরআনের উদ্দেশ্য। আর অবিন্যস্তভাবে আলোচনা করাই এর সর্বোত্তম পন্থা।

(۳۹) السوال : بينوا وجوه اعجاز القرآن كما في كتابكم.

জবাব ঃ

কুরআনুল কারীম معجز হওয়ার কারণ

কুরআনুল কারীম معجز হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন ঃ

১. الاسلوب البديع তথা অবিনব পদ্ধতি গ্রহণ। কেননা আরববাসীর নির্ধারিত কয়েকটি সাহিত্য ময়দান রয়েছে যেখানে তারা فصاحة ও بلاغة এর ঘোড়া দৌড়াত এবং নিজ বন্ধু বান্ধবদের সাথে তথায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। সেগুলো হচ্ছে, কবিতা, বক্তৃতা, রচনাবলী ও বাগধারা, এচার প্রকারের

বেশী কিছু তারা জানতনা এবং এছাড়া নতুন কোনা পদ্ধতি আবিষ্কারের ক্ষমতা তাদের ছিলনা। অতএব তাদের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের ভিন্ন এক পদ্ধতি উম্মী তথা নিরক্ষর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখদিয়ে আবিষ্কার করা হল عين الاعجاز তথা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার।

২. কারো থেকে শিক্ষা গ্রহণ ব্যাতিরেকেই অতীত ঘটনাবলী ও পূর্ববর্তী ধর্ম সমূহের বিধিবিধানের বর্ণনা এমনভাবে উপস্থাপন করা যে, অতীত ঘটনাবলী পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ এর সাথে হুবহু মিলে যায়।

৩. ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে আগাম সংবাদ প্রদান। অতএব যখনই এ বর্ণনানুযায়ী এর কোনো একটি পাওয়া যাবে তখন اعجاز جديد তথা নতুনভাবে معجز হওয়া প্রমাণিত হবে।

৪. এমন উচুস্তরের بلاغة উপহার দেয়া যা মানুষের সাধ্যাতীত।

৫. শরীয়তের সুক্ষ্ম বিষয়দি সম্পর্কে যারা গবেষণা করে তারা ছাড়া অন্য কারো জন্য বুঝে ওঠা সহজসাধ্য নয়। আর তা হচ্ছে, পঞ্চ ইলমই সরাসরি প্রমাণ বহন করে যে, কুরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানবজাতির হেদায়তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন-যখন কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা কর্তৃক চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে রচিত পুস্তক القانون মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবে এবং রূগের কারণ লক্ষণ ও ঔষধের গুনাগুন ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় তার বিশদ বিশ্লেষন ও সূক্ষ্মতাকে প্রত্যক্ষ করবে, তখন তার সন্দেহ থাকবে না যে, অবশ্যই লেখক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তেমনিভাবে শরীয়তের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি যখন ওইসব বিষয়াদি জানতে পারবে যা মানুষের প্রবৃত্তিকে মার্জিত ও শালীন করার নিমিত্তে তাদের নিকট পৌঁছা জরুরী, অতঃপর পঞ্চ ইলমে গবেষণা করবে তখন নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, এসকল বিষয়াদি যথাস্থানেই নাজিল হয়েছে। এর চাইতে উত্তম কিছুর কল্পনা ও করা যায় না। কোনো এক কবি বলেনঃ

والشمس الناطعة تدل بنفسها على نفسها

فان كنت في حاجة إلى الدليل فلا تول وجهك عنها

দীপ্তিমান সূর্য নিজেই তার অস্তিত্বের প্রমান বহন করে। তথাপি যদি তোমার দলিলের প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি নিজ চেহারা তার থেকে ফিরিও না।

(٤٠) السوال : بينوا أصناف المفسرين كما في كتابكم

জবাব ঃ **মুফাস্‌সিরগণের শ্রেণী বিন্যাস**

মুফাস্‌সীরদের কয়েকটি স্তর রয়েছে। আর তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. এক দল যারা আয়াতের সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করায় মনোনিবেশ করেছেন। চাই হাদীসটি মারফু, মাওকুফ, মাক্বত্ব বা ইসরাঈলী রেওয়াতেই হোক না কেন। এটি মুহাদ্দিসদের অনুসৃত পদ্ধতি।

২। আরেক দল যারা আল্লাহর গুণাগুন ও নাম সম্বলিত আয়াত গুলির তাফসীরের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। অতএব যেসব আয়াত বাহ্য مذهب تنزيه এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাকে তারা বাহ্যিক অর্থ থেকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আর বিরোধিরা যে কিছু আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন। তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটি হচ্ছে মুতাকাল্লিমীনদের পদ্ধতি।

৩. একদল যারা কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে ফিকহী আহকাম বের করেছেন ইজতেহাদী বিষয়ের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন ও বিরোধীদের দলিলের জবাব দানের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। এটি হচ্ছে فقهاء اصوليينদের পদ্ধতি।

৪. একদল যারা কুরআন শরীফে ব্যবহৃত নাহু সরফ এর নীতিসালার ও কুরআন শরীফের শব্দমালার অর্থের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। আর প্রত্যেক বিষয়ে আরবী ভাষা থেকে যথাযথ شواهد উপস্থাপন করেছেন। এটি হল ভাষাবিদদের পদ্ধতি।

৫. একদল যারা কুরআনে উল্লিখিত علم المعاني والبيان এর সুক্ষ্ম বিষয়াদির বিস্তর আলোচনা করেছেন। আর এ বিষয়ে তারা পরস্পরে গর্ভবোধ করে থাকেন। এটি হচ্ছে সাহিত্যিকদের পদ্ধতি।

৬। একদল নিজেদের শায়খদের থেকে বর্ণিত কুরআনের কেরাত বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ্র বিষয়ে তারা কোনো সুক্ষ্ম ও কঠিন বিষয় বাদদেননি বরং আলোচনা করেছেন। এটি হচ্ছে ক্বারী সাহেবদের বৈশিষ্ট্য।

৭. একদল علم تصوف ও علم سلوك সংক্রান্ত সুক্ষ্ম বিষয়াবলীর সম্পর্কের ভিত্তিতেই আলোচনা করে থাকেন। এটি হচ্ছে ছূফীয়ায়ে কেরামদের পদ্ধতি।